

The Ramakrishna Mission
Institute of Culture Library

Presented by

Dr. Baridbaran Mukerji

BMICL-8

4

23081

শ্রীকৃষ্ণসলীলা ।

অন্বয়, স্বামিটীকা, অনুবাদ ও তাৎপর্য সহিত ।

—:~:—

প্রভুপাদ—

শ্রীনীলকান্ত গোস্বামি-ভাগবতাচার্য্য

কর্তৃক

অনূদিত, ব্যাখ্যাত ও সম্পাদিত ।

“অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুযং দেহমাস্রিতঃ ।

ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রদ্ধা তৎপরো ভবেৎ ॥

কলিকাতা ১৮নং অষ্টতচরণ মল্লিকের লেন নিবাসী,

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সাধু কর্তৃক প্রকাশিত ।

১৩২৮ । ৭ই জ্যৈষ্ঠ,

বৈশাখী পূর্ণিমা ।

মূল্য ২ টাকা মাত্র ।

✓	ABY
23091	
29451	✓
11th Aug 160	
A. Mukheyi	
✓	
✓	
✓	



ভগবতাচার্য-মহাপ্রভুপাদ শ্রীনীলকান্ত-দেব-গোস্বামী
মাং বৈচী

বিজ্ঞাপন ।

প্রায় দুই বৎসর হইল, আমি “শ্রীকৃষ্ণ লীলামৃত” নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছি। তাহাতে ভগবানের গোলোকলীলা, অবতার, জন্ম, অম্বরসংহার, চৌর্য্য, মৃদুক্ষণ, দামোদর, ব্রহ্ম-মোহন, কালিয় দমন, বদ্বহরণ, অন্নভিক্ষা, গিরিধারণ, নন্দোদ্ধার ও রাসলীলা, এই চৌদ্দটি লীলার সারার্থ, স্বরচিত সংস্কৃত ও বঙ্গ-ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। ধারা বাহিক মূল শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া ব্যাখ্যা করি নাই, কিন্তু ঐ পুস্তকের বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছিলাম, “যদি সজ্জনগণের সানুরাগ অভিপ্রায় বুঝিতে পারি এবং আমার পরমায়ু থাকে, তবে এই গ্রন্থ আবার বিস্তার পূর্বক পরিবর্দ্ধিত করিয়া অগ্ন্যান্ত লীলার সহিত প্রকাশ করিব।” ঐ পুস্তকের উপর সংবাদ পত্র-সমূহের মন্তব্য পাঠ করিয়া এবং পুস্তকের অচির-বিক্রয় দেখিয়া সজ্জনগণের সানুরাগ অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াছি এবং বলা বাহুল্য আমি এখনও বাঁচিয়া আছি। অতএব স্বকৃত অঙ্গীকার অনুসারে ঐ পুস্তক অগ্ন্যান্ত লীলার সহিত পরিবর্দ্ধিত করিয়া প্রকাশ করাই আমার উচিত ছিল এবং ইচ্ছাও ছিল। কিন্তু বহুসংখ্যক হরি-পরায়ণ রসজ্ঞ ভক্তের একান্ত অনুরোধে আপাততঃ ভগবানের রাসলীলাই বিস্তার পূর্বক লিখিতে হইল।

অতি অল্পদিন পূর্বে অর্থাৎ এতদ্দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও

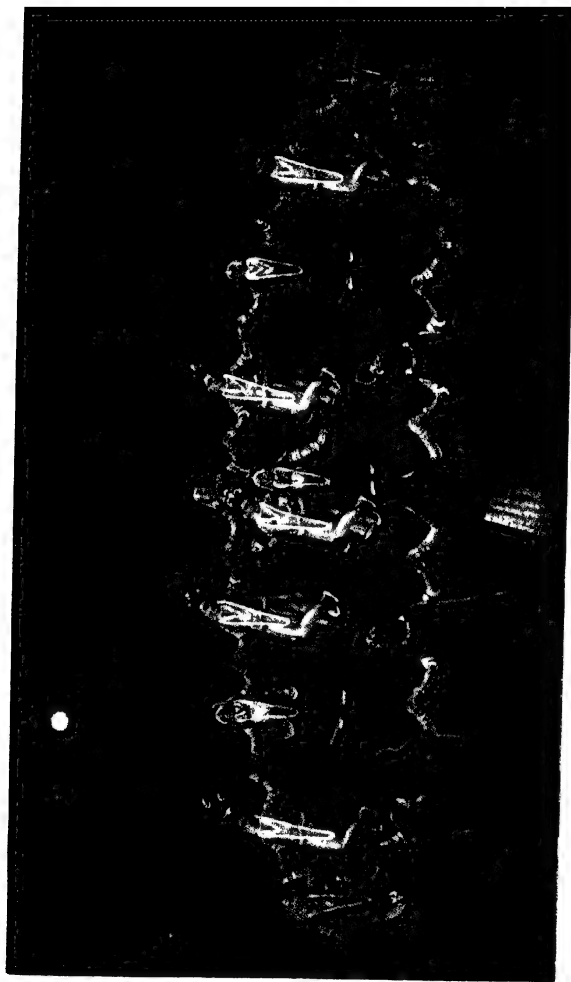
পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রথমাগমন-কালে শ্রীকৃষ্ণলীলার উপর বিশেষ-
 যতঃ রাসলীলার উপর অনেকের যেরূপ বিষ-দৃষ্টি হইয়াছিল,
 সৌভাগ্যক্রমে ভগবদ্ভিষ্মায় এখন অনেকেরই সে ভাব শিথিল
 হইয়া আসিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ লীলার বিশেষতঃ রাসলীলার অন্ত-
 নিহিত একটা সুগূঢ় সারতত্ত্ব আছে তাহা ঠিক বুঝিতে না পারিলেও
 অনেকের তাহাতে বিশ্বাস জন্মিয়াছে সুতরাং বুঝিবার জন্য
 ঔৎসুক্যও পবিবদ্ধিত হইয়াছে। আমার প্রণীত “শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত”
 নামক পুস্তকে রাসলীলায় শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত মূল শ্লোক উদ্ধৃত
 করিয়া ক্রমানুরূপ ব্যাখ্যা হয় নাই, কেবল নিজ ভাষায় তাৎপর্য
 বিবৃত করিয়াছি, তাহাও অতি সংক্ষিপ্ত। অতএব তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু
 সজ্জনগণের তাহাতে তৃপ্তিলাভ হয় নাই, সেই জন্যই তাঁহার
 প্রত্যেক শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বিস্তৃত তাৎপর্যের সহিত রাসলীলা
 লিখিতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেন। কিন্তু মাদৃশ মন্দমতির পক্ষে
 ইহা বড়ই দুর্কর ব্যাপার। অতন্নিসন দ্বারা ভূতময় ব্রহ্মাণ্ড
 হইতে ব্রহ্ম অনুসন্ধান করা যেমন দুর্কর, শৃঙ্গার-রসাবৃত শ্রীকৃষ্ণ-
 রাসলীলা হইতে পরম তত্ত্ব বাহির করাও তদনুরূপ বা ততোধিক
 দুর্কর। আমি যে, তাহা হইতে পরম রস উদ্ধৃত করিয়া সজ্জন-
 গণকে পণ্ডিতপন পূর্বক পরিতৃপ্ত করিতে পারিব সে ভরসা
 আমার নাই। তবে, সর্বদাই সাংসারিক অসদালাপে ব্যাপৃত
 আছি, যদি অন্যের অনুরোধেও কিঞ্চিৎ কৃষ্ণকথার আলোচনা
 হয় তাহাও পরম লাভ ; এই ভাবিয়াই, এই অসাধ্য সাধনে
 সমুদ্যত হইয়াছি। (খোষ ধপরের বুটোঁড় তাল)।

“শ্রীকৃষ্ণরাসলীলা” বলিয়াই পুস্তকের নাম করণ হইল। পুস্তকখানি পঞ্চাঙ্গে পরিপুষ্ট। প্রথমাজ মূল শ্লোক, দ্বিতীয়াঙ্গ শ্লোকের অঘয়, তৃতীয়াঙ্গ শ্রীধর স্বামীর টীকা, চতুর্থাঙ্গ শ্লোকের অবিকল বঙ্গানুবাদ এবং পঞ্চমাজ বঙ্গভাষায় শ্লোকের তাৎপর্য্য বিবরণ। অনেক কৃতবিদ্য মহাত্মা মূল শ্লোক, টীকা ও বঙ্গানুবাদের সহিত শ্রীমদ্ভাগবত মুদ্রিত করিয়াছেন, কেহ কেহ বা শ্লোকের অঘয় করিয়াও দিয়াছেন। অতএব কেবল রাসলীলা সম্বন্ধীয় পারমার্থিক তাৎপর্য্য লিখিলেই আমার উদ্দেশ্য সাধিত হইত, কিন্তু তাৎপর্য্যের নিকটেই মূল শ্লোক, অঘয়, টীকা ও অনুবাদ থাকিলে বুঝিবার সুবিধার হয়, সেই জন্যই ঐ চারি অঙ্গ সন্নিবেশিত করিয়াছি। অঘয়াংশে শ্লোকস্থ প্রত্যেক পদেরই প্রতিবাক্য দিয়াছি এবং সমস্ত পদের ব্যাস-বিগ্রহ দেখাইয়াছি, কিন্তু শ্রীধর স্বামী যে যে পদের সমাস বিশ্লেষ করিয়াছেন তাহাতে আমি হস্তক্ষেপ করি নাই। অতি অল্পাঙ্করে শ্লোকের অতি সরল ও অবিকল অনুবাদ করিয়াছি। তাৎপর্যাংশে রাসলীলার অতি পবিত্র পরমার্থই বিবৃত হইয়াছে। ভাগবত-বক্তা শুকদেবই পরীক্ষিতের প্রশ্নানুসারে রাসলীলার প্রবিত্রতা প্রতিপাদন করিয়াছেন; শ্রীধরস্বামী আপন স্বাভাবিক স্বল্পভাষিতানুশ্ৰে অতি অল্পাঙ্করে তাহা বিবৃত করিয়া দিয়াছেন; আর আমি, মিষ্টান্ন-লালস বালকের স্থায়, ঐ উভয়েরই উচ্ছ্রিত, রাখিয়া রাখিয়া অধিকক্ষণ আশ্বাদন করিয়াছি। স্থানে স্থানে অস্বাস্ত্র টীকাকারের অতিপ্রায় লইনাই এমন নহে। যদিও শ্রীমদ্ভাগবত পঞ্চম বেদের প্রধান গ্রন্থ, সুতরাং স্বতঃসিদ্ধ

প্রমাণ ; তথাপি সাধারণের মনস্তৃষ্টির জন্য প্রয়োজনমতে বেদাদি
অন্য শাস্ত্রের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছি। মূল বেদবাক্য অবিকল
উদ্ধৃত করি নাই ; বঙ্গভাষায় তাহার ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছি।
তাৎপর্যাংশে ভাষার পারিপাট্য দেখাইবার চেষ্টা করি নাই ;
সরল ও সহজ ভাষায় মনের অতিপ্রায় অতিব্যস্ত করিয়াছি ;
শ্রুতি মধুর হইয়াছে কিনা তাহা আমি নিজে বলিতে পারি না ;—
পাচক ব্যঞ্জনের আশ্বাদন বুঝে না। যে অভিপ্রায়ে “শ্রীকৃষ্ণ-
রাসলীলা” লিখিতে উদ্বৃত্ত হইয়াছি তাহাতেও কৃতকার্য হইয়াছি
কি না তাহাও বলিতে পারি না, তবে সম্প্রদায় বিশেষের অক্ষ-
পক্ষপাতী না হইয়া মূল গ্রন্থ যেরূপ বুঝিয়াছি সেইরূপ লিখিয়াছি।

কৃষ্ণ ভক্তির গন্ধও আমার নাই, তথাপি, কি জানি কেন,
কৃষ্ণ নাম ভালবাসি, কৃষ্ণরূপ ভালবাসি, কৃষ্ণলীলা ভালবাসি।
ভালবাসা যোগ্যতা-অযোগ্যতার অপেক্ষা করে না ; তাই
আমি সুলেখক না হইয়াও “শ্রীকৃষ্ণলীলা” লিখিতে এবং
সুপণ্ডিত না হইয়াও শ্রীকৃষ্ণরাসলীলার তাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত দেখাইতে
সমুদ্বৃত্ত হইয়াছি সুতরাং ভালই হউক, মন্দই হউক, আমি কৃষ্ণ
লীলার আলোচনা করিয়াই সন্তুষ্ট ; মানব-মুখে নিন্দার তরু বা
যশের আশা অতি অল্পই রাখি।

আর একটি বস্তুব্য, যাঁহাদের স্বাভাবিক বৎকিঞ্চিৎ কৃষ্ণ
ভক্তি আছে অর্থাৎ যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান বলিয়া স্বীকার
করেন, তাঁহারা এই পুস্তক সংগ্রহ করিবেন অস্তথা অনর্থক অর্থ
ব্যয় করিয়া পুস্তক ক্রয় করিবার প্রয়োজন নাই।



মঙ্গলাচরণম্ ।

যং ব্রহ্মবৰ্ণণেন কৃতমকৃতঃ স্তবস্তি দিষ্টব্যঃ স্তবৈ
বেদৈঃ সাক্ষপদক্রমোপনিষদৈর্গায়স্তি যং সামগাঃ ।
ধ্যানাবস্থিত তদগতেন মনসা পশুস্তি যং যোগিনো
যস্তাস্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ ॥

বাগীশাত্মাঃ সুরগণাঃ সৰ্বার্থানামুপক্রমে ।

যং নত্বা কৃতকৃত্যাস্ত্যঃ স্তং নমামি গজাননম্ ॥

তং বেদশাস্ত্রপরিণিষ্ঠিত শুদ্ধবুদ্ধিং

চৰ্ম্মাধরং সুরমুনীন্দ্রতং কবীন্দ্রম্ ।

কৃষ্ণত্বয়ং কণকপিঙ্গ জটাকলাপং

ব্যাংসং নমামি শিরসা তিলকং মুনীনাম্ ॥

যং প্রব্রজন্তুমহুপেত মপেত কৃত্যং

দ্বৈপায়নো বিরহকাতর আজুহাব

পুত্রোতি তন্ময়তয়া তরবোহভিনেদু—

স্তং সৰ্বভূত হৃদয়ং মুনিমানতোহস্মি ॥

মুকং কৰোতি বাচালং পঙ্গুং লজ্জয়তে গিরিম্ ।

ষং কৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্ ॥

বর্হাপীড়াভিরামং মৃগমদতিলকং কুণ্ডলাক্রান্তগুণং

কঙ্কাক্ষং কঙ্ককণ্ঠং স্মিতসুভগমুখং স্বাধরন্তবশ্বেণম্ ।

শ্যামং শাস্তং ত্রিভুজং রবিকর বসনং ভূষিতং বৈজয়ন্ত্য

বন্দে বৃন্দাবনস্থং যুবতিশতবৃতং ব্রহ্মগোপাল বেশম্ ॥

কালে বর্ষতি গর্জন্তঃ পৃথিবী শস্যশালিনী ।

দেশোহয়ং ক্ষোভরহিতো ব্রাহ্মণাঃ সন্ত নির্ভয়াঃ ॥

ব্রাহ্মণেভ্যো নমস্কৃত্য ধৰ্ম্মান্ বক্ষ্যে সনাতনান্ ॥

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরৈকৈব নরোত্তমম্ ।

দেবীং সরস্বতীকৈব ততো জয় মুদীরয়েৎ ॥

পরিশেষে আর একটি কথা, আমার পরম স্নেহভাজন চিরামুগত ভক্ত শ্রীমান সুরেন্দ্র নাথ সাধুর অক্লান্ত উত্তম ব্যতিরেকে আমি পুস্তক প্রকাশে সমর্থ হইতাম না। তিনি পুস্তকের প্রকাশ কল্পে যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছেন, আন্তরিক আশীর্বাদ ভিন্ন তাহার প্রতিদান নাই।

সর্বশেষে বড়ই দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, পুস্তকের বিজ্ঞাপন সুদীর্ঘ হইলেও অপূর্ণ রহিল, সুতরাং বিজ্ঞাপন লিখিয়া আমার মনও তৃপ্তিলাভ করিতে পারিল না। কারণ, সনির্বন্ধ নিষেধ বশতঃ একটি অবশ্য-প্রকাশ্য নাম প্রকাশ করা হইল না। যাঁহার অঘাচিত অর্থ সাহায্য ব্যতিরেকে, এই দারুণ বস্ত্রান্ন-বিপত্তির দিনে, আমি পুস্তক মুদ্রাঙ্কণের সঙ্কল্পও করিতে পারিতাম না সেই উদারচেতা অমরকল্প নরবরের নাম প্রকাশ করিতে না পারায় দুঃখিত রহিলাম। কি করি, তিনি এতৎ-কালোচিত মানবকুলের স্থায় স্নানাম-ঘোষনায় একান্ত অসম্মত। অচিরস্থায়ী কাগজের উপর অবশ্য-নশ্বর মসীতে লিখিত না হইলেও সর্ববাস্তুর্য়ামী সচ্চিদানন্দময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অকাল-স্পৃশ্য পদপত্রে তাঁহার নাম অনন্তকালের জন্য অপার্থিব অক্ষরে অঙ্কিত রহিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইতি—।

শ্রীনীলকান্ত দেবশর্মা।

সাং বৈচী

প্রকাশকের নিবেদন ।

সে আজ প্রায় চল্লিশ বৎসরের কথা,—কলিকাতা চোরবাগানস্থ সরকার লেনে “বিশ্ব-বৈষ্ণব-সভানাম্নো এক মহতী ভক্ত-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সেরূপ মহতী সভা আজ পর্য্যন্ত আর প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। আমাদের পরম পূজনীয় প্রভুপাদ সেই মহতী সভার আচাৰ্য্য ছিলেন। পূজনীয় প্রভুপাদ প্রতি শনিবার সন্ধ্যার পর শ্রীমদ্ভাগবত এবং প্রতি রবিবার অপরাহ্নে ভগবদ্গীতা ব্যাখ্যা করিতেন। প্রভুপাদের শ্রীমুখ-নিঃসৃত সুসিদ্ধান্ত-সঙ্গত সুমধুর শাস্ত্র-ব্যাখ্যা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত এত অধিক লোকের সমাগম হইত যে, সুপ্রশস্ত সভ্যভবনে সমস্ত শ্রোতৃবর্গের স্থান হইত না। ঐ সময়ে প্রভুপাদের সারগর্ভ শাস্ত্রযুক্তি-সম্বলিত ব্যাখ্যা শুনিয়া কত ব্রাহ্ম পুনর্ব্বার হিন্দুধর্ম্ম অবলম্বন করেন এবং কত নাস্তিক অন্ততঃ চিন্তে ধর্ম্মপথ অবলম্বন করেন তাহার ইয়ত্তা নাই। ফলতঃ প্রভুপাদের শাস্ত্র ব্যাখ্যায় ঐ সময়ে কলিকাতা নগরীতে একটা মহা ছলছল পড়িয়া গিয়াছিল। আমি এবং লালবিহারী সাধু ও বিহারিলাল শীল নামে আমার দুই অন্তরঙ্গ বন্ধু, তিন জনেই তখন নব্য যুবা। আমরা তিন জনেই ধর্ম্মের বথার্থ তত্ত্ব না জানিলেও ধর্ম্ম সংগত সদালাপ লইয়াই অবসর-কাল অতিবাহিত করিতাম। সভাভি-মুখী জনতা-প্রবাহের বেগে আমরাও একদিন যথা সময়ে সভাস্থলে সমানীত হইলাম। একদিন, দুইদিন, তিনদিন পরেই মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় হইয়া প্রভুপাদের পদাশ্রয় লইলাম। ‘সেই অবধি তিনিও আমাদের পুত্রবৎ স্নেহ করিতে লাগিলেন।

প্রভুপাদের শ্রীমুখনিঃসৃত গীতা ও শ্রীকৃষ্ণলীলার ব্যাখ্যা শুনিয়া শ্রোতা মাত্রেরই একান্ত ইচ্ছা হইল, এই ব্যাখ্যা প্রভুর দ্বারা লিখাইয়া মুদ্রিত করিতে হইবে। আমরাও “শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলার ব্যাখ্যা লিখিয়া দিবার জন্ত তাঁহাকে জোর করিয়া ধরিয়া বসিলাম। তখন তাঁহাকে প্রতিদিন দুই তিন স্থানে শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতে হইত স্তুরাং সময়াভাবে লিখিতে পারিতেন না ; আমাদেরও প্রতিজ্ঞা,—লিখাইতেই হইবে। ঐ সময়ে আমাদেরই অনুরোধে প্রভুপাদ “আবার গৌর,, নামে একখানি ক্ষুদ্র পণ্ডময় পুস্তক লেখেন। আমারই উপর মুদ্রাক্ষণের ভার অর্পিত হয়। তখন আমরা তিন জনে পরামর্শ করিয়া প্রভুপাদের অগোচরে ঐ পুস্তকের মলাটে ছাপিয়া দিলাম,—“রাসলীলা যন্ত্রস্থ”। আমরা ভাবিয়াছিলাম, এবার প্রভু রাসলীলা না লিখিয়া থাকিতে পারিবেন না। কিন্তু তাহাতেও আমাদের আশা পূর্ণ হইল না,—কি জানি কেন প্রভুপাদ তাহাতে হস্তক্ষেপ করিলেন না। আমরা যার পর নাই দুঃখিত হইলাম। আমার দুই বন্ধু সেই দারুণ দুঃখ অন্তরে রাখিয়াই ক্রমে ক্রমে ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। কেবল আমিই “শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলার ব্যাখ্যা মুদ্রিত দর্শিবার নিমিত্ত জীবিত রহিলাম। সে আজ ত্রিশ বৎসর অতীত হইয়াছে।

আজ বিংশতি বৎসরেরও অধিক হইল, প্রভুপাদ শারীরিক দুর্বলতা বশতঃ কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া বৈঁচি গ্রামস্থ স্বত্ববনে প্রস্থান করিলেন। প্রভুপাদের প্রস্থানে কলিকাতাস্থ ভক্ত মাত্রেই যার পর নাই দুঃখিত ও ধর্ম্য সম্বন্ধে নিরুৎসাহ হইলেন।

আমি রাসলীলা ব্যাখ্যার আশা পরিত্যাগ করিয়া প্রভুপাদের
পাদপদ্ম ধ্যানেরই কথঞ্চিৎ কাল যাপন করিতে লাগিলাম।

ইহার মধ্যে কত শত ভক্ত কত শত অনুনয় বিনয় করিয়া,
একবার কলিকাতায় পদার্পণ করিবার নিমিত্ত কত শত পত্র
প্রেরণ করেন ; কিন্তু কেহই আনিতে পারিলেন না ! পরিশেষে
আজ আট বৎসর হইল, প্রভুর মন্ত্রশিষ্য গুরুপরায়ণ শ্রীযুক্ত
বাবু শৌরীন্দ্রমোহন শীলের ঐকান্তিক আকর্ষণই প্রভুকে
কলিকাতায় আনিয়া দিল। আবার রাসলীলা ব্যাখ্যা আরম্ভ
হইল। কলিকাতাস্থ ভক্ত-বৃন্দ প্রভুর মুখে শ্রীকৃষ্ণলীলা
শুনিবার জন্য নিদাঘতপ্ত চাতকের তায় সমুৎসুক হইয়াছিলেন,
এখন চিরপোষিত অভিলাষ পূর্ণ হওয়ায় ভক্ত-সমাজে আনন্দ-
বাজার বসিয়া গেল। সেই অবধি গুরুসেবা-নিরত শ্রীযুক্ত বাবু
শৌরীন্দ্রমোহন শীল, তাঁহার খুল্লতাতে গুরু-চরণাশ্রিত শ্রীযুক্ত
বাবু বটকৃষ্ণ শীল এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বাবু যতীন্দ্র
মোহন শীল গুরু-সেবায় যেন প্রতিদ্বন্দী হইয়াই প্রতি বৎসর
প্রভুকে স্বস্থ ভবনে আনিতে লাগিলেন। প্রতি বৎসরই ছয়
মাস ধরিয়া নানাস্থানে সেই শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলার ব্যাখ্যা। এই
বৎসর আবার সেই শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলার ব্যাখ্যা মুদ্রিত করিবার
অভিলাষ সমস্ত ভক্ত হৃদয়ে নূতন ভাবে জাগিয়া উঠিল।
এবার ভক্তবাহু পূর্ণ হইল, আমি শ্রীকৃষ্ণ-রাসলীলা প্রকাশ
করিয়া কৃতার্থ হইলাম। ইতি

প্রভু-পদাশ্রিত

শ্রীহরেন্দ্রনাথ সাধু।

শ্রীকৃষ্ণরাসলীলা ।



প্রথমোহধ্যায়ঃ ।



নমঃ শ্রীরাধাবল্লভায় ।

শ্রীবাদরায়ণিকবাচ ।

ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ ।

বীক্ষ্য রন্তঃ মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ ॥ ১ ॥

তৎসংগ্রহঃ ।—ভগবান্ অপি (ষট্ঋষ্যাপূর্ণঃ অপি) শারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ
শারদা উৎফুল্লাঃ মল্লিকাঃ যাস্মৈ তাঃ তথোক্তাঃ) তাঃ (পূর্বপ্রতি-
তাঃ) রাত্রীঃ (সুদীর্ঘরজনীঃ) বীক্ষ্য (বিশেষেণ দৃষ্ট্বা) যোগমায়াম্
নৈজাচিন্ত্যশক্তিম্) উপাশ্রিতঃ (স্বাতন্ত্র্যেণ আশ্রিতঃ) রন্তঃ (বিহর্তুং)
।ঃ (অভিলাষং) চক্রে (কৃতবান্) ॥ ১

টীকা ।—উনত্রিংশেতু রাসার্থমুক্তিপ্ৰত্যুক্তয়ো ভবেৎ । গোপীভী-
ংরস্তে তস্য চাস্তদ্বিকৌতুকম্ ॥ ব্রহ্মাদিভয়সংকটদর্পকন্দর্পদর্পহা । ভয়তি
তির্গেপীরাসমণ্ডলমণ্ডিতঃ ॥ নহু, বিপরীতমিদং পরদারবিনোদেন
প্ৰজ্ঞেতৃত্বপ্রভাতে মৈবং, যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ, আত্মারামোহপারীরমৎ,
অন্যতমমন্মথঃ, আত্মবন্ধকদোরতঃ ইত্যাদিন্ স্বাতন্ত্র্য্যভিধানাৎ ।

তস্মাদ্রাসকীড়া-বিড়ম্বনং কামজয়াখ্যাপনায়েতি তত্ত্বম্ । কিন্তু শৃঙ্গারকথোপ-
দেশেন বিশেষতো নিবৃত্তিপরেয়ং পঞ্চাধ্যায়ীতি ব্যক্তীকরিষ্যামঃ ॥ • ॥

তা রাত্রাবিতি বাতাবলা ইত্যনেন প্রতিশ্রুতা ইত্যর্থঃ ॥

অনুবাদ ।— শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং যদৈশ্বর্যপূর্ণ অর্থাৎ স্বহৃৎস্বঃ
হইয়াও শরৎকালীন প্রস্ফুটিত-মল্লিকা-কুমুদে সুশোভিত পূর্ব
প্রতিশ্রুত সেই দীর্ঘরজনী সমাগত দেখিয়া যোগমায়াবান্ধী মিত্র
অচিন্ত্য শক্তিকে আশ্রয় করিয়া বিহার করিতে বাসনা করিলেন ॥

তাৎপর্য ।—“যে যথা মাং প্রপদ্যতে তং স্তুয়ে” ইত্যাদি বাক্য
মম বজ্রানু-স্তুতে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বকায়ঃ ॥ ইত্যাদি বাক্য
শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখের বাক্য । তিনি বলিয়াছেন, “যে পার্থ
সকল মনুষ্যই প্রকারান্তরে আমারই উপাসনা করিয়া থাকে
কিন্তু বাহারা যে ভাবে আমার উপাসনা করে, আমি তাহাদিগকে
সেই ভাবেই কৃপা করিয়া থাকি ।” বাস্তবিক ন্যূনতম যে হইবে
চাহে, তিনি তাহাকে তাহাই দিয়া থাকেন । কি পার্থিব পরমৈশ্বর্য
কি স্বর্গীয় সুখ-সম্পত্তি, কি অনন্ত নির্দোষ মুক্তি—ঐ সমস্ত
অভিলাষের সহিত যিনি যাহা চাহিবেন, তিনি তাহাকে তাহাই
দিলেন এবং তাহাই দিতেছেন । “অধিকাংশ মনুষ্যই দুঃখ-
মিশ্রিত সাংসারিক সুখের বাসনা করে; অতি অল্প ভোক্তা
স্বর্গীয় সুখের অভিলাষ করিয়া থাকে; মুক্তির কামনা করে—
এরূপ লোক অতি বিরল । কেবল অভিলাষ করা বা চাওয়া বৈ
কার্যকর নহে; অভিলষিত বস্তু পাইবার উপযুক্ত যত্ন বা চেষ্টা

অথবা সাধন করিতে হইবে । বাক্য দ্বারা না চাহিলেও সাধনানুরূপ ফল পাইতেই হইবে । ভগবান্ অন্তর্যামী, কে অন্তরের সহিত কি চাহিতেছে এবং কিসের জন্য চেষ্টা করিতেছে, তাহা তাঁহার অবিদিত নাই । অধিকাংশ লোকের অন্তরে অন্তরে অনিত্য সংসার-সুখই চাহিয়া থাকে ; কিন্তু কেবল মুখে ভগবানের সেবা বা মুক্তি অথবা স্বর্গ পাইবার কামনা করে । সৰ্ব্বজ্ঞ ভগবান্ তাহা বুঝিতে পারেন ; সুতরাং তাহাদিগকে তাহাই দিয়া থাকেন । যে সকল অজ্ঞ ইতর জাতি এবং যাহারা শিক্ষিত বা অশিক্ষিত হইয়াও নাস্তিক, তাহারা ভগবদুপাসনা না করিয়াও তাঁহারই কাৰ্য্য করিতেছে ; কেননা এ জগৎ যে তাঁহার ; বৈচিত্র্য না থাকিলে জগৎ চমকিবে কেন ? অনিন্দিত্যের ন্যায় চন্দ্রা কালে বুঝিতে পারা যায়,—সামান্য । পীতাম্বর চন্দ্রে যানবজাতি পর্যন্ত তাঁহারই কাৰ্য্য করিতে আসিয়াছে এবং কান্দেছে ; এই জন্য ভগবান্ বলিয়াছেন, ‘মম বহ্নানুবর্তন্ত মনুষ্যাঃ পার্থ স পশাঃ’ । ইতর জীবের ভজন সাধে সামর্থ্য নাই, সেই জন্ত সাধন-শিক্ষার প্রসঙ্গে মনুষ্যেরই নাম উল্লেখ করিয়াছেন ; বস্তুতঃ জীবমাত্রই তাঁহাই বহ্নানুবর্তন করিতেছে — তাঁহারই কাৰ্য্যে নিযুক্ত আছে ।

রাজসংসারে উচ্চপদস্থ ও নিম্নপদস্থ বৃত্তসংখ্যক কর্মচারী থাকে । নিম্নপদস্থ কর্মচারিগণ যদি উচ্চপদ পাইবার জন্য চেষ্টা না করিয়া নিজ নিজ নির্দিষ্ট বেতনেই সন্তুষ্ট থাকে, তবে কখনই উচ্চপদ পাইবেনা ; কিন্তু তাহাদের মধ্যে যদি কেহ উচ্চতর পদের

অভিলাষী হইয়া তদনুরূপ চেষ্টা করে, তবে সে পাইবে । নিখিল-
পতি রাজাধিরাজের জগৎসংসারেও ঠিক সেইরূপ নিয়ম ; তবে
বিশেষ এই যে, পার্থিব রাজকৰ্ম্মচারিগণ উচ্চপদ পাইবার
অভিলাষে কায়িক পরিশ্রম করিলেই কৃতকার্য হইবে, আর
ভগবৎ-কৰ্ম্মচারিগণ শারীরিক ক্লেশের সহিত অত্যধিক আন্তরিক
অনুরাগ বা ব্যাকুলতা দেখাইলেই উচ্চ হইতে উচ্চতর অবস্থা
প্রাপ্ত হইবে । পার্থিব রাজসংসারে উচ্চপদ পাইবার নিমিত্ত
মানসিক অভিলাষ বা বাঞ্ছাতুর্যা গোণ উপায় এবং কায়িক
পরিশ্রমই মুখ্য উপায় ; কিন্তু ভগবানের সংসারে উচ্চ অবস্থা
পাইতে হইলে, কায়িক ও বাচনিক চেষ্টা গোণ এবং মানসিক
অনুরাগ বা ঐকান্তিক ব্যাকুলতাই মুখ্য উপায় । কারণ,
পৃথিবীপতি স্থলদৃষ্টি এবং তাঁহার স্বার্থসাধনের প্রয়োজন আছে ;
সুতরাং তাঁহাকে কৰ্ম্মচারীর বাক্য ও কার্য্যানুসারেই উচ্চপদ
দিতে হয় ; কিন্তু ভগবান্ অন্তর্যামী এবং তাঁহার নিজের কো
প্রয়োজন নাই ; সুতরাং তিনি উপাসকের আন্তরিক ব্যাকুলত
দেখিলেই উচ্চ হইতে উচ্চতর অবস্থা প্রদান করিয়
থাকেন । ব্রজবাসীগণ যাহা পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া
ছিলেন, তাহা কৰ্ম্মা, জ্ঞানী ও যোগীরও দুর্লভ । সরল
বালিকাগণ ভগবান্কে পতিভাবে পাইবার বাসনা করিয়া
ছিলেন এবং তজ্জন্য কিরূপ ব্যাকুল হইয়াছিলেন, বস্ত্রহরণ
লীলার অনুশীলন করিলে, তাহা সঙ্কজেই বুঝিতে পার
 যায় । ভক্ত-কল্পতরু ভগবান্ বিমলা গোপবালাদিগের

ঐকান্তিক ব্যাকুলতা দেখিয়া, আজ তাঁহাদিগকে তাহাই দিতে প্রস্তুত ।

আশা করি, ভগবানে পতিভাব জ্ঞানী ও বোগীর দুর্লভ বলায় কেহ বিরক্ত হইবেন না । শাস্ত্রে সকল কথাই আছে ; কোথাও ব্রহ্মসত্তায় মিশ্রিত হওয়াই শ্রেষ্ঠ, কোথাও পরমাত্মায় তদাকারতাই শ্রেষ্ঠ, কোথাও বা জীবরূপা প্রকৃতির ভগবৎ-সেবাকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন । ঐ তিন অবস্থার একটিতেও আমাদের অপরোক্ষানুভব নাই । তবে আমাদের সহজ বুদ্ধিতে শাস্ত্রের যে অভিপ্রায় সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়, তাহাই বলিয়াছি । জীবমাত্রেরই চিরকাল থাকিতেই ইচ্ছা হয় ; আত্মসত্তা হারাইতে কাহারও ইচ্ছা হয় না । আমি চিরকালই থাকি এবং অবিচ্ছিন্ন আনন্দ আশ্বাদন করি, ইহাই সমস্ত জীবের আন্তরিক সহজ অভিলাষ ; কেবল শারীরিক বা মানসিক কঠোর যন্ত্রণায় কাহারও কাহারও মরিতে ইচ্ছা হইয়া থাকে ; নির্ব্যাণেচ্ছাও সেই-রূপ—স্বাভাবিক বাসনার বিষয় নহে । এই নিমিত্তই আমাদের মনে হয় ; জীব স্বভাবতঃ বাহ্য চাহে, তাহাই উহার চরম প্রাপ্তব্য । অতএব সূর্য্য ও সূর্য্য-কিরণের ম্যায় ভগবান্ হইতে পৃথক্ অথচ অপৃথক্-ভাবে চিস্ময় দৌঁহে চিরকাল চিদানন্দময়ের প্রীতি সম্পাদন-পূর্ব্বক নিত্যানন্দ আশ্বাদন করাই জীবের স্বরূপে অবস্থান ও নিরতিশয় আনন্দ লাভ । গোপীগণ তাহাই পাইবার জন্ম ব্যাকুল হইয়াছিলেন এবং ভক্তবৎসল ভগবান্ও তাহাই দিতে ইচ্ছা করিলেন । মূল শ্লোকে “রম্যং মনশ্চক্রে” অর্থাৎ ভগবান্ রমণ

করিতে ইচ্ছা করিলেন ; এই কথা আছে । অনেকে বলিবেন, ভগবানের আশ্রয় রমণই বা কি, ইচ্ছাই বা কি ? আমরা বলিব, তাঁহার রমণও আছে, ইচ্ছাও আছে । “রম” ধাতুর অর্থ আনন্দ আশ্বাদন করা ; আনন্দময় পরমপতির সহিত মিলিত হওয়াই জীবকণা প্রকৃতির আনন্দাস্বাদন বা রমণ । এবং শরণাপত জীবের অভয়ায় পূর্ণ করাই ভগবানের আনন্দাস্বাদন বা রমণ । প্রাকৃত নর নারী প্রাকৃত রমণের ন্যায় গোপী কৃষ্ণের রমণে বাহ্য বিষয়া নাই ; কেবল নিরতিশয় অবাধ আনন্দ । আনন্দময় ভগবানের সৈব রমণ বা আনন্দাস্বাদন অপ্রাকৃত নিত্যধামে নিত্যই হইতেছে এবং তাঁহার রমণের ইচ্ছাও নিত্য । আত্মারায়ণ পদ্মেত্বের রমণের জন্য কামিনী কাকাদি বিতায় বস্তুর প্রয়োজন হয় না ; গোপীগণও তাঁহা হইতে অভিন্ন—দ্বিতীয় ব্যক্তি নহে ; এ বিষয় পরে বিস্তারপূর্ব্বক আলোচিত হইবে । আনন্দপূর্ণ ভগবানের জীবের ন্যায় অল্পাপূর্ব্বার্থ নৈমিত্তিক ইচ্ছা হয় না, তাঁহার ইচ্ছা হইয়াই আছে, তিনি ইচ্ছাময় । কি শাসনিক, কি রাজাসিক, কি সাম্বিক, জগৎ সকলপ্রকার লোকেই তাঁহার ইচ্ছাতেই সকল প্রভাব কাণ্ড করিতেছে এবং তাঁহার অমোঘ ইচ্ছাতেই নানাপ্রকার ফলভোগ করিতেছে । যুগপৎ সকল ইচ্ছাই সর্ব্বদা তাঁহাতে রহিয়াছে । সে ইচ্ছা ত্রিগুণ-জাত নহে, তাহা তাঁহার স্বরূপ । ভগবান্ সয়ং শ্রীমুখে বলিয়াছেন,—

“যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাত্ত্বামশাচ য়ে ।

মন্তু এব্যেতি তান্ বিদ্ধি নত্বহং ভেষু তে ময়ি ॥”

অর্থাৎ সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক, সকল প্রকার ভাবই
 জানা হইতে উৎপন্ন জানিও ; সেই সকল ভাব আমাতে আছে,
 কিন্তু আমি ঐসকল ভাবের মধ্যে নাই । জীব ভগবান্ হইতে
 পৃথক্ হইয়াও অপৃথক্ ; স্তব্ধতা জীবের ইচ্ছার প্রতিঘাতেই
 ভগবানের নিত্য ইচ্ছা স্পন্দিত হয় এবং তাহা হইলৈই সদ্ভূতরূপ
 কল তাঁহা হইতেই হইয়া থাকে ।

মূল শ্লোকে আছে,—“যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ” অর্থাৎ তিনি
 যোগমায়াকে আশ্রয় করিয়া রমণের ইচ্ছা করিলেন । ইহার
 অভিপ্রায় পূর্বেরই বলা হইয়াছে । গোপী-কৃষ্ণের ব্যবহারে নর-
 নারীর ন্যায় প্রাকৃত রতিক্রিয়া নাই ; অথচ অপ্রাকৃত আনন্দের
 আদান আছে । তাহা ত বটেই ;—আনন্দ-ঘন বিগ্রহে
 আলিঙ্গিত বা মিলিত হইলেই সমস্ত আনন্দের আশা পরিতৃপ্ত
 হইয়া গেল ; আবার ক্রিয়ার অপেক্ষা কি ? ক্রিয়া করিয়া
 বাগা দাঁটেরে হইবে, তাহাই শরীরের হৃদয়ে ধরিলে আবার
 ক্রিয়ার প্রয়োজন কোথায় ? তবে যে, মূল গ্রন্থে রতিক্রিয়ার
 বিষয় বর্ণিত আছে তাহাও যোগমায়ার কার্য্য । অসাধ্যসাধিকা
 ভগবৎ-শক্তির নাম যোগমায়া ; যোগমায়া অসত্যকে সত্য বলিয়া
 দেখাইতে পারেন । মায়াধীশ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ঐ যোগমায়ার
 প্রভাবে রতিক্রিয়ার ন্যায় দেখাইয়াছিলেন মাত্র ;—দেখাইবার
 প্রয়োজনও ছিল ; সে প্রয়োজন কি, তাহা পরীক্ষিতের

প্রশ্নানুসারে যথাস্থানে বিবৃত হইবে। ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন,—“নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়া-সমাবৃতঃ।” অর্থাৎ আমি যোগমায়ায় আবৃত থাকি, এই নিমিত্ত সকলে আমাকে ঠিক দেখিতে পায় না। এস্থলেও বহিরঙ্গ লোকের প্রতীতির অন্তই ভগবান্ যোগমায়াশ্রয়ে ঐক্লপ দেখাইয়াছিলেন। অল্লীল-বোধে ঘাঁহাদের রাসলীলায় অরুচি, তাঁহারা একটি কথা বিশেষরূপে নিবেচনা করিবেন,—যখন রাসলীলা হয়, তখন ভগবানের লীলা-বয়স আট বৎসর মাত্র। কঠোপনিষদে বলিয়াছেন ; —ব্রহ্ম আশ্চর্য্য এবং ব্রহ্মের শ্রোতা, বক্তা ও জ্ঞাতাও আশ্চর্য্য ; অর্থাৎ অতি বিরল। সেই অত্যাশ্চর্য্য পরব্রহ্মই ভক্তাভিলাষ পূর্ণ করিবার নিমিত্ত সবিগ্রহে শ্রীবৃন্দাবন-লীলার নায়ক হইয়াছেন ; সুতরাং জনসাধারণের দৃষ্টিতে তাঁহার লীলা আশ্চর্য্য বা অসম্ভব বোধ হইবে বৈ কি !

পাঠকগণ লক্ষ্য করিয়াছেন,—রাসলীলা-রসজ্ঞ টীকাকার-কেশরী শ্রীধর স্বামী রাসলীলা-ব্যাখ্যা করিতে উদ্বৃত্ত হইয়া, প্রথমেই এই বলিয়া ভগবান্কে স্মরণ করিয়াছেন,—“ব্রহ্মাদি-জয়-সংরুঢ়-দর্পকন্দর্প-দর্পহা। জয়তি শ্রীপতির্গোপী-রাসমণ্ডল-মণ্ডিতঃ ॥”

“কন্দর্প ব্রহ্মাদিদেবতাদিগকে পরাভূত করিয়া চিরকালই দর্প করিয়া থাকে। ভগবান্ কমলাপতি কন্দর্পের সেই দুর্দর্প দমন করিয়া গোপীদিগের মণ্ডলমধ্যে শোভা পাইতেছেন।” সুচতুর টীকাকার মঞ্জলাচরণের ছলে ইহাই প্রকাশ করিলেন যে,

ভগবানের রাসলীলায় কাম-প্রসঙ্গ একবারেই নাই । আমরা এই স্থলে কাম ও প্রেমের পার্থক্য বথাসাধ্য সংক্ষেপে আলোচনা করিব ।

আপাততঃ মনে হয়, কাম ও প্রেম উভয়ই মানব-মনের এক একটি বৃত্তি-বিশেষ ; কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে । কাম মনের বৃত্তি বা বাসনাই বটে ; কিন্তু প্রেম মনোবৃত্তি বা বাসনা নহে । কাম পদার্থ হইতে পদার্থান্তর ভোগ করিতে চায় ; প্রেম একনিষ্ঠ । কাম ও প্রেম উভয়েরই আনন্দলিপ্সা বলবতী ; কিন্তু কাম প্রাকৃত পদার্থের আশ্রয়ে আনন্দ ভোগ করিতে চায় ; প্রেম পদার্থের অপেক্ষা না করিয়া কেবল অমিশ্র আনন্দই আশ্বাদন করিতে অভিলাষী । প্রেম বা আনন্দলিপ্সাই জীবের স্বরূপ ধর্ম্য ; কেবল কামের কুহকে পড়িয়া জীব আপন আপন কল্পিত রাম-চরিত্র অধিকক্ষণ অভিনয় করিতে করিতে একবারে তন্দ্রায় হইয়া গিয়াছে । মনে করুন,—বাঞ্ছারাম রাম সাজিয়াছে ; বাঞ্ছারামের পত্নীর নাম সরযুবালা, রামের পত্নীর নাম সীতা । গোবর্দ্ধন ঘোষের বাড়ী ঝাকড়দা-মাকড়দা । গোবর্দ্ধন সীতা সাজিয়াছে । খাপধাড়াবাসী তিনকড়ি ঘোষাল রাবণ সাজিয়াছিল ; সে আবার সাজের উপর সাজ দিয়া যোগি-বেশে সীতারঙ্গী গোবর্দ্ধনকে হরণ করিয়া লইয়া গেল । তখন সরযুবালা বাঞ্ছারামের ক্ষান্তিপুত্র নিজ ভদ্রাসনে সজ্জিনীদিগের সহিত পরমানন্দে হস্ত পরিহাস করিতেছে ; কিন্তু খাপধাড়াবাসী রাবণরঙ্গী তিনকড়ি ঝাকড়দা-মাকড়দাবাসী সীতারঙ্গী গোবর্দ্ধনকে

হরণ করিয়াছে বলিয়া, শান্তিপুত্রবাসী বাঞ্জারাম নানা-
স্থানে অনর্থক অনুসন্ধান করিতেছে। আমরা অভিনিবিষ্ট
চিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারি, আমাদের ভিতরে
কাম ও প্রেম উভয়েরই কার্য্য প্রতিনিয়ত যুগপৎ চলিতেছে।
তাহার চ'লবেই; কাৰণ আমি যে, যুগপৎ দুইটা 'আমি' হইয়াছি ;
রঙ্গস্থলের নটের ন্যায় যুগপৎ দুইটা 'আমি' হইয়াছি ;—একটা
আসল, একটা নকল। যখন রামায়ণের অভিনয়ে বাঞ্জারাম রাম
সাজিয়াছে, তখন বাঞ্জারাম নিশ্চয়ই দুইটা 'আমি' হইয়াছে ;
একটা 'আমি'র নাম বাঞ্জারাম, আর একটা 'আমি'র নাম রাম।
বাঞ্জারামের বাড়ী শান্তিপুত্র, রামের বাড়ী অযোধ্যায়। বাঞ্জারাম
যখন রামে আচরণ অভিনয় করিতেছে, তখন রাম-নামক কল্পিত
'আমি'তেই তাহার আত্মাভিমান জন্মিয়াছে এবং অযোধ্যাবাসী
পুরীতেই তাহার সমাভিমান বদ্ধগূল হইয়াছে ; সুতরাং সে তখন
কল্পিত অযোধ্যাবাসীকে আত্মীয় বোধে সুখী করিয়া আপনাকে সুখী
এবং তাহাদের দুঃখে আপনাকে দুঃখী মনে করিতেছে।
বাঞ্জারাম একজন স্ননিপুণ অভিনেতা ; সুতরাং রামরূপী বাঞ্জারাম
কাঁদিয়ই অস্থির। তখনকড়ি হাসিতেছে, গোবর্দ্ধন কঁাদতেছে
আর বাঞ্জারাম অবনী অন্ধকাবয় দেখিতেছে। তিন জনেই
কল্পিত 'আমি'তে তন্ময় হইয়া গিয়াছে ;—তিনকড়ি রাবণ,
গোবর্দ্ধন সাতায় এবং বাঞ্জারাম রামে নিমগ্ন হইয়া পড়িয়াছে ;—
আসল 'আমি' নকল 'আমি'তে ডুবিয়া গিয়াছে ; সুতরাং সকলেই
নকল 'আমি'কে পরিতৃপ্ত করিবার জন্য প্রাণপাত করিতেছে।

এ চেফ্টা তাহাদের স্বাভাবিক বা স্বরূপ ধর্ম্য নহে । তাহারা নকল 'আমি'তে যতই নিমগ্ন হউক, এবং নকল 'আমি'কে পরিতুষ্ট করিবার জন্ত যতই চেফ্টা করুক, আসল 'আমি'র আনন্দই তাহাদের মুখা উদ্দেশ্য ও স্বাভাবিক ধর্ম্য ।

উপরিলিখিত ঐ দুই প্রকার চেফ্টার প্রথমটি কাম-স্থানীয় এবং দ্বিতীয়টি প্রেম-স্থানীয় । 'আমি'র প্রথমটি নৈমিত্তিক, দ্বিতীয়টি নিগা ; প্রথমটি কামের চেফ্টা ; দ্বিতীয়টি প্রেমের স্বভাব । অভিনয়ে উন্নত হইয়া বাঞ্ছারামাদি তিন জনে কল্পিত রামাদিরূপ হইলেও বাঞ্ছারামাদি দেহের উপর ভাবনামা অন্তরে অন্তরে তস্পষ্টভাবে আছেই আছে এবং অভিনয়ে আপন আপন নিজ নিজ নিকেতনে প্রশ্নান করিয়া চিববিশ্রাম লাভ করিবার বাসনাও অন্তরে অন্তরে অঙ্কিত বহিয়াছে । যখন বার্কিক্য আসবে সর্ববশরো শিথিল হইয়া পড়িবে, এবং ব্যক্যেরও জড়তা হইয়া আসবে তখন আপনা আপনিই অভিনয়ের উপর যুগা হইবে ; এবং স্বস্থানে গিয়া বজনগণের দত্তিত সাক্ষাৎ করিবার বাসনা জাগিয়া উঠিবে । অমনি তাহারা সোনার সাজ পোশাক বস্ত্রভূমিতেই রাখিয়া গৃহে গিয়া চির-বিশ্রাম লাভ করিবে । এই আদর্শ ধরিয়াই আমরা কাম ও প্রেমকে কথঞ্চিৎ চিনিতে পারি ।

স'চ্চদানন্দময় ভগবান্ হলাদিনী-শক্তি নামক নিজ প্রেমাংশ-বারা নিত্যই নিজানন্দ আনন্দন করিয়া থাকেন । ঐ প্রেমাংশের নামই 'শুদ্ধ জীব' :- ঐ শুদ্ধ জীবই ভগবান্ হইতে

ভিন্ন ও অভিন্নভাবে শত শত অংশে যে কত শত প্রকার ভগবদানন্দ আন্বাদন করিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই । 'একমাত্র আনন্দই জীবের উপজীব্য । যখন সত্য-সংকল্প ভগবানের অমোঘ ইচ্ছায় ঐ সমস্ত জীব প্রকৃতির প্রদত্ত পরিচ্ছদ পরিত্যাগ, নর-বানরাদি সাজিয়া জগৎ-নামক রঙ্গালয়ে অভিনয় করিতে উদ্ভূত হয়, তখন নিজ নিজ অভিনয়-বিষয়ে একবারে তন্ময় হইয়া যায় ;—চিন্ময় হইয়া ভূতময় হইয়া যায়, এবং সজ্জাতিবোধে ভূতেরই সহিত সম্বন্ধ পাতায় । তখন তাহারা ভূতের সন্তোষের জগ্গ ভূতকে যত্ন করে এবং ভূতের সন্তোষের জগ্গ ভূতকেই সংহার করে । ভূতের সন্তোষ সাধনই ভূতময় দেহের উদ্দেশ্য হইলেও নিত্যাস্বাদিত নিত্যানন্দ আন্বাদনের বলবতী বাসনা তাহাদের অন্তরে অন্তরে অস্পষ্টভাবে রহিয়া যায় ।

পূর্বে বলা হইয়াছে “আমাদের শরীরে কাম ও প্রেমের কার্য্য প্রতিনিয়তই যুগপৎ চলিতেছে ।” মনঃসংলিভ ভূতময় শরীর আপন আপন অভিলষিত ভূতময় পদার্থের জগ্গ প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে ; পদার্থ হইতে পদার্থান্তর অবলম্বন করিতেছে ; কিন্তু তাহাদের মন কিছুতেই পরিতৃপ্ত হইতেছে না ; হইবার কথাও নয় ; কারণ তাহাদের প্রকৃত নিত্য শরীর যাহা চাহিতেছে তাহা পাইতেছে না । তাহাদের নিত্য দেহ চাহে আনন্দ ; কিন্তু কামাতুর মন বাহ্য পদার্থের জগ্গই আকুল । তৃষ্ণাতুর বান্ধি জল চাহিলে, তাহাকে বেল আনিয়া দিলে তাহার তৃষ্ণা বাইবে কেন ! সকলেরই কামাক্ষ মন ভিন্ন ভিন্ন বিষয় পাইবার জগ্গ চেষ্টা

করিতেছে বটে, কিন্তু অন্তঃশরীরে আনন্দলিপ্সা প্রতিনিয়তই রহিয়াছে । যে আনন্দের সহিত নিত্য সম্বন্ধ, সেই আনন্দই তাহাদের উপজীব্য এবং যে আনন্দ চিরদিন আনন্দন করিয়া আসিয়াছে, তাহা ভুলিতে পারে নাই । আনন্দই ব্রহ্ম, সেই আনন্দ অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতেই জীবের উৎপত্তি ; অতএব জীবের স্বাভাবিক অমুরাগ কেবল আনন্দের উপরেই । যেমন স্বর্ণকুন্তে ছিদ্র হইলে, যদি মৃত্তিকা দ্বারা রুদ্ধ করা যায়, তাহা কদাচ স্থায়ী হইবে না, সেইরূপ চিদানন্দময় দেহকুন্তে ছিদ্র অর্থাৎ আনন্দের অভাব হইলে, পার্থিব বা স্বর্গীয় কোন পদার্থই তাহা পূরণ করিতে পারে না । তাই জীবমাত্রেরই প্রেমভাবে সেই পরমানন্দ-স্বরূপ পরম বস্তু লাভের জন্য অন্তরে অন্তরে ব্যাকুল হইতেছে ; কিন্তু কামের কুমন্ত্রণায় নানা প্রকার বাহ্য বস্তুর অন্বেষণ ও আহরণ করিতেছে ; সুতরাং কিছুতেই তৃপ্ত হইতেছে না । যেমন শ্রবণেচ্ছা স্পর্শস্পর্শে পরিতৃপ্ত হয় না, স্পর্শেচ্ছা সুরূপদর্শনে পরিতৃপ্ত হয় না, দর্শনেচ্ছা পানভোজনে পরিতৃপ্ত হয় না এবং পানভোজনেচ্ছা স্নগন্ধাস্রাণে পরিতৃপ্ত হয় না, সেইরূপ আনন্দ-লিপ্সা প্রাকৃত কোন পদার্থেই পরিতৃপ্ত হইতে পারে না । একব্যক্তি পত্নী-কামনা করিতেছে, একজন পুত্র কামনা করিতেছে এবং আর একজন ধন কামনা করিতেছে ; এই তিন জনের পদার্থ-কামনা পৃথক্ পৃথক্ ; কিন্তু একমাত্র আনন্দের পিপাসা সকলেরই । আবার একই ব্যক্তি একবার পত্নী কামনা করিতেছে, একবার পুত্র কামনা করিতেছে, আবার একবার

ধন কামনা করিতেছে ; ইহার কাম্য পদার্থ পরিবর্তিত হইতেছে, কিন্তু প্রেমের বিষয় পরিবর্তিত হয় নাই ; প্রেমের বিষয় আনন্দ ; সেই আনন্দলিপ্সা পত্নী-কামনা, পুত্র-কামনা ও ধন-কামনার মূলে সর্বদা সমভাবেই বর্তমান রহিয়াছে । ঐ সকল ভিন্ন ভিন্ন পরিবর্তনের পদার্থ-কামনার নাম “কাম” এবং ঐ অপরিবর্তনীয় অবচ্ছিন্ন আনন্দলিপ্সার নামই “প্রেম” । অতএব বুঝিতে পারা যায় যে, জীবমাত্রেরই হৃদয়ে কামের ও প্রেমের কার্য যুগপৎ চলিতেছে । বহুকাল হইতে এই সুবশাল ভুবন-রজ শালায় সংসারিয়া আনাদের প্রকৃত “আমি” বলিত “আমি”তে এতই মুগ্ধ বা মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে যে, আমার প্রকৃত “আমি”কে ও বলিত “আমি”কে, এবং প্রকৃত “আমাব”কে ও বলিত “আমাব”কে চিনিয়া লইতে পারি না ; সুতরাং কাম ও প্রেমকেও এক করিয়া ফেলিয়াছি । এক কবিতা ফেলিয়াছি যে, কাম-কালেকের জন্য এই বাঙ্গলার বঙ্গদেশের নিকট অবসর লইয়া চিন্তা করিলে, কিছুই বুঝিতে পারি থাকে না ।

এখন আমরা বুঝিলাম, প্রেম নিত্য, কাম আগন্তুক ;—প্রেম অপ্রাকৃত ও আনন্দবিষয়ক, কাম প্রাকৃত ও পদার্থবিষয়ক । প্রাকৃত পদার্থে আনন্দ নাই, কিন্তু মাতালের—কলুর দোকানে সন্দেশ কিনিতে যাওয়ার হায জীব মোহবশতঃ ধন-পুত্রাদির কাছে আনন্দ পাইতে অভিলাষ করে ; সুতরাং কৃতকার্য হইতে পারে না । যখন ভাগ্যক্রমে সংসারের নেশা ছুটিয়া যাইবে, তখন আপনাকে আপনি চিনিতে পারিবে, আপনার মর্যাদা বুঝিতে পারিবে,—কে

আমি এবং আমারই বা কি, তাহা জানিতে পারিবে । তখন বুঝিতে পারিবে,—আমি অস্থিমাংসময় দেহ নই ; —আমি চিদানন্দ-কণা,—চিদানন্দ-সাগরে মিশিতে পারিলেই আমি নিশ্চিন্ত,—কৃতার্থ—শান্ত । ঐ আনন্দ-সাগরে গির্গিবার জন্ম জীবের নিত্য অন্তর্ভূত অক্ষুট বাকুলতাও প্রেম : নবমোকে সেই কাম গন্ধহীন বিশুদ্ধ প্রেম প্রদর্শন করিবার জন্মই প্রেমরূপিণী গোপীদিগকে উপলক্ষ্য করিয়া আনন্দমুক্তি মনমোহনের এই রাসলীলা । ইহাতে প্রাকৃত পদার্থ অবাস্থ্যে কাম্য হৃথের বা কামনার গন্ধমাত্র নাই

যেদিন বস্ত্রহরণ লীলা হয় সেই দিনই রাসলীলা হইত ; কলস সরনা গোপবালাগণ চক্রীর চক্র বুঝিতে পারেন নাই,—তাঁহার কোশলময় কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই ; সেই জন্য তাঁহাদিগকে এক বৎসর তাপেচ্ছা করিয়া আবার প্রস্তুত হইতে হইল । মৎপ্রণীত “শ্রীকৃষ্ণ-লীলামৃত”-নামক গ্রন্থের অন্তর্গত “বস্ত্রহরণ লীলামৃত” পাঠ করিলে, পাঠকগণ গোপীর পরীক্ষার বিষয় কথঞ্চিৎ অবগত হইতে পারিবেন ।

তদোড়ুরাজঃ ককুভঃ করৈর্নুখং

প্রাচ্যা•বিলম্পন্নরুগেন শস্ত্রমৈঃ ।

স চর্ষণীনামুদগাচ্ছুচো যুজন্

প্রিয়ঃ প্রিয়ায়া ইব দীর্ঘদর্শনঃ ॥ ২

অনুব্রজঃ ।—তদ্বা (তস্মিন্নেব ক্ষণে) সঃ (প্রসিক্তঃ) উড়ুরাজঃ (উড়ুনাং রাজা) ইতুড়ুরাজঃ নক্ষত্রপতিঃ চক্ষুঃ) দীর্ঘদর্শনঃ (দীর্ঘেণ কালেন দর্শনং যস্য

সঃ দীর্ঘদর্শনঃ চিরাদৃষ্টঃ) প্রিয়ঃ (প্রেমবিষয়ঃ) প্রিয়য়াঃ (স্বপ্রিয়তমারাঃ) [মুখঃ]
 ইব প্রাচ্যাঃ (পূর্বস্যাঃ) ককুভঃ (দিশঃ) মুখম্ (মুখমিব মুখম্ অগ্রভাগং)
 শস্তমৈঃ (স্তম্ভতমৈঃ) করৈঃ (রশ্মিভিঃ—পক্ষে হস্তৈঃ) অরুণেন (উদয়রাগেণ
 পক্ষে তদবর্ণকুঙ্কমেন) বিলিম্পন্ (অরুণীকূর্সন্) চৰ্ঘণীনাং (জীবানাং)
 শুচঃ (তাপমানীঃ) মৃজন্ (অপনয়ন্) উদগাং (উদিতঃ) ॥ ২

টীকা ।—(১) তদা তন্মিন্নেব ক্ষণে তৎপ্রীত্যে উদ্ভুবাজ্জচ্ছ
 উদগাং উদিতঃ । কিং কূর্সন্ ? দীর্ঘকালেন দর্শনং যস্য স প্রিয়ঃ স্বপ্রিয়য়া
 মুখম্ অরুণেন কুঙ্কমেন যথা লিম্পতি তথা প্রাচ্যাঃ ককুভঃ দিশো মুখং
 শস্তমৈঃ স্তম্ভতমৈঃ করৈঃ রশ্মিভিঃ অরুণেন উদয়রাগেণ বিলিম্পন্ অরুণী-
 কূর্সন্নিত্যর্থঃ । স উদ্ভুবাজ্জঃ । তথা চৰ্ঘণীনাং শুচঃ তাপমানীঃ মৃজন্
 অপনয়ন্ ॥ ২

অনুবাদ ।—যেমন বহুকাল বিদেশ-বাসের পর গৃহাগত
 প্রিয়তম স্বহস্তে আপন প্রিয়তমার মুখকমল কুঙ্কমরাগে রঞ্জিত
 করে, সেইরূপ ঠিক ঐদময়েই নক্ষত্রপতি নিশাকর আপন স্ত্রীতল
 করদ্বারা পূর্বদিকের মুখস্বরূপ প্রথমাংশ অরুণ বর্ণ উদয়রাগে
 রঞ্জিত করিয়া প্রাণিবর্গের দিবাভাপ অপনয়ন পূর্বক উদিত
 হইলেন । ২

তাৎপর্য ।—এই শ্লোকে বিশেষ তত্ত্বকথা কিছুই নাই ।
 তাহা না থাকিলেও কিছু বলিবার বা শুনিবার কথা আছে ।
 আরোগ্য দানের নিমিত্ত বালককে তীব্র ঔষধ খাওয়াইতে হইলে,

কিঞ্চিৎ মধু বা গুড় মিশ্রিত করিয়া দিতেই হয়। প্রেমানন্দের সম্মিলন অর্থাৎ পরমানন্দ-স্বরূপ ভগবানের সহিত ভক্তের আলিঙ্গন বড়ই দুর্বোধ ও দুর্কহ বিষয়। শ্রুতি বলিয়াছেন,— “উঠ, জাগ,—সদৃশুর নিকট চৈতন্য লাভ কর ; পরম পদ প্রাপ্তির পন্থা ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম” । বিনশ্বর পার্থিব মহামূল্য পদার্থ পাইতে হইলেও অসম-সাহস অবলম্বন করিতে হয় ;— শুক্তি-গর্ভস্থ মুক্তা সংগ্রহ করিতে হইলে, প্রাণের মমতা পরিত্যাগ করিয়া স্নগভীর সমুদ্রগর্ভে ডুবিতে হয়। খনিজ হীরকাদি আহরণ করিতে হইলে, প্রগাঢ় অন্ধকারময় আকর-মধ্যে প্রবেশ করিতে হয় ; জলশূণ্য মরু, শাপদ-সঙ্কুল কানন ও অলঙ্ঘ্য শৈলমালা অতিক্রম করিয়া দেশ হইতে দেশান্তরে না যাইলে, ধন-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পায় না। মৃত্তিকাময় নশ্বর পার্থিব পদার্থের পন্থাই যদি এরূপ দুর্গম, তবে নিত্য, সত্য, অতীন্দ্রিয় আনন্দ-বিগ্রহ পাইবার পথ যে কিরূপ দুর্গম, তাহা ভাবিলেও ভীতির সঞ্চার হয়। তাঁহাকে পাইতে হইলে, কামাদি উত্তাল-তরঙ্গময় অপার ভবসাগর পার হইতে হইবে ; তাঁহাকে পাইতে হইলে, ভোগবিলাস-রূপ জলশূণ্য কঠোর সাধন-পথ অতিক্রম করিতে হইবে, তাঁহাকে পাইতে হইলে, দুর্লভ্য মোহ-মহীধর উল্লঙ্ঘন করিতে হইবে। এই সুদুর্গম সাধন-পথ দেখিয়া বিলাস-প্রিয় মানবকুল ভয়ে আকুল হইয়া উঠে,—অগ্রসর হইতে চাহেনা। তাহারা অগ্রসর হইতে না চাহিলেও দয়াময় ছাড়িবেন না ; তিনি ক্রীষকে ভব-রোগ হইতে মুক্ত করিয়া স্বদমীপে লইয়া যাইবেনই

যাইবেন। তাই স্বীয় স্বরূপ-শক্তিগণের সহিত রসরাজরূপে অবতীর্ণ হইয়া, মধুর-রসময় সুমধুর দৃশ্য-কাব্যের অভিনয় করিলেন। স্বভাব-সুহৃৎ মহর্ষি বেদব্যাসও জীবের প্রতি দয়া-পরবশ হইয়া কাব্যের রসে, কাব্যের ভাষায় এবং কাব্যের ভাবে সেই অপ্রাকৃত লীলাকাব্য স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখিয়া দিলেন।—সুজুগম পথ সুগম হইয়া গেল।

মহাজনের বাক্যই আছে,--

“বেদাঃ পুরাণং কাব্যঞ্চ প্রভুমিত্রং প্রিয়েব চ ।

বোধয়ন্তীতি হি প্রাঙ্ক-স্ত্রিবৃদ্ ভাগবতং পুনঃ ॥”

বেদ প্রভুর আয়, পুরাণ মিত্রের আয় এবং কাব্য প্রিয়তমার আয় জীবকে উপদেশ দিয়া থাকে ; কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত একাধারে প্রভু, মিত্র ও প্রিয়তমা তিনেরই আয় উপদেশ প্রদান করেন ; অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবতে বেদ, পুরাণ ও কাব্য তিনই আছে। পরে এ বিষয় বিস্তারপূর্বক বিবৃত হইবে।

মহর্ষি প্রকৃত বিষয় কাব্যের ভাবে বর্ণনা করিয়া, এই শ্লোকে কাব্যরস উদ্দীপিত করিয়াছেন। সকল রসেরই স্থায়িত্বাব বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারিতাবে পরিস্ফুট হইয়া রসরূপে পরিণত হয় এ স্থলে বিভাবের বিষয় আলোচনা করাই আমাদের প্রয়োজনীয় বিভাব দুই প্রকার ; আলম্বন-বিভাব ও উদ্দীপন-বিভাব অলঙ্কার শাস্ত্রে বলিয়াছেন,—

“আলম্বন-বিভাবোহসৌ যমালম্ব্য রসোদগমঃ ।

উদ্দীপন-বিভাবাস্তে রসমুদ্দীপয়ন্তি যে ॥”

অর্থাৎ যাহাকে অবলম্বন করিয়া কোন রসের উদগম হয়, তাহাই “আলম্বন-বিভাব” আর যে সকল পদার্থদ্বারা রসের উদ্দীপন হয়, ঐ সকলকে “উদ্দীপন-বিভাব” বলে । রাসলীলা মধুর রসময় । মধুর রসের স্থায়িত্ব রতি, আবলম্বন-বিভাব নায়ক ও নায়িকা এবং উদ্দীপন-বিভাব পূর্ণচন্দ্র, নিৰ্জ্জন কুসুম-কানন, সুশীতল সমীরণ ও কোকিলের কুহরব ইত্যাদি । এস্থলে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীগণ আলম্বন-বিভাব, এবং পূর্ণচন্দ্র ও প্রফুল্ল মল্লিকাদি উদ্দীপন-বিভাব । প্রাকৃত শৃঙ্গার-লীলায় উদ্দীপন-বিভাবদ্বারা নায়ক-নায়িকারই রসোদ্দীপন হইয়া থাকে ; কিন্তু শৃঙ্গার-রসের দৃশ্যকাব্য বা শ্রব্যকাব্য পাঠ বা শ্রবণ করিলে, পাঠক ও শ্রোতাদিগেরই হৃদয়ে সুস্পর্ষ্য রসানুভব হয় । সেই জন্তই সদাশয় মহর্ষি বেদব্যাস পরবর্তী পাঠক বা শ্রোতাদিগকে অভিমুখ করিবার আশয়ে মুক্তিদায়িনী রাসলীলাকে আপাত-সুখকর কাব্যরসে অভিষিক্ত করিয়াছেন । যিনি অনাদি কাল হইতে এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডরূপ দৃশ্যকাব্যের অধিনায়ক হইয়া রহিয়াছেন এবং যাহার শাসনাধীন জরায়ুজ, অণুজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জপ্রভৃতি প্রাণিসমূহ অনুক্ষণ আপন আপন নিয়মিত কার্যের ও ভাবের অভিনয় করিতেছে, সেই ঋট-চূড়ামণি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় শক্তি-গণকে লইয়া প্রাকৃতের ন্যায় অপ্রাকৃত রাসলীলার অভিনয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ; সূতরাং পূর্ণচন্দ্র ও সুগন্ধি কুসুমসমূহ নিজ নিজ অভিনয়ে তাঁহারই শাসনে, তাঁহারই অভিপ্রেত লীলারস পরিপুষ্ট করিতে প্রস্তুত হইয়াছে । সাহিত্যদর্পণকার বলিয়াছেন,—

“চতুর্বর্গ-ফলপ্রাপ্তিঃ সুখাদয়াদিয়ামপি ।

কাব্যাদেব যতন্তু ন তৎস্বরূপং নিরূপ্যতে ॥”

অর্থাৎ “কাব্য হইতেই কোমলমতি মানবগণের অনার্য্যাসে চতুর্বর্গ ফললাভ হয় ; এই নিমিত্ত আমি কাব্যের স্বরূপ নিরূপণ করিতেছি ।” গ্রন্থকার ঠিকই বলিয়াছেন ; পাঠের মত পাঠ করিতে পারিলে, কাব্যপাঠেও মুক্তি পর্য্যন্ত পাওয়া যায় । প্রায় অধিকাংশ পাঠকই কাব্যের উপরিস্থিত রসটুকু মাত্র অবলম্বন করিয়া আপনাদিগকে চরিতার্থ মনে করেন ; অন্তর্নিহিত অমূল্য উপদেশের দিকে দৃষ্টিপাত করেন না । এখনকার শিক্ষিত-অশিক্ষিত নব্য পাঠকগণ রামায়ণ, রঘুবংশ, ভারবি, মাঘ প্রভৃতি কাব্যরত্ন পাঠ করিয়া ভাষা ও অলঙ্কারাদির সমালোচনা লইয়াই ব্যস্ত ; কেহ কেহ বা গ্রন্থকারের প্রশংসা বা নিন্দা করিয়াই নিশ্চিন্ত ; কাব্যোল্লিখিত পাত্রগণের চরিত্র চিন্তা অতি অল্প লোকেই করিয়া থাকেন । ঐ সকল কাব্যোক্ত পাত্রগণের চরিত্র চিন্তা করিতে যে, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্বর্গই প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাতে আর সন্দেহ নাই । যদি লৌকিক কাব্যের আলোচনা মুক্তিপর্য্যন্ত পাওয়া যায়, তবে ঈশ্বরবতার মহর্ষি বেদব্যাসের লিখিত শান্তি-শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতের অন্তর্গত, কাব্যরসানুযায়ী মুকুন্দলীলা পাঠ বা শ্রবণে যে মুক্তিলাভ হইবে, তাহা আবিচিত্র কি ? এই নিমিত্তই তত্ত্ববিশারদ শ্রীধর স্বামী প্রথমে শ্লোকের টীকা বলিয়াছেন,—“শৃঙ্গার-কথাপদেশেন বিশেষতঃ নিবৃত্তিপরেয়ং পঞ্চাধ্যায়ী অর্থাৎ রাসলীলায় শৃঙ্গার-কথা কেবল

ছলমাত্র ; বাস্তবিক ইহা মোক্ষদায়িনী ।” মুক্তিই যে রাসলীলা-
শ্রবণ ও কীৰ্ত্তনের ফল, ইহা স্বয়ং বেদব্যাসও লিখিয়াছেন ;
ভক্তযোগী শুকদেব পরীক্ষিতের নিকট ইহা উদ্ঘোষিত
করিয়াছেন এবং টীকাকার-চূড়ামণি শ্রীধরও সগর্বে ইহাই সমর্থন
করিয়াছেন । রাসলীলার গ্রন্থাকারে প্রকাশকাল ইহাতে এষাবৎ
ধর্মপরায়ণ ভারতবাসিমাতেই মোক্ষকামনায় রাসলীলাকিত এই
শ্রীমদ্ভাগবত সদ্ভ্রাক্ষণ দ্বারা নিজ নিজ গৃহে পাঠ করাইয়া
আপনাদিগকে কৃতকৃত্য বোধ করিয়া আসিতেছেন । এই সকল
কারণেও রাসলীলা যে মোক্ষপ্রতিপাদিকা, ইহা সহজেই অনুমান
করা যায় । তবে ইহা নিকর্ম্মার সময়-যাপনের বা বিলাসীর
ক্ষণিক চিন্ত-বিনোদনের পদার্থ নহে । যাঁহারা ধর্ম-পিপাসু,
যাঁহারা আত্মোন্নতির অভিলাষী এবং যাঁহারা সংসার-সাগর
উত্তরণের আকাঙ্ক্ষী, ইহা তাঁহাদেরই চরম সাধনার সামগ্রী ।
অতএব পাঠকগণের নিকট আমার সবিনয় অনুরোধ, যেন
তাঁহারা মুক্তি-দায়িনী অপ্ৰাকৃত লীলার উপরিভাগে প্রাকৃত
শৃঙ্গার-রসের আবরণ দেখিয়া অবহেলায় আত্মবঞ্চিত না হন ।
কণ্টক দেখিয়া কমল পরিত্যাগ করিলে, আত্ম-বঞ্চিতই হইতে
হয় । ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব ও ভক্তবাৎসল্য এবং গোপীদিগের
স্বরূপ ও ভগবৎ-প্রেম লক্ষ্য করিলেই তাঁহারা কৃতার্থ হইবেন ॥২

দৃষ্ট। কুমুদসুখমথশুভমণ্ডলং

রমাননাভং নবকুঙ্কমারুণম্ ।

বনঞ্চ তৎকোমলগোভিরঞ্জিতং

জগৌ কলং বামদৃশাং মনোহরম্ ॥৩

অর্থঃ ।—অখণ্ডমণ্ডলং (ন খণ্ডং মণ্ডলং যন্ত তং পরিপূর্ণং) নব-
কুঙ্কমারুণং (নবকুঙ্কমবৎ অরুণং) রমাননাভং (রমায় আননস্য আভাইব
আভা যস্য তং লক্ষ্মীবদনসন্নিভং) কুমুদসুখং (কুমুদং বিকসনীয়ং বিদ্যাতে অস্য
তং শুভ্রাম-জলপুস্পবিকাসিনং চন্দ্রং) বনঞ্চ (শ্রীবৃন্দাবিনিপিনঞ্চ) তৎকোমল-
গোভিঃ (তস্য কোমলৈঃ গোভিঃ শশি-শীতল-রশ্মিভিঃ) রঞ্জিতং (উজ্জলী-
কৃতং) দৃষ্ট। (অবলোক্য) বামদৃশাং (বামাঃ মনোহরাঃ দৃশাঃ যাসাং তাসাং
কমলনেত্রাণাং গোপীনাং) মনোহরং (মনঃ হরতীতি তথা চিত্তাকর্ষকং)
কলং (অক্ষুট-মধুরং) জগৌ (অগায়ৎ শ্রীকৃষ্ণ ইতিশেষঃ) ॥ ৩

তীকা—কুমুৎ কুমুদং বিকসনীয়ং বিদ্যাতে যন্ত তং কুমুদসুখম্ । ন খণ্ডং
মণ্ডলং যস্য তৎ । রমায় আননস্যাভেব আভা যস্য । নবং কুঙ্কমমিব
অরুণং দৃষ্ট। তথা বনঞ্চ তস্য কোমলৈর্গোভিঃ রশ্মিভিঃ রঞ্জিতং দৃষ্ট। কলং
মধুরং জগৌ অগায়ৎ । কথম্ ? বামা মনোহরা দৃশো যাসাং তাসাং
মনোহরং যথা ॥৩

অনুবাদ—রাসাভিলাষী ভগবাম্ শ্রীকৃষ্ণ কমলার বদন-
কমলের দ্বায় লাবণ্যবিশিষ্ট অরুণবর্ণ কুমুদবিকাসী পূর্ণচন্দ্র
অবলোকন করিয়া এবং শূশীতল চন্দ্রকিরণে শ্রীবৃন্দাবন আলোকিত
দেখিয়া হরিণ-নয়না ব্রজাঙ্গনাদিগের মনোহরণ করিবার নিমিত্ত
মধুর স্বরে মোহন মুরলীতে গান করিতে লাগিলেন ॥৩

তাৎপর্য—পূর্বের উদ্দীপন-বিভাবের কথা বলা হইয়াছে । রসোদ্দীপন পূর্ণচন্দ্রদর্শনে ভগবানের কমলানন স্মরণ হইল ; সুতরাং রাস-বাসনা বলবতী হইয়া উঠিল । পাঠকগণ লক্ষ্য করিবেন,— “কবিগণ চন্দ্রের ন্যায় মুখ” বলিয়াই মুখের লাবণ্যাতিশয় বর্ণন করিয়া থাকেন ; কিন্তু মহর্ষি তাহা না বলিয়া “কমলা-মুখের ন্যায় চন্দ্র” বলিলেন । সর্ববাংশে সাদৃশ্য হয় না, চন্দ্রের ন্যায় মুখ বলিলে, চন্দ্রগত লাবণ্যের কিয়দংশ-যুক্ত মুখই বুঝায় ; এখানে “লক্ষ্মীর মুখের ন্যায় চন্দ্র” বলায় লক্ষ্মী-মুখের লাবণ্য যৎকিঞ্চিৎ চন্দ্রে আছে ইহাই বুঝাইল । অলোক-সুন্দরী লক্ষ্মীর অলোক-লাবণ্য প্রদর্শনই মহর্ষির উদ্দেশ্য । সৌন্দর্য্য নামক পদার্থের কিঞ্চিদংশ পাইয়াই চন্দ্র সুন্দর বলিয়া প্রসিদ্ধ । সেই সৌন্দর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী বা সবিগ্রহ স্বয়ং সৌন্দর্য্যই লক্ষ্মী । সৌন্দর্য্যের কিয়দংশ থাকিলে যদি সুন্দর হয়, তবে স্বয়ং সৌন্দর্য্য কত সুন্দর, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না । অশ্রু কোনও উপাদানের অমিশ্রণে কেবলমাত্র সৌন্দর্য্য দিয়া যদি কোনও নারী-মূর্ত্তি নিৰ্ম্মাণ করা যায়, তবে সেই অমিশ্র সৌন্দর্য্য-মূর্ত্তিই লক্ষ্মী । অতএব লক্ষ্মীর সৌন্দর্য্য যে ভাষার অতীত, মুনিবর বিপরীত-সাদৃশ্যে কৌশলে তাহাই ব্যক্ত করিলেন ।

ঐশ্বর্য্যের সহিত প্রেমের সম্বন্ধ ঘটিলে রসাভাস হয় অর্থাৎ প্রকৃত রস বিকৃত হইয়া যায় । বৃন্দাবন-বিহারী বংশীধারী রস-রাজ শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা হইল,—প্রেমময়ী গোপীদিগের সহিত রমণ করিবেন ; কিন্তু ঐশ্বর্য্যময়ী লক্ষ্মীর মুখ স্মরণ হওয়ায়, প্রেমময়ী

গোপীদিগের সহিত রমণ করিতে ইচ্ছা হইলে রসাতাস হয় এবং গোপী অপেক্ষা লক্ষ্মীর উৎকর্ষ প্রকাশ পায়। এইরূপ আশঙ্কা করিয়া, মহামুভব নব্য বৈষ্ণব টীকাকারগণ ধাত্বর্থ-সাহায্যে শ্লোকস্থ ‘রমা’, শব্দের অর্থ “রাধা” করিয়াছেন। রস-তত্ত্বজ্ঞে ঐসকল মহামুভবদিগের লেখনীর বিরুদ্ধে আমার স্থায় মন্দবুদ্ধির লেখনী সঞ্চালন নিতান্ত হান্তজনক। তাঁহাদের ঐরূপ ব্যাখ্যা অতীব সুন্দর; আমি তাঁহাদের পবিত্র পদধূলী মস্তকে ধারণ করিয়া একবার দেখিব;—ঋষিবাক্য অবিকল বজায় রাখিয়া অর্থাৎ “রমা” শব্দের মুখ্যার্থ “লক্ষ্মী”ই স্বীকার করিয়া, সামঞ্জস্য করা যায় কি না।

পূর্ণচন্দ্র দর্শনে লক্ষ্মীর মুখ স্মরণ হওয়ায়, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মুরলীর গানে গোপীদিগকে আহ্বান করিলেন।—অলোক-সুন্দরী ঐশ্বর্যময়ী লক্ষ্মীর সৌন্দর্য্য স্মরণ হওয়ায় প্রেমরূপিনী গোপীদিগের বিলাসশূন্য সৌন্দর্য্য তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিল। ইহাতে গোপীদিগেরই ভগবৎ-প্রেমের উৎকর্ষ এবং ভগবানের ভক্ত-বাৎসল্যের পরাকাষ্ঠা প্রকাশ পাইল, তাহাতে সন্দেহ নাই লক্ষ্মী ঐশ্বর্য্য ও সৌন্দর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, আর গোপী অকিঞ্চন বনবাসিনী; লক্ষ্মী স্বর্গীয় বিভূষণে ভূষিত হইয়া আছেন, আর গোপী বিলাস-বিরতা; লক্ষ্মী আপন ঐশ্বর্য্য দেখাইয়া ভগবান্কে আয়ত্ত করিয়া থাকেন, আর গোপী দেহ দিয়া, প্রাণ দিয়া, মন দিয়া ভগবানের প্রীতিসাধন করিয়াই প্রীত হইতে চাহেন। লক্ষ্মীর সৌন্দর্য্য বাহিরে, গোপীর সৌন্দর্য্য অন্তরে; লক্ষ্মীর সৌন্দর্য্য

চঞ্চল, গোপীর সৌন্দর্য্য অটল । শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী ঐশ্বর
রূপ না দেখিলে লক্ষ্মীর ভগবানে ভক্তি হয় না, গোপী ভগবানের
রাখাল বেশেই মোহিত । চন্দ্র জড়,—তাহাতে অস্থায়ী বাহু
সৌন্দর্য্য আছে,—অস্থঃ-সৌন্দর্য্য নাই ; সুতরাং প্রেম-সমুজ্জ্বল
গোপীগণের সৌন্দর্য্য চন্দ্রে নাই ; ‘রাধামুখের আভার ন্যায়
চন্দ্রের আভা বলিলে, মদনমোহন-মোহিনী রাধার অপকর্ষই
সূচিত হয় ; অতএব শ্লোকোক্ত “রমা” শব্দের মুখ্যার্থ
লক্ষ্মীই মহর্ষির অভিপ্রেত । পূর্ণচন্দ্রে লক্ষ্মীর মুখসাদৃশ্য দেখিয়া,
ভগবানের বিহার-বাসনা উদ্দীপিত হইল মাত্র ; কিন্তু প্রেমময়ী
গোপী ভিন্ন বৃন্দাবন-বিহারীর বিহারবাসনা-পরিতৃপ্ত হয় না ।
তিনি প্রেমেরই অধীন,—ঐশ্বর্য্যের কেহই নহেন । তাই ঐশ্বর্য্য-
ময়ী লক্ষ্মীকে উপেক্ষা করিয়া প্রেমরূপিণী গোপীকে আহ্বান
করিলেন ।

শ্রুতি বলিয়াছেন,—“আচার্য্যের সাহায্যে এই পরমাত্মাকে
পাওয়া যায় না, মেধায় পাওয়া যায় না অথবা বহু শাস্ত্রাধ্যয়নেও
পাওয়া যায় না ; এই পরমাত্মা নিজের বাহাকে চাহেন, সেই এই
পরমাত্মাকে পায় ।” মুর্ত্তিমান্ পরমাত্মা বংশীর গানে গোপী-
দিগকে আহ্বান করিয়া, ঐ শ্রুত্যর্থই সুস্পষ্ট দেখাইলেন ।
সুপেশলা গোপবালারা নিজ নিজ দেহের দিকে দৃষ্টি না করিয়া,
এক মাস কাল কঠোর নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক কাত্যায়নীর অর্চনা
করিয়াও ভগবান্কে পান নাই,—পাইয়াও পান নাই । আর এখন
গোপীরা গৃহে বসিয়া আছেন, ভগবান্ তাঁহাদিগকে পাইবার জন্য

ব্যস্ত,—ডাকিয়া ডাকিয়া হয়রান । সৰ্বস্বহুৎ ভগবান্ গোপী-
দিগকে উপলক্ষ করিয়া সমস্ত মানবকে ইঙ্গিতে বলিলেন,—
“হাজার গুরুপদেশ প্রাপ্ত হও, হাজার মেধাবী হও, হাজার
বেদাধ্যয়ন কর, হৃদয়ে যৎকিঞ্চিৎ মলিনজর গন্ধ থাকিতে
আমাকে লাভ করিতে পারিবে না; হাজার হাজার বার ডাকিলেও
আমার সাড়া-শব্দ পাইবে না; যখন তুমি আমাকে পাইবার
উপযুক্ত হইবে,—যখন গোপীভাব প্রাপ্ত হইবে, তখন আমি
নিজেই তোমাকে ডাকিয়া লইব ।” যাঁহারা লীলারসের রসিক,
তাঁহারা ইহাতেই পরম পরিতুষ্ট হইবেন, আর যাঁহারা অধ্যাত্মপ্রিয়,
তাঁহারা জীব-চৈতন্য ও সহস্রদলস্থ চিদগুরুর সহিত এই লীলা
মিলাইয়া লইবেন; আমি দুর্বোধ অধ্যাত্মতত্ত্বের অবতারণা করিয়া
সুখসেব্য লীলারস বিরস করিলাম না ।

অন্তঃপর ভগবানের বংশীর কথা ।—বংশী কি ? শ্রুতি
বলিয়াছেন,—“অরে এই মহদভূতের (পরব্রহ্মের) নিশ্বাসবায়ুই
ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, ইতিহাস ও পুরাণ ।”
মারুত অর্থাৎ বায়ুই মুখ কিংবা নাসিকা দ্বারা বংশীতে প্রবেশ
করিয়া গানোৎপাদন করে । অতএব যাহা পরব্রহ্মের মুখমারুত-
স্বরূপ বেদ-পুরাণাদি, তাহাই লীলাময় সর্বত্রই ব্রহ্মের মুখমারুত-
স্বরূপ বংশীগান । বেদ-পুরাণাদিতে কৰ্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, ভক্তি
প্রভৃতি যত কথাই থাকুক না কেন, আসল কথা, সকল ছাড়িয়া
পরমানন্দময় পরব্রহ্মে সম্মিলিত হও । ভগবান্ বংশীগানে গোপী-
দিগকে বলিতেছেন,—সকল ছাড়িয়া আমার কাছে আইস,

আমার সহিত মিলিত হও, আমার সহিত আলিঙ্গিত হও ।
গীতাতেও ভগবান্ প্রিয় সখা অর্জুনকে কৰ্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, তত্ত্ব
প্রভৃতি সকল কথাই বলিয়া, পরিশেষে বেদপুরাণের সারস্বরূপ
ঐ বংশীগানই বলিয়াছেন,—তিনি বলিয়াছেন—

“সর্ববর্ধমান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।

অহং ত্বা সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥”

“সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আমার শরণাগত* হও, আমি
তোমাকে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত করিব।”

কিন্তু বেদের সার এবং গীতার তত্ত্ব সকলে ঠিক বুঝিতে পারেন
না, সকল কথা সকলের ভালও লাগে না ; তাই বেদ, পুরাণ ও
গীতা পড়িয়া নানা মুনির নানা মত হয় । ভগবানের বাঁশীর গানও
সকলে সমান শুনিত না ; যশোদা শুনিতেন,—বাঁশী “মা মা”
বলিতেছে ; শ্রীদামাদি ব্রজবালকেরা শুনিতেন,—“শ্রীদাম-সুবল”
বলিতেছে ; গাভীগণ শুনিত,—বাঁশী “শ্যামলী ধবলী” বলিতেছে এবং
শ্রীরাধা প্রভৃতি গোপীগণ শুনিতেন,—বাঁশী কেবল “রাধা রাধা”ই
বলিয়া ডাকিতেছে । তাই মহর্ষি বলিয়াছেন,—“কলং জর্গো” “কল”
শব্দের অর্থ অক্ষুট মধুর স্বর ; ভগবানের বংশীগানও মধুরাদপি
মধুর ; কিন্তু অক্ষুট । * বেদ, পুরাণ, গীতা প্রভৃতি অধ্যাত্মশাস্ত্রও
অক্ষুট ; বাঁহার ঘেরূপ প্রবৃত্তি, তিনি শাস্ত্রার্থ সেইরূপ করিয়া
লয়েন । এখন গীতাই তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত । যোগানুরাগী ব্যক্তি
বলেন,—গীতা যোগপ্রধান, গীতা আমাকেই ডাকিতেছে ; কৰ্ম্মী
বলেন,—গীতা কৰ্ম্মপ্রধান, গীতা আমাকেই ডাকিতেছে ; জ্ঞান-

মুরাগী বলেন,—গীতা জ্ঞান-প্রধান, গীতা আমাকেই ডাকিতেছে ;
এবং ভক্ত বলেন,—গীতা ভক্তিময়,—গীতা আমাকেই ডাকি-
তেছে । বেদসার কৃষ্ণ-বংশীও ঠিক সেই রকম ।

ভগবান্ অৰ্জুনকে বলিয়াছেন,—

“বেদৈশ্চ সৰ্বৈবরহমেব বেত্তো

বেদাস্তকৃদবেদবিদেব চাহহম্ ॥”

“আমিই সমস্ত বেদের প্রতিপাত্ত, আমিই বেদাস্ত-কর্ত্তা এবং
একমাত্র আমিই বেদজ্ঞ ।” তিনি উদ্ধবকেও বলিয়াছেন,—

“কিং বিধন্তে কিমাচ্যেৎ কিমনুত্ব বিকল্পয়েৎ ।

ইত্যস্তা হৃদয়ং লোকে নাহো মদবেদ কশ্চন ॥”

“বেদে কি বলিতেছে, কি বিধান করিতেছে এবং কিই বা এক-
প্রকার বলিয়া আবার প্রকারান্তরে বলিতেছে—তাহা স্থির করা
বড়ই কঠিন ; আমি ভিন্ন বেদের অন্তর্গত অভিপ্রায় কেহই জানে
না ।” যখন কেহই বেদার্থ বুঝিল না, তখন ভগবান্ স্বয়ং আনন্দ-
বিগ্রহে আবির্ভূত হইয়া, অধরে বেদসার বংশী ধারণপূর্বক সর্ব-
শাস্ত্রের সারার্থ স্তম্ভুর স্বরে বুঝাইয়া দিলেন,—আইস,—আমার
কাছে আইস,—সব ছাড়িয়া আমার কাছে আইস, সকল জালা
সুচিয়া যাইবে, আমাকে আলিঙ্গন করিলে অনন্ত পরমানন্দ পাইবে ।

এখন আমরা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ ও জীবের স্বভাব
আলোচনা করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিব,—ভগবান্ জীবকে
ডাকিতেছেন কি না ? শ্রুতি বলিয়াছেন, অানন্দই ব্রহ্মের রূপ
এবং মহাত্মারূপ বলিয়াছেন,—

“কৃষিভূঁবাচকঃ শব্দো গচ্চ নির্বৃতিবাচকঃ ।

‘তয়োঁরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে ॥”

“কৃষ্ সস্তাবাচক শব্দ এবং মূর্দ্ধন্য গ পরমানন্দ-বাচক শব্দ ; ‘কৃষ্’ ও ‘মূর্দ্ধন্য গ’ এর মিলনে কৃষ্ণশব্দ সম্পন্ন হয় ; অতএব সস্তা ও পরমানন্দের মিলনের নাম কৃষ্ণ অর্থাৎ যাঁহাতে পরমানন্দ ভিন্ন আর কিছুই নাই, সেই বস্তুই কৃষ্ণ ।” এখন আমরা বুঝিলাম,—যাহা তত্ত্বে পরমানন্দ মাত্র, তাহাই লীলায় ঘনীভূত বিগ্রহ এবং যাহা বেদে ব্রহ্ম, তাহাই লীলায় শ্রীকৃষ্ণ । সেই শ্রীকৃষ্ণ গোপী-দিগের মন আকর্ষণ করিবার নিমিত্ত বাঁশী বাজাইলেন । জগতে যত প্রকার প্রলোভনের সামগ্রী আছে, আমরা নিবিষ্ট-চিত্তে চিন্তা করিলে বুঝিতে পারি, আনন্দের তুল্য প্রলোভন আর কিছুই নাই ; অথবা আনন্দ ভিন্ন আর কিছুই লোভনীয় নাই । জগতে যে যাহা চাহে, কেবল আনন্দের আকর্ষণেই চাহে । অতএব দেখি, সমস্ত জগৎ জুড়িয়া সেই আনন্দের আকর্ষণ অনুক্ষণ রহিয়াছে,—তাহার বিরাম নাই এবং অবিরত আনন্দের আকর্ষণেই নিখিল জীব অনুক্ষণ অন্তরে বাহিরে ধাবমান হইতেছে ; অথচ কে আকর্ষণ করিতেছে,—কাহার জ্ঞাত্য এত ব্যাকুলতা—তাহা স্পষ্ট বুঝিতে না পারিয়া, নানা প্রকার নিরানন্দ পদার্থে আনন্দেরই অনুসন্ধান করিতেছে । সেই আনন্দের ঘনীভূত বিগ্রহই শ্রীকৃষ্ণ এবং সেই ঘনীভূত আনন্দের অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের ঘনীভূত আকর্ষণী শক্তি বাঁশীই অনুক্ষণ অখিল জীবের মন মুগ্ধ করিতেছে বলিয়া, তাহার নাম “মোহন বাঁশী” । এই নিমিত্ত লীলাতত্ত্বজ্ঞান রসিক

বৈষ্ণব টীকাকারগণ বাঁশীকেই ভগবানের যোগমায়া শক্তি বলিয়াছেন। নিজ কল্পনায় কেবল বাক্যবলে বলিয়াছেন, তাহা নহে; স্বার্থযোজনায় তাহার কারণও দেখাইয়াছেন। সে সকল কথার অবতারণা করিয়া গ্রন্থবাহুল্য করিলাম না। বুভুৎসু পাঠক বুঝিয়া লইবেন;—যোগমায়া মনোমোহিনী, এবং শ্রীকৃষ্ণবংশীও মনোমোহিনী; অতএব শ্রীকৃষ্ণবংশী কার্য্যসাদৃশ্যে যোগমায়াই বটে। যেখানে শক্তির আশ্রয় মূর্তিমান, সেখানে শক্তিও মূর্তিমতী ॥

মূল শ্লোকে যে “বামদৃশাং” পদ আছে, তাহার অর্থ যাহাদের দৃষ্টি অতি সুন্দর অর্থাৎ নিশ্চল। দৃশ্ শব্দের অর্থ নেত্র, দৃষ্টি এবং জ্ঞানও হইতে পারে। গ্রন্থে দৃষ্টি অথবা জ্ঞানার্থই সংগত। যার নয়ন সুন্দর, সেই অশ্রের মন আকর্ষণ করিতে পারে। কিন্তু নয়ন সুন্দর বলিয়া অশ্রের রূপে, গুণে বা গানে আকৃষ্ট হওয়া সম্ভবপর নয়। অতএব গ্রন্থে দৃশ্ শব্দের নয়নার্থ করিলে, কোনো সার্থকতাই থাকে না। জ্ঞানার্থ বা দৃষ্টি অর্থ করিলে কিরূপে সার্থকতা থাকে, তাহা পরবর্ত্তী শ্লোকের তাৎপর্য্যে বিবৃত হইতেছে। গ্রন্থকারের যে এরূপই অভিপ্রায়, তাহা ঠিক বলিতে পারি না; তবে শ্লোকস্থ শব্দের কষ্টকল্পিত অর্থ না করিয়া যদি অর্থ-সৌন্দর্য্য প্রকাশ করা যায়, তাহাতে ক্ষতি নাই ॥ ৩

নিশম্য গীতং তদনঙ্গবর্দ্ধনং

ব্রজদ্বিয়ঃ কৃষ্ণগৃহীতমানসাঃ ।

আজগ্মুরন্যোন্যমলক্ষিতোদ্যমাঃ

স যত্র কাস্তো জবলোলকুণ্ডলাঃ ॥ ৪

অস্বস্থঃ!—ব্রজদ্বিয়ঃ (ব্রজবাসিন্তঃ গোপবালাঃ) অনঙ্গবর্দ্ধনঃ (অনঙ্গং বর্দ্ধয়তীতি তথা, কামোদ্দীপনং) তং (শ্রীকৃষ্ণগীতং) গীতং নিশম্য (শ্রদ্ধা) কৃষ্ণগৃহীতমানসাঃ (কৃষ্ণাকৃষ্টচিত্তাঃ কৃষ্ণেন গৃহীতং মানসং যসাং তথাভূতাঃ সত্যঃ) অন্যোন্মম্ (পরস্পরম্) অলক্ষিতোদ্যমাঃ (অজ্ঞাপিতগমনোদ্যোগাঃ অলক্ষিতাঃ উদ্যমো যাভিঃ তাঃ) জবলোলকুণ্ডলাঃ (জবেন গতিবেগেন লোলে চঞ্চলে কুণ্ডলে কর্ণভূষণে যসাং তাঃ চ সত্যঃ) যত্র (যস্মিন্ স্থানে) সঃ (গায়কঃ) কাস্তঃ (কমনীয়রূপঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) (বর্ততে ইতি শেষঃ) (তত্র) আজগ্মুঃ (আগতবত্যঃ) ॥ ৪

টীকা—অসাপহ্যায় অজ্ঞোন্মমলক্ষিতো ন জ্ঞাপিত উদ্যমো যাভিস্তাঃ । স কাস্তো যত্র তত্র গীতধ্বনিমার্গেণ আজগ্মুঃ । জবেন বেগেন লোলানি চঞ্চলানি কুণ্ডলানি যসাং তাঃ ॥ ৪

অনুবাদ।—সেই কামোদ্দীপক গীত শ্রুতিগোচর হও-
য়ায় গোপীদিগের চিত্ত 'কৃষ্ণেতেই আকৃষ্ট হইয়া গেল। তাঁহারা
শশব্যাস্তে, যে স্থানে কমনীয় কৃষ্ণ ছিলেন, সেই স্থানে আগমন
করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহই কাহারও গমনের উদ্যোগ
জানিতে পারিলেন না এবং দ্রুতগমনে তাঁহাদের কর্ণস্থ কুণ্ডল
দুলিতে লাগিল ॥৪

তাৎপর্য—সৌন্দর্যের, সুস্বরের, সুরসের, স্নগন্ধের ও সুখ-স্পর্শের যে, আকর্ষণী শক্তি আছে, তাহা সহজেই বুদ্ধিতে পারা যায়। সৌন্দর্যাদির আকর্ষণেই মানুষ ঐ সকলে অনুরক্ত হয়। কেহ সুরূপে, কেহ সুস্বরে, কেহ সুরসে, কেহ স্নগন্ধে, কেহ বা সুখ-স্পর্শে অত্যধিক আসক্ত—ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। ‘অমুক অমূকের রূপে আকৃষ্ট, অমুক অমূকের গানে আকৃষ্ট’ ইত্যাদি কথাও শুনিতে পাওয়া যায়। অতএব সকল গুণেরই যে এক একটা আকর্ষণী শক্তি আছে, ইহা স্থির। কিন্তু সূক্ষ্ম ভাবিয়া দেখিলে বুদ্ধিতে পারা যায় যে, পার্শ্ববর্তী কোনো পদার্থের বা কোনো সুরূপাদি গুণেরই আকর্ষণী শক্তি নাই;—আকর্ষণী শক্তি কেবল আনন্দেরই আছে। জগতে সৌন্দর্য কাহাকে বলে, সুস্বর কাহাকে বলে এবং সুরস কাহাকে বলে,—তাহারই স্থিরতা নাই। রাম যাহাকে সুন্দর বলে, শ্যাম তাহাকে দেখিতে পারে না; শ্যাম যাহা খাইতে ভাল বাসে, রামের তাহাতে রুচি হয় না। পরমসুন্দরী পতিরতা পত্নীকে ঘৃণা করিয়া একটা প্রেতিনী বারনারীতে আসক্ত পুরুষ-বরও দেখিতে পাওয়া যায়। পুত্র কুরূপ হইলেও প্রসূতির অসীম অপত্যস্নেহ অচল ও অটল ভাবেই থাকে। ভারতবাসী কবির এবং ইংলণ্ডবাসী কবির কামিনী-সৌন্দর্য-জ্ঞান যে সম্পূর্ণ বিপরীত, তাহা অনেকেই জানেন। অতএব বুদ্ধিতে পারা যায় যে, সুন্দর, সুস্বর, সুরস, স্নগন্ধ ও সুখ-স্পর্শ বলিয়া কোনো নির্দিষ্ট পদার্থ নাই;—যে যাহাতে আনন্দ

পায়, তাহার তাহাই সুন্দর, তাহাই সুস্বর, তাহাই সুরস, তাহাই সুগন্ধ এবং তাহাই সুস্পর্শ—সে তাহাতেই আকৃষ্ট । তবেই বুঝিতে পারা যায় যে, আকর্ষণী শক্তি আনন্দেরই ;—অন্ত কোনো পদার্থের নয় । জ্ঞানাধিকারী মানুষের কথা দূরে থাকুক, আনন্দের আকর্ষণী শক্তি কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী প্রভৃতি সমস্ত ইতর জীবকেও অমুক্ষণ আকর্ষণ করিতেছে অর্থাৎ আনন্দের লোভেই সকলে সর্বদাই ধাবমান । সেই আনন্দই ব্রহ্মের রূপ ; আবার শ্রীকৃষ্ণ সেই ব্রহ্মের অর্থাৎ আনন্দের ঘনীভূত বিগ্রহ ; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের আকর্ষণী শক্তিরূপা বংশী অনাদি কাল হইতে এখনও পর্য্যন্ত অমুক্ষণই বাজিতেছে । ভক্তিশাস্ত্রে বলেন,—

“কৈরপি প্রেম-বৈবশ্যভাগ্ভি ভাগবতোত্তমৈঃ ।

অত্থাপি দৃশ্যতে কৃষ্ণঃ ক্রীড়ন্ বৃন্দাবনান্তরে ॥

“শ্রীকৃষ্ণ অত্থাপি শ্রীবৃন্দাবনে ক্রীড়া করিতেছেন ; কোনো কোনো প্রেমবিবশ ভাগ্যবান ব্যক্তি তাহা দেখিয়া থাকেন ।” বেদ, শব্দদ্বারা আনন্দের আকর্ষণী শক্তির কথা বলিয়াছেন, ভগবান্ লীলা করিয়া তাহার স্পষ্ট প্রমাণ দেখাইলেন ।

জীবমাত্রেরই যদিও একমাত্র আনন্দের আকর্ষণেই—আনন্দেরই অনুসন্ধানে ব্যস্ত, তথাপি, ইতর জীবের কথা দূরে থাকুক, মান্না-যুক্ত মনুষ্যও তাহা নিজেই বুঝিতে পারে না । প্রেমস্বভাব চিৎ-স্বরূপ শুদ্ধ জীব, ভৌতিক দেহ এবং ইন্দ্রিয়ের সহিত এত মাখা-মাখি হইয়া গিয়াছে যে, এই ইন্দ্রিয়-সংবলিত ভৌতিক দেহকেই ‘আমি’ বলিয়া মনে করে ; সুতরাং ‘আমি’ স্বরূপ এই দেহে-

দ্বিয়ের সুখকর ভৌতিক পদার্থকেই আমার সুখকর বাঁশীয়া অনু-
 সন্ধান করিয়া ঘুরিতে থাকে। শুদ্ধজীব যেমন ভৌতিক দেহেন্দ্রি-
 ঢাকা পড়িয়াছে, সেইরূপ জীবের স্বাভাবিক আনন্দ-লিপ্সা
 ভৌতিক পদার্থের ছায়ায় ঢাকিয়া গিয়াছে। শুদ্ধ চৈতন্য ক্ষয়শী
 দেহেন্দ্রিয়ে ঢাকা পড়িলেও আমরা যেমন তদন্তর্গত নিত্য চৈতন্যে
 সন্তা বুঝিতে পারি, সেইরূপ নিত্য আনন্দলিপ্সা পরিবর্তনশী
 পদার্থের ছায়ায় ঢাকা পড়িলেও তদন্তর্গত অবিচ্ছিন্ন আনন্দলিপ্সা
 অনুভব করিতে পারি। যেমন চুম্বকের আকর্ষণী শক্তি লৌহে
 আকর্ষণ করে, কিন্তু লৌহ কাদামাখা হইলে চুম্বকের আকর্ষণী শক্তি
 লৌহকে স্পর্শ করিতে পারে না ; সুতরাং লৌহ চুম্বকের কা-
 বার না ; সেইরূপ আনন্দময় ভগবানের আকর্ষণী শক্তি বাঁশী
 অনুক্ষণ জীবকে আকর্ষণ করিয়া থাকে ; কিন্তু চৈতন্যময় জী
 কাদামাখা অর্থাৎ ভূতাবৃত হইলে, ভগবানের আকর্ষণী শক্তি তাহা
 কাছে পৌঁছায় না ; সুতরাং জীব ভগবানের কাছে বাইতে
 চায় না বা বাইতে পারেও না। যখন জীবের উপরিস্থ কর্ণ
 অর্থাৎ ভূতাবরণ দূর হইবে অর্থাৎ জীব যখন দেহাতিমান ত্যা-
 গ করিয়া শুদ্ধ জীব হইবে, তখনই আনন্দময়ের আকর্ষণী শক্তি
 তাহাকে সবলে আকর্ষণ করিবে,—সে তখন দিব্য কর্ণ পাইবে,—
 বাঁশীর গান তাহার কর্ণগোচর হইবে, তখন সে ভূতের দল পরি-
 ত্যাগ করিয়া নিত্যানন্দময় নিত্যবন্ধুর দিকে ছুটিবে। গোপীগ
 ভূতের সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়াছেন,—প্রেমময় হইয়াছেন—তাঁ
 আনন্দময়ের আকর্ষণী শক্তি তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিল,—বাঁশী

গান তাঁহাদের কর্ণগোচর হইল—তাঁহারা বেগবতী স্রোতস্বতীর
স্থায় আনন্দ-সাগরের দিকে ছুটিলেন । আনন্দ-বিগ্রহ একমাত্র
বেদান্তোক্ত সার বস্তু ; তত্ত্বিম সমস্তই অসার—অবস্তু ; ইহা
তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন ; তাই পূর্বশ্লোকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছি,
—শ্লোকস্থ “বামদশ” শব্দের অর্থ “নির্মূল জ্ঞান বা দিব্য দৃষ্টি”
করিলেই ভাল হয় ।

এখন বুঝিলাম, আনন্দ-বিগ্রহ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সকলকেই
সমভাবে বাঁশীর স্বরে সর্বদাই আহ্বান করিতেছেন ; জীবমাত্রেরই
তাহা শুনিতেও পায় ; কিন্তু শুনিয়াও শুনে না,—বুঝিয়াও বুঝে
না ; বাঁশীর গান তাহাদের কর্ণে স্পন্দিত ধ্বনিত হয় না ;
তাহাদের কর্ণে সংসারের কর্কশ কোলাহল স্তম্ভুর বংশীধ্বনিকে
অতিক্রম করিয়া উঠে । কৃষ্ণসার সঙ্কল্পের ভক্তিশোধিত কর্ণেই
বংশীধ্বনি স্পন্দিত অনুভূত হয় ; তাই লোকে শ্রীকৃষ্ণকে পক্ষপাতী
বলিয়া আশঙ্কা করে ; কিন্তু তিনি সকলেরই কাছে সমান । ব্রজ-
গোপীগণ সঙ্কল্পের উচ্চতম আদর্শ ; তাই কেবল তাঁহারাষ্ট বংশী-
ধ্বনি শুনিলেন,—অস্ত্রে শুনিলেন । আবার ব্রজগোপীগণের মধ্যে
প্রেমময়ী শ্রীরাধাই সর্বপ্রধানা ; সুতরাং তাঁহার কাণে বাঁশী
সর্বদাই বাজিয়া থাকে, সেই জন্তই, রাধানামে বাঁশী সাধা ।

শ্লোকস্থ “কলং” শব্দের অর্থ অক্ষুট-মধুরধ্বনি, একথা পূর্বেই
বলা হইয়াছে । বাঁশীর স্বর অক্ষুট কেন, তাহা বুঝিলাম । মধুর
কেন, এখন তাহাই আত্মলাচনা করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করি । এ কথা
বুঝিবার জন্য অত্যধিক আগ্রাস পাইতে হইবে না । বাৎসল্যময়ী

জননীর স্নেহময়-আহ্বান সংস্থানের কর্ণে সুধাসেচন করে, সুভাবিনী পতিরতা পত্নীর প্রেমপূর্ণ আহ্বান পত্নীভ্রত সংপতির কর্ণে অমৃত ধারার মায় প্রতীত হইয়া থাকে এবং অজ্ঞাত-দন্ত অক্ষুটভাবী শিশুর স্নেহকোমল মুখ হইতে নবনিঃসৃত, “বাবা, মা” প্রভৃতি অলঙ্কার আহ্বান বাৎসল্যময় মাতা-পিতার কর্ণে অমৃতাদিক অমর্ত্য মাধুর্য্য বিতরণ করিয়া থাকে । মাতা, পত্নী ও পুত্রের আহ্বান এত মিষ্ট লাগে কেন ? অস্থিমাংসময় জড় হইতে ঐ সকল আহ্বান শুনিলে সকলেরই আনন্দ হয় ; এবং আনন্দ হয় বলিয়াই ঐ সকল আহ্বান মিষ্ট লাগে । যে ঘৎ কিঞ্চিৎ আনন্দের জন্ম জড়ের আহ্বানও এত মিষ্ট মনে হয়, সেই সকল আনন্দের মূল-স্বরূপ পরমানন্দ মূর্ত্তিমান হইয়া স্বয়ং ডাকিতেছেন ; সে আহ্বান যে কত মিষ্ট,—কত মধুর,—তাহাতে যে কত অমৃত,—তাহা প্রকাশ করিবার ভাষা নাই ।

মূল শ্লোকে আছে,—“নিশম্য গীতং তদনঙ্গবর্দ্ধনম্ ।
“অনঙ্গ” শব্দের অর্থ কন্দর্প বা কাম । ভগবানের সুপরিচিত রাস লীলায় যে কামগন্ধও নাই, ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে । কিন্তু মহা রুলিলেন,—ভগবানের বংশী-গীত অনঙ্গ-বর্দ্ধন অর্থাৎ উহাতে কাম বর্দ্ধন হয় । কথাটা আপাততঃ বড়ই অসংগত বলিয়াই প্রতীয়মান হইতে পারে । কিন্তু বাস্তবিক ইহাতে অসঙ্গতি নাই । “কাম” শব্দের অর্থ কামনা, বাসনা, আশা, অভিলাষ, ইচ্ছা ইত্যাদি যাহা যাহার নাই বা যাহা যাহার নয়, তাহাই পাইবার জগ্ কামনাই “কাম” । কিন্তু যাহা যাহার আছে বা যে বস্তুতে

যাহার নিত্য-স্ব স্ব, দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহা হারাইয়া পুনঃ প্রাপ্তির জন্ত যে কামনা, তাহা কামনার স্থায় দেখাইলেও কামনা নয়,—কাম নয়,—দূষিত বাসনা নয় । আনন্দমূর্ত্তি ভগবানের সঙ্গে জীবের নিত্যসম্বন্ধ,—ভগবানের উপর জীবের নিত্য স্ব স্ব,—ভগবান্ জীবের জীবন । জীবকে ভগবানের জন্ত কামনা করিতে হয় না ; ভগবানের জন্য কামনা মায়ামুক্ত জীবেরও হৃদয়াস্তরে প্রবিচ্ছেদে অদৃশ্যভাবে ফলগুণদীর ন্যায় প্রবাহিত রহিয়াছে । অনির্বচনীয় সৌভাগ্যের ফলে ভগবদ্ভক্তি জন্মিলেই জীবের অন্তনিহিত সেই কামনা-প্রবাহের বহির্বিকাশ হয় মাত্র । সেই নিমিত্তই মহর্ষি, “অনঙ্গ-জনন” না বলিয়া “অনঙ্গ-বর্দ্ধন” বলিয়াছেন । যাহার অঙ্গ নাই, সেই অনঙ্গ ; অতএব কামও অনঙ্গ,—প্রেমও অনঙ্গ ; এই স্থলে “অনঙ্গ” শব্দের অর্থ চপল-স্বভাব কাম নহে,—অচল অটল ভগবৎ-প্রেম ; অলঙ্কার-লাভের বাসনা নহে,—প্রনষ্ট স্বত্বে স্বত্বস্থাপনের স্বাভাবিক অমুরাগমাত্র । বস্ত্র-হারণ-লীলায় ভগবান্ গোপীদিগকে বলিয়াছিলেন,—

“ন মব্যাবেশিতধিয়াং কামঃ কামায় কল্পতে ।

ভর্জিতাঃ কথিতা ধানাঃ প্রায়ো বীজায় নেশতে ॥

অর্থাৎ আমাতে যাহাদের চিত্ত আবিষ্ট হইয়াছে, তাহাদের গম, কাম নহে । কারণ, যেমন ভর্জিত ও পক্ব যবাদি হইতে ক্ষুর উৎপন্ন হয় না, সেইরূপ আমাতে চিত্ত আবিষ্ট হইলে, সে স্তে আর কোনো কামনা উৎপন্ন হয় না ।”

ইহা তিন্ন আরও শাস্ত্রপ্রমাণ আছে,—

“প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথম ।

ইত্যুক্তবাদয়োহপ্যেত্যং বাঞ্ছন্তি ভগবৎপ্রিয়াঃ ॥

অর্থাৎ ব্রজগোপীদিগের স্বাভাবিক ভগবৎপ্রেমই সাধারণ লোকসমাজে কাম নামে প্রথিত হইয়াছে । এই জন্য ভগবানের পরমপ্রিয় উক্তবাদি ভক্তগণও ঐ গোপীদিগের কাম পাইবার বাঞ্ছা করিয়া থাকেন ।”

এ সম্বন্ধে শাস্ত্র ও যুক্তি অনুসারে এস্থলে বেরূপ সিদ্ধান্ত প্রদর্শিত হইল, বোধ হয়, সুবুদ্ধি সাধক ও পাঠকবর্গ তাহাতেই সন্তুষ্ট হইবেন ।

বস্ত্রহরণ-লীলায় দেখা গিয়াছে, গোপীগণ ভগবানকে পতি ভাবে পাইবার বাসনায় সকলেই মিলিত হইয়া কাত্যায়নী পূজা করিতে যাইতেছেন । কিন্তু এখন কাজের বেলায় লুকাচুরি হইতে কেন ? মহর্ষি বলিলেন,—“আজগুরুশ্রোতুমলক্ষিতো দ্যমাঃ” অর্থাৎ কেহ কাহাকেও না জানাইয়া গমন করিলেন ।” তখন তত আত্মীয়তা দেখাইয়া এখন এরূপ অসম্ভাব দেখাইবার কারণ কি ? ইহার উত্তর শ্লোকেই রহিয়াছে,—“কৃষ্ণগৃহীতমানসাঃ” অর্থাৎ তৎকালে কৃষ্ণকর্তৃক তাঁহাদের মন গৃহীত হইয়াছিল । জগদ্বিস্মারক বাঁশীর গান তাঁহাদের ধ্বংগোচর হওয়ায় তাঁহারা আত্মহারা হইয়াছিলেন । কৃষ্ণভিন্ন আর সকলই ভুলিয়া গিয়াছিলেন । মনই স্মরণ করিবার : যন্ত্র ; কৃষ্ণ তাঁহাদের মন গ্রহণ করিয়াছিলেন ; সুতরাং তাঁহাদের পরস্পর স্মরণ করিবার উপায় ছিল না,—ইহাকেই বলে “কৃষ্ণপ্রেম” ॥ ৪

দুহন্ত্যোহভিযযুঃ কাশ্চিদোহং হিত্বা সমুৎস্রুকাঃ ।

পর্যোহধিপ্রিত্য সংযাবমমুদ্বাস্যাপরা যযুঃ ॥

পরিবেশয়ন্ত্যন্তদ্ধিত্বা পায়য়ন্ত্যঃ শিশূন্ পয়ঃ ।

শুশ্রবন্ত্যঃ পতীন্ কাশ্চিদগ্নন্ত্যোহিপাস্ত্র ভোজনম্ ॥৫

অনুবাদঃ ।—দুহন্ত্যঃ কাশ্চিৎ (গোপাঃ) সমুৎস্রুকাঃ (সমাগব্যগ্রাঃ)
দোহং (গোদোহনং) হিত্বা (পরিত্যজ্য) অভিযযুঃ (কৃষ্ণাভিমুখং জগ্মুঃ) ;
অপরাঃ (অত্ভাঃ গোপাঃ) পরঃ (পাত্রস্থং দুগ্ধং) সংযাবং (পাত্রস্থং গোধূম-
কণারং চ) অধিপ্রিত্য (চূল্যাম্ অধ্যারোপ্য) অমুদ্বাস্য (তন্তং
অনবতার্যৈব) যযুঃ (অগমন্) ; কাশ্চিৎ পরিবেশয়ন্ত্যঃ (অগ্নব্যঞ্জনাদিকং
বিভজ্য ভুজ্ঞানেভ্যঃ স্বজ্ঞানেভ্যঃ দদত্যাঃ এব) তৎ (পরিবেশনং) (হিত্বা),
কাশ্চিৎ শিশূন্ (দুগ্ধপোষ্যাবান্) পয়ঃ (দুগ্ধং) পায়য়ন্ত্যঃ (তৎহিত্বা),
কাশ্চিৎ পতীন্ (স্বামিনঃ) শুশ্রবন্ত্যঃ (সেবমানাঃ) তৎ (শুশ্রবণং হিত্বা),
(কাশ্চিৎ স্বয়ং) অগ্নন্ত্যঃ (ভুজ্ঞানাঃ) ভোজনম্ অপাস্য (তাস্কৃৎ) যযুঃ
(স্বরিতমগমন্) ॥ ৫

টীকা—শ্রীকৃষ্ণসূচকশব্দশ্রবণেন তৎপ্রবণচিত্তানাং তৎক্ষণমেব
ত্রৈবর্গিককর্মনিবৃত্তিং দ্যোতয়ন্ত্য ইব অর্দ্ধাবসিতং কর্ম বিহার যযুস্তদাহ
দুহন্ত্য ইতি । পয়ঃ স্থালীস্থং চূল্যামধিপ্রিত্য এতৎকৃত্যমপ্রতীক্ষমাণাঃ
কাশ্চিদবযুঃ । সংযাবং গোধূমকণারং পকম্ অমুদ্বাস্ত্র অমুদ্বার্য্য ॥৫

অনুবাদ ।—ঐ সময়ে কোনো গোপী গোদোহন করিতে
ছিলেন, শ্রীকৃষ্ণের বেণুগীত শ্রবণমাত্র অসমাপ্ত গোদোহন পরিত্যাগ
পূর্বক সমুৎস্রুত হইয়া প্রস্থান করিলেন ; কেহ কেহ চূল্যাতে

দুগ্ধকটাহ আরোপিত করিয়াছিলেন, কেহ কেহ গোধূমকণা পাক করিতে ছিলেন; চুল্লী হইতে দুগ্ধকটাহ ও পাকস্থালী নামাইবার অবসর হইল না, তদবস্থায় রাখিয়াই গমন করিলেন। কেহ কেহ আত্মীয়-স্বজনকে পরিবেশন করিতে ছিলেন, কেহ কেহ শিশুদিগকে দুগ্ধ পান করাইতেছিলেন, কেহ বা পতিসেবা করিতেছিলেন; কোনও গোপী স্বয়ং ভোজন করিতে বসিয়াছিলেন, সকলেই আপন আপন আরক্ত কার্য সমাপ্ত না করিয়াই কৃষ্ণাভিমুখে ধাবিত হইলেন ॥ ৫

তাৎপর্য—যখন ভক্তের চিত্ত ভগবানের প্রতি একান্ত অনুরক্ত হয়, তখন ঐকান্তিক ভক্তের সেই ভক্তি-ভাবিত চিত্তে সংসারের কোনো বিষয়ই স্থান পায় না। সাংসারিক ভোগ্য বিষয়ের কথা দূরে থাকুক, শাস্ত্রোক্ত বিধিনিষেধাত্মক ধর্ম্মাধর্ম্মও বিস্মৃত হইয়া যায়। প্রেমিক ভক্তের এইরূপ একাগ্রতা দেখাইবার জন্য মহর্ষি বেদব্যাস তিনটি শ্লোকের অবতারণা করিতেছেন। তন্মধ্যে এইটি প্রথম শ্লোক,—দুইটি শ্লোকে একটি। সপ্তম শ্লোকের তাৎপর্যেই সকল শ্লোকের অভিপ্রায় বিবৃত হইবে; কারণ, তিনটি শ্লোকে একই অভিপ্রায়ের কথা ব্যাখ্যাত হইয়াছে ॥ ৫

লিম্পন্ত্যঃ প্রমুজন্ত্যোহুতা অঞ্জন্ত্যঃ কাশ্চ লোচনে ।

বাতাস্তবজ্রাভরণাঃ কাশ্চিৎ কৃষ্ণাস্তিকং যযুঃ ॥ ৬

অনুবাদঃ—অত্ৰাঃ লিম্পন্ত্যঃ (অঙ্গে চন্দনাদিলেপং সাধয়ন্ত্যঃ)
(অপরাঃ) প্রমুজন্ত্যঃ (উদ্বৰ্জনেन শরীরং পরিকূৰ্জ্যত্যাঃ) কাশ্চিৎ লোচনে
(নেত্রে) অঞ্জন্ত্যঃ (কজ্জলাক্তে কূৰ্জ্যত্যাঃ) কাশ্চিৎ বাতাস্তবজ্রাভরণাঃ
(বিপর্যাস্তবজ্রালঙ্কারাঃ , বাতাস্তানি বজ্রাভরণানি যাসাং তথাবিধাঃ সত্যঃ)
কৃষ্ণাস্তিকং (কৃষ্ণস্য অস্তিকং সমীপং) যযুঃ (গতবত্যঃ) ॥ ৬

টীকা—অন্যাঃ প্রমুজন্ত্যঃ অঙ্গোদ্বৰ্জনাদিকং কূৰ্জ্যত্যাঃ । কাশ্চ
কাশ্চিৎ । শ্রীকৃষ্ণতুষ্ঠার্থং কৰ্ম্ম তদাসক্তমনসাঃ অন্যথা কৃতমপি ফলতোবৈতৎ
জ্যোতসম্নাহ বাতাভ্যন্তেতি । স্থানতঃ স্বরূপতশ্চ উৰ্দ্ধাধোধারণেন বিপর্যায়-
প্রাপ্তানি বজ্রাভরণানি যাসাং তাঃ ॥ ৬

অনুবাদ ।—কেহ কেহ গাত্রে সুগন্ধি চন্দনাদি লেপন
করিতেছিলেন, কেহ চূর্ণদ্রব্যদ্বারা অঙ্গ মার্জ্জন করিতে ছিলেন,
কেহ কেহ বা নয়নে অঞ্জন দিতে ছিলেন, এমন সময়ে ভগবানের
বংশীগান শ্রবণগোচর হওয়ায় সেই সেই আরক্ত কার্য্য সমাপ্ত
না করিয়াই শ্রীকৃষ্ণসমীপে প্রস্থান করিলেন । আবার কতক-
গুলি গোপী বস্ত্র পরিধান ও অলঙ্কার ধারণ করিতে ছিলেন,
তাহারা ব্যস্ত হইয়া অন্ত্রমনে পরিধেয় বস্ত্র উত্তরীয় করিয়া এবং
উত্তরীয় বস্ত্র পরিধান করিয়া প্রস্থিত হইলেন ; কেহ কেহ কটিতে
হার ও কণ্ঠে কাঞ্চী ধারণ করিয়াই উৰ্দ্ধাধো ধাবিত হইলেন ॥ ৬

তাহাপর্য্য ।—এই তিনটি শ্লোকে ভগবানের প্রতি গোপী-

দিগের অকপট অনুরাগের লক্ষণ প্রদর্শিত হইয়াছে । মন একই সময়ে দুই বস্তু ধারণ করিতে পারে না, ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য । স্বর্ঘ্যমাণ পদার্থ বিস্মৃত না হইলে অপর পদার্থ স্মরণ করা হয় না । যখন সংসার মনে পড়িয়াছে, তখন ভগবান্ মনে নাই এবং যখন ভগবান্ মনে পড়িয়াছে, তখন সংসার মনে নাই, ইহা স্থির । যাহারা শাস্ত্র, সমাজ, ব্যবহার ও সংস্কারের অনুরোধেও প্রতিদিন সন্ধ্যাঙ্কিকের সময় ভগবান্কে স্মরণ করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের ইহা অবিদিত নাই । সংসারী লোক সন্ধ্যাঙ্কিকের সময় ভগবান্কে চিন্তা করিবার চেষ্টা করেন ; চেষ্টার ফলে বিদ্যাতের শ্রায় ক্ষণকালের জন্ত ভগবৎস্মৃতি হইয়াই বিলীন হইয়া যায় ; কিন্তু বিনা চেষ্টায় সংসারের হাট-বাজার আসিয়া শূন্য হৃদয় অধিকার করিয়া বসে । ইহার কারণ কেবল অত্যন্ত অভ্যাস । আমরা আজন্ম কেবল সংসারই অভ্যাস করিয়াছি,—এত অভ্যাস করিয়াছি যে, সংসারের মূর্তি আমাদের হৃদয়ে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে ; স্মৃতরাং বিনা চেষ্টায় উহা স্মৃতিগোচরে হয় । ভগবান্কে লইয়া সেরূপ অভ্যাস করি নাই ; স্মৃতরাং বিনা চেষ্টায় স্মরণ হওয়ার কথা দূরে থাকুক, চেষ্টা করিলেও দ্বিতীয় ক্ষণে স্মরণ রাখিতে পারি না । আমরা সংসার লইয়া যেরূপ অভ্যাস করিয়াছি, যদি ভগবান্কে লইয়া সেইরূপ অভ্যাস করিতে পারিতাম, তবে সংসারের চিন্তা করিতে গিয়া বিনা চেষ্টায় ভগবান্কে স্মরণ করিয়া ফেলিতাম ; তাহাতে আর সন্দেহ নাই । তখন চিরাত্যন্ত সংসারের শ্রায় ভগবদ্ভাবই আমাদের হৃদয়ে মুদ্রিত হইয়া বাইত ;

সুতরাং ভগবচ্ছিত্তার জন্য চেষ্টা করিতে হইত না । গোপীগণ ভগবানকে লইয়া আশৈশব প্রাণপণে অভ্যাস করিয়াছেন ; তাই গোদোহনাদি জাতীয় বৃত্তি, পতিসেবাদি সংসারধর্ম, এবং ভোজনাদি দৈহিক ভোগ আরন্ধ করিয়াও তাহাতে অভিনিবেশ রাখিতে পারিলেন না ; বিনা চেষ্টায় ভগবানের আনন্দময়ী মূর্তি তাঁহাদের স্মৃতিগোচর হইল ; তাঁহারা জাতীয় বৃত্তি, সংসারধর্ম ও দৈহিক ভোগ পর্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন । *ভক্তিতত্ত্ব মহাজন বলিয়াছেন,—

“মনাগেব প্রকৃঢ়ায়াং হৃদয়ে ভগবদ্রতো ।

পুরুষার্থাচ্চ চত্বার স্তৃণায়ন্তে সমস্ততঃ ॥”

অর্থাৎ “মানব-হৃদয়ে ভগবদমুরাগের আভাসমাত্র উদিত হইলে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্বর্গ তৃণতুল্য বলিয়া প্রতীয়মান হয় ।”

প্রথম শ্লোকে অর্থত্যাগ, দ্বিতীয় শ্লোকে ধর্মত্যাগ এবং তৃতীয় শ্লোকে গোপীদিগের কামত্যাগ প্রদর্শিত হইয়াছে । মানবের হৃদয় ভগবানেরই বসিবার নির্দ্ধারিত আসন, সে আসনে আর কাহারও বসিবার অধিকার নাই । ভগবানও পরম দয়ালু ; সংসারাসক্ত মানব অনাদরের সঙ্কিত ডাকিলেও তিনি তৎক্ষণাৎ আসিয়া উপস্থিত হন ; কিন্তু তাঁহারই আসনে তাঁহার বসিবার স্থান নাই দেখিয়া ফিরিয়া যান । তিনি দেখেন,—তাঁহারই আসনে মানবের মনোময় স্ত্রী-পুত্র প্রভৃতি কল্পিত আত্মীয় স্বজন বসিয়া রহিয়াছে,—তিনি দেখেন,—তাঁহারই আসনে মনোময় ধনজন-পশু ভূত সকল

বসিয়া রহিয়াছে,—তিনি দেখেন,—তঁাহারই বসিবার আসনে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য প্রভৃতি তঁাহারই চিরবৈরিগণ বিরাজ করিতেছে ; সুতরাং তিনি স্মরণমাত্র সুহৃদভাবে আসিয়াও বসিবার স্থানাভাবে অভিমানভরে ফিরিয়া যান । অশ্রমনস্ক মানব তাহা দেখিতে পায় না,—এত শীঘ্র ফিরিয়া যান যে, তাহারা দেখিয়াও দেখিতে পায় না ; দেখিতে পাইলে সব ছাড়িয়া তঁাহারই অনুবর্তী হইত। গোপীদিগের হৃদয় সংসারশূণ্য, পরিকৃত ও পরিচ্ছন্ন ; তাই ভগবান্ স্থায়ীভাবে তথায় স্থান পাইয়াছেন ; সুতরাং চাপিয়া বসিয়াছেন ; গোপীগণ তঁাহার কাছে চলিয়া গেলেন । সংসারি সাধক ! একবার গৃহকার্য্যের অন্তরালে নির্জ্ঞানে বসিয়া বিমলাস্তঃ-করণে চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝিবেন,—ভগবান্কে হৃদয়ে স্থান দেওয়া আর ভগবানের কাছে যাওয়া একই কথা । গোপীগণ কামের বিষয় ছাড়িয়া প্রেমের বস্তু আশ্রয় করিলেন । ভক্তিশাস্ত্রে বলিয়াছেন,—“বিষয়াবিষ্ঠচিত্তানাং কৃষ্ণাবেশঃ সুদূরতঃ । বারুণীদিগ্গতং বস্তু ব্রজমৈন্দ্রীং কিমাপ্নুয়াৎ ॥ অর্থাৎ বিষয়াভিনিবেশ ও কৃষ্ণানুরাগ, পূর্ব ও পশ্চিমদিকের স্থায় ঠিক বিপরীত । অতএব যেমন পূর্বাভিমুখে গমন করিলে পশ্চিম দিকের বস্তু পাওয়া যায় না, সেইরূপ বিষয়ভিলাষের গন্ধ থাকিলে কৃষ্ণানুরাগ হয় না । গোপীগণ সমস্ত ভোগ-বাসনা ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণানুরাগ দেখাইলেন ॥৬

তা বার্যমাণাঃ পতিভিঃ পিতৃভির্ভ্রাতৃবন্ধুভিঃ ।

গোবিন্দাপহতাত্মানো ন ন্যবর্তন্ত মোহিতাঃ ॥ ৭

অশ্রুশঃ—গোবিন্দাপহতাত্মানঃ (গাঃ ইন্দ্রিয়াণি বিন্ধতি অধিকরো-
তীতি গোবিন্দঃ দৃষীকেশঃ তেন হতঃ আকৃষ্য নীতঃ আত্মা চিত্তং যাসাং
তাঃ অতএব) মোহিতাঃ (বহিষ্ঠানহীনাঃ) তাঃ (ব্রহ্মাবলাঃ) পতিভিঃ
পিতৃভিঃ ভ্রাতৃবন্ধুভিঃ (ভ্রাতরশ্চ বন্ধবশ্চ তৈঃ) বার্যমাণাঃ (বাধ্যমানাঃ
অপি) ন ন্যবর্তন্ত (ন নিবৃত্তাঃ অভবন্) ॥ ৭

টীকা—নচ শ্রীকৃষ্ণাকৃষ্টমনসাঃ বিদ্যাঃ প্রভবন্তীত্যাহ তা বার্যমাণা
ইতি ॥ ৭

অনুবাদ।—ভগবান্ গোবিন্দ গোপীদিগের চিত্ত আশ্র-
সাৎ করায় তাঁহারা বাহুজ্ঞানশূন্য হইয়াছিলেন ; অতএব প্রস্থান-
কালে তাঁহাদের পতি, পিতা, ভ্রাতা ও বন্ধুগণ নিষেধ করিলেও
তাঁহারা নিবৃত্ত হইলেন না ॥ ৭

তাৎপর্য্য।—যদি কেহ কোনো হিন্দু মহিলাকে জিজ্ঞাসা
করেন,—এবার রথের সময় পুরুষোত্তমে যাইবে কি ? তাহাতে
তিনি উত্তর করিয়া থাকেন,—“যদি জগন্নাথ টানেন, তবে যাইব ।”
বেদান্তকর্তা নারায়ণাবতার বেদব্যাস জ্ঞান ও যোগবলে যে
সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, এবং প্রেমরূপিণী
ব্রজরমণী যে সিদ্ধান্তের আদর্শ, ধর্ম্মপ্রাণা আর্য্য মহিলাদিগের
হৃদয়ে সে সিদ্ধান্ত সহজাত । আর্য্য মহিলাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস,—

জগন্নাথ টানিলে, কেহই আমাকে নিবারণ করিয়া রাখিতে পারিবে না । আজ্ জগন্নাথ গোপীগণকে টানিয়াছেন ; সুতরাং তাহাদের পিতা, পতি, ভ্রাতা ও অগ্ন্যাগ্ন বন্ধুবান্ধবগণ কতই বারণ করিলেন, কেহই রাখিতে পারিলেন না ; কৃষ্ণপ্রাণা ব্রজাঙ্গনা ক্রক্ষেপ না করিয়া চলিয়া গেলেন । শ্রুতি বলিয়াছেন,—“এই আত্মা যাহাকে চাহেন, সেই-ই এই আত্মাকে পায় ।” আজ্ মূর্ত্তিমান্ আত্মা গোপীগণকে চাহিয়াছেন, তাই তাঁহারা কৃষ্ণদর্শন পাইলেন ।

ভগবানের আকর্ষণও সাধকের সাধন-সাপেক্ষ ; এ কথা চুপ্চক ও লৌহের দৃষ্টান্তে পূর্বেই বলা হইয়াছে । আবার প্রকারান্তরে বলিতেছি । পৃথিবীর একটা মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আছে ; তাহা এখন প্রায় সকলেই জানেন । কোনো পদার্থ আকাশে উৎক্ষিপ্ত করিলে, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আকর্ষণে উহা ভূমিতে পড়িয়া যায়, যতই বলপূর্ব্বক উৎক্ষিপ্ত করা হউক, উহা ভূমিতে পড়িবেই পড়িবে । সেইরূপ মায়ারচিত সংসারেরও একটা মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আছে ; মানবগণ সাধনবলে চিন্তকে যতই সর্ব্বোচ্চ “তত্ত্বাবকোঃ পরমং পদম্” নামক স্থানে উৎক্ষিপ্ত করিতে যায়, ততই উহা সংসারের আকর্ষণ-শক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া সংসারেই পড়িয়া যায় ; ইহা প্রথম-সাধকের প্রত্যক্ষ-অনুভূত । পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির একটা সীমা আছেই আছে ; অনন্ত উর্ধ্বে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি যায় না, ইহা স্থির । সেইরূপ সংসারেরও মাধ্যাকর্ষণ শক্তির একটা সীমা আছেই আছে ; মায়ার-রচনার

বহিরূর্কে উহা যাইতে পারে না, ইহাও স্থির। যদি কোনো কোশলে কোনো পদার্থ পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির অগম্য-উর্কে নিক্ষেপ করিতে পারা যায়, তবে উহা পৃথিবীতে না পড়িয়া তদূর্দ্ধস্থ অন্য কোনো গ্রহের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া সেইখানেই যাইবে; ইহা আমরা অনুমানে স্থির করিতে পারি। সেইরূপ যদি মানব কখনো সাধন বলে আপন চিন্তকে সংসারের মাধ্যাকর্ষণ শক্তির অগম্য স্থানে উৎক্ষিপ্ত করিতে পারে, উহা “তদ্বিষোঃ পরমং পদম্” নামক স্থানের অপ্রতিবার্য আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া তথায় সম্মিলিত হইবেই হইবে, সংসারের সহস্র আকর্ষণ তাহা ফিরাইতে পারিবে না, ইহা আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি এবং চিন্তাশীল সাধক ইহা অনায়াসেই বুঝিতে পারেন। প্রেমরূপিণী ব্রজগোপীদিগের পবিত্র চিন্ত সংসারের আকর্ষণ-শক্তি অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছিল; তাই মায়াভীত কৃষ্ণরূপী বিমুগ্ধ আকর্ষণী শক্তি বলপূর্বক তাঁহাদিগকে লইয়া কৃষ্ণসদীপে পৌঁছাইয়া দিল;—সংসারের মূর্ত্তিস্বরূপ পতিপুত্রাদি সকলে সহস্র চেষ্টাতেও রাখিতে পারিল না। মহাকবি কালিদাস বলিয়াছেন,—

“ক ঐঙ্গিতার্থ-স্থিরনিশ্চয়ঃ মনঃ

পয়শ্চ নিম্নাভিমুখং প্রতীপয়েৎ ॥

অর্থাৎ “অভীপ্সিত বিষয় পাইবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মন এবং নিম্নাভিমুখ জলপ্রবাহ কেহই ফিরাইতে পারে না।” গোপীদিগের কৃষ্ণার্পিত মন কিছুতেই ফিরিল না ॥ ৭

অন্তর্গৃহগতাঃ কাশ্চিদগোপ্যোহলক্‌কৃবির্নির্গমাঃ ।

কৃষ্ণং তদ্ভাবনা-যুক্তা দধ্যুর্মীলিতলোচনাঃ ॥ ৮

অনুবাদ ।—অলক্‌কৃবির্নির্গমাঃ (ন লক্‌কৃ প্রাপ্তঃ বির্নির্গমঃ বহির্গমনং যাভিঃ তাঃ) অন্তর্গৃহগতাঃ (গৃহমধ্যে এব স্থিতাঃ) কাশ্চিৎ গোপ্যঃ তদ্ভাবনায়ুক্তাঃ (তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য ভাবনা ভাবঃ তস্মৈ যুক্তাঃ ভাবিতাঃ) মীলিতলোচনাঃ (মীলিতে মুদ্রিতে লোচনে নেত্রে যাভিঃ তথাভূতাঃ সত্যঃ) কৃষ্ণং দধ্যুঃ (অবিচ্ছেদেন চিস্তয়ামাসুঃ) ॥ ৮

টীকা—ন লক্‌কৃ বির্নির্গমো যাভিস্তাঃ । প্রাগপি তদ্ভাবনায়ুক্তাঃ তস্মৈ নিতরাং দধ্যুরিত্যর্থঃ ॥ ৮

অনুবাদ ।—কতকগুলি গোপী আপন আপন পতি পুত্রাদির প্রতিবন্ধে কৃষ্ণসমাপে যাইতে পারিলেন না ; গৃহমধ্যে থাকিয়াই ভগবদ্ ভাবিত হইয়া মীলিত-লোচনে তাঁহাকেই ধ্যান করিতে লাগিলেন ॥ ৮

তাৎপর্য—“উজ্জ্বল নীলমণি” নামক নব্য বৈষ্ণব গ্রন্থে প্রেমের মর্যাদানুসারে গোপীদিগের শ্রেণী-বিভাগ বর্ণিত হইয়াছে। সেই সকল শ্রেণীর মধ্যে দুই শ্রেণীর গোপীই এ স্থলে উল্লেখের বিষয় ;—নিত্যসিদ্ধা ও সাধনসিদ্ধা । যাঁহারা অনাদি কাল হইতে নিত্যই ভগবানে মিলিত আছেন ; সাধনার ফলে গোপী হন নাই, তাঁহারা নিত্যসিদ্ধা নামে প্রসিদ্ধা ; যথা—শ্রীরাধা প্রভৃতি । প্রেম নামে একটি ভাববিশেষ নিত্য আছেই ত ! এবং আনন্দনামে একটি

বস্ত্রবিশেষও নিত্য আছেই ত ! এবং যেখানে প্রেম সেইখানেই আনন্দ—ইহাও ত স্থির । সেই প্রেমের মূর্তি রাধা ও রাধামুগত গোপীগণ এবং আনন্দের মূর্তি শ্রীকৃষ্ণ ; একথা বলা হইয়াছে । অতএব রাধা ও রাধামুগত গোপীগণ গোপালরূপী শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিত্য মিলিত ; সুতরাং ইহারা “নিত্যসিদ্ধা” গোপী । ব্রহ্মসংহিতা-নামক গ্রন্থের বচনে নিত্যসিদ্ধা গোপীর পরিচয় পাওয়া যায়,—

“আনন্দচিন্ময়-রস-প্রতিভাবিতাভি-”

স্তাভির্ষ এব. নিজরূপতয়া কলাভিঃ ।

গোলোক এব নিবসত্যখিলাস্বভূতো

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥”

অর্থাৎ “যিনি আনন্দ ও চিন্ময়-রসে পরিপূরিত নিজস্বরূপ নিজ শক্তিগণের সহিত গোলোকে বিরাজমান রহিয়াছেন, আমি সেই অখিলাস্বা গোবিন্দের ভজনা করি ।”

এতদ্বিল্ল অথর্ববেদের অস্তুর্গত গোপাল-তাপনী ঋতিতে নিত্যসিদ্ধা গোপীর ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে, গ্রন্থবাহুল্যে প্রয়োজন নাই । সাধনসিদ্ধা গোপীর প্রমাণ পদ্মপুরাণে পাওয়া যায়,—

“পুরা মহর্ষয়ঃ সর্বে দণ্ডকারণ্যবাসিনঃ ।

দৃষ্ট্বা রামং হরিং তত্র ভোক্তুং মৈচ্ছন্ সুবিগ্রহম্ ॥

তে সর্বে স্ত্রীত্বমাপন্নাঃ সমুদ্ভুতাশ্চ গোকুলে ।

হরিং সম্প্রাপ্য কামেন ততো মুক্তা ভবান্নবাৎ ॥”

ত্রেতাযুগে যখন ভগবান্ রামচন্দ্র সীতা দেবীর সহিত দণ্ড-

কারণে বাস করেন, ঐ সময়ে কতকগুলি গোপালোপাসক
 ঋষি তথায় অবস্থান করিতেন। তাঁহারা সীতা-সেবিত
 রামচন্দ্রকে দর্শন করিয়া সীতার স্থায় রমণীরূপে গোপালের
 সেবা করিতে বাসনা করেন। তাঁহারাই গোকুলে গোপীরূপে
 কামভাবে ভগবানকে পাইয়া ভবান্বিত হইতে পরিত্রাণ পান।
 ইঁহারা ভজন, সাধনের ফলে গোপীদেহ পাইয়াছিলেন; সুতরাং
 ইঁহারা “সাধনসিদ্ধা” গোপী। এই সাধনসিদ্ধা গোপী দুই
 ভাগে বিভক্ত;—একদল পরিণীতা; কিন্তু তাঁহাদের সম্ভান-সম্ভতি
 হয় নাই। ইঁহারা নিত্য-সিদ্ধাদিগের প্রায়ই সমবয়স্কা। সেই
 নিমিত্ত দুই দলে প্রগাঢ় সখ্য হইয়াছিল। আর এক দলের গোপী
 পরিণীতা ও জাতাপত্যা এবং নিত্যসিদ্ধাদিগের অপেক্ষা বয়োধিকা।
 যঁহারা নিত্যসিদ্ধাদিগের সমবয়স্কা ও সখ্যবদ্ধা, তাঁহারা সৎসঙ্গ-
 লাভে ভগবানের প্রতি নির্মল প্রেম লাভ করিয়াছিলেন; সুতরাং
 নিত্যসিদ্ধাদিগের স্থায় পতিপ্রভৃতি আত্মীয় স্বজনের উপরে
 তাঁহাদের মমতা একবারেই ছিলনা। ইঁহারাই আত্মীয় বন্ধুর
 নিবারণে উপেক্ষা করিয়া কৃষ্ণসমীপে গমন করেন; নিত্যসিদ্ধা-
 দিগের বাধা বিঘ্ন হয়ই নাই। যঁহারা বয়োধিকা ও জাতাপত্যা
 নিত্যসিদ্ধাদিগের সহিত সখ্য না হওয়ায় তাঁহাদের নির্মল
 প্রেম জন্মে নাই এবং আত্মীয় বন্ধুর উপরে কিঞ্চিৎ মমতাও
 ছিল। ইঁহারাই রাসস্থলে বাইতে না পারিয়া গৃহমধ্যেই মুদ্রিত-
 নয়নে কৃষ্ণরূপ ধ্যান করিতে লাগিলেন।

এখন আমরা দেখিব, ঐ সমস্ত গোপীদিগের কৃষ্ণসমীপে

যাইবার প্রকৃত প্রতিবন্ধ কি ? পূর্বের বলা হইয়াছে, ইহাদের পতি-পুত্রাদির প্রতি কিঞ্চিৎ মমতার আভাস ছিল । ঐ যৎ কিঞ্চিৎ মমতাই তাঁহাদের প্রকৃত প্রতিবন্ধ । কৃষ্ণপ্রেমও বড় সুলভ সামগ্রী নয় । শাস্ত্রে বলিয়াছেন,—

“অনন্তমমতা বিষেণ মমতা প্রেমসংগতা ।

ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্ম-প্রহ্লাদোদ্ধব-নারদৈঃ ॥”

অর্থাৎ “প্রাকৃত কোনো বস্তু বা কোনো ব্যক্তির উপর “আমার” বলিয়া জ্ঞান থাকিবেনা ; কেবল একমাত্র ভগবান্ বিয়ুৎকেই “আমার” বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস হইবে ; এইরূপ মনের ভাবই ‘ভগবৎ-প্রেম’ । ভীষ্ম, প্রহ্লাদ, উদ্ধব ও দেবর্ষি নারদ প্রেমের এইরূপ লক্ষণ বলিয়াছেন ।”

এই সমস্ত গোপীদিগের কৃষ্ণানুরাগ ছিল, কিন্তু তাঁহাদের প্রকৃত প্রেম জন্মে নাই ; কারণ পতিপুত্রাদির উপর তাঁহাদের মমতা-গন্ধ ছিল ; অতএব তাঁহারা কৃষ্ণসমীপে যাইতে পারিলেন না ; ঐ মমতাই পতিপুত্রাদিরূপে তাঁহাদের প্রতিবন্ধ হইয়া দাঁড়াইল । সংসারে যাহা অহরহঃ অনুক্ষণ ঘটিতেছে, ভগবান্ তাহাই লীলা দ্বারা দেখাইয়াছেন এবং সর্ববচিন্ত্ত মহর্ষি তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । আমরা সংসারী মানবের ভাব আলোচনা করিলেও ইহা বুঝিতে পারি । কোনো এক ব্যক্তি, পুরুষ হউন বা স্ত্রীই হউন, তিনি সুদূর তীর্থ যাত্রার সংকল্প করিয়াছেন,—তিনি স্থির করিয়াছেন, শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দ দর্শনে যাইবেন । তিনি শুভযাত্রার দুই তিন দিন পূর্ব হইতেই

মোটামাট বাঁধিতে আরম্ভ করিয়াছেন; হস্তদ্বারা মোট বাঁধিতেছেন, বটে, কিন্তু তাঁহার হৃদয়মধ্যে শ্রীগোবিন্দ-দর্শনের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই আত্মীয় স্বজনের সহিত সাময়িক অদর্শনজন্ম দুষ্টিস্তা অনিচ্ছায় অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। বাটার বাহির হইয়াও নিস্তার নাই; যতই দূর হইতে দূরতর প্রদেশে যাইতেছেন, ততই মমতা বলবতী হইতেছে;—প্রতিবন্ধ সঙ্গে সঙ্গে। শ্রীধামে উপস্থিত হইলেও পরিত্রাণ নাই,—প্রতিবন্ধ সঙ্গে সঙ্গে। শ্রীগোবিন্দের শ্রীমন্দিরেও প্রতিবন্ধ সঙ্গে সঙ্গে। তাঁহার মাংসময় দেহ শ্রীবৃন্দাবনে গিয়াছে, কিন্তু তাঁহার আত্মা সংসারেই রহিয়াছে; তিনি “রাধাকান্ত নমোহস্ত তে” বলিয়া প্রণাম করিতে গিয়া, গৃহস্থিত রাধাকান্ত-নামক অষ্টবর্ষীয় কনিষ্ঠ পুত্রকে স্মরণ হওয়ায় কাঁদিয়াই অস্থির। অতএব প্রকৃত পক্ষে তাঁহার বৃন্দাবনে যাওয়াই হয় নাই; অন্তরঙ্গ মমতার বিষয়-সকল তাঁহাকে নিজ বাটীতেই আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। তিনি নিজ গ্রামস্থিত নিজ ভদ্রাসনে,—আম-বাগানে—তালপুকুরে অথবা শাকের ক্ষেত্রেই দ্বীপুত্রাদির সহিত বসিয়া আছেন।

এতদ্বিন্ন কেহ কেহ তীর্থ-যাত্রার সমস্ত আয়োজন করিয়া, নির্দিষ্ট দিনে যাইবেন, এমন সময় কোনো প্রিয়জন আদিয়া ধরিল,—যাওয়া হইবে না; অথবা আকস্মিক কোনো শুভ বা অশুভ ঘটনায় বাধা পড়িল;—তাঁহার যাওয়া হইল না। এই প্রতিবন্ধকারী প্রিয়জন বা আকস্মিক ঘটনা আর কিছুই নয়, প্রগাঢ় মমতারই ভৌতিক মার্তি। কেন না, যদি কাহারও প্রতি

তঁাহার মমতা না থাকিত, তবে সেই প্রিয় জনে বা আকস্মিক ঘটনায় তঁাহার গমনে কদাচ বাধা দিতে পারিতনা। অতএব বেশ বুঝিতে পারা যায়, তঁাহাদের প্রকৃত ভগবৎ-প্রেম জন্মে নাই,— সংসার-মমতা দূর হয় নাই, তাই বিদ্র ঘটিল। গৃহরক্ষা গোপীদিগেরও তাহাই হইয়াছিল; পতি-পুত্রাদির উপর তঁাহাদের যৎকিঞ্চিৎ মমতা ছিল, তাই তঁাহারা রাসস্থলে যাইতে পারিলেন না। যদি তঁাহারা পূর্বোক্ত গোপীদিগের স্থায় অনন্ত-মমতা হইতেন, তবে কাহারও নিবারণে ক্রক্ষেপ করিতেন না; এবং বলপূর্বক অবরুদ্ধ হইলে বাঁচিতেন না,—মরিয়া যাইতেন।

এখন আমরা এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, নিত্যসিদ্ধা গোপীদিগের অন্তরেও প্রতিবন্ধ ছিল না, বাহিরেও কেহ তঁাহাদিগকে নিবারণ করে নাই; তঁাহারা নির্বিঘ্নে গিয়াছিলেন। যাঁহারা সাধনসিদ্ধা, অথচ নিত্যসিদ্ধাদিগের সঙ্গলাভে মমতামুগ্ধ হইয়া কৃষ্ণপ্রেম পাইয়াছিলেন, তঁাহাদের অন্তরে বিদ্র হয় নাই; কেবল বাহিরের আত্মীয় বন্ধু তঁাহাদিগকে নিবারণ করিয়াছিল; কিন্তু তঁাহারা তাহাতে ক্রক্ষেপ না করিয়া চলিয়া গেলেন। আর শেষোক্ত সাধন-সিদ্ধাদিগের অন্তরেও সামান্ত মমতারূপ বিদ্র ছিল এবং বাহিরেও আত্মীয় স্বজন তঁাহাদিগকে নিবারণ করিয়াছিল। যৎকিঞ্চিৎ মমতাপাশে বদ্ধ হইয়া, তঁাহারা আত্মীয় স্বজনের নিবারণ অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না; সুতরাং গৃহমধ্যে অবস্থান করিয়াই তঁাহারা কৃষ্ণচিন্তা করিতে লাগিলেন ॥৮

দুঃসহপ্রেষ্ঠবিরহতীব্রতাপধুতাপ্তভাঃ ।

ধ্যানপ্রাপ্তাচ্যুতাল্পেষনির্বৃত্তা ক্ৰীণমঙ্গলাঃ ॥ ৯

তমেব পরমাত্মানং জারবুদ্ধ্যাপি সঙ্গতাঃ ।

জহুগুণময়ং দেহং সত্যং প্রক্ষীণবন্ধনাঃ ॥ ১০

অনুব্রজঃ—দুঃসহ-প্রেষ্ঠবিরহ-তীব্রতাপ-ধুতাপ্তভাঃ (দুঃসহঃ অসহ
যঃ প্রেষ্ঠস্ত প্রিয়তমস্ত বিরহঃ বিচ্ছেদঃ তেন ধুতানি নষ্টানি অন্তর্ভা
পাপানি যাসাং তাঃ) ধ্যানপ্রাপ্তাচ্যুতাল্পেষনির্বৃত্তা (ধ্যানেন নিরন্তর
চিন্তয়া প্রাপ্তঃ লব্ধঃ যঃ অচ্যুতস্য শ্রীকৃষ্ণস্ত আল্পেষঃ আলিঙ্গনং তেন
নির্বৃতিঃ পরমমুখং তেন ক্রীণং নষ্টং মঙ্গলং পুণ্যং যাসাং তাঃ) ॥
জারবুদ্ধ্যাপি (পরপুরুষজ্ঞানেন অপি) তমেব পরমাত্মানং (অন্ত
র্যামিণং) সঙ্গতাঃ (সংপ্রাপ্তাঃ) সত্যঃ (তৎক্ষণাৎ) প্রক্ষীণবন্ধনা
(প্রক্ষীণম্ অপগতং বন্ধনং ভোগাদৃষ্টং যাসাং তাঃ) গুণময়ং (মায়িকং
দেহং শরীরং) জহুঃ (ততচ্ছূঃ) ॥ ১০

টীকা—কিঞ্চ, তদানীমেব তং পরমাত্মানং শ্রীকৃষ্ণং ধ্যানতঃ প্রাপ্তা
সত্যঃ গুণময়ং দেহং জহুরিত্যাহ শ্লোকদ্বয়েন ॥ ৯

দুঃসহেতি । নমু কথং জহুঃ পরমাত্মেতি জ্ঞানাভাবাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—
জারবুদ্ধ্যাপীতি । নহি বস্তৃশক্তিবুদ্ধিমপেক্ষেৎ । অত্রথা মত্বা পীতা-
মৃতবদিতি ভাবঃ । নমু তদপি প্রারব্ধকৰ্ম্মবন্ধনে সতি কথং জহুস্তত্রাহ—
সত্যঃ প্রক্ষীণবন্ধনা ইতি । নমু, কথং ভোগমন্তর্গণে প্রারব্ধং কৰ্ম্ম ক্রীণ
ভোগেনৈব সত্যঃ ক্রীণমিত্যাহ—দুঃসহ ইতি । দুঃসহো যঃ প্রেষ্ঠস্য বিরহন্তেন

বস্ত্রীত্রস্তাপস্তেন ধুতানি গতানি অন্তভানি বাসাং তাঃ । এতদপ্রাপ্তিপরম-
দুঃখভোগেন পাপং ক্ৰীণমিত্যর্থঃ । তথা ধ্যানেন প্রাপ্তা অচ্যুতস্যা আক্লেষণে
বা নির্বৃতিঃ পরমসুখভোগঃ তয়া ক্ৰীণং মঙ্গলং পুণ্যবন্ধনং বাসাং তাঃ ।
অতো ধ্যানেন পরমাত্মপ্রাপ্তেন্তৎকালসুখদুঃখাভ্যাং নিঃশেষকৰ্ম্মক্ষয়াৎ
শুণময়ং দেহং জহঃ ॥ ১০

অনুবাদ ।—প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের দুঃসহ বিরহে দারুণ দুঃখ
ভোগ এবং হৃদয়মধ্যে ধ্যানেতেই কৃষ্ণমূর্ত্তি আলিঙ্গনে যুগপৎ
পরম সুখ ভোগ হওয়ায় ঐ সমস্ত গোপীদিগের পাপ ও পুণ্য
ক্ষয়প্রাপ্ত হইল ॥ ৯

সুতরাং তাঁহারা পরপুরুষ-বোধেও পরমাত্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে
অনুরক্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তি পাইয়া
শুণময় মায়িক দেহ পরিত্যাগ করিলেন ॥ ১০

তাৎপর্য ।—“নাভুক্তং ক্রীয়তে কৰ্ম্ম কল্পকোটিশতৈরপি,
—অর্থাৎ সৎ কৰ্ম্মই হউক আর অসৎ কৰ্ম্মই হউক, তাহার ফল
ভোগ না করিলে, শতকোটি কল্পেও সে কৰ্ম্মের ক্ষয় হয় না,
ইহা শাস্ত্রেরই উক্তি। যে ব্যক্তি যে পরিমাণে সৎ ও অসৎ
কৰ্ম্ম করিবে, তাহাকে সেই পরিমাণে সুখ ও দুঃখ ভোগ করিতে
হইবে। যেমন কাহারও অপমান করিলে, রাজ-নিয়মানুসারে
অর্থদণ্ড হয়, অপহরণ করিলে কারাদণ্ড হয় এবং প্রাণহিংসা
করিলে প্রাণদণ্ড হইয়া থাকে। আবার রাজার অভিপ্রেত কার্য্য
করিলে, প্রজা পুরস্কারও পাইয়া থাকে,—সে পুরস্কারেরও
কৰ্ম্মানুরূপ পরিমাণ আছে। অসৎ কৰ্ম্মানুরূপ দণ্ড ভোগ হইলেই

দোষী নিকৃতি পাইল এবং সৎকৰ্ম্মানুরূপ পুরস্কার পাইলেই গুণী প্রতিকৃত হইল। ঈশ্বরের রাজ্যেও ঐ নিয়ম ; কৰ্ম্মের অশুরূপ সুখ ও দুঃখ ভোগ করিলেই পাপ ও পুণ্যের ক্ষয় হইয়া থাকে। কিঞ্চিৎ পাপ থাকিতে মুক্তি হয় না এবং কিঞ্চিৎ পুণ্য থাকিতেও মুক্তি হয় না,—পাপ ও পুণ্য দুইই নিঃশেষে নষ্ট না হইলে মুক্তি নাই। কিন্তু শুকদেব যে, এক নিশ্বাসেই গোপীদিগকে মুক্তি দিলেন ; সেই জন্ম তাঁহাকে কৈফিয়ৎ দিতে হইল।

তিনি বলিলেন,—“প্রিয়তমের বিরহে দুঃসহ দুঃখ ভোগেই গোপীদের সমস্ত পাপ নষ্ট হইল।” এরূপ হইলে, তৎক্ষণাৎ সমস্ত পাপের ধ্বংস হওয়া অতীব সম্ভব। পাপের সম-
পরিমাণ দুঃখ ভোগ হইলেই পাপ ক্ষয় হইয়া থাকে ; কিন্তু গোপী-
দিগের পাপের পরিমাণ অপেক্ষা দুঃখের পরিমাণ শতগুণ অধিক
হইয়াছিল। কৃষ্ণদর্শনে যাইতে না পারায় তাঁহাদিগের যে দুঃখ
হইয়াছিল, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন কেহ বুঝিতেও পারে না—
বুঝাইতেও পারে না। ভগবান্কে পাইবার জন্ম যথার্থ ব্যাকুলতা
হইয়াছে, অথচ পাইতেছে না, এরূপ অবস্থা যাঁহার হইয়াছে,
তিনিই বুঝিবেন ; যিনি চৈতন্য-চরিতামৃত্তে কৃষ্ণদাস কবিরাজের
বর্ণিত শ্রীচৈতন্যদেবের বিরহ-বিলাপ পাঠ করিয়াছেন, তিনিও
কিঞ্চিৎ ধারণা করিতে পারিবেন। এরূপ দুঃসহ দুঃখ ভোগ
করিলে যে, অনন্ত পাপরাশিও ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ
কি ? আর ক্ষণকালের জন্ম সমস্ত সংসার ভুলিয়া ঐকান্তিক
ধ্যানে হৃদয়মধ্যে আনন্দময়ী মূর্ত্তি আলিঙ্গন করিলে যে, কি সুখ

হয়, তাহা বাঁহার ভাগ্যে কখনও ঘটয়াছে, তিনিই বুঝিতে পারিবেন—অন্যে পারিবে না । ক্ষণকাল সেই অবর্ণনীয় অপ্রাকৃত আনন্দভোগে যে, পুণ্যও বিলুপ্ত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই । ফল কথা—গোপীদিগের পাপও ছিল না, পুণ্যও ছিল না ; কেবল ভগবৎপ্রাপ্তির দুর্লভতা দেখাইবার নিমিত্তই এইরূপ অভিনয় ॥ ৯

তাহার পর শুকদেব বলিলেন,—“জার, অর্থাৎ পরপুরুষ বোধেও ভগবানে অনুরক্ত হইয়া, তাঁহার গুণময় দেহ ত্যাগ করিলেন অর্থাৎ জীবমুক্ত হইলেন । জার-বোধেও শ্রীকৃষ্ণে অনুরক্ত হইলে, কিরূপে মুক্তি হইতে পারে, তাহার আলোচনা আমরা পরীক্ষিতের প্রশ্নোত্তরেই করিব । এখন, ভগবানে “জার” শব্দ প্রয়োগ করিলেন কেন, তাহারই আলোচনা করিয়া দেখি ।

“জার” শব্দের অর্থ পরপুরুষ অর্থাৎ উপপতি । অন্য পুরুষে অনুরাগ জন্মিলে, স্ত্রীজাতির ব্যভিচার হয় । বাস্তবিক গৃহস্থিত গোপীদিগেরও ব্যভিচার ঘটয়াছিল ; কারণ, তাঁহাদের দুই পুরুষের উপর পতিভাব হইয়াছিল । জগৎপতির উপর তাঁহাদের প্রগাঢ় অনুরাগ হইলেও লৌকিক পতির উপর স্বল্পমাত্র পতিভাব ছিল, এই নিমিত্তই ব্যভিচার হইয়া পড়িল । যেমন পরপুরুষে আসক্তি জন্মিলে, লৌকিক পত্নীর লৌকিক পতিপ্রেম কলুষিত হয়, লোকে তাহাকে ব্যভিচারিণী বলে এবং পরকালে তাহার পতিলোক প্রাপ্তি হয় না ; সেইরূপ জগতের কোন বস্তুতে

বা ব্যক্তিতে যৎকিঞ্চিৎ মমতা থাকিলেই তত্ত্বের অলৌকিক ভগবৎপ্রেম কলুষিত হইয়া যায় ; প্রেম-তত্ত্বজ্ঞেরা ঐরূপ প্রেমকে প্রেমের ব্যভিচার বলেন ; ঐরূপ ব্যভিচারিত প্রেমে সাক্ষাৎ ভগবৎ-প্রাপ্তি হইতে পারে না । সাক্ষাৎ ভগবানকে পাইতে হইলে, দুই দিক্ রাখা চলিবে না,—শ্যামও রাখা, কুলও রাখা চলিবে না ;—তঁাহাকে পাইতে হইলে,—সশরীরে আনন্দমুক্তি আশিষ্ট করিতে হইলে, “ইম্পার কি উম্পার” করিতে হইবে ;—হয় শ্যাম, না হয় কুল । গৃহস্থিত গোপীদিগের ভগবৎপ্রেমে কিঞ্চিৎ ব্যভিচার ছিল, সেই নিমিত্তই শুকদেব জগৎপতির প্রতি “জার” শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন এবং সেই নিমিত্তই ঐ সকল গোপী সাক্ষাৎ শ্রীমুক্তি আশিষ্ট করিতে পাইলেন না । সাক্ষাৎ শ্রীমুক্তির আশিষ্ট না পাইলেও ভগবচ্চিস্তার ফল কোথায় যাইবে ?—ভগবচ্চিস্তার ফল পাইতেই হইবে । তঁাহারা একাগ্র-চিত্তে শ্রীকৃষ্ণরূপ ধ্যান করিতে করিতে গুণময় দেহ ও দৈহিক একবারে ভুলিয়া পরমাত্মস্বরূপ পরমপুরুষে তন্ময় হইলেন এবং ষোগীর ন্যায় জীবমুক্ত হইয়া রহিলেন । যাঁহারা কৃষ্ণসমীপে প্রশ্ন করিলেন, তঁাহাদের বিশুদ্ধ ভগবৎ-প্রেমে ব্যভিচার হয় নাই । সংসারে তঁাহাদের মমতার গন্ধও ছিল না,—তঁাহারা নিজ নিজ লৌকিক পতিকে পতি বলিয়াই মনে করিতেন না ; তাঁহারা তঁাহারা জগৎপতিকে পতিরূপে পাইলেন ॥ ১০

শ্রীপরীক্ষিছুবাচ ॥

কৃষ্ণং বিদুঃ পরং কান্তং নতু ব্রহ্মতয়া মুনৈ ।

গুণপ্রবাহোপরমস্তাসাং গুণধিয়াং কথম্ ॥ ১১

অনুবাদ ৪।—মুনৈ (মহর্ষে) কৃষ্ণং পরং (কেবলং) কান্তং (কমনীয়ং) বিদুঃ (জ্ঞাতবতাঃ) নতু ব্রহ্মতয়া (ব্রহ্মণঃ ভগবতঃ ভাবঃ ব্রহ্মতা ভগবত্তা তয়া ; তাঃ গোপা ইতি শেষঃ) গুণধিয়াং (গুণে গুণময়ে সৌন্দর্য্যে ধীঃ ভোগ্যবুদ্ধিঃ বাসাং তাঃ তাসাং গোপীনাং) কথং (কেন প্রকারেণ) গুণপ্রবাহোপরমঃ (গুণপ্রবাহস্য গুণময়-সংসারস্য উপরমঃ নিরুত্তিঃ ; জাতঃ ইতি শেষঃ) ॥ ১১

টীকা।—নহুচ, নথ্য পতিপুত্রাদীনাং বস্তুতো ব্রহ্মত্বেহপি ন তত্তত্ত্বজ্ঞান-
ম্যোকস্তথা বুদ্ধ্যভাবাৎ । এবং শ্রীকৃষ্ণেহপি ব্রহ্মবুদ্ধ্যভাবেন তৎসঙ্গতিঃ
কথং মোক্ষহেতুরিতি শঙ্কতে—কৃষ্ণং বিদুরিতি । পরং কেবলং কান্তং
কমনীয়ম্ ॥ ১১

অনুবাদ—পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন,—মুনিবর ! ঐ
সকল গোপী শ্রীকৃষ্ণকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিতেন না ; পরমসুন্দর
পুরুষ বলিয়াই জানিতেম, তবে তাঁহাদের গুণময় সংসার কিরূপে
নিবৃত্ত হইল ? ॥ ১১

তাৎপর্য্য।—শুকদেব পূর্ব্ব শ্লোকেই গোপীদিগের
মুক্তির কারণ দেখাইয়াছেন, তবে আবার পরীক্ষিতের এরূপ
প্রশ্ন অর্থাৎ মুক্তির কারণ-জিজ্ঞাসা হইল কেন ? শ্রুতি

বলিয়াছেন,—“তঁাহাকে জানিতে পারিলেই জীবের মুক্তি হয়, তঁাহাকে জানা অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান না হইলে মুক্তির অণু উপায় নাই।” এই শ্রুতিবাক্য স্মরণ করিয়াই পরীক্ষিত এইরূপ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণব্রহ্ম হইলেও গোপীগণ তঁাহার মানবাকার দেখিয়া তঁাহাকে অলৌকিক সুন্দর-পুরুষ বলিয়াই মনে করিতেন, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক আকারের দিকেই তঁাহাদের লক্ষ্য ছিল ; তিনি যে বস্তু অর্থাৎ সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম, সে জ্ঞান তঁাহাদের ছিল না ; এ দিকে শ্রুতি বলিতেছেন,—ব্রহ্মকে না জানিতে পারিলে মুক্তি লাভের অণু উপায় নাই। এই জন্ম পরীক্ষিতের সংশয় এবং এই জিজ্ঞাসা। শ্রুতি বলিয়াছেন,—“সকলই ব্রহ্ম ; ব্রহ্মভিন্ন বস্তু নাই যে নানা বস্তু দেখে, সে মৃত্যুর পর মৃত্যু প্রাপ্ত হয়।” শ্রুতি বাক্যানুসারে যদি সকলই ব্রহ্ম হইল, — ব্রহ্ম ভিন্ন বস্তুই ন রহিল, তবে সংসারে যে যাহার সেবা করিতেছে, তাহারে ব্রহ্মেরই সেবা হইতেছে ; যে যাহা দেখিতেছে, ব্রহ্মই দেখিতেছে যে যাহা শুনিতেছে, ব্রহ্মই শুনিতেছে ; যে যাহা আশ্বাদন করিতেছে, ব্রহ্মই আশ্বাদন করিতেছে ; অথচ কাহারও মুক্তি হইতেছেন, ইহার কারণ কি ? মানুষ ব্রহ্ম খাইতেছে ব্রহ্ম পরিতেছে, ব্রহ্ম মাখিতেছে তথাপি মুক্তি হয় না কেন ! মানবমাত্রেই ব্রহ্মেরই সেবা করে বটে, ব্রহ্মই খায় বটে, ব্রহ্মই পরে বটে, ব্রহ্মই মাখে বটে, কিন্তু ব্রহ্ম বলিয়া ত কেহই বুঝে না—ব্রহ্ম বলিয়া ত কেহই দেখে না ; তাই মুক্তি হয় না। যা

সকল পদার্থই ব্রহ্ম বলিয়া বুঝিতে পারিত, তবে সব এক রকম হইয়া যাইত, ভাল মন্দ, শত্রু মিত্র, আপন পর ; ইত্যাদি ভেদ জ্ঞান থাকিতনা এবং খ্যাতি নিন্দা, বিদেষ প্রণয়, মমতা অনাস্থা প্রভৃতি বিভিন্ন ভাবও থাকিত না ; স্মৃতির মুক্তি হইত । অতএব যখন সমস্তই ব্রহ্ম হইলেও ব্রহ্ম বলিয়া না জানিলে মুক্তি হয় না, তখন শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্ম হইলেও তাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া না জানিয়া, সুন্দর পুরুষ বোধে তাঁহার প্রতি অমুরক্ত হইলে বা তাঁহাকে ধ্যান করিয়া তন্ময় হইলে মুক্তি হইবে কিরূপে ? এই সংশয়েই পরীক্ষিতের জিজ্ঞাসা । বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে পরীক্ষিতের অণুমাত্র সংশয় ছিলনা । কৃষ্ণলীলা শুনিতে শুনিতে মরিতে পারিলে মুক্ত হইব, সেই বিশ্বাসে যিনি প্রায়োপবেশন করিয়াছেন, তাঁহার কৃষ্ণসম্বন্ধে সংশয় হইতে পারেনা । কেবল জনসাধারণের সংশয় দূর করিবার জন্তই লীলাপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায়েই পরীক্ষিতের এইরূপ অজ্ঞানের অনুকরণ মাত্র । যেখানে যেখানে পরীক্ষিৎ প্রশ্ন করিবেন সেই সেই স্থলেই এইরূপ অভিপ্রায় বুঝিতে হইবে ॥১১



শ্রীশুক উবাচ ॥

উক্তং পুরস্তাদেততে চৈত্বঃ সিদ্ধিং যথা গতঃ ।

দ্বিমপি হৃষীকেশং কিমুতাদোক্ষজপ্রিয়াঃ ॥ ১২

অনুব্রূহঃ—পুরস্তাৎ (পূৰ্ব্বং সপ্তমস্কন্ধে) তে (তুভ্যং) এতৎ (মুক্তি-
 কারণম্) উক্তম্ (কথিতম্) চৈত্বঃ (চেদিরাজঃ শিশুপালঃ) হৃষীকেশং
 (হৃষীকাণাম্ ইন্দ্রিয়ানাং জ্ঞঃ নিয়ন্তারং শ্রীকৃষ্ণং) দ্বিম্ অপি (বৈরিতয়া
 পশ্চান্ অপি) যথা (যেন প্রকারেণ) সিদ্ধিং (বৈকুণ্ঠলোকং) গতঃ
 (প্রাপ্তঃ), অদোক্ষজপ্রিয়াঃ (অধঃ অক্ষজম্ ইন্দ্রিয়জ্ঞানং যন্তাং স ইন্দ্রিয়-
 জ্ঞানাতীতঃ তস্য প্রিয়াঃ) কিমুত (তাসাং কা কথা ইতি) ॥ ১২

টীকা—পরিহরতি উক্তমিতি । অয়ন্তাবঃ । জীবোধাবৃতং ব্রহ্মস্বং
 শ্রীকৃষ্ণস্যাতু হৃষীকেশস্বাৎ অনাবৃতম্ অতো ন তত্র বৃদ্ধ্যপেক্ষেতি ॥ ১২

অনুবাদ ।—মহারাজ, পূর্বের সপ্তম স্কন্ধে আমি এ বিষয়
 তোমাকে বলিয়াছি । চেদিরাজ শিশুপাল হৃষীকেশের প্রতি
 বিবেচ্য করিয়াও যখন সিদ্ধিলাভ করিলেন অর্থাৎ নরদেহ হইতে
 মুক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন, তখন যাঁহারা ভগবানকে
 কমনীয় বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের মুক্তিসম্বন্ধে আবার
 বক্তব্য কি ? ১২

তাৎপর্য্য ।—শুকদেব জানিতেন, কৃষ্ণমহিমায় পরীক্ষিতের
 অণুমাত্র সংশয় নাই ; অতএব এরূপ অসঙ্গত প্রশ্নও তাঁহার
 নিজের জন্ম নহে ; লোকসাধারণের জন্মই । তাই লোকসাধারণকে

চরিত্ত্ব করিবার অভিপ্রায়ে পরীক্ষিতের প্রতি যেন একটু কপট
বৈরিত্বের ভাব প্রকাশ করিলেন । যে বিষয় একবার বুঝাইয়া
দওয়া হইয়াছে, যে ব্যক্তি তাহা মনে রাখিতে পারে না, তাহার
তত্ত্ব-কথা না শুনাই ভাল । একই কথা পুনঃ পুনঃ বুঝাইতে
হইলে, গুরু মারা যান ; এবং অতি দীর্ঘকালেও সিদ্ধান্ত স্থির
হয় না । অতএব যেমন ব্যাকরণ পড়িতে হইলে সংজ্ঞা ও সূত্র
প্রভৃতি পূর্বকথা স্মরণ রাখিতে হয় এবং যেমন ক্ষেত্রতত্ত্ব
জিওমেট্রি) পড়িতে হইলে, পূর্বোক্ত লক্ষণ-সকল (ডেফিনিসন্)
মনে রাখিতে হয়, সেইরূপ তত্ত্ব-কথা শুনিতে হইলে, পূর্বকথা
স্মরণ রাখা আবশ্যিক ; এই শ্লোকে শুকদেব পরীক্ষিতকে কপট
চরিত্ত্ব করিয়া জনসাধারণকে ইহাই শিক্ষা দিলেন ।

ইহাতেই পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তরও হইয়া গেল । শুক-
দেবের মনোগত অভিপ্রায় এইরূপ,—মহারাজ ! তুমি যে মনে
করিয়াছ ব্রহ্মাণ্ডের সকলই ব্রহ্ম অথচ কোন পদার্থকে
হৃদয় বলিয়া ধ্যান করিলে যখন মুক্তি হয় না, তখন শ্রীকৃষ্ণকে
হৃদয় পুরুষ বলিয়া ধ্যান করিলে মুক্তি হইবে কেন ? এ
সন্দেহ অন্তর হইতে পারে ; কিন্তু তোমার এরূপ সন্দেহ শোভা
পায় না । দেখ, সকলই ব্রহ্ম বটে, কিন্তু আবৃত ব্রহ্ম ; সৎ,
জ্ঞ ও আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মের উপর ত্রিগুণের আবরণ পড়িয়া
ব্রহ্মাণ্ড হইয়াছে ; অতএব বিবেক দ্বারা আবরণ নিরাস না করিয়া,
ধিনি যতই ধ্যান বা সেবা করুন, তাঁহার ঐ আবরণেরই ধ্যান বা
সেবা করা হয়,—ব্রহ্মের হয় না ; অতএব তাহাতে মুক্তিও হয়

না ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ অনাবৃত ব্রহ্ম অর্থাৎ তাঁহাতে ত্রিগুণময় ভৌতিক পদার্থের আবরণ নাই ; তাঁহার শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দময় ; সুতরাং তাঁহাকে ব্রহ্ম ভাবে না ভাবিয়া যে কোনো ভাবেই হউক, তাঁহাতে মনো- নিবেশ করিলেই মুক্তি হইবে ।

এখনও যদি তুমি না বুঝিয়া থাক, দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছি শুন।—যদি কোন অবোধ শিশু সুন্দর পুষ্প মনে করিয়া দীপশিখায় হস্তার্পণ করে, তাহার হস্ত দগ্ধ হইবেই ; যদি কেহ মধু মনে করিয়া ভ্রাস্তি-বশে বিষপান করিয়া ফেলে, তাহার জীবন-নাশ হইবেই । আবার দীপশিখা মনে করিয়া চম্পকপুষ্পে হস্তার্পণ করিলে, হস্ত সুগন্ধ ও শীতলই হইবে এবং আত্মহত্যার নিমিত্ত বিষ মনে করিয়া অমৃত পান করিলে, বিনষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, সে অমর হইয়া যাইবে । “নহি বস্ত্তশক্তিবূহমপেক্ষতে” অর্থাৎ বস্ত্ত-শক্তি জ্ঞানের অপেক্ষা রাখে না । অগ্নির দাহিকা শক্তি না জানিয়া অগ্নিতে হস্তার্পণ করিলেও অগ্নির শক্তি আপন কার্য্য করিয়া যাইবে ; কেহ জানুক বা না জানুক, অগ্নির শক্তি তাহা দেখিবে না । অমৃতের জীবনী শক্তি ; ইহা না জানিয়া কেহ অমৃত পান করিলে, অমৃতের শক্তি আপন কার্য্য করিয়া যাইবে ; কেহ জানে, কি না জানে, অমৃতের শক্তি তাহার অপেক্ষা করিবে না । সেইরূপ মায়-রচিত জগতের বন্ধনী শক্তি ; জগতের অস্ত্রনিহিত পরমাত্মাকে অনুভব না করিয়া যাহাই ভাবিয়া ইহার সেবা কর, বন্ধনই হইবে এবং সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ ভগবানের মুক্তিদায়িনী শক্তি ; যাহাই ভাবিয়া তাঁহাতে মনোনিবেশ কর, মুক্তি হইবে ।

বস্তুর শক্তি কোথায় যাইবে ? মহারাজ ! শীতল-জলপূর্ণ পাত্রের বহির্ভাগ লেহন করিলে তৃষ্ণা দূর হয় না । মানবগণ ব্রহ্মপূর্ণ জগতের বহির্ভাগমাত্রই লেহন অর্থাৎ বাহ্য-ইন্দ্রিয় দ্বারা উহার গুণাবরণই চক্ষুতে, কর্ণে, নাসিকায়, জিহ্বায় ও হৃদয়ে বুলাইতেছে মাত্র ; সুতরাং তাহাদের তৃষ্ণা দূর হইতেছে না,— তাহারা মুক্তিও পাইতেছে না । ভগবানের শ্রীমূর্তি সদৃশ, চিদ্রূপ ও আনন্দরূপ ; তাহাতে গুণাবরণ নাই ; অতএব “যেন তেন প্রকারেণ” শ্রীসচ্চিদানন্দবিগ্রহ অন্তর্হৃদয়ে সংলগ্ন হইবামাত্রই মুক্তি, তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই ।

মন প্রাকৃত বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া অন্তর্মুখ হইলেই প্রসূরস্ব আনন্দস্বরূপ আত্মা তাহাতে প্রতিবিস্তৃত হয় ; ঐ প্রতিবিস্তৃত স্থায়ী হইলেই মুক্তি ; ইহাই বেদান্তের সিদ্ধান্ত । যদি নৈরাকার আত্মানন্দ হৃদয়ে প্রতিবিস্তৃত হইলে মুক্তি হয়, তবে সেই আত্মানন্দের প্রতিষ্ঠাস্বরূপ মূর্তিমান আনন্দ স্থায়ীভাবে হৃদয়ে প্রতিবিস্তৃত হইলে যে মুক্তি হইবে, ইহা আবার বিচিত্র কি ? অনুরাগ আনন্দ-মূর্তি দর্শনে এবং অনুরাগের সহিত অনুরাগ ধ্যানে তাহাদের হৃদয়ে আনন্দরূপ মুদ্রিত হইয়াছিল, তাঁহারা মায়াময় গৎ ভুলিয়া গেলেন, সুতরাং তাঁহাদের মুক্তি হইল ॥১২

নৃণাং নিঃশ্রেয়সার্থায় ব্যক্তিভগবতো নৃপ ।

অব্যয়স্যাংপ্রমেয়স্য নিগুণস্য গুণাশ্বনঃ ॥ ১৩

অর্থঃ ।—হে নৃপ (নৃন্ পাতি রক্ষতি ইতি নৃপ, হে ভূপতে) নৃ
(মনুষ্যাণাং) নিঃশ্রেয়সার্থায় (নিশ্চিতং শ্রেয়ঃ নিঃশ্রেয়সং পরমমঙ্গ-
তদেব অর্থঃ প্রয়োজনং তস্মৈ) অব্যয়স্ত (ন ব্যোতি ক্ষিপোতি ইতি অব্য-
হাসশূন্যঃ তস্ত) অপ্রমেয়স্ত (ন প্রমেয়ঃ নির্ণেয়ঃ ইতি অপ্রমে-
অনির্ণেয়ঃ তস্ত) গুণাশ্বনঃ (গুণানাং সত্ত্বাদীনাম্ আত্মা নিয়ন্তা ও
নিগুণস্ত (নিঃ ন সন্তি গুণাঃ প্রাকৃতসম্বাদয়ঃ যস্মিন্ তস্ত) ভগব-
(ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণস্ত) ব্যক্তিঃ (আবির্ভাবঃ ভুবনমোহন-নরাকারেণ ক
প্রাকটাম্ ইত্যর্থঃ) ॥১৩

টীকা—নহু দেহী কথম্ অনাবৃত্তঃ স্যাদত আহ-নৃণামিতি । গুণায়
গুণনিরন্তঃ ভগবত এব এবং রূপাভিব্যক্তিঃ । অতো ন দেহিসাদৃ
মত্র বক্তুং যুক্ত্যত ইতি ভাবঃ ॥ ১৩

অনুবাদ—মহারাজ ! মনুষ্যের পরম মঙ্গলের জন্মই অ
অপ্রমেয় গুণাত্মা ও গুণাতীত ভগবানের ভূমণ্ডলে আবির্
অর্থাৎ সবিগ্রহে বিকাশ জানিবে ॥১৩

ভ্রাতৃপাৰ্থ্য —মহারাজ পরীক্ষিতের সন্দেহ হইয়াছিল, ব্রহ্ম
জগতের সেবায় যখন ব্রহ্মসেবা হয় না, তখন শ্রীকৃষ্ণকে হু
পুরুষ বলিয়া ভাবিলে মুক্তি হইবে কেন ? শুকদেব দ্বাদশ শ্লো
শ্রীকৃষ্ণকে অনাবৃত ব্রহ্ম বলিয়া তাহার উত্তর দিলেন । তাহারে

যদি পরীক্ষা করেন, শ্রীকৃষ্ণ নির্দিষ্ট বিগ্রহ-ধারী তিনি ; অনাবৃত হইবেন কিরূপে ? পরীক্ষিতের এইরূপ পূর্বপক্ষ আশঙ্কা করিয়া, শুকদেব এই ত্রয়োদশ শ্লোকের অবতারণা করিলেন ।—তিনি বলিলেন,—মহারাজ ! মানবের পরম মঙ্গলের অর্থাৎ মুক্তির জগুই সবিশেষে ভগবানের প্রকাশ । ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই ছয়টির নাম ‘ভগ’ ; এই ছয়টি যাঁহার পূর্ণমাত্রায় আছে, তিনিই ভগবান্ ; তাঁহার অসাধ্য কিছুই নাই এবং তাঁহার তুল্য দয়াময় আর কেহই নাই । কলির মানব অতিস্থূলবুদ্ধি এবং রজঃ ও তমোগুণে পূর্ণ ; তাঁহার ভগবানের অসীম আনন্দময় মূর্ত্তি ধারণা করিতে পারে না ; অথচ তাঁহাকে ধারণা না করিলেও নিস্তার নাই ; তাই দয়ার সাগর দয়া-পরবশ হইয়া, অস্তুরে অপরিচ্ছিন্নভাবে থাকিয়াও বাহিরে পরিচ্ছিন্ন সচ্চিদানন্দ-স্বরূপেই মানবাকারে অবনীতে অবতীর্ণ হইলেন । তিনি অব্যয় হইয়াও ক্ষণের স্থায়, অপ্রমেয় হইয়াও পরিচ্ছিন্নের স্থায় এবং অপ্রাকৃত-গুণবিশিষ্ট হইয়াও প্রাকৃত-গুণবিশিষ্টের স্থায় প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন ।

শ্রুতি বলিয়াছেন,—“ব্রহ্ম স্থূলও নহেন, অণুও নহেন ; অথচ একই সময়ে স্থূল এবং অণু দুইই । অতএব মহারাজ ! তাঁহাকে প্রাকৃত ভৌতিক-দেহধারী মনে করিও না ; তোমার স্থায় ঈশ্বর-বিরাগী রোক্তমান মুক্তিকামী ব্যক্তিকে দয়া করিবার জগুই তাঁহার ঐরূপে আবির্ভাব । কঠশ্রুতিতে ভগবানের দ্বিবিগ্রহ ধারণের কথা স্পষ্টই আছে ; তাহার অর্থ এই,—

“এই আত্মা উপদেশ দ্বারা, মেধাধারা অথবা অধ্যয়নদ্বারা লভ্য নহেন ; এই আত্মা যাহাকে বরণ করেন অর্থাৎ অনুগ্রহ করেন, তাহারই নিকটে নিজতন্মু প্রকাশ করিয়া থাকেন ।” এখানে “নিজতন্মু” শব্দের অর্থ বিশুদ্ধ চিন্ময় বিগ্রহ । সর্বলোক-বিদিত বেদান্ত-বিশারদ ভাস্করানন্দ স্বামী ঐ শ্রুতিবাক্যের শেষাংশ এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—“এষ আত্মা যং বৃণতে অনুগ্রহাতি তেন লভ্যতে, কথং তত্রাহ তস্য ভক্তস্য এষ শারীর আত্মা স্বাং শুদ্ধচিন্মং স্বীকরোতীত্যমস্মীতি” অর্থাৎ এই আত্মা যাহাকে অনুগ্রহ করেন, সেই ভক্তের নিকটে নিজ শুদ্ধ চিন্ময় মূর্তি ধারণপূর্বক “এই আমি” বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়া থাকেন ।” শাস্ত্রান্তরেও “চিন্ময়স্তা দ্বিতীয়স্তা নিষ্কলস্তা শরীরিণঃ । উপাসকানাং কার্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা” অর্থাৎ উপাসকদিগের কার্যের নিমিত্ত পরব্রহ্ম নিজরূপ কল্পনা অর্থাৎ প্রকাশ করিয়া থাকেন ।—এই যে বচন আছে, ইহাও ঐ শ্রুতিবাক্যের প্রতিবাক্য । এখন আবার শুকদেব যাহা বলিলেন, তাহাও ঐ দুই বাক্যেরই প্রতিধ্বনি । অতএব পরব্রহ্ম ঐকান্তিক ভক্তের অনুগ্রহ করিয়া স্বকীয় শুদ্ধ চিন্ময় বিগ্রহ ধারণ করিয়া থাকেন ইহা শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণের অনুমোদিত ॥ ১৩

কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহমৈক্যং সৌহৃদমেব চ ।

নিত্যং হরৌ বিদধতো যাস্তি তন্ময়তাং হি তে ॥ ১৪

অন্বয়ঃ ।—হি (নিশ্চিতং) তে (মানবাঃ) হরৌ (সংসারহারিণি
শ্রীকৃষ্ণে) নিত্যং (সৰ্বদা) কামং (ভোগবাসনাং) ক্রোধং (কোপং)
ভয়ং (ত্রাসং) স্নেহম্ (যত্নম্) ঐক্যং (সম্বন্ধং) সৌহৃদং (ভক্তিম্) এব চ
(এব বা) বিদধতঃ (কুর্ষতঃ) তন্ময়তাং (ব্রহ্মময়তাং) যাস্তি
(প্রাপ্নুবন্তি) ॥ ১৪

টীকা—অতো যথাকথঞ্চিৎ তদাসক্তিমুক্তিকারণমিত্যাহ—কামমিতি ।
ঐক্যং সম্বন্ধং সৌহৃদং ভক্তিম্ ॥ ১৪

অনুবাদ । অতএব মহারাজ ! কামে, ক্রোধে, ভয়ে,
স্নেহে, সম্বন্ধে বা ভক্তিতে, যে ভাবেই হউক, অমুকগণ শ্রীকৃষ্ণে
মনোনিবেশ করিতে পারিলেই মানব তন্ময় হইয়া যাইবে ॥ ১৪

তাৎপর্য—একথা শুনিয়া হয়ত অনেকেই বলিবেন,—এখন
শ্রীকৃষ্ণ-বিদ্রোহীর ত অভাব নাই, তবে কি তাহার সকলেই মুক্ত
হইয়া যাইবে ? না, তাহা হইবে না । যখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অনা-
ত সচ্চিদানন্দ বিগ্রহে মর্ত্য লোকে প্রকট ছিলেন, শুকদেব সেই
ময়ের কথা বলিতেছেন । তখন সকলেই তাঁহার সাক্ষাৎ শ্রীমূর্তি
দৃষ্টকূতে দর্শন করিত । হৃদয়ের ভাবভেদে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে
দর্শন করিলেও সেই সচ্চিদানন্দ স্বরূপই চক্ষু দ্বারা হৃদয়ে প্রতি-
বিস্ত হইত ; স্মরণ অমুকুল বা প্রতিমুকুলভাবে দেখিলেও বস্ত্র-

শক্তির প্রভাবে সকলেরই মুক্তি হইত। এখন প্রতিকূল ভাবে চিন্তা করার কথা দূরে থাকুক, অনুকূল ভাবে চিন্তা করিলেও মুক্তিলাভ করা সহজ নয়। কারণ, সেই মুক্তিপ্রদ আনন্দময় বস্তু কাহারও হৃদয় স্পর্শ করে না ; সুতরাং মুক্তিও হয় না। তবে যদি বহুজন্ম তাঁহাকে ভাবিতে ভাবিতে তাঁহারই অনুকম্পায় সচ্চিদানন্দ স্মৃতি হয়, তবেই মুক্তি হইবে। কিন্তু গোপীদিগের শ্রায় কিংবা কংস-শিশুপালাদির শ্রায় ঐকান্তিকী চিন্তা হইলে, এই জন্মেই, এমন কি তৎক্ষণাৎও হইতে পারে। পুরাণপাঠে জানা যায়, কংস কেবল ভয়ে কৃষ্ণচিন্তা করিতেন এবং শিশুপাল বিদ্বেষে কৃষ্ণচিন্তা করিতেন। তাঁহাদের আর অপর চিন্তা একবারেই ছিল না। শয়নে, উপবেশনে, ভোজনে ঐ কৃষ্ণচিন্তা—সাংসারিক সকল কার্যেই কৃষ্ণচিন্তা। আমরা কংস ও শিশুপালের চরিত্র শুনিয়া তাহাদিগকে কৃষ্ণবিরোধী বলিয়া নিন্দা করি ; কিন্তু আমাদের শ্রায় তিলকমালাধারী কয়জন ভক্ত প্রতিনিয়ত কৃষ্ণচিন্তা করিয়া থাকেন ? বিরুদ্ধভাবে অবিরাম ভগবচ্চিন্তা করাও বহুজন্মার্জিত স্মৃতির ফল। সেই সঞ্চিত স্মৃতির ফলেই অবিরত কৃষ্ণচিন্তা হয় এবং অনুক্ষণ চিন্তা করিতে করিতে তন্ময় হইয়া যায় ; পরমানন্দে তন্ময় হওয়ার নামই মুক্তি ॥ ১৪

ন চৈবং বিস্ময়ঃ কার্য্যো ভবতা ভগবত্যজে ।

যোগেশ্বরেশ্বরে কৃষ্ণে যত এতদ্বিমুচ্যতে ॥ ১৫

অর্থঃ ।—ভবতা (ত্বয়া) ভগবতি (ষড়ৈশ্বর্যশালিনি) অজে (প্রাকৃত-
দ্রব্যবহিতে) যোগেশ্বরেশ্বরে (যোগানামষ্টাঙ্গানামীশ্বরাঃ তেবাং ঈশ্বরে
নয়ন্তরি) কৃষ্ণে (যশোদাস্তনক্রে) এবং (“কৃষ্ণং বিদুঃ পরং কান্তম্”
ইত্যাদিরূপঃ) বিস্ময়ঃ (আশ্চর্য্যবোধঃ) ন চ কার্য্যঃ (ন কৰ্ত্তব্যঃ)
তঃ (শ্রীকৃষ্ণাৎ) এতৎ (চরাচরং জগৎ) বিমুচ্যতে (সংসার-বন্ধনাৎ
বিমুক্তং ভবতি) ॥ ১৫

টীকা ।—নচ ভগবতোহয়মভিভার ইত্যাহ ন চৈবমিতি । যতঃ
শ্রীকৃষ্ণাদেতৎ স্বাবরাদিকমপি বিমুচ্যতে ॥ ১৫

অনুবাদ ।—অতএব মহারাজ ! যোগেশ্বরদিগেরও ঈশ্বর
জন্যবিহীন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে তোমার একরূপ বিস্ময় হওয়া
উচিত নহে ; গোপীদিগের কথা দূরে থাকুক, এবং মননশীল সাধা-
রণ মানবের কথা দূরে থাকুক, শ্রীকৃষ্ণের সহিত যৎকিঞ্চিৎ
সম্বন্ধে সমস্ত জগৎ মুক্ত হইতে পারে ॥ ১৫

তাৎপর্য্য ।—সমাধি, পর্য্যন্ত অষ্টাঙ্গযোগ সম্যক সাধন করিলে
মানবের মুক্তি হয়, ইহা সকলেই জানেন । যোগিগণ যোগাসনে
বসিয়া ঐহ্যার ধ্যান করেন, ধ্যান করিতে করিতে ঐহ্যাতে
তদাকার হইয়া যান এবং ঐহ্যাতে তদাকার হইয়া মুক্তিলাভ করেন,
তিনিই এই শ্রীকৃষ্ণ । যিনি পরমাত্ম-স্বরূপে যোগীর ধ্যেয়,

তিনিই সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহে অবতীর্ণ। পরমাত্ম-স্বরূপে বাঁহাকে ধ্যান করিলে মুক্তি হয়, তাঁহাকে সবিগ্রহে ধ্যান করিলে যে মুক্তি হইবে, ইহা আবার বিচিত্র কি ? ইহাই শুকদেবের অভিপ্রায় ; তাই তিনি শ্রীকৃষ্ণের বিশেষণ দিলেন,—“যোগেশ্বরেশ্বরে” অর্থাৎ বাঁহারা যোগিপ্রধান, তাঁহাদেরও ঈশ্বর অর্থাৎ ধ্যেয় বস্তু এই শ্রীকৃষ্ণ। আবার বিশেষণ দিলেন,—“ভগবান্” অর্থাৎ সর্বশক্তি-সম্পন্ন। যিনি সর্বশক্তি-সম্পন্ন, তাঁহাতে আবার আশ্চর্য্য কি আছে ? তৃতীয় বিশেষণ,—“অজ্ঞ” অর্থাৎ অনাদি হইয়াও স্বেচ্ছায় আবিভূত। যিনি অনাদি এবং স্বেচ্ছায় আবিভূত, তিনিইত পরব্রহ্ম ; পরব্রহ্মের ধ্যানে যে মুক্তি হইবে, ইহাতে কোন অসম্ভাবনা নাই।

শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বজ্ঞ শ্রীধরস্বামী শ্লোকস্থ “যত এতদ্বিমুচ্যতে” এই বাক্যের ব্যাখ্যা করিলেন,—“যতঃ শ্রীকৃষ্ণাৎ এতৎ স্বাবরাদিকমপি বিমুচ্যতে” অর্থাৎ যে শ্রীকৃষ্ণ হইতে তরু-লতাাদি স্বাবর জীবগণও মুক্তিলাভ করে। একথা শুনিয়া অনেকে বলিষেন,—শ্রীধর বড় বাড়াবাড়ি করিয়াছেন। বিশ্বাসমূলক দৈন্ত্যপ্রধান ভক্তিপথ ছাড়িয়া সংশয়-হেতুক দ্বন্দ্বপ্রধান বিচারমার্গ অবলম্বন করিলে, স্বামীর সিদ্ধান্ত “বাড়াবাড়ি” বলিয়াই মনে হয় বটে ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান্ বলিয়া বিশ্বাস থাকিলে, ইহা অতি সহজ কথা। আমরা শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া তদুপযুক্ত ভক্তি করিতে পারি না ; কিন্তু তাঁহাকে শাস্ত্রানুসারে ভগবান্ বলিয়া স্বীকার করি ; সুতরাং স্বামীর সিদ্ধান্তে আমাদের প্রতিবাদ নাই।

সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের সহিত কথঞ্চিৎ সম্বন্ধ লাভ করিলে যে মুক্তি হয়, ইহাতে আমাদের ঠিক বিশ্বাস না হইলেও সংশয় নাই। বেদান্তাদি শাস্ত্র তত্ত্বজিজ্ঞাসার জন্ত, আর শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্র উপাসনার জন্ত হইয়াছে। উপাসনার মূল ভিত্তিই বিশ্বাস; শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে তরু-লতাদি স্বাবরগণ মুক্ত হয় কিনা, ইহার বিচার না করিয়া, যে ভাগ্যবান ব্যক্তি ইহাতে বিশ্বাস করিতে পারেন, তরুলতাদি মুক্ত হউক, বা না হউক, তিনি মুক্ত হইবেনই, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ফল কথা,—এমন কোনো কথা মানুষ বলিতেই পারে না বা এমন কোনো অসম্ভব বিষয় মানুষ মনে মনে কল্পনাও করিতে পারে না, যাহা অচিন্ত্যশক্তিমান ভগবানে অসম্ভব বা বাড়াবাড়ি হইতে পারে। ভগবানে যে শক্তি, যে গুণ, যে মহিমা আছে, তাহাই মানুষ বলিতে বা ভাবিতে পারে না; তবে বাড়াইয়া বলিবে কিরূপে? ভগবানের অচিন্ত্যশক্তির পরিচয় যতই বাড়াইয়া বলা হউক, সাধারণ লোকে বাড়াবাড়ি মনে করিতে পারে; কিন্তু বস্তুতঃ তাহা ভগবৎ-শক্তির অত্যন্ত মাত্র। অতএব শ্রীধরস্বামী যাহা লিখিয়াছেন, তাহা বাড়াবাড়ি নয়;— অচিন্ত্য ভগবৎ-শক্তির সামান্য অংশ মাত্র ॥ ১৫

তা দৃষ্টান্তিকমায়াতা ভগবান্ ব্রজযোষিতঃ ।

অবদদ্ বদতাং শ্রেষ্ঠো বাচঃ পৈশৈর্বিমোহয়ন্ ॥ ১৬

অবদদ্ভঃ ।—বদতাং (বাগ্মিনাং) শ্রেষ্ঠঃ (প্রধানঃ) ভগবান্,
(শ্রীকৃষ্ণঃ) তাঃ (পূর্বোক্তাঃ) ব্রজযোষিতঃ (গোপরমণীঃ) অস্তিকম্
(স্বসমীপম্) আয়াতাঃ (আগতাঃ) দৃষ্ট, (অবলোক্য) বাচঃ (বাক্যন্ত)
পৈশৈঃ (বিলাসময়-ভঙ্গিভিঃ) বিমোহয়ন্ (বিহ্বলীকূর্কন্) অবদৎ
(উবাচ) ॥ ১৬

টীকা—প্রস্তুতমাহ তা ইত্যাদি । বাচঃপৈশৈর্বাগ্‌বিলাসৈঃ ॥ ১৬

অনুবাদ ।—বাক্য-বিশারদদিগের শিরোমণি ভগবান্
শ্রীকৃষ্ণ ঐ সমস্ত গোপীদিগকে নিজনিকটে সমাগত দেখিয়া
কৌতুকময় বাক্য-ভঙ্গিতে তাঁহাদিগকে মোহিত করিবার
অভিলাষে, এইরূপ বলিলেন ॥ ১৬

তাৎপর্য্য ।—পূর্বের বলা হইয়াছে, অপ্রাকৃত ভগবৎপদ
পাইতে হইলে, রাজকর্মচারীর স্থায়, সাধককেও পদে পদে পরীক্ষা
দিতে হয় । একবার বস্ত্রহরণে গোপীগণের পরীক্ষা হইয়া
গিয়াছে । গোপীগণ সে পরীক্ষায় উল্লীর্ণ হইতে পারেন নাই ;
সুতরাং ভগবদালিঙ্গনও লাভ করিতে পারেন নাই ; তাই আবার
তাঁহাদের পরীক্ষা আরম্ভ হইতেছে ॥ ১৬

শ্রীভগবানুবাচ ॥

স্বাগতং বো মহাভাগাঃ প্রিয়ং কিং করবাণি বঃ ।

ব্রজস্যানাময়ং কচ্চিদ্ব্রজাগমনকারণম্ ॥ ১৭

অন্বয়ঃ ।—মহাভাগাঃ (হে পরমভাগ্যবতাঃ) বঃ (যুস্মাকং) স্বাগতং ? (স্ন-আগতং শুভাগমনং ?) বঃ (যুস্মাকং) কিং প্রিয়ং (অভিলষিতং) করবাণি ? (সাধয়ানি ?) ব্রজস্র (গোপাবাসস্র) কচ্চিৎ অনাময়ং (অপি কুশলম্) ? আগমনকারণং (অত্র যুস্মাকম্ আগতেঃ হেতুং) ব্রত (কথয়ত) ॥ ১৭

টীকা ।—সর্বাঃ সমুদ্রমগতা বিলোক্য সভয়মিবাহ ব্রজশ্চেতি ॥ ১৭

অনুবাদ ।—হে ভাগ্যবতীগণ ! তোমাদের শুভাগমন ত ? আমাকে তোমাদের কি প্রিয়কার্য্য করিতে হইবে ? ব্রজের মঙ্গল ত ? তোমাদের আগমনের হেতু কি তাহা বল ॥ ১৭

তাৎপর্য্য ।—ইহাই ভগবানের পূর্ব্বোক্ত বিলাসময় বাক্য-ভঙ্গি । তিনি নিজেই আহ্বান করিয়াছেন, আবার নিজেই তাহাদিগকে আগমনের হেতু জিজ্ঞাসা করিতেছেন । ইহা কেবল রসিকতাময় কাব্যরস ॥ ১৭

রজন্যোষা ঘোররূপা ঘোর-সদ্ব-নিষেবিতা ।

প্রতিষাত ব্রজং নেহ স্বেয়ং স্ত্রীভিঃ স্তম্ভ্যমাঃ ॥ ১৮

অর্থঃ ।—এষা (ইয়ং) রজনী (রাত্রিঃ) ঘোররূপা (ঘোরং রূপং যন্তাঃ সা ভীমদর্শনা) ঘোর-সদ্বনিষেবিতা (ঘোরৈঃ হিংস্রৈঃ সত্বৈঃ প্রাণিভিঃ নিষেবিতা) স্তম্ভ্যমাঃ (স্তম্ভয়ঃ মধ্যমঃ দেহভাগঃ বাসাং তাঃ হে স্তম্ভ্যমাঃ) স্ত্রীভিঃ (অবলাভিঃ) ইহ (অত্র বনে) ন স্বেয়ম্ (ন বর্জিতব্যম্) ; ব্রজং (গোপাবাসং) প্রতিষাত (প্রতিগচ্ছত) ॥ ১৮

টীকা—শঙ্করা মন্থহসিতমালিন্যাহ রজন্যোষা ইতি ॥ ১৮

অনুবাদ ।—এখন রাত্রিকাল, অতি ভয়ঙ্কর সময় ; হিংস্র জন্তুগণ ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে । হে স্তম্ভরীণ ! এ সময়ে স্ত্রীজাতির এখানে অবস্থান করা উচিত নয় । অতএব ব্রজে কিরিয়া যাও ॥ ১৮

তাৎপর্য ।—ভগবৎপ্রেমের পরীক্ষা আরম্ভ হইল । কাহা-কেও কোন বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিতে হইলে, ভয় প্রদর্শন করিতে হয় । প্রধান ভয় তিন প্রকার,—প্রাণভয়, লোকভয় ও ধর্মভয় । ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের ঐকান্তিক প্রেম পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রথমে প্রাণভয় দেখাইলেন । তিনি বলিলেন,—এখন রাত্রিকাল, এবং এই বনে ব্যাঘ্র-ভল্লুকাদি হিংস্র জন্তু সকল চারিদিকে বিচরণ করিতেছে ; তোমরাও স্ত্রীজাতি সহজেই অবলা ; অবলা মহিলাদিগের এমন সময়ে এমন স্থানে

অবস্থান করা উচিত নয়। এখানে থাকিলে নিশ্চয়ই তোমাদের জীবন বিনষ্ট হইবে; অতএব গৃহে ফিরিয়া যাও, ফিরিয়া যাও ।

জীব যখন ভগবানকে পাইবার জন্য আপন জীবনও উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইবে, তখনই তাঁহাকে পাইবে। ভগবান্ পরীক্ষা করিতেছেন,—গোপীগণ আমার জন্য আপন জীবনকেও তুচ্ছ জ্ঞান করিতে পারে কিনা; ইহাদের প্রাণ বড়, কি আমি বড়। প্রাকৃত প্রণয়ী নায়ক সম্মিলনকালে প্রণয়িনী নায়িকার মন বুঝিবার জন্য এইরূপ ভয়প্রদর্শন পূর্বক পরিহাস করিয়া থাকে। আজ স্বয়ং ভগবান্ নায়ক সাজিয়া প্রিয়তমা গোপীদিগের সহিত ছলনাময় পরিহাস করিতেছেন; এই পরিহাসের অন্তরেই ভক্তের প্রেম পরীক্ষিত হইতেছে। এ পরীক্ষা গোপীদিগের নয়; এ পরীক্ষা তোমার ও আমার,—এ পরীক্ষা সমস্ত ভক্তের,—এ পরীক্ষা জগৎ জুড়িয়া নিখিল জীবের; এ কথা সাধক ও পাঠকের স্মরণ রাখা উচিত ॥১৮



মাতরঃ পিতরঃ পুত্রা ভ্রাতরঃ পতয়শ্চ বঃ ।

বিচিস্তিস্তি হৃপশ্যন্তে। মা কৃঢ়ং বন্ধুসাধবসম্ ॥ ১৯

অর্থঃ।—বঃ (যুস্মাকং) মাতরঃ পিতরঃ পুত্রাঃ ভ্রাতরঃ
পতয়শ্চ অপশ্রুতঃ (অনবলোকয়ন্তঃ) হি (নিশ্চিতং) বিচিস্তিস্তি (মৃগয়ন্তি)
বন্ধুসাধবসং (স্বজনভীতিং) মা কৃঢ়ম্ (ন উৎপাদয়ত) ॥ ১৯

টীকা'।—কিঞ্চ, মাতর ইতি । বিচিস্তিস্তি মৃগয়ন্তি । বন্ধুনাং সাধবসং ন
কৃঢ়ং মা কুরুতেত্যর্থঃ ॥ ১৯

অনুবাদ । তোমাদের মাতা, পিতা, পুত্র, ভ্রাতা ও পতি-
গণ নিশ্চয়ই তোমাদিগকে না দেখিয়া অমুসন্ধান করিতেছেন;
আত্মীয় স্বজনের ভয় উৎপাদন করিও না ॥ ১৯

তাৎপর্য্য।—আত্মীয় স্বজনের সন্তোষ সম্পাদন করা
সকলেরই কর্তব্য; বিশেষতঃ স্ত্রীজাতির পক্ষে অতীব কর্তব্য।
ভগবান্ গোপীদিগকে সেই ব্যবহারিক কর্তব্যভঙ্গের ভয়
দেখাইলেন। ইহাতেও ভগবানের পরীক্ষা,—গোপীদিগের নিকট
লৌকিক ব্যবহার বড়, কি আমি বড় ॥ ১৯

দৃষ্টং বনং কুসুমিতং রাকেশকররঞ্জিতম্ ।

যমুনানিললীলৈজন্তরুপলবশোভিতম্ ॥ ২০

অর্থঃ ।—রাকেশকর-রঞ্জিতং (রাকেশঃ চন্দ্রঃ তস্ত করৈঃ কিরণৈঃ
রঞ্জিতং বিভাসিতং) যমুনানিললীলৈজন্তরুপলবশোভিতং (যমুনায়াঃ
কালিন্দ্যাঃ সযক্ষী যঃ অনিলঃ তস্ত লীলা মন্দগতিঃ তয়া এক্সতঃ কম্পমানাঃ
তরুণাং পল্লবাঃ নবপত্রাণি তৈঃ শোভিতং বিভূষিতং) কুসুমিতং
(পুষ্পিতং) বনং (কাননং) দৃষ্টম্ (অবলোকিতম্ ; অতোহধুনা ব্রজং
প্রতিযাত ইতি শেষঃ) ॥ ২০

টীকা ।—ঈষৎ প্রণয়কোপেন অন্যতো বিলোকয়ন্তীঃ প্রত্যাহ—
দৃষ্টমিতি । রাকেশস্য পূর্ণচন্দ্রস্য করৈররঞ্জিতম্ । যমুনাস্পর্শিনোহনিলস্য
লীলা মন্দগতিস্তয়া এক্সতঃ কম্পমানান্তরুণাং পল্লবান্তৈঃ শোভিতম্ ॥ ২০

অনুবাদ ।—যমুনাস্পর্শী মন্দমারুতে আন্দোলিত, তরু-
পল্লবে সুশোভিত, চন্দ্রালোকে আলোকিত কুসুমিত কানন
নিরীক্ষণ করা হইল ত ; তবে আর কেন, এখন ব্রজে ফিরিয়া
যাও ॥ ২০

তাৎপর্য ।—গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণালিঙ্গনের লালসায় আনন্দে
উন্মত্ত হইয়া আসিয়াছিলেন । ভগবান্ যখন প্রাণের ভয়
দেখাইয়া ব্রজে ফিরিয়া যাইতে বলিলেন, তখন তাঁহারা বজ্রাহতের
শ্রায় স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন । তখন পরীক্ষাকারী পরমেশ্বর
কর্তব্য-ভঙ্গের ভয় দেখাইয়া আবার গৃহে যাইতে বলিলেন ।
গোপীগণ তাঁহার মনোভাব বুঝিতে না পারিয়া, হতাশচিত্তে

ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন,—প্রিয়তমের মুখের দিকে চাহিতে পারিলেন না । রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ তাহা দেখিয়া রসিকতার চূড়ান্ত দেখাইলেন । ইহা পরীক্ষা নয়,—প্রণয়গর্ভ পরিহাসমাত্র । প্রণয়-নিবন্ধ নায়ক-নায়িকার সন্মিলন-সময়ে একতর পক্ষের ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক । ইহা শ্রীমদ্ভাগবতের কাব্যাংশ । যেমন জ্ঞানী অতন্ত্রিসনদ্বারা ভূতময় পদার্থের ভিতর দিয়া ব্রহ্মসত্তা অনুভব করিতে পারেন, সেইরূপ ভক্ত কাম্য কাব্যরসের আশ্রয়ে অপ্ৰাকৃত প্রেমরস আন্বাদন করিতে সমর্থ । অতএব ইহা কাব্য-রসের কথা হইলেও ভক্তের প্রেমপোষক । সুরসিক পাঠক অবশ্যই বুঝিবেন,—রসময় শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগকে মর্ম্মাহত দেখিয়া প্রেমময় পরিহাসে স্নগুঢ় আশ্বাসও দিলেন । এ পরিহাস প্রাকৃত শৃঙ্গার-রসের পরিপোষক এবং অপ্ৰাকৃত ভগবৎপ্রেমের পরিবর্দ্ধক । গোপীগণ যে, তাহা বুঝিতেছেন না এমন নয় ; তবে, প্রত্যাখ্যানের স্থায় প্রতীয়মান পরিহাসও তাঁহাদের ভাল লাগিতেছে না ; তাই মর্ম্মাহত হইতেছেন । ইহাও প্রগাঢ় প্রেমের স্বাভাবিক ধর্ম্ম ॥ ২০



তদ্যাত মা চিরং ঘোষণং শুশ্রবধ্বং পতীন্ সতীঃ ।

ক্রন্দন্তি বৎসা বালাশ্চ তান্ পায়য়ত দুহত ॥ ২১

অম্বস্বজ্ঞাঃ।—সতীঃ (হে সত্যঃ সংযতাবাঃ) তৎ (তস্যাং)
চিরং (অচিরাদেব) ঘোষণং (ব্রজং) যাত (গচ্ছত) ; পতীন্
ব্রহ্মমিনঃ) শুশ্রবধ্বম্ (সেবধ্বম্) ; বৎসাঃ (গোশাবকাঃ) বালাশ্চ
শশবশ্চ) ক্রন্দন্তি (কন্দন্তি) ; তান্ (বালান্ বৎসাংশ্চ) পায়য়ত
। ত (দোহয়ত) ॥ ২১

টীকা।—সতীঃ হে সত্যঃ ॥ ২১

অনুবাদ।—অতএব হে সাধীগণ ! তোমরা অতি সত্বর
জে ফিরিয়া যাও । নিজ নিজ পতির সেবা কর । গোবৎস ও
শুগণ রোদন করিতেছে, গৃহে গিয়া গাভী দোহন কর এবং
শুদিগকে দুগ্ধ পান করোও ॥ ২১

তাৎপর্য্য।—ইহাও পরিহাস-মূলক শ্লেষাত্মক আশ্বাস-
ক্য ; পরীক্ষার অভিপ্রায়ও ইহার মধ্যে রহিয়াছে । ইহাতে
বালকদিগকে দুগ্ধপান করাইবার কথা আছে, তাহা
তুপুঞ্জ প্রভৃতির কথা,—গর্ভজাত সন্তানের কথা নহে । পূর্বে
না হইয়াছে, যে সকল গোপী ভগবানের আশ্রানে রাসস্থলে
রাছিলেন, তাঁহাদের সন্তান সন্ততি ছিল না ; থাকিবার কথাও
না । কারণ, স্বামিসহবাস ভিন্ন সন্তান হয় না ; তাঁহাদের স্বামি-
হবাস হয় নাই । তাঁহারা নিজ নিজ স্বামীকে স্বামী বলিয়াই মনে

করিতেন না,—সহবাসের কথাত অনেক দূরে । ঐ সকল গোপী
দিগের পতিগণ সময়ে সময়ে বড়ই ভ্রমে পতিত হইতেন
তাঁহারা এক একবার আপন আপন পত্নীদিগকে কৃষ্ণসমীপে
অবস্থান করিতে দেখিয়া, ক্রোধে অধীর হইতেন, আবার তখন
নিজ নিজ পত্নীদিগকে গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত দেখিয়া বিন্মিত হইতেন
সুতরাং বৃষ্টিতে হইবে,—শ্রীকৃন্দাবনে দুই প্রকার গোপবাস
ছিলৈন ; মায়িকী এবং নিত্যচিন্ময়ী । দুই দলেই সর্ব্বাং
সমরূপা ; সুতরাং গোপদিগের ভ্রম হইত । তন্মধ্যে মায়িকী
দিগের সঙ্গেই গোপদিগের সহবাস হইত ; চিন্ময়ীগণ কৃষ্ণ
লইয়াই থাকিতেন । পরে এ বিষয় আরও পরিষ্কার করি
বলা হইবে । যখন মহারাজ পরীক্ষিৎ সমস্ত রাসলীলা
শ্রবণ করিয়া আপন সংশয়-নিরাসের নিমিত্ত জিজ্ঞাসা
করিবেন, তখন তদুত্তরে শুকদেব ধেরূপে তাঁহাকে বুঝাই
নিরস্ত করিবেন ; আমরাও সেই অবসরে সুযোগ পাইয়া শুক
বাক্যেরই বিস্তৃত ব্যাখ্যায় অনুরোধে যথাসাধ্য ইহা আলোচনা
করিবার চেষ্টা করিব । বিষয় বড়ই দুর্লভ ; সম্ভজনগণ
সম্ভ্রষ্ট করিতে পারিব কিনা, সন্দেহ । তবে, তৎকথা বুলি
হইলে, মূলে কিঞ্চিৎ বিশ্রাসের প্রয়োজন ॥ ২১

অথবা মদভিস্নেহাদ্ভবত্যো যজ্ঞিতাশয়াঃ ।

আগতা হ্যপগমং তৎ প্রীয়ন্তে মম জন্তবঃ ॥২২

অনুব্রূয়ঃ।—অথবা (পক্ষান্তরে) ভবত্যো (যুগ্ম) মদভিস্নেহাৎ
যদি অভিস্নেহঃ পরমপ্রীতিঃ তস্মাৎ) যজ্ঞিতাশয়াঃ (যজ্ঞিতঃ বশীকৃতঃ
শয়ঃ চিত্তং বাগাং তাঃ) আগতাঃ (আযাতাঃ) হি (নিশ্চিতং) তৎ
গাগমনম্ উপগমং (যুক্তং) ; জন্তবঃ (প্রাণিনঃ) মম (মহ্যং) প্রীয়ন্তে
প্রীতাঃ ভবন্তি) ॥ ২২

টীকা।—সংস্কৃতকৃতদৃষ্টাঃ প্রত্যাহ—অথবেতি । যজ্ঞিতাশয়াঃ
কৃতচিন্তাঃ । উপগমং যুক্তম্ । মম মহ্যম্ । সৰ্কে প্রাণিনঃ প্রীয়ন্তে
তা ভবন্তি ॥ ২২

অনুবাদ।—অথবা যদি আমার প্রতি অনুরাগে আকৃষ্ট
হয় আসিয়া থাক, ভালই করিয়াছে, সন্দেহ নাই ; কেন না জীব-
জই আমার প্রতি প্রীতি করিয়া থাকে ॥ ২২

তাৎপর্য।—এই বাক্যের বহির্ভাগে যদিও আশ্বাসের
ভাস রহিয়াছে, তথাপি সাধারণ জীবের ব্যবহার দৃষ্টান্তে গোপী-
গের আগমন অনুমোদন করিয়া, তাঁহাদের অভিমান-বহি-
ধ্বংস করিয়া দিলেন ॥ ২২

ভর্তৃঃ শুশ্রূষণং স্ত্রীণাং পরো ধর্মো হমায়য়া ।

তদ্বন্ধুনাঞ্চ কল্যাণ্যঃ প্রজানাঞ্চানুপোষণম্ ।

দুঃশীলো দুর্ভগো বৃদ্ধো জড়ো রোগাধনোহপি বা ।

পতিঃ স্ত্রীভিন্ হাতব্যো লোকেপ্সুভিরপাতকী ॥২৩

অনুবাদ ।—কল্যাণ্যঃ (হে ভাগ্যবত্যঃ) হি (নিশ্চিতং) স্ত্রীণাং (নারীণাং) ভর্তৃঃ (পত্ন্যঃ) তদ্বন্ধুনাং চ (তস্য পত্ন্যঃ বন্ধুনাং আত্মীয়ানাং চ) অমায়য়া (অকপটেন) শুশ্রূষণং (সেবনং) প্রজানাং (সন্তানানাং) অনুপোষণঞ্চ (পালনঞ্চ) পরঃ (শ্রেষ্ঠঃ) বা (শাস্ত্রোক্তকর্তব্যঃ) ।

লোকেপ্সুভিঃ (ঐহিকপারত্রিকসুখেচ্ছুভিঃ) স্ত্রীভিঃ (নারীভিঃ) দুঃশীলঃ (দুঃ দুঃশীলঃ চরিত্রঃ বস্ত্র তথাভূতঃ) দুর্ভগঃ (দুঃ দুঃভাগঃ ভাগ্যং যস্য তথাভূতঃ) বৃদ্ধঃ (জরাগ্রস্তঃ) জড়ঃ (কর্মাসক্তঃ) রোগাধনঃ (রোগগ্রস্তঃ) অধনঃ (দরিদ্রঃ) অপিবা অপাতকী (ন বিদ্যাতে পাতকতনহেতুঃ পাপবিশেষঃ অস্যা ইতি অপাতকী) পতিঃ (স্বামী) ন হাতব্যঃ (ন তাক্তব্যঃ) ॥ ২৩

টীকা—দৃষ্টাদৃষ্টভয়-প্রদর্শনে নিবর্ত্তয়তি-ভর্তৃ, রিত্যাণি শ্লোকত্রয়েণ ॥ ২৩

অনুবাদ ।—হে কল্যাণীগণ! অকপটে নিজ নিজ পতি

পতিবন্ধুদিগের সেবা এবং সন্তান সন্ততির প্রতিপালনই তোমাদের জাতির পরম ধর্ম ।

যে সকল মহিলার ঐহিক ও পারত্রিক সুখের অতিশয় আছে, তাঁহাদের পতি দুঃশীল, দুর্ভাগ্য, বৃদ্ধ, অসমর্থ, বা

হঁবা দরিদ্র হইলেও, যদি পাতকী না হয়েন, তবে কোনোরূপেই
রিত্যাজ্য নহেন ॥ ২৩

তাৎপর্য্য।—ধর্ম্ম ভারতবর্ষীয় আধ্যাত্মিক আশ্রয়প্রাপ্তি ও
প্রয়তন এবং বিনয়, নম্রতা, লজ্জাশীলতা ও গৃহকার্য্যে অনুরাগ
তাহাদের অমূল্য স্বাভাবিক স্বর্গীয় ভূষণ। প্রেমপরীক্ষক
ভগবান্ দেখিলেন,—গোপীগণ তাঁহার জন্ম প্রাণ পরিত্যাগ
করিতেও পশ্চাৎপদ নহেন এবং রমণীভূষণ লজ্জাদিও পরিত্যাগ
করিতে প্রস্তুত ; তাই এখন ধর্ম্মনাশের ও সদাচারত্যাগের ভয়
দেখাইয়া পরীক্ষা করিতেছেন। পতি জীবিত থাকিতে স্ত্রীজাতির
কোনও ধর্ম্মাচরণের প্রয়োজন নাই ; একমাত্র পতি-
দবাতেই তাহাদের সকল ধর্ম্মের অনুষ্ঠান হইয়া যায় ; পক্ষান্তরে
পতিকের অনাদর করিয়া শত শত ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলেও তাহা
ফল। এইরূপ শাস্ত্রাভিপ্রায় দেখাইয়া ভগবান্ গোপীদিগকে
নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। যাঁহারা রাসলীলা শ্রবণ বা কীর্ত্তন
করিলেন, তাঁহাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, ভগবান্ গোপীদিগকে
নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন না। গোপীরা নিবৃত্ত হইবেন
না, তাহা তিনি জানেন। ভক্তের অন্তঃকরণে ভগবৎপ্রাপ্তির
ব্যবহিত পূর্ব্বে জীব ও পারমাত্মায় যে রূপ অশব্দ আন্দোলন
হইয়া থাকে, ভগবান্ তাহাই লীলা করিয়া দেখাইতেছেন।
পারমাত্মার অন্তরে অন্তর্য্যামীর সঙ্গে কতই বাদ প্রতিবাদ
হইয়া থাকে, তাহা সাধকেরই সুবিদিত ; আমরা তাহা বুঝিবার
। বুঝাইবার অধিকারী নহি ॥ ২৩

অস্বর্গ্যমযশস্যঞ্চ ফল্ল কৃচ্ছ্রং ভয়াবহম্ ।

জুগুপ্সিতঞ্চ সর্বত্র হ্যোপপত্যং কুলজিয়াঃ ॥২৪

শ্রবণা দর্শনাদ্ভ্যানাম্যি ভাবোহমুকীর্ণনাং ।

ন তথা সন্নির্বেশে প্রতিষাত ততো গৃহান্ ॥

অম্বস্রঃ ।—হি (নিশ্চিতং) কুলজিয়াঃ (কুলবত্যাঃ নারীয়াঃ) ঔপ-
পত্যম্ (পুরুষাস্তর-সঙ্গঃ) অস্বর্গ্যম্ (স্বর্গপ্রতিকূলম্) অযশস্যং (যশোলো-
পকরণং) ফল্ল (তুচ্ছঃ) কৃচ্ছ্রং (কষ্টসাধ্যং) ভয়াবহং (ভীতিজনকং)
সর্বত্র জুগুপ্সিতম্ (স্বদেশপরদেশয়োঃ নিন্দিতম্) ॥২৪

টীকা ।—কষ্ট তুচ্ছম্ । কৃচ্ছ্রং হঃখসম্পাদকম্ । ঔপপত্যং আরসৌখ্যম্ ॥২৪

অনুবাদ ।—দেখ, কুলনারীর উপপত্তি-সংসর্গ অতি তুচ্ছ,
অথচ কষ্টসাধ্য ও ভয়াবহ; উপপত্তি-সঙ্গ করিলে কুল-নারীর
পূর্ববকীর্তি বিলুপ্ত হয়, দেশে বিদেশে নিন্দার সীমা থাকে না এবং
পরজন্মে স্বর্গলাভও হয় না ॥২৪

তাত্পর্য্য —ইহা কি ঐহিক, কি পারত্রিক, সকল প্রকার
ভয় প্রদর্শনের সারোপসংহার ॥ ২৪

টীকা ।—কিঞ্চ শ্রবণাদিতি ।

অম্বস্রঃ ।—শ্রবণাৎ দর্শনাৎ ধ্যানাৎ অমুকীর্ণনাং মরি [বধা] ভাব
(অমুরাগঃ) [ভবতি] সন্নির্বেশে (সামীপ্যেন) তথা ন [ভবতি] ; ততঃ
(তত্শাৎ) গৃহান্ (স্বত্বভবনানি) প্রতিষাত (প্রতিগচ্ছত ॥

অনুবাদ ।—শ্রবণে, দর্শনে, ধ্যানে ও কীর্ণনে আমাঃ

প্রতি ধেরূপ অমুরাগ জন্মে, আমার নিকটে থাকিলে সেরূপ
র না ; অতএব গৃহে ফিরিয়া যাও ॥

ভাৎপার্শ্ব্য।—ইহা প্রাকৃত শৃঙ্গার রস এবং অপ্রাকৃত
ধুর রস উভয়েরই পরিচায়ক ! প্রাকৃত নায়িকা প্রথমে
যকের রূপগুণের কথা শ্রবণ করিয়া, অমুরক্তচিত্তে অমুসন্ধান
বর্বক দর্শন পায় ; কিন্তু যতদিন সঙ্গলাভ না হয়, ততদিন
নিরন্তর তাহাকেই চিন্তা করে এবং তৎসম্বন্ধীয় কথাই আলো-
না করিতে থাকে । ইহাকেই পূর্বরাগ বলে ।

অপ্রাকৃত মধুর রসেও ভক্তের এইরূপ পূর্বরাগ হইয়া
কে । প্রথমে গুরুমুখে ভগবানের রূপ ও গুণের কথা শ্রবণ,
তৎপরে যথাক্রম রূপের স্ফূর্তি বা প্রাতীতিক দর্শন, তৎপরে
বিচ্ছিন্নচিত্তে নিরন্তর সেই রূপের ধ্যান এবং তৎপরে ভগবৎ-
ধাত্তেই কালযাপন । নৈষ্ঠিক ভক্ত্যমাত্রেরই এইরূপে ভগবদমু-
গ বন্ধমূল হইয়া থাকে ; সে অমুরাগ কখনও বিচলিত হয় না
বং ঐরূপ অবিচলিত অমুরাগেই সাক্ষাৎ ভগবদদর্শন হয় ।
গবান্ শ্রীকৃষ্ণ সাধারণ ভক্তের ভাব দেখাইয়া, গোপীদিগকে
বৃত্ত করিবার চেষ্টা করিলেন । এই শ্লোকের ভঙ্গি দেখিয়া
ন হয়,—ভগবান্ গোপীদিগের নিকট কৌশলে আত্মপরিচয়
লেন । তিনি বলিলেন,—যদি তোমরা আমাকে ভগবান্ বলিয়া
অসমর্পণ করিতে চাও, তবে গৃহে গিয়া আমার অদর্শন ক্রম
তির-প্রাণে অমুক্ষণ রোদন কর ; আমার সঙ্গস্থ অপেক্ষা
হাতে অধিকতর দুঃখলাভ করিবে ।

আমরা ভগবানের সঙ্গও করি নাই এবং তাঁহার বিরহে প্রাণ
খুলিয়া রোদনও করি নাই ; সুতরাং ভগবৎসঙ্গে কিরূপ সুখ এবং
ভগবৎ-বিচ্ছেদেই বা কিরূপ সুখ, তাহার কিছুই জানি না ;
তবে কোনো কোনো ভক্তের মুখে শুনিয়াছি,—ভগবানের
জন্ম রোদনেই অধিকতর আনন্দ হয় । তাহা হইলে, ভগবান্
ঠিকই বলিয়াছেন । ঠিকই বলিয়াছেন বটে, কিন্তু যাহারা সেই
অপ্রাকৃত আনন্দ বিগ্রহ স্বচক্ষুতে নিরীক্ষণ করিয়াছে, তাহাদের
পক্ষে নহে ।

রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগকে স্ব-সমীপে সমাগত দেখিয়া,
পরীক্ষার্থ পরিহাসময় যে সকল বাক্যাবলি বলিয়াছেন ; মহর্ষি
কৃষ্ণ-বৈষ্ণব দশটি শ্লোকে সেই সকল কথা সংগ্রহিত করিয়া
ছেন । নব্য বৈষ্ণব টীাকারগণ ঐ দশটি শ্লোকের ব্যাখ্যায়
অসাধারণ পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন । প্রত্যেক শ্লোকেই
নিবারণ ও অনুমোদন উভয় পক্ষই ব্যাখ্যা করায় অতি সুন্দর ও
সুসংগতও হইয়াছে । কিন্তু গ্রন্থকারের সেরূপ অভিপ্রায়
বলিয়া আমাদের মনে হয় না । বৈষ্ণব টীাকারগণ, রসিকের
শিরোমণি ও ভাবকের চূড়ামণি ; তাঁহারা অচিন্ত্যচিন্ত ভগবানের
মনের ভাব বাহির করিয়াছেন । ভগবান্ গোপীদিগকে নানা ছন্দে
নিবারণ করিলেও তাঁহার অন্তরে যে গোপীদিগের আগমন
অনুমোদিত হইয়াছিল, তাহা রসিক ও ভাবুক মাত্রেই অনুমান
করিতে পারেন । মহর্ষি বেদব্যাস এই দশটি শ্লোকে অসাধারণ
কাব্যরস প্রকাশ করিয়াও গুঢ় ভাবে কৈমন সাধকের সাধন

পরীক্ষা রক্ষা করিয়াছেন ; সাধক পাঠকগণ তাহা বুঝিয়া লইবেন ।
 প্রণয়ী প্রাকৃত নায়কও এইরূপ অবসরে এইরূপ পরিহাসে
 সঙ্কেতস্থ নায়িকাকে এইরূপেই পরীক্ষা করিয়া থাকে । এইরূপ
 পরিহাসময় প্রাকৃত প্রণয় পরীক্ষা অবলম্বন করিয়াই ভগবৎ-কৃত
 অপ্রাকৃত প্রেম-পরীক্ষা বুঝিয়া লইতে হইবে । সকল প্রকার
 শিক্ষাতেই, প্রথমে নকল অবলম্বন করিয়া আসলে পৌছিতে হয় ।
 কিন্তু নকলকে আসল মনে করিলেই সর্বনাশ । অতএব রাসলীলা-
 পাঠক ! প্রাকৃত নায়ক নায়িকার অষ্টাষ্টাংশ পরিত্যাগ করিয়া,
 কেবল প্রণয়্যাংশ গ্রহণ করিলেই রাসলীলার রাসান্বাদ পাইবেন,—
 পরিণামে পরমানন্দের অধিকারী হইবেন । সর্বলোক-হিতৈষী
 মহর্ষি সেই জগুই—তুর্বোধ বিষয়টিকে সুখবোধ করিবার
 জগুই—তুর্গম পথ সুগম করিবার জগুই—অশান্তি-সন্তপ্ত
 সংসারীকে চিরশান্তি প্রদান করিবার জগুই ভগবদিচ্ছায়
 অপ্রাকৃত রাসলীলার উপরিভাগ প্রাকৃত কাব্যরসে আশ্রিত
 করিয়া রাখিয়াছেন । যদি ভগবদমুরাগ বুঝিতে হয়, তবে
 জগতের ভাব দেখিয়াই বুঝিতে হইবে । সেই জগুই পরম
 কারুণিক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, স্বয়ং সচ্চিদানন্দ হইয়াও জগতের
 ভাব অনুকরণ করিয়া 'স্বভক্তি' শিক্ষা দিয়াছেন । আমাদের
 নিতান্ত দুর্ভাগ্য, তাই সংস্করণের সদভিপ্রায়ও অসদভাবে লইতে
 চাই । ভগবানের এই ভাবটি অতি পবিত্র ও মঙ্গলপ্রদ, আমাদের
 হৃদয়ই নরক ॥

শ্রীশুক উবাচ ॥

ইতি বিপ্রিয়মাকর্ষ্য গোপ্যো গোবিন্দভাবিতম্ ।

বিষয়া ভগ্নসঙ্কল্লাশ্চিস্তামাপুর্নতায়াম্ ॥ ২৫

অর্থঃ ।—গোপ্যঃ ইতি (ঈদৃশঃ) বিপ্রিয়ং (অনভীষ্টং) গোবিন্দভাবিতম্
(শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্) আকর্ষ্য (শ্রদ্ধা) ভগ্নসংকল্লাঃ (ভগ্নঃ সংকল্লঃ বাসাং তাঃ
নষ্টমনোরথাঃ) বিষয়াঃ (ছঃখিতাঃ সত্যঃ) ছরতায়াম্ (ছরস্তাং) চিস্তাম্
আপুঃ (প্রাপ্তবত্যাঃ) ॥ ২৫

অনুবাদ ।—শ্রীগোবিন্দের মুখে এইরূপ অপ্রিয় বাক্য
শ্রবণে গোপীগণ ভগ্নমনোরথ ও বিষয় হইলেন এবং তাঁহাদের
চিস্তার সীমা রহিল না ॥ ২৫

তাৎপর্য ।—প্রণয়ী নায়কের নিকট আশ্রিত হইয়া তাঁহারই
মুখে মর্ম্মভেদী প্রত্যাখ্যান-বাণী শ্রবণ করিলে, প্রণয়-নিবন্ধা
নায়িকার যে রূপ চিস্তা হইয়া থাকে, প্রাণাদপি প্রিয়তম পরমাত্মার
মুখে অপ্রিয় কথা শুনিয়া গোপীদিগেরও তাহাই হইল ; প্রেমিক
পাঠক সাধন-মার্গের সঙ্গে মিলাইয়া লইবেন ॥ ২৫

কৃতা মুখাণ্যব শুচঃ স্বসনেন শুশ্যদ্

বিশ্বাধরাণি চরণেণ ভুবং লিখন্ত্যঃ ।

অশ্রৈরুপাত্তমসিভিঃ কুচকুক্ষুমানি

তদ্বৃক্ষন্ত্য উরুদুঃখভরাঃ স্ম তৃক্ষীম্ ॥ ২৬

অর্থঃ ।—উরুদুঃখভরাঃ (উরুঃ মহান্ দুঃখভরো বাসাং তাঃ গোপাঃ)
শুচঃ (শোকাৎ) স্বসনেন (দীর্ঘোষনিঃস্বসিতেন) শুশ্যদ্ বিশ্বাধরাণি
শুভ্যন্তঃ নীরসতাং গচ্ছন্তঃ বিশ্ববৎ লোহিতাঃ অধরাঃ যেষু তানি) মুখানি
(বদনানি) অব (অবাক্ষি) কৃতা (অবনময্য) চরণেণ (পদানুষ্ঠেন)
ভুবং (ভূমিং) লিখন্ত্যঃ (খনন্ত্যঃ) উপাত্তমসিভিঃ (উপাত্তা গৃহীতা
মসিঃ কঙ্কলং যৈঃ তাদৃশৈঃ) অশ্রৈঃ (নয়নজলৈঃ) কুচকুক্ষুমানি
(স্তনবৃক্ষুমানি) মৃজন্ত্যঃ (কালয়ন্ত্যঃ) তৃক্ষীং তদ্বৃক্ষঃ (মৌনং
স্থিতাঃ ॥ ২৬

টীকা ।—চিন্তাপ্রাপ্তানাং স্থিতিমাহ কুবেতি । শুচঃ শোকাহতমতেন
স্বসনেন শুশ্যন্তো বিশ্বকলসদৃশা অধরা যেষু মুখেষু তানি অব অবাক্ষি কৃতা,
তথা চরণানুষ্ঠেন ভুবং মহীং লিখন্ত্যঃ, তথা গৃহীতকঙ্কলৈরশ্রুভিঃ কুচকুক্ষু-
মানি কালয়ন্ত্যঃ তৃক্ষীং স্থিতাঃ যত উরুদুঃখস্য ভরো ভারো বাসাং তাঃ ॥ ২৬

অনুবাদ ।—শোকসন্তপ্ত নিশ্বাসে দুঃখভরাক্রান্ত গোপী-
দিগের বিশ্বাধর নীরস হইয়া আসিল, এবং অঞ্জনাঙ্ক অশ্রুধারায়
কুচকুক্ষু বিধোত হইয়া গেল । তাঁহারা মৌনভাবে অধোবদনে
পদানুষ্ঠের নখদ্বারা ভূমি বিলেখন করিতে লাগিলেম ॥ ২৬

তাহপার্থ্য ।—এই শ্লোকটি কেবল অসীম শোকসন্তপ্ত

অবলাগণের তৎকালোচিত চিত্রাঙ্কণ মাত্র । মহর্ষি সংস্কৃত ভাষায় যেরূপ গোপীচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, ভাষান্তরে তাহার আভাস দেওয়া দুষ্কর । আর ভগবৎকর্তৃক প্রত্যাখ্যাত না হইলে, গোপীদিগের তৎকালীন মনোভাব ব্যক্ত করাও অসম্ভব । এইরূপ অবস্থা হইলেই ভগবৎপ্রেমের পরিপাক হয় । ভগবৎপ্রাপ্তির প্রতিকূল বাক্য শুনিলে, আকৃষ্ট ভক্তের এইরূপ অবস্থাই হইয়া থাকে । সংসারসর্বস্ব মনুষ্যের অর্থ-লালসা যেরূপ, ঔদরিকের মিষ্টান্ন-লালসা যেরূপ এবং ইন্দ্রিয়-পরায়ণা কামিনীর পুরুষান্তর লালসা যেরূপ, আকৃষ্ট ভক্তের ভগবৎ-সঙ্গ-লালসাও সেইরূপ বা ততোধিক উৎকট ; অতএব সংসারী মানব, ঔদরিক ব্যক্তি ও কামুকী কামিনীর নিজ নিজ অভীষ্ট-সিদ্ধির প্রতিকূল বাক্য শুনিলে যেরূপ অবস্থা হয়, ভগবৎপ্রাপ্তির প্রতিকূল বাক্যে ভক্তেরও ঠিক সেইরূপ বা ততোধিক দুঃখবস্থা হইয়া থাকে । অন্তরে এই ভাব রাখিয়া রাসলীলা শ্রবণ বা কীর্তন করিতে হইবে । আমরা ঘোর সংসারী, অর্থ প্রাপ্তির প্রতিবন্ধে আমাদের যেরূপ মর্মান্তিক চিন্তা হইয়া থাকে, ভগবৎপ্রত্যাখ্যানে গোপীদিগের তাহার শতগুণ অধিক হইয়াছিল । ইহার পরে ভগবান্ নিজেই ঠিক এই কথা বলিবেন ॥ ২৬

প্রার্থঃ প্রিয়েতরমিব প্রতিভাবমাণং

কৃষ্ণং তদর্থবিনিবর্তিতসর্বকামাঃ ।

নেত্রে বিমূঢ়্য রুদিতোপহতে স্ম কিঞ্চিৎ-

সংরম্ভগদগদগিরোহক্ৰবতানুরক্তাঃ ॥ ২৭

অনুবাদঃ।—অনুরক্তাঃ (অত্যাশক্তাঃ) তদর্থবিনিবর্তিতসর্বকামাঃ (তদর্থং-
কৃষ্ণার্থং বিনিবর্তিতঃ বিশেষণ নিবর্তিতঃ পরিত্যক্তঃ সর্বকামাঃ ভোগ-
বাসনা বাস্তি তাঃ গোপ্যঃ) রুদিতোপহতে (রুদিতেন রোদনজনিতাশ্রুণা
উপহতে আচ্ছন্নঃ) নেত্রে (নয়নে) বিমূঢ়্য (অবমূঢ়্য) কিঞ্চিৎসংরম্ভ-
গদগদগিরঃ (কিঞ্চিৎসংরম্ভেণ কোপাবেশেন গদগদাঃ অস্পষ্টাঃ গিরঃ
বাক্যানি বাসাং তথাভূতাঃ সত্যঃ) প্রিয়েতরমিব (অপ্রিয়মিব) প্রতিভাবমাণং
(বদন্তঃ) কৃষ্ণম্ অক্ৰবত স্ম (অবদন্) ॥ ২৭

টীকা।—কিঞ্চিৎ, প্রার্থমিতি । কিঞ্চিৎসংরম্ভেণ কোপাবেশেন গদগদা-
গিরো বাসাং তাঃ । অক্ৰবত স্ম অক্ৰবন্ । সংরম্ভে কারণং প্রার্থিত্যাदि ।
প্রিয়েতরমিব প্রতিভাবমাণং প্রত্যাক্ষণম্ ॥ ২৭

অনুবাদ।—পরে কৃষ্ণানুরক্ত গোপীগণ অশ্রুভরাক্রান্ত
নয়নকমল মার্জিত করিলেন এবং যঁহার নিমিত্ত সমস্ত ভোগ-
বাসনা পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেই পরম প্রিয়তম কৃষ্ণের মুখেই
দারুণ অপ্রিয়ের স্মায় বাক্য শ্রবণ করিয়া, কিঞ্চিৎ কোপাবেশে
গদগদ বাক্যে বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২৭

তাৎপৰ্য্য।—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের প্রেম-পরীক্ষার্থ
নিবারণচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহা আপাততঃ অপ্রি-

মাত্র দারুণ অপ্রিয় হইলেও, মেঘাস্তরিত পূর্ণচন্দ্রের অনতিস্পষ্ট আলোকের স্থায় যেন তাহার অন্তরে অন্তরে আশ্বাসময় পরিহাসের অস্পষ্ট আভাস প্রকাশ পাইয়াছে। গোপীগণ যে, তাহা কথঞ্চিৎ বুঝিয়াছিলেন, তাহাও শুকদেবের এই বাক্যেই সূচিত হইয়াছে। শুকদেব বলিয়াছেন—“প্রিয়েতরমিব প্রতিভাবমাণম” অর্থাৎ “কৃষ্ণকে অপ্রিয়ের স্থায় কথা বলিতে দেখিয়া।” ইহাতেই বুঝিতে পারা যায় যে, গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যাখ্যান-বাক্য অপ্রিয় মনে করেন নাই,—অপ্রিয়ের স্থায় মনে করিয়াছিলেন। আবার শুকদেব গোপীদিগের বিশেষণ দিলেন,—“কিঞ্চিৎসংরম্ভ-গদগদগিরঃ” অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যাখ্যান-বাক্যে গোপীদিগের কিঞ্চিৎ কোপ হইয়াছিল,—অত্যধিক কোপ হয় নাই। যদি গোপীগণ কৃষ্ণের অন্তর্গত আশ্বাসগর্ভ পরিহাস অবগত না হইতেন, তবে তাঁহারা তাঁহার বাক্য সম্পূর্ণই অপ্রিয় বলিয়া মনে করিতেন এবং তাঁহার উপর অত্যধিক রুষ্ট হইয়া চলিয়া যাইতেন।

চিৎ ও জড় মিলিত হইয়া এই অখিল জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে; অতএব জগতের কিয়দংশ চিৎ ও কিয়দংশ জড়। চিত্তজড়াত্মক ব্যক্তি-বিশেষের সহিত ব্যক্তি-বিশেষের সংযোগ না থাকিলেও অখিলব্যাপী চিত্তের সহিত ব্যক্তিগতচিত্তের এবং অখিলগত জড়ের সহিত ব্যক্তিগত জড়ের নিত্যসংযোগ আছেই আছে। যেমন অনন্ত-বিসারিত আকাশের কিয়দংশ প্রাচীর-বেষ্টিত হইলেই সেই প্রাচীরাস্তর্গত আকাশই গৃহনামে অভিহিত হয়। অবনী-তলে উত্তম, অধম ও অধম প্রভৃতি বস্তু প্রকার ও বস্তু-সংখ্যক

গৃহ আছে, সকল গৃহেরই প্রাচীরে প্রাচীরে পরস্পর সংযোগ না থাকিলেও জড়স্বরূপে সংযোগ আছে এবং প্রাচীরাস্তর্গত সকল আকাশের সহিত পরস্পর সংযোগ আছেই। সেইরূপ নিখিল-ব্যাপী অনন্ত চৈতন্যের কিয়দংশ ভূতময় দেহবেষ্টিত হইলেই ঐ দেহাস্তর্গত চৈতন্যই 'জীব' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এক দেহরূপ ব্যক্তি-বিশেষের সহিত অপর দেহরূপ ব্যক্তি-বিশেষের সম্বন্ধ না থাকিলেও জড়স্বরূপে সকলের সহিত সকলেরই সংযোগ আছে এবং সকল দেহেরই অন্তর্গত চৈতন্যের সহিত পরস্পর সংযোগ আছেই আছে। সেই জন্তই এক জনের দুঃখে অপরের দুঃখ হয়, এবং এক জনের আনন্দে অপরের আনন্দ হয়; একজনকে রোদন করিতে দেখিলে, অপরের অশ্রুপাত হয় এবং একজনকে হাস্য করিতে দেখিলে, অপরের হাস্য আসিয়াই থাকে। অনেকের অশ্রুর দুঃখে দুঃখ এবং অশ্রুর আনন্দে আনন্দ দেখিতে পাওয়া যায় না ইহাও সত্য। বাহাদেব, পশাদির শ্রায় দেহাভিমানের আবরণ অভ্যন্ত ঘনীভূত, তাহাদের চিতে চিতে সংযোগও সমাচ্ছন্ন। যেমন অনন্ত আকাশের কিয়দংশ সূক্ষ্ম বস্ত্রাবৃত হইলে, তাহার সহিত বহিরাকাশের এবং অসংখ্য গৃহাকাশের সংযোগ বুঝিতে পারা যায়; কিন্তু আকাশাংশ ইষ্টক-নির্মিত নিশিচ্ছদ্র প্রাচীর-বেষ্টিত হইলে, ঐ আকাশাংশের সহিত বহিরাকাশের বা অন্যান্য গৃহাকাশের সংযোগ অবরুদ্ধ হইয়া যায়; অথচ অন্তরে অন্তরে অদৃশ্য সংযোগ থাকে; কিন্তু সংযোগের ক্রিয়া হয় না। সেইরূপ

সমস্ত জীবেরই চিদংশে পরস্পর সংযোগ থাকিলেও দেহাভি-
মানের বিরলতা ও গাঢ়তা অনুসারে চৈতন্য-সংযোগের প্রকাশ
ও অপ্রকাশ হইয়া থাকে । যাহার দেহাভিমান বিরল ও সূক্ষ্ম বা
পাতলা, তাহারই চৈতন্য সংযোগের ক্রিয়া হইয়া থাকে ; অর্থাৎ
অন্তের হৃদয়ের ভাব তাহার হৃদয়ে অনুভূত হয় ; আর যাহার
দেহাভিমানের আবরণ অত্যন্ত গাঢ়—অর্থাৎ দেহ ও দৈহিক
পদার্থই যাহার সর্বস্ব, তাহার চৈতন্য সংযোগের ক্রিয়া হয় না।
অর্থাৎ অন্তের হৃদয়ের ভাব তাহার হৃদয়ে অনুভূত হয় না।
সংসারে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, যাহার উপর যাহার অধিক
স্নেহ, যাহার সহিত যাহার অধিক প্রণয় এবং যাহার প্রতি যাহার
অধিক ভক্তি, তাহারাই পরস্পরের সুখ দুঃখ অধিক অনুভব করে।
পিতা মাতা পুত্রের, পতিব্রতা পত্নী পতির এবং সংশ্লিষ্ট গুরু
হৃদয় বুঝিতে পারে । তাহার কারণ, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে
পৃথক্ ভাবের আবরণ নাই ; সুতরাং তাহাদের অন্তরে অন্তরে
অর্থাৎ চৈতন্যে চৈতন্যে সংযোগের অন্তরায়ও ঘটে নাই । অতএব
যে যাহাকে অন্তরের সহিত ভাল বাসে, সে যে তাহার অন্তরের
কথা বুঝিতে পারে,—ইহা স্থির । প্রিয়তম ব্যক্তি যদি প্রণয়-
পরীক্ষার্থ পরিহাসগর্ভ পরুষ বাক্যও বলে, বাক্য পরুষ হইলেও
ভদ্রস্তুর্গত নিগূঢ় পরিহাস আপনা আপনিই প্রকাশ পায়।
কৃষ্ণপ্রাণা গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণেই প্রাণ মন অর্পণ করিয়াছিলেন—
শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ের সহিত আপন আপন হৃদয় মিশাইয়া ছিলেন ;
তাই প্রিয়তমের অন্তঃ পরিহাস তাহাদের অবিলম্বে রহিল না এবং

সই জন্মই তাঁহারা রোষভরে গৃহে প্রতিগমন না করিয়া, উপযুক্ত উত্তর দানে প্রস্তুত হইলেন। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের মন্থগত ভাব বুঝিয়াও প্রকাশ্য পরমার্থ সহ্য করিতে না পারিয়া হিদিয়া ছিলেন।

মহর্ষি বেদব্যাস বেদান্ত-সূত্রে বলিয়াছেন—“লোকবন্তু লীলা কবল্যম্” অর্থাৎ পরব্রহ্ম যে, ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিয়া থাকেন, গহা তাঁহার লোকবৎ লীলা অর্থাৎ খেলামাত্র। শাস্ত্রানুসারে দি সৃষ্টিকার্য্য তাঁহার খেলাই হয়, তবে সুবুদ্ধি পাঠক বুঝিয়া যাইবেন, জগৎ সংসারে যাহার যাহা কিছু বিপদ, বিভীষিকা, বা কোনো প্রকার অমঙ্গল ঘটে, তাহাও সেই লীলাময়ের পরিহাস-ভর্ত্ত পরীক্ষা বা খেলা। তিনি অনুক্ষণ আনন্দের আকর্ষণরূপ শিশীর গানে জীবগণকে আত্মসমোপে আহ্বান করিতেছেন—আবার নানাপ্রকার বাহ্য বিভীষিকা দেখাইয়া নিবারণও করিতেছেন,—যার হাসিতেছেন। সুদারূণ বিভীষিকার ভিতরেও তাঁহার সৌম্য দয়া, কুশলময় আশ্বাস এবং সুমধুর পরিহাস নিগূঢ়ভাবে হিয়াছেই। যে ব্যক্তি তাঁহার প্রদর্শিত কৃত্রিম বাহ্য বিভীষিকা শর্শনে সাধন-পথে পশ্চাৎপদ না হইয়া এবং তাঁহার অন্তর্নিহিত ষা, আশ্বাস ও পরিহাসের ভাব অবগত না হইয়া, তাঁহাকে এইবার জন্মই গোপীর শ্যায় দৃঢ়পদে দণ্ডায়মান থাকে, সেইই ধানন্দবিগ্রহের আলিঙ্গনলাভে সমর্থ হয়। এখন অবশ্যই বুঝিতে পারা যায়,—যে পরিহাসময় পরীক্ষা অনাদিকাল হইতে অনন্ত সংসারে অনুক্ষণ হইতেছে ॥ ২৭

শ্রীগোপ্য উচুঃ ॥

মৈবং বিভোহঁতি ভবান্ গদিতুং নৃশংসং

সন্ত্যজ্য সৰ্ববিষয়াংস্তব পাদমূলম্ ।

ভক্তা ভজস্ব দুরবগ্রহ মা ত্যজ্যস্মান্

দেবো যথাদিপুরুষো ভজতে মুমুক্শুন্ ॥ ২৮

অর্থঃ ।—বিভো (হে সৰ্বসমর্থ) ভবান্ (অস্বত্বপ্রসূতমঃ) এতৎ
(ঈদৃশং) নৃশংসং (ক্রুরং বচনং) গদিতুং (বক্তুং) মা অহঁতি (ন যোগে
ভবতি) ; দুরবগ্রহ (হে স্বচ্ছন্দ) যথা আদিপুরুষঃ (পরমেশ্বরঃ) দেবো
(নারায়ণঃ) মুমুক্শুন্ (যুক্তিমিচ্ছুন্) ভজতে (স্বীকরোতি) [তথা] সৰ্ব
বিষয়ান্ (সৰ্বান্ ভোগান্) সন্ত্যজ্য (বিহায়) তব পাদমূলং (চরণসমীপং)
ভক্তাঃ (আশ্রিতাঃ) অস্মান্ (গোপীজনান্) ভজস্ব (স্বীকুরু) মা ত্যজ্য
(ন প্রত্যাখ্যাহি) ॥ ২৮

টীকা ।—নৃশংসং । ক্রুরম্ । দুরবগ্রহ স্বচ্ছন্দ । তব পাদমূলং ভক্ত
সেবিতবতীরস্মান্ ভজস্ব মা ত্যজ্যেতি ॥ ২৮

অনুবাদ ।—গোপীগণ বলিলেন,—হে বিভো! আমরাদিগকে
এরূপ নির্ভর বাক্য বলা তোমার উচিত নয় ; হে স্বচ্ছন্দ পুরুষ
আমরা ঐহিক পারত্রিক সমস্ত ভোগাভিলাষ পরিত্যাগ করিয়া
তোমার চরণ-সমীপে আশ্রয় লইয়াছি । অতএব যেমন আদিদে
নারায়ণ মুমুক্শু ব্যক্তিকে আত্মসাৎ করেন, সেইরূপ আমরাদিগকে
গ্রহণ কর ;—পারিত্যাগ করিও না ॥ ২৮

তাৎপৰ্য্য ।—গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে “বিভো!” বলিয়া

সম্বোধন করিলেন এবং বলিলেন,—“তোমার চরণসমাপে আশ্রয় লইয়াছি” । ইহা ত ঈশ্বরোচিত সম্বোধন এবং ঈশ্বরোচিত বিজ্ঞাপন । অমুরক্তা কামিনীর প্রণয়ী পুরুষের প্রতি এরূপ সম্বোধন ও এরূপ বিজ্ঞাপন সম্ভবে না । বরং অকারণে প্রত্যাখ্যাতা পতিরতা পত্নীর পতির প্রতি কথঞ্চিৎ সম্ভবে । গোপবালাগণ শ্রীকৃষ্ণের পরিণীতা পত্নী নহেন,— তাঁহারা পরনারী । রসশাস্ত্রানুসারে প্রণয়ী পুরুষের প্রতি প্রণয়িনী কামিনীর এরূপ উক্তিতে রসাতাস হয় ; তাহা কখনই সংগত নহে । অতএব বুঝিতে পারা যায় যে, গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ ভগবান্ বলিয়াই তাঁহার আশ্রয় লইতেছেন । সেই জ্ঞা, পূর্বের ভগবান্ যে সকল বিভীষিকা দেখাইয়াছিলেন, তাহার বিন্দুমাত্র স্পর্শ না করিয়া, কেবল পদাশ্রয় প্রার্থনা করিলেন । অতঃপর সন দ্বারা বিবেকাশ্রয়ে সমস্ত প্রাকৃত পদার্থে মিথ্যা জ্ঞান না হইলে এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়স্থে তুচ্ছ জ্ঞান না হইলে, অপরোক্ষভাবে ব্রহ্মানুভূতি হয় না ;—ইহা শ্রুতি ও বেদান্তের চরম সিদ্ধান্ত । গোপীগণ সবিগ্রহ পরব্রহ্ম পাইবার বাসনা করিয়াছেন, তাই তাঁহারা বলিলেন—‘আমরা সর্ববিষয় পরিত্যাগ করিয়া তোমার চরণাশ্রয় লইয়াছি’ । প্রাকৃত প্রণয়ী নায়কের প্রতি প্রাকৃত প্রণয়িনী নায়িকার এরূপ দাম্পণ্যচয় দেওয়া সম্ভবে না ; কেন না, যখন ইন্দ্রিয়-স্থের শ্রুই নায়কের আশ্রয় লইতেছে, তখন সর্ববিষয় পরিত্যাগ করুণে হইল ? বরং রতি-প্রার্থনাতেই ইন্দ্রিয়স্থের চূড়ান্ত প্রার্থনা হইল । অতএব গোপাদিগের বাক্যে অত্যাচ ঈশ্বরানু-

রাগই প্রতিপন্ন হইতেছে । আবার গোপীগণ দৃষ্টান্ত দিলেন,—
 “যেমন আদিত্যেব নারায়ণ মুমুক্শু ব্যক্তিকে আত্মসাৎ করেন,
 সেইরূপ তুমি আমাদেরকে গ্রহণ কর ।” পরপুরুষের নিকট
 ব্যক্তিচারিণী .কামিনীর ঘৃণিত রতি-প্রার্থনার কি এই দৃষ্টান্ত ?
 অতএব দেখা যায়, সচ্চিদানন্দঘন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রাকৃত নাগর
 সাজিয়া, গোপীদিগকে নিবারণ করিবার ছলে ব্যঙ্গোক্তিভেদে যেরূপ
 রসিকতা বর্ষণ করিলেন, ভগবৎপ্রাণা গোপাঙ্গনা সে দিকেও
 গেলেন না,—তঁাহাদের লক্ষ্য স্থিরই রহিল । ইহার ভিতরে
 প্রাকৃত নায়ক-নায়িকা-সম্বন্ধীয় অশ্লীল ভাবের আশঙ্কা করিবার
 কোনও কারণ নাই । ইহা অপরিবর্তনীয় অটল-অচল ঈশ্বরামুরাগ
 ভিন্ন আর কিছুই নয় । ইহার পরে গোপীদিগের ঈশ্বরামুরাগ
 আরও অধিকতর প্রকটিত হইতেছে । সত্যশংসী মুনিবর গর্গ
 গোকুলে আগমনপূর্বক ভগবানের নাম রাখিয়াছিলেন । ঐ
 সময়ে তিনি বাৎসল্যময় ব্রজরাজ নন্দের নিকট একরূপ ভাবে
 ভগবানের পরিচয় দিয়াছিলেন, যাহাতে নন্দ ভগবান্কে মানব-
 পুত্রের স্থায় নিজ পুত্র বলিয়া মনে করেন, অথচ তাহারই মধ্যে
 ভগবন্ত্বও প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকে । তিনি নানা কথার মধ্যে
 বলিয়াছিলেন, “হে নন্দ ! তোমার এই পুত্রটি সর্বসদগুণে
 নারায়ণের তুল্য হইবে । গোপীগণ তাহা পরম্পরায় শুনিয়া
 ছিলেন ; সেই জন্মই ভগবান্কে বলিলেন, যেমন নারায়ণ মুমুক্শু
 ব্যক্তিকে গ্রহণ করেন, সেইরূপ তুমি আমাদেরকে গ্রহণ কর ।
 কারণ, তুমি নারায়ণের তুল্য গুণশালী ॥ ২৮

যৎ পতাপত্যস্থহৃদামমুভূতিরঙ্গ

জ্ঞীণাং স্বধর্ম ইতি ধর্মবিদা ত্রয়োক্তম্ ।

অস্ত্বেবমেতদুপদেশপদে ত্রয়ীশে

প্রোষ্ঠো ভবাংস্তনুভূতাং কিল বন্ধুরাত্মা ॥ ২৯

অনুব্রূয়ঃ ।—অঙ্গ (হে শ্রীকৃষ্ণ) পতাপত্যস্থহৃদাম্ (পতয়শ্চ অপত্যা-
নিচ স্থহৃদশ্চ তেষাম্) অমুভূতিঃ (অমুবর্তনং শুক্রবণং) জ্ঞীণাং (নারীণাং)
স্বধর্মঃ (অবশ্যকর্তব্যং) ইতি যৎ ধর্মবিদা (ধর্মং বেত্তীতি ধর্মবিৎ তেন
ধর্মবাগীশেন) ত্রয়া উক্তম্ (উপদিষ্টম্) এতদুপদেশপদে (এতত্ত্ব উপ-
দেশস্ত পদে স্থানে) ত্রিশে (অন্তর্যামিনি) ত্রয়ি এবম্ অস্ত (ভবতু) ।
ভবান্ (ত্বং কিল) তনুভূতাং (তনুং বিলতীতি তনুভূতঃ তেষাং দেহধারিণাং)
আত্মা (অন্তর্যামী) প্রোষ্ঠঃ (প্রিয়তমঃ) বন্ধুঃ (স্নহৎ ৫) ॥ ২৯

টীকা ।—অপিতু যদ্বক্তং যৎ পতাপত্য ইত্যাদি ত্রয়া ধর্মবিদেতি সোপ-
হাসম্ এবমেতৎ উপদেশানাং পদে বিষয়ে ত্রয়োবাস্তব । উপদেশপদত্বে হেতুঃ
ঈশে ইতি । বিবিদিষাবাক্যেন সর্বোপদেশানামৌশপরত্বাবগমাদিতি ভাবঃ ।
ঈশত্বে হেতুঃ আত্মা কিল ভবানিতি । ভোগ্যসা হি সর্বত্র ভোক্তাস্বৈবেশ
ইত্যতঃ প্রোষ্ঠো বন্ধুশ্চ ভবানেবেতি সর্ববন্ধুযু কবণীয়ং ত্রয়োবাস্তবিতার্থঃ ।
অথবা ধর্মোপদেশানাং পদ্য স্থানে ধর্মোপদেশেরি ত্রয়ি সতি আত্মাস্থ ধর্মঃ
জিজ্ঞাসমানাসু সতীযু ত্রয়া ধর্মবিদা যদ্বক্তম্ এবমেতদন্ত নতু ত্বং ধর্মোপ-
দেশো, কিন্তু ভবানাত্মেতি । অর্থমর্থঃ । সর্বধর্মফলরূপত্বমেব যদি প্রাপ্ত-
স্তদা কিমন্যেন ধর্মাস্থষ্ঠানসন্ধানেন ইতি ন বা বয়ং ধর্মং জিজ্ঞাসমানাঃ ।
অথবা যদ্বক্তম্, এতদুপদেশপদে তদগোচরপুরুষেৎস্ত নাম ত্রয়ি ঈশে স্বামিনি
তু সতি এবং, কাকা নৈবমিতার্থঃ । যতস্তনুভূতাং ত্বমাআ ফলরূপ ইতি ।

বদ্বা, যজ্ঞকং পত্যাশিশুশ্রবণং ধর্ম ইতি, এবমেতং স্বযোবাস্ত কুতঃ উপদেশপদে শুশ্রূষণীয়ত্বেন উপদিশ্যমানানাং পত্যাশ্রীনাং পদেহধিষ্ঠানে । কুত ঈশে । নহীশ্বরমধিষ্ঠানং বিনা কোহপি পতিপুত্রাদিনামেতি । নহি অধিষ্ঠানভূতরজ্জুসদ্ব্যাক্রাং নিশ্চিতানাং সর্পাদিকমাবোপা ক্ষুরতীতি ভাবঃ । অন্যৎ সমানম্ । অলমতিবিস্তরেণ ॥ ২২

অনুবাদ।—হে কৃষ্ণ ! আমরা বুঝিলাম, ধর্মশাস্ত্রে তুমি দিগ্গজ পণ্ডিত ; তুমি যে বলিলে, “পতি, পুত্র ও স্নহৃদবর্গের সেবা করা স্ত্রীজাতির স্বধর্ম, তাহা সত্যই । আমরা তাহা স্বীকার করিলাম ; কিন্তু তুমি ঈশ্বর, অতএব তুমিই তোমার ঐ উপদেশের বিষয় অর্থাৎ তোমার সেবাতেই আমাদের সর্বসেবা সিদ্ধ হউক ; কারণ তুমি নিখিল দেহধারীর আত্মা, প্রিয়তম ও বন্ধু ॥ ২১

তাৎপর্য।—ইহার উপরে উচ্চতর সাধনার কথা, উচ্চতর সাধকের কথা এবং উচ্চতর ভগবৎপ্রেমের কথা আর কি হইতে পারে ? জীব যখন আপনাকে প্রকৃতি জ্ঞানিয়া মধুরভাবে পরম-পুরুষের সেবা করিতে পারিবে, তখনই তাহার চরম গতি ও পরম নির্বৃত্তি । শাস্ত্র, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পাঁচ প্রকার ভাবেই ভগবানকে ভক্তি করার নাম মধুর ভাব । ঈশ্বর-বোধে ভক্তি করার নাম শাস্ত্র ভাব ; প্রভু বোধে আদেশ পালন করার নাম দাস্য, বন্ধু বোধে প্রণয় করার নাম সখ্য ; পুত্র বোধে স্নেহ করার নাম বাৎসল্য এবং পতিবোধে ঐ সকল ভাবের সহিত আত্মসমর্পণ করার নাম মধুর ভাব । সংসারের মানব-

প্রতির মধ্যে পরস্পরের প্রতি এই পাঁচ প্রকার ভাবের অশ্রুতম
 বা দেখিতে পাওয়া যায় । এই পাঁচটি ভাবের অশ্রুতম ভাবেই
 এক ব্যক্তি অপরের সেবা করিয়া থাকে ; এবং অপরের প্রতি
 অনুরক্ত হয় ; আর তাহাতেই আনন্দ অনুভব করে । এই পাঁচ
 ভাবের বন্ধনেই সংসার আবদ্ধ এবং এই পাঁচ ভাবের অস্তিত্বেই
 সংসারের অস্তিত্ব । ভগবৎ-প্রেম আর কিছুই নহে ; এই পাঁচ
 ভাবের অনুরাগ সংসার হইতে উঠাইয়া ভগবানে অর্পণ করাই
 রম ভগবৎপ্রেম বা মাধুর্য্য প্রেম । ঈশ্বরই প্রভু, ঈশ্বরই সখা,
 ঈশ্বরই পুত্র এবং ঈশ্বরই পতি ; সংসারে আর কাহারও
 হিত আমার কোনও সম্বন্ধ নাই ; এই ভাব দৃঢ়বদ্ধ হইলেই
 গীতের পরমানন্দ ।

তখন আনন্দলাভের জন্ত পৃথক বস্তু বা পৃথক পৃথক ব্যক্তি
 অবলম্বন করিতে হয় না ; তখন জীব সকলানন্দের মূল-স্বরূপ
 প্রত্যক্ষ পরমানন্দ পাইয়া এক স্থানেই সকলানন্দ আশ্বাদন
 করিতে পারে । শ্রুতি বলিয়াছেন,—“সমস্ত জীব সেই ব্রহ্মা-
 নন্দেরই কিঞ্চিন্নাত্র আশ্বাদন করিয়া জীবন ধারণ করে ; অতএব
 যে আনন্দের কিঞ্চিন্নাত্রই জীবের উপজীবা, সেই মূলানন্দ
 গাইলে, আর অন্যানন্দের প্রয়োজন হয় না ; সকল আনন্দের
 অন্তিলাষ তাহাতেই পরিতৃপ্ত হইয়া যায় । তাই ভক্তচূড়ামণি
 প্রহ্লাদ প্রার্থনা করিয়াছিলেন,—

“যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী ।

তামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু ॥

অর্থাৎ বিষয়াসক্ত অবিবেকী মানবদিগের ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ভোগে যে অনপায়িনী প্রীতি হইয়া থাকে, একমাত্র তোমার স্মরণে আমার যেন সেইরূপ অনপায়িনী প্রীতি হৃদয় হইতে অপস্থত না হয়।” সব শিয়ালের এক র।

গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন,—তুমি ঈশ্বর, তোমার সেবাতেই আমাদের পতি, পুত্র ও সুহৃদ্বর্গের সেবা সম্পন্ন হউক ; অর্থাৎ সংসারিণী কামিনী পতি, পুত্র ও সুহৃদ্বর্গের সেবা করিয়া যে ফল, যে আনন্দ পাইয়া থাকে—আমরা তোমার সেবা করিয়া সেই ফল, সেই আনন্দ প্রাপ্ত হইব। তুমিই আমাদের ঈশ্বর, তুমিই আমাদের সুহৃৎ, তুমিই আমাদের পুত্র, এবং তুমিই আমাদের পতি। ঈশ্বর বলায় শাস্ত্র, সুহৃৎ বলায় সখ্য, পুত্র বলায় বাৎসল্য এবং পতি বলায় মাধুর্য্য ভাব পাওয়া গেল ; আর সেবার কথায় দাস্য আপনা আপনিই আসিল। এখন বুঝা গেল, গোপাঙ্গনারা সংসারের কাহারো সঙ্গে কোনও সম্বন্ধ না রাখিয়া পূর্ব্বোক্ত পঞ্চভাবেই ভগবানকে আশ্রয় করিতে চাহিতেছেন। ভগবানই যে পতি, পুত্র ও সুহৃৎ, তাহার কারণ দেখাইলেন, এবং ভগবানের সেবাতেই যে, সর্ব্বসেবা সিদ্ধ হয়, তাহারও কারণ প্রদর্শন করিলেন। তাহার বলিলেন,—তুমি অখিল দেহধারীর আত্মা ; অর্থাৎ যেমন পরিদৃশ্যমান প্রভাকর উত্তাপরূপে পার্থিব সমস্ত পদার্থের অন্তর্গত রহিয়াছেন, সেইরূপ আমাদের সম্মুখবর্ত্তী চিদম্বন বিগ্রহধারী তুমিই প্রত্যেক জীবদেহে চৈতন্যস্বরূপ আত্মা হইয়া রহিয়াছ ; অতএব পতির মধ্যেও তুমি,

পুত্রের মধ্যেও তুমি এবং সমস্ত সুহৃদ্বর্গের মধ্যেও তুমি ; সুতরাং যেমন মূল উত্তাপের অর্থাৎ প্রভাকরের পূজা করিলে, পদার্থগত সমস্ত উত্তাপেরই পূজা হইয়া যায়, সেইরূপ মূল পতির, মূল পুত্রের এবং মূল বন্ধুর অর্থাৎ তোমার সেবা করিলে, পরিণেতা উপপতির, গর্ভজাত উপপুত্রের ও মনঃ-কল্পিত উপমিত্রের সেবা আপনা আপনিই হইয়া থাকে ।

ভগবৎসর্বস্ব গোপীগণের অভিপ্রায়ে ভগবান্‌ই মূল বা ষথার্থ পতি, ভগবান্‌ই ষথার্থ পুত্র এবং ভগবান্‌ই ষথার্থ সুহৃৎ ; আর নাঃসারিক পতিমাত্রেই উপপতি, পুত্রমাত্রেই উপপুত্র এবং সুহৃৎ-মাত্রেই উপসুহৃৎ । আশা করি, তত্ত্বদর্শী পাঠক এ কথায় হাসিবেন না। গোপীগণ প্রাকৃত লৌকিক ধর্ম্মশাস্ত্রের কথা বলিতে-ছেন না,—লোকাভীত চরম তত্ত্বকথাই বলিতেছেন । ইহা কেবল গোপীগণের কথা নহে, পারমার্থিক শাস্ত্রেরও এই কথা । তত্ত্ব-মন-সম্মত দ্বৈতবাদের সিদ্ধান্তই এই । ভক্তাদৃত দ্বৈতবাদের অভিপ্রায়ে, শুদ্ধ জীব চিন্ময়, অপ্রাকৃত চিন্ময় ধামই তাহার নিজ নিত্য নিকেতন এবং সচ্চিদানন্দময় ভগবানের সঙ্গেই তাহার নিত্য-সম্বন্ধ । ভগবদিচ্ছায় কস্মীন্মুরূপ ভৌতিক দেহ ধারণ-পূর্বক নরলোকে অস্থায়ী উপনিবেশ নির্মাণ করিয়া, তথায় বাস করে এবং তত্রত্য ভূতময় দেহের সহিত অস্থায়ী সম্বন্ধে আবদ্ধ হয় । ইহা কেবল শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত নহে ; চিন্তাশীল মানবের প্রতি-ন্যস্ত প্রত্যক্ষ অনুভূত । তবেই বুঝা যায়, এখানকার গৃহ উপগৃহ, এখানকার পুত্র উপপুত্র, এখানকার মিত্র উপমিত্র এবং

এখানকার পতিও উপপতি ; এক কথায়, এখানকার সম্বন্ধ মাত্রই উপসম্বন্ধ। এখানে পর্ণকুটীরবাসী দীন দরিদ্র হইতে অত্যুচ্চ অট্টালিকাবাসী চক্রবর্তী রাজ্য পর্য্যন্ত উপগৃহ অর্থাৎ ভাড়াটিয়া বাড়িতে বাস করিতেছেন এবং নিঃসম্বন্ধ ব্যক্তিদের সহিত সম্বন্ধ পাতাইয়াছেন। ব্রহ্মাণ্ড-স্বামী যখন মনে করিবেন, তখনই পরস্পর হইতে পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন করিয়া উঠাইয়া দিবেন এবং দিতেছেন। সকলে ইহা দেখিয়াও দেখেন না, বুঝিয়াও বুঝেন না ; শ্রীবৃন্দাবনের গোপী তাহা বুঝিয়াছিলেন, তাই উপগৃহ, উপপুত্র, উপমিত্র এবং উপপতির সহিত মিথ্যা সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া, নিত্য নিকেতনে যাইবার জ্ঞান, নিত্যপুত্র, নিত্যমিত্র এবং নিত্যপতির আশ্রয় লইতেছেন।

পা খাতু হইতে পতিশব্দ সিদ্ধ হইয়াছে ; যিনি রক্ষা করিতে সমর্থ, তিনিই পতি। যে আপনাকে আপনি রক্ষা করিতে সমর্থ নহে, সে অন্নের পতি অর্থাৎ রক্ষক হইবে কিরূপে ? পুং-নামক নরক হইতে যে উদ্ধার করে, সেই পুত্র ; যে আপনাকে উদ্ধার করিতে অসমর্থ, সে অন্নের পুত্র অর্থাৎ নরকত্রাতা হইবে কিরূপে ? যে বিনা স্বার্থে অন্নের হিতসাধন করে সেই সুহৃৎ ; যে সর্বদাই স্বার্থানুসন্ধানে অন্ধ, সে অন্নের সুহৃৎ অর্থাৎ নিঃস্বার্থ মিত্র হইবে কিরূপে ? অতএব আখল-পালক সর্ববাপাহারী পরিপূর্ণস্বরূপ পরমেশ্বরই যথার্থ পতি, যথার্থ পুত্র ও যথার্থ সুহৃৎ। পতিপুত্রাদি নামধারী ভৌতিক দেহের সহিত কাহারো কোনো সম্বন্ধই নাই ; সেই দেহের অন্তর্গত পরমাত্মার সহিতই

কলের নিত্যসম্বন্ধ ; সেই পরমাত্মাই বাহিরে গোপীর সম্মুখবর্তী
গ্রহধারী শ্রীকৃষ্ণ । গোপী তাঁহাকে চিনিয়াছিলেন, তাই সব
ড়িয়া তাঁহার শরণাগত হইলেন ।

গোপীগণ ভগবানকে প্রেষ্ঠ অর্থাৎ প্রিয়তম বলিলেন । সক-
লরই দেহ ও দৈহিক পদার্থ প্রিয়, জীবাত্মা প্রিয়তর এবং
পরমাত্মা প্রিয়তম । পরমাত্মাকে অপেক্ষা করিয়া জীবাত্মা প্রিয়
এবং জীবাত্মাকে অপেক্ষা করিয়া দেহ ও দৈহিক পদার্থ প্রিয়
ইয়া থাকে । অতএব পরমাত্মাই প্রিয়তম । শ্রুতি বলিয়াছেন,—
অরে! পতির নিমিত্ত পতি প্রিয় হয় না, পুত্রের নিমিত্ত পুত্র প্রিয়
হয় না, কাহারও নিমিত্ত কেহ প্রিয় হয় না ; কেবল আত্মার
নিমিত্তই এক ব্যক্তি বা বস্তু অণ্ডের প্রিয় হইয়া থাকে” । সেই
আত্মার আত্মা পরমাত্মাই বিগ্রহধারী শ্রীকৃষ্ণ ; অতএব শ্রীকৃষ্ণই
প্রিয়তম এবং তাঁহার প্রীতিতেই জগৎ প্রীত,—‘তস্মিন্ তুষ্ণে
গন্তুং যত’ । অতএব গোপীগণ ঠিকই বলিয়াছেন,—“তোমার
দ্বারা পতি-পুত্রাদি সকলেরই সেবা সিদ্ধ হউক” ।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অৰ্জুনকে বলিয়াছেন,—“ত্রেগুণ্য-বিষয়া
বদা নিস্ত্রেগুণ্যো ভবাজ্জুন ।” অর্থাৎ বেদ ত্রেগুণ-বিষয়ক, তুমি
স্ত্রেগুণ-শূন্য হও । অতএব “অবিজ্ঞাবদ্ বিষয়ো বেদঃ” অর্থাৎ
বিজ্ঞান অজ্ঞানে আচ্ছন্ন হইয়া প্রাকৃত পদার্থই পরম পদার্থ
বং প্রাকৃত সূখই চরম সূখ মনে করে, পরম বস্তু ও চরমা-
ন্দের স্বরূপ অবগত নহে, তাহাদেরই জ্ঞান বিধি-নিষেধাত্মক
বিদ্যাধি ধর্মশাস্ত্র ; যাহারা পরম বস্তুর তত্ত্ব অবগত হইয়া, পরমা-

নন্দের আশ্বাদনে সাংসারিক সমস্ত ভোগ সুখ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছে তাহাদের জন্ম নহে । যে সকল স্ত্রীজাতির অস্থিচর্মময় দেহ বিশেষে পতিবোধ আছে, এবং যাহারা ইন্দ্রিয়সুখের বাসনা ও সন্তানসন্ততিলাভের কামনা পোষণ করে, তাহাদের জন্মই “পতির বশুরঃ স্ত্রীগাম্” “পতিঃ স্ত্রীভিন্ন হাতব্যঃ” ইত্যাদি ধর্মশাস্ত্রের বিধান । তাহারা যদি পতিপুত্রাদির সেবা না করে, তবে অধর্ম হইবে ; কিন্তু যাহারা জগৎপতিকেই যথার্থ পতি বলিয়া বুঝিয়াছে, প্রাণে মনে ঐক্য করিয়া “ত্বয়া হৃদীকেশ হৃদিস্থিতেন, যঃ নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি” বলিতে পারিয়াছে, এবং “ঈশ্বর সর্বভূতানাং হৃদ্যেশেহর্জুন তিষ্ঠতি, ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যজ্ঞারূঢ়াণি মায়ায়া” ইহার অর্থ অবগত হইয়াছে, তাহাদের লৌকিক কর্তব্য-করণে পুণ্য নাই, অকরণে পাপও নাই । যাহারা আনন্দঘন মদন মোহন রূপে মুগ্ধ হইয়া, প্রাকৃত সমস্ত ভোগসুখ তৃণবৎ পরিত্যাগ পূর্বক তাঁহারই আশ্রয় লইয়াছে তাহাদের লৌকিক ধর্মাদর্শ নাই সুতরাং ভগবৎসর্বস্ব গোপীদিগেরও নাই । কিন্তু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ লৌকিক ধর্মশাস্ত্রানুসারে গোপীদিগকে পতিপুত্রাদির সেবা করিতে বলিয়াছিলেন, তাই গোপীগণ সূক্ষ্মধর্মতত্ত্ব তাঁহাদের শুনাইয়া দিলেন এবং “ধর্মবিত্” অর্থাৎ “ধর্মশাস্ত্রে বড় পণ্ডিত” বলিয়া উপহাস করিলেন ।

শুকপ্রোক্ত এই শ্লোকটিতে গোপীগণ যাহা বলিলেন, তাহা সমস্ত উপনিষদের সারাংশ, বেদান্তের চরম সিদ্ধান্ত এবং সাধকে ভগবৎপ্রাপ্তির অব্যবহিত সাধন ॥ ২৯

কুর্বন্তি হি ত্বয়ি রতিং কুশলাঃ স্ব আত্ম-

মিত্যপ্রিয়ে পতিস্তুতাদিভিরার্তিদৈঃ কিম্ ।

তন্নঃ প্রসীদ বরদেবশ্চর মাশ্ম ছিন্দ্যা

আশাং ধৃতাং ত্বয়ি চিরাদরবিন্দনেত্র ॥ ৩০

অর্থঃ ।—হি (নিশ্চিতং) কুশলাঃ (শাস্ত্রনিপুণাঃ জনাঃ) নিত্যপ্রিয়ে
শব্দংপ্রীতিকরে) স্ব আত্মনি (নিজাত্মস্বরূপে) ত্বয়ি (শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে)
তিং (ভাবং) কুর্বন্তি (স্থাপয়ন্তি) আর্তিদৈঃ (সদাহঃখদায়কৈঃ) পতি-
তাদিভিঃ (পতিপুত্রাদিভিঃ) কিং (কিং প্রয়োজনং ন কিমপীত্যর্থঃ) ;
ঃ (তস্মাৎ) বরদেবশ্চর (হে বরদশ্রেষ্ঠ) অরবিন্দনেত্র (হে কমললোচন)
ঃ (অশ্রুভাং) প্রসীদ (প্রসন্নো ভব) ; ত্বয়ি (শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে ভগবতি)
চরাং ধৃতাং (রোপিতাম্) আশাং (অমুরাগরূপাং) মা ছিন্দ্যাঃ (ন
স্বলয়) ॥ ৩০

টীকা ।—এতৎ সদাচারেণ দ্রুতমন্তঃ প্রার্থয়ন্তে—কুর্বন্তি হীতি । কুশলাঃ
শাস্ত্রনিপুণাঃ । তথাচ শাস্ত্রম্ । কিং প্রজয়া করিষ্যামো যেষাং নারয়মা
লাক ইতি ॥ ৩০

অনুবাদ ।—তুমি সকলেরই আত্মস্বরূপ ; স্তুতরাং
নিত্য-প্রিয়, এই জন্ম শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণ তোমাতেই রতি করিয়া
গাকেন । পতি-পুত্রাদি কেবল দুঃখদায়ক, তাহাদিগকে প্রয়োজন
নাই । অতএব হে বরদশ্রেষ্ঠ ! হে কমললোচন ! আমাদের প্রতি
প্রসন্ন হও ; বহুদিন হইতে তোমার আশায় আছি ; সে আশা
ছন্দন করিও না ॥ ৩০

তাৎপর্য।—প্রমাণ-সমূহের মধ্যে সদাচারও একটি অত্যন্ত প্রমাণ। গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য-সম্বন্ধে প্রমাণ-স্বরূপ সদাচার দেখাইলেন,—বলিলেন, “দেখ কৃষ্ণ ! আমরা স্ত্রীজাতি বলিয়া ধরা পড়িয়াছি, তুমি আমাদেরকে ব্যভিচারিণী বলিয়া মনে করিতেছ ; কিন্তু ভাবিয়া দেখ, যাহারা শাস্ত্রের মর্থ অবগত আছে, তাহারা স্ত্রীই হউক, আর পুরুষই হউক, আমাদের গায় তোমার প্রতি অনুরক্ত না হইয়া থাকিতে পারে না।

বাস্তবিক শাস্ত্রোক্ত কৃষ্ণতত্ত্ব বুঝিলে, তাঁহাতে অনুরক্ত না হইয়া থাকিবার উপায় নাই। আবার ইহাও বুঝিতে পারা যায় যে, কীটগু হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত সমস্ত জীব কৃষ্ণেই অনুরক্ত রহিয়াছে, কৃষ্ণাশ্রয়েই জীবিত আছে এবং অনুরক্ত কৃষ্ণানুসন্ধানই করিতেছে। তাই গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের দুটি বিশেষণ দিলেন,—“স্নেহ আত্মনি” এবং “নিত্যপ্রিয়ে”। “নিরুপাধি প্রেমাস্পদহম্ আত্মহম্” অর্থাৎ কোনো কারণ অপেক্ষা না করিয়া, জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই যে বস্তুর প্রতি প্রেম হইয়া থাকে, তাহাই আত্মা ; অতএব আত্মাই অহৈতুক প্রেমের বিষয়। সেই চৈতন্যস্বরূপ অন্তর্ধ্যামী আত্মাই বাহরে বিগ্রহবান্ শ্রীকৃষ্ণ। “আত্মার প্রতি প্রেম যদি জীবের স্বাভাবিক, তবে বিগ্রহবান্ আত্মা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমও সূতরাং স্বাভাবিক। ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন,—“অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ”। অর্থাৎ হে অর্জুন ! আমি সর্বভূতের হৃদয়ে আত্মস্বরূপে আছি। আবার এই শ্রীমদ্ভাগ-

তেই শুকদেব শ্রীকৃষ্ণকে আত্মার আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা বলিয়া-
ছন,—“কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মানাম্ ।” অর্থাৎ এই
শ্রীকৃষ্ণকে অখিলাত্মার আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা বলিয়া জানিও ।
প্রতি বলিয়াছেন,—“এই আত্মা যাহাকে কৃপা করেন, তাহারই
নেকটে নিজ তনু প্রকাশ করিয়া থাকেন ।” অতএব যদি আত্মা
রাভাবিক প্রেমাস্পদ হইলেন, তাহা হইলে পরমাত্মাও অধিকতর
প্রেমাস্পদ এবং সেই পরমাত্মাই যখন তনুমান্ শ্রীকৃষ্ণ, তখন তিনি
রাভাবিক অধিকতম প্রেমাস্পদ । আত্মা যে, সকলেরই স্বাভাবিক
প্রেমাস্পদ, তাহা শাস্ত্র-প্রমাণ ব্যতিরেকেও চিন্তাশীল মানবের
প্রত্যক্ষ অনুভূত । জরাজীর্ণ মনুষ্যও মরিতে চায় না ; তাহার
ধারণও আত্মপ্রেম ।

শ্রীকৃষ্ণ যে নিত্যপ্রিয়, তাহা প্রতিপন্ন হইল । কিন্তু মায়ামুগ্ধ
নুয্য তাহা বুঝিতে পারে না । যাহাকে অন্তরে অন্তরে ভাল
পসিতেছে, তাহাকে চিনিতে পারে না ; তাহাদের অন্তরে অন্তরেই
দ্বন্দ্বিতা থাকে ; যাঁহারা শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ—তাঁহারা ভগবৎ-কৃপায়
তাহা অপরোক্ষ অনুভব করিয়া তাঁহাতেই অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণেই প্রীতি
স্থাপন করিয়া থাকেন ।

গোপীগণ ভগবান্কে—“নিত্যপ্রিয়” বলিলেন । পূর্বোক্ত
কৃত্ত্ব স্মরণ রাখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে “শ্রীকৃষ্ণই নিত্য-
প্রিয়” । পূর্বের প্রমাণ করা হইয়াছে “আনন্দের মূর্ত্তিই শ্রীকৃষ্ণ ।”
আনন্দ ভিন্ন আর কিছুই জীবের নিত্যপ্রিয় নহে । ইহা অভি-
বেশের সাহিত চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায় । সাংসারিক

ভোগ্য পদার্থ যতই উৎকৃষ্ট হউক, অধিকক্ষণ ভোগ করিলে তাহা অরুচিকর হয় এবং ভুক্ত পদার্থে পরিবর্তনে অপর পদার্থ ভোগ করিতে ইচ্ছা হয়; অতএব পার্থিব কোনো পদার্থ নিত্যপ্রিয় নয়,—নিত্যপ্রিয় কেবল আনন্দ; আনন্দে কখনও কাহারও অরুচি হয় না। সেই আনন্দের ঘনীভূত মূর্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ; স্তুতরাং শ্রীকৃষ্ণ নিত্যপ্রিয়।

পঞ্চদশী-নামক বেদান্ত গ্রন্থে বলিয়াছেন,—“ইয়মাত্মা পরানন্দঃ পরপ্রেমাম্পদত্বতঃ। মা ন ভুবং হি ভূয়ঃসমিতি প্রেমা-
 স্ত্বনীক্ষ্যতে ॥” অর্থাৎ এই সংবিৎ অর্থাৎ চৈতন্যই আত্মা এবং এই আত্মাই পরমানন্দ স্বরূপ; যে-হেতুক আত্মার প্রতিই পরম প্রেম দেখিতে পাওয়া যায়। সকলেরই ইচ্ছা, আমার সস্তা যেন নষ্ট না হয়,—আমি যেন চিরকাল থাকি। পঞ্চদশীর কথায় আমাদের পূর্বোক্ত অভিপ্রায়ই প্রতিপন্ন হইল। পঞ্চদশী বলিলেন,—“আনন্দ ভিন্ন আর কিছুতেই কাহারও নিত্যপ্রেম হয় না, আত্মা আনন্দময় বলিয়াই আত্মার উপর সকলেরই স্বাভাবিক নিত্যপ্রেম; যেহেতুক কেহই মরিতে চায় না,—সকলেই বাঁচিতে চায়। আত্মাই যে শ্রীকৃষ্ণ, তাহা পুনঃ পুনঃ পূর্বের বলা হইয়াছে, এবং আত্মা যে আনন্দময় তাহাও বলা হইল; সেই আনন্দস্বরূপ আত্মাই যখন শ্রীকৃষ্ণ, তখন আমাদের প্রেমময় গোপীবন্দ সেই সর্বশাস্ত্রানুমোদিত প্রমাণেই শ্রীকৃষ্ণকে আত্মা এবং নিত্যপ্রিয় বলিলেন। পাঠক ও সাধকগণ দেখিবেন,—গোপীগণ চরম পরমার্থ-পথেই চলিয়াছেন ॥ ৩০

চিত্তং স্মথেন ভবতাপহতং গৃহেষু
যন্নিবিশতু্যত করাবপি গৃহ্যকৃত্যে ।

পাদৌ পদং ন চলতন্তব পাদমূলাদ্-

যামঃ কথং ব্রজমথো করবাম কিংবা ॥ ৩১

অর্থঃ ।—যৎ (চিত্তং) গৃহেষু (গৃহকৃত্যে) স্মথেন (আনন্দেন) নির্বিশতি (অভিনিবিষ্টং ভবতি), [তৎ] চিত্তং (মনঃ) ভবতা (স্বয়া) অপহতম্ (আকৃষ্য নীতম্) ; উত করৌ অপি [যৌ] গৃহকৃত্যে [নির্বিশ-
তঃ] [তৌ অপি অপহতৌ] ; পাদৌ (চরণৌ) তব পাদমূলং (তব
রণ-সমীপাৎ) পদং (পাদমাত্রং) ন চলতঃ (ন গচ্ছতঃ) ; কথং (কেন
প্রকারেণ) ব্রজং (গোপাবাসং) যামঃ (গচ্ছামঃ ; অথো (ব্রজং গতা)
হংবা [কথং] করবাম (সম্পাদয়াম) ॥ ৩১

টীকা ।—কিঞ্চ, প্রতিঘাতেতি বহুভুং, তদশক্যং, স্বয়ং চিত্তাদীনা-
পহতত্বাদিত্যাহঃ চিত্তমিতি । বদন্ত্যকং চিত্তমেতাবস্তং কালং স্মথেন
হেষু নির্বিশতি তৎ স্বয়া অপহতম্ । যৌ করাবপি গৃহকৃত্যে নির্বিশতঃ
বপি স্মথানা স্বয়ংতি বা ॥ ৩১

অনুবাদ ।—পূর্বে আমাদের যেমন আনন্দের সহিত গৃহকার্য্যে
বিষ্ট থাকিত ; তুমি আমাদের সে মন অপহরণ করিয়াছ এবং
পূর্বে আমাদের যে হস্ত গৃহকার্য্যে ব্যাপ্ত থাকিত, সে হস্তও
তরাং তোমা কর্তৃক অপহৃত হইয়াছে ; কেন না, হস্তাদি সমস্ত
দ্রিয়ই মনের অধীন । আমাদের পা তোমার চরণ-সমীপ হইতে

এক পাণ্ড চলিতে চায় না ; তবে বল দেখি, আমরা কিরূপে ত্রকে
বাই এবং গিয়াই বা কি করি ॥ ৩১

তাৎপর্য্য।—যে কার্য্য করিতে হইবে, তাহা অগ্রে কৰ্ত্তার
মনে উদ্ভূত হয় ; তাহার পর বহিরিঙ্গ্রিয়ের চেষ্টায় কার্য্যে পরিণত
হইয়া থাকে । সাংসারিক এক কার্য্যে মনোনিবেশ করিলে, অপর
কার্য্য সম্পন্ন হয় না । কি জ্ঞানেন্দ্রিয়, কি কৰ্ম্মেন্দ্রিয়, মনের
সংযোগ ভিন্ন কোনো ইন্দ্রিয়ই কোনো কার্য্য করিতে পারে না ।
যখন প্রকৃত সাধকের মন জপাদির সময় ধ্যানে ভগবানে অভি-
নিবিষ্ট হয়, তখন তাঁহার সংসার মনেই থাকে না ; সুতরাং তখন
তাঁহার দ্বারা কোনো কার্য্যই হইতে পারে না । গোপীগণের মন
সম্মুখস্থ সাক্ষাৎ ভগবানে অভিনিবিষ্ট হইয়াছে ; কাষে কাষেই
তাঁহাদের হস্তপদ কার্য্যাসক্ত হইয়া পড়িয়াছে । ভগবানে মনো-
নিবেশ করুণ, ইহা তাঁহারই অভিনীত উপদেশ । যে আনন্দের
আভাসের জন্য জীব আপন জীবন পর্য্যন্ত ভুলিয়া যায়, সেই
আনন্দের বিগ্রহবান্ মূর্ত্তি দেখিলে কে নড়িতে পারে ? যোগবশিষ্ঠ
বলিয়াছেন,—“ন কৰ্ম্মাণি ত্যজেদ্যোগী কৰ্ম্মভিত্ত্যজ্যতে হর্সো”
অর্থাৎ যোগী চেষ্টা করিয়া কৰ্ম্মত্যাগ করেন না, কৰ্ম্মই
যোগীকে পরিত্যাগ করে । কি জ্ঞান-যোগী, কি অষ্টাঙ্গ-যোগী,
কি ভক্তি-যোগী, পরমানন্দের আস্বাদন পাইলে তাঁহাদের মন
তাহাতেই অভিনিবিষ্ট হইয়া যায় ; সুতরাং মনের অধীন সমস্ত
ইন্দ্রিয়ই অকৰ্ম্মণ্য হইয়া পড়ে ; কৰ্ম্ম আপনাআপনিই পরিত্যক্ত
হইয়া যায় । গোপী তাহাই সমস্ত মানবকে শিক্ষা দিলেন ॥ ৩১

সিঞ্চাঙ্গ নন্দধরামৃতপূরকেণ

হাসাবলোক-কলগীতজ-হৃচ্ছয়্যামি ।

নো চেদ্বয়ং বিরহজ্ঞান্যুপযুক্তদেহা

ধ্যানেন যাম পদয়োঃ পদবীং সখে তে ॥ ৩২

অনুবাদঃ ।—অঙ্গ (হে কৃষ্ণ) নন্দধরামৃতপূরকেণ (তব অধরামৃতম্ অধরম্ভূতা তন্ত পূরকঃ প্রবাহঃ তেন) নঃ (অন্বাকং) হাসাবলোক-কল-গীতজ-হৃচ্ছয়্যামি (হাসস্চ অবলোকস্চ কলগীতঞ্চ তৈঃ জাতঃ যঃ হৃচ্ছয়্যামিঃ হৃদি মনসি শেতে ইতি হৃচ্ছয়ঃ কামঃ স এব অগ্নিঃ দাহকঃ তং) সিঞ্চ (নির্দীপয়) ; নো চেৎ (অন্তথা) সখে (হে বন্ধো) বয়ং বিরহজ্ঞান্যুপযুক্ত-দেহাঃ (বিরহাৎ জায়তে ইতি বিরহজ্ঞঃ বিচ্ছেদজনিতঃ অগ্নিঃ তেন উপযুক্তাঃ ভক্ষিতাঃ দেহাঃ যাসাং তথাভূতাঃ সত্যঃ) ধ্যানেন (অবিচ্ছিন্ন-চিন্তনে) তে (তব) পদয়োঃ (চরণয়োঃ) পদবীং (অস্তিকং) যাম (গচ্ছাম) ॥ ৩২

টীকা ।—অতঃ অঙ্গ হে শ্রীকৃষ্ণ নোহন্বাকং তব অধরামৃতপূরকেণ তবৈব হাসসহিতাবলোকনে কলগীতেন চ জাতো যো হৃচ্ছয়্যামিঃ কামাগ্নিস্তং সিঞ্চ ; নো চেদ্বয়ং তাবদেকোহগ্নিস্তথা বিরহাজ্ঞানিয়াতে যোহগ্নিস্তেন চ উপযুক্তদেহা , দক্ষশরীর্যো গিনি ইব তে পদবীমস্তিকং ধ্যানেন যাম প্রাপ্নুয়াম ॥ ৩২

অনুবাদ ।—হে কৃষ্ণ ; তোমার সহস্র অবলোকন-দর্শনে এবং স্তম্ভুর মুরলীগান-শ্রবণে আমাদের কামানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে ; অতএব তুমিই তোমার অধরামৃত-সেচনে তাহা

নির্বাপিত কর। তাহা না করিলে, আমরা কামানলে ত দক্ষ হইতেছিই, তাহার উপর তোমার বিরহানলে অধিকতর দক্ষ হইয়া ধ্যানেতেই তোমার চরণ সমীপে উপস্থিত হইব ॥৩২

তাৎপর্য্য।—এই শ্লোকে ভক্তভাব ও কামিনীভাব দুইই আছে। পূর্বে গোপীগণ যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহা কেবল ভগবৎ-প্রত্যাখ্যাত ভক্তের কথা। তাঁহারা সকল কথাতেই শ্রীকৃষ্ণকে আত্মা, পরমাত্মা, ঈশ্বর ও অন্তর্যামী বলিয়া আসিলেন; এখন একবারে “সখে” বলিয়া সন্মোদনপূর্ব্বক অধরামৃত দ্বারা কামানল নির্বাপিত করিবার প্রার্থনা করিলেন। আবার তাহারই ভিতর বলিলেন,—ধ্যানদ্বারা তোমার চরণসমীপে উপস্থিত হইব। যখন ভগবান্ প্রত্যাখ্যান-বাক্যদ্বারা গোপীদিগকে নিবারণ করেন, তখন তাঁহারা নিবারণ-বাক্যে যারপর নাই দুঃখিত হইয়াও শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্গত পরিহাস কথঞ্চিৎ অবগত হইয়াছিলেন; একথা পূর্বে কারণ-প্রদর্শন-পূর্ব্বক বলা হইয়াছে। সেই জন্ত গোপীদিগের হৃদয় দোলায়িত হইয়াছিল। ভক্তের ভগবৎ-প্রেম স্মৃতিাদি স্নেহ-দ্রব্যের স্থায় কখনো গাঢ়, কখনো বা জলের স্থায় তরল; স্মৃতিাদি স্নেহ-দ্রব্য শৈত্যে গাঢ় এবং উত্তাপে তরল হইয়া থাকে। ভক্তের ভগবৎ-প্রেমও শৈত্যে গাঢ় ও উত্তাপে তরল হয়। একটি লোহিতবর্ণ সূক্ষ্মতল পাত্রে স্নাত রাখিলে, তাহা গাঢ় হইয়া যায়, এবং স্নাতপাত্রের লোহিতবর্ণ তলদেশ দেখিতে পাওয়া যায় না,—তাহা স্নাতের সহিত লম্বানবর্ণ

হইয়া যায়। আবার ঐ পাত্রই উত্তপ্ত হইলে, স্নাত তরল হইয়া যায় এবং পাত্রতলের লোহিতবর্ণও দৃষ্ট হইয়া থাকে। ভগবৎ-সন্মিলনে ভক্তের হৃদয় যখন পরমানন্দে শান্তিময় ও সুশীতল হইয়া থাকে, তখন হৃদয়স্থ সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য্যপ্রেম এত গাঢ় হয় যে, হৃদয়ান্তরস্থিত ভগবান্কে ‘ভগবান্’ বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায় না ; ষড়ৈশ্বর্য্যশালী বিশ্বব্যাপী পুরুষ তখন প্রগাঢ় প্রেমে ঢাকা পড়িয়া, ভক্তের সহিত সমান হইয়া যান। আবার ভগবদ্-বিচ্ছেদের উত্তাপে যখন ভক্তের হৃদয় উত্তপ্ত হয়, তখনই প্রেম তরল হইয়া যায় এবং হৃদয়ান্তর্গত ভগবানের ঈশ্বরত্ব অনুভূত হইয়া থাকে। আমাদের গোপীগণও ভগবানের প্রত্যাখ্যান-বাণী স্মরণ করিয়া, বিরহাশঙ্কায় যখন সন্তপ্ত হইতেছেন, তখন শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া স্তবস্তুতি ও প্রার্থনা করিতেছেন ; আবার যখন শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ান্তর্গত পরিহাস স্মরণ করিয়া কিঞ্চিৎ সুস্থ হইতেছেন, তখন সাহসপূর্ব্বক “সখে” বলিয়া সম্বোধনপূর্ব্বক কামানল নির্বাপনের প্রার্থনা করিতেছেন। প্রেমের স্বভাবই এইরূপ। প্রগাঢ় প্রেমে ভগবান্কে আত্মীয় বলিয়াই মনে হয় ; যতদিন তাহা না হয়, ততদিন পরমানন্দ হয় না। কামের কণ্ঠা পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে, আবার যথাস্থানে সবিশেষ আলোচিত হইবে। গোপীগণ বর্ত্তমান শরীরে কৃষ্ণকে না পাইলে, মরিয়াও পাইতে চাহিতেছেন ; প্রকৃত প্রেমের স্বভাবই এইরকম ॥৩২

যহ্ম শূজাক্ তব পাদতলং রমায়া

দত্তক্ষণং কচিদরণ্যজনপ্রিয়স্য ।

অশ্রাক্ষ তৎপ্রভৃতি নান্যসমক্ষমঞ্জঃ

স্বাতুং স্বয়াভিরমিতা বত পারয়ামঃ ॥ ৩৩

অম্বস্বঃ ।—অশূজাক্ (হে পদ্যনেত্র) যহি (যদা) রমায়াঃ (লক্ষ্ম্যাঃ) দত্তক্ষণং (দত্তঃ ক্ষণঃ উৎসবঃ যেন তৎ) অরণ্যজনপ্রিয়ন্ত (অরণ্যজনাঃ বনচারিজনঃ প্রিয়াঃ প্রীতিকরাঃ যস্য তস্য) তব পাদতলং (চরণতলং) কচিৎ (কদাচিৎ) অশ্রাক্ষ (স্পৃষ্টবত্যাঃ) স্বয়াভিরমিতাঃ (আনন্দিতাঃ চ) তৎপ্রভৃতি (তদারভ্য) বত (অহো হৃৎ) অগ্রসমক্ষং (অগ্রস্য সমীপে) অঞ্জঃ (সত্যমেব) স্বাতুং ন পারয়ামঃ (ন শক্তাঃ ভবামঃ) ॥ ৩৩

টীকা ।—নহু, স্বপতীনেবোপগচ্ছত ত এনমগ্নিং সিক্ষেয়ুর্বিতি তত্রাহ বহীতি । রমায়া লক্ষ্ম্যা দত্তক্ষণং দত্তোৎসবং তদপি কচিদেব, ন সর্বদা, অরণ্যজনাঃ প্রিয়া যন্ত তস্য তব । অরণ্যজনপ্রিয়ত্বাদেবারণ্যে কচিৎ যহি অশ্রাক্ষ স্পৃষ্টবত্যো বয়ম্ । তত্রচ স্বয়াভিরমিতাঃ আনন্দিতাঃ সত্যঃ তদারভ্য অগ্রসমক্ষং স্বাতুমপি ন পারয়ামঃ । তুচ্ছান্তে ন রোচন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৩

অনুবাদ ।—হে কমললোচন ! বনবাসিগণই তোমার পরমপ্রিয় ; আমরাও বনবাসিনী ; সেই জন্ত লক্ষ্মীর আনন্দদায়ক স্বদায় চরণতল কদাচিৎ যখন স্পর্শ করিয়া পরমানন্দ লাভ করিয়াছি, হৃৎখের কথা বলিব কি, তদবধি সত্যই, অগ্র কাহারও নিকটে অবস্থান করিতে পারি না ॥ ৩৩

তাৎপর্য।—গোপীগণ এই শ্লোকে ভগবানের স্বভাব এবং আপন আপন অবস্থার পরিচয় দিলেন। বলিলেন,—সম্পদ্রূপা ও সৌন্দর্য্যরূপা লক্ষ্মী তোমার চরণতলে পরমানন্দ পাইয়া থাকেন ; কিন্তু বনবাসিগণই তোমার প্রিয় ; অর্থাৎ লক্ষ্মী তোমাকে প্রিয়তম বলিয়া মনে করেন এবং তোমাকে পাইতে চাহেন, তুমি কিন্তু অকিঞ্চন বনবাসীকেই আত্মদান করিয়া থাক। আনন্দের অভিলাষেই লোকে সম্পত্তি সংগ্রহ করে ; কিন্তু তাহার অভিলাষের বিপরীত ফলই প্রাপ্ত হইয়া থাকে অর্থাৎ যে ব্যক্তি যত অধিকতর সম্পত্তির অধিকারী, সে ব্যক্তি যে, ততই অধিকতর অশান্তি ভোগ করিয়া থাকে, ইহা বিবেচনাশীল বুদ্ধিমান ব্যক্তি সহজেই বুঝিতে পারেন। পৃথিবীর একমাত্র অধীশ্বরকে অহর্নিশ যেরূপ অশান্তি অনুভব করিতে হয়, তাহা তিনিই জানেন। বহির্দর্শী ধনহীন লোকে মনে করে, রাজাই সুখী ; কিন্তু রাজার অন্তরের সুখ রাজাই জানেন। পক্ষান্তরে, ‘আমার’ বলিয়া রক্ষা করিবার বস্তু, যাহার যে পরিমাণে অল্প, সে ব্যক্তি সেই পরিমাণে সুখী ও নিশ্চিন্ত। মহাজনেরা বলেন,—“অর্থানামর্জ্জুনে দুঃখ-মর্জ্জিতানাঞ্চ রক্ষণে। নাশে দুঃখং ব্যয়ে দুঃখং দিগধং দুঃখভাজনম্।” অর্থাৎ অর্থের উপার্জ্জনে দুঃখ, উপার্জ্জিত অর্থের রক্ষণে দুঃখ, নাশে দুঃখ, ব্যয়ে দুঃখ ; অতএব একরূপ দুঃখময় অর্থে ধিক্। অতএব অর্থ প্রার্থনা করা আর দুঃখ প্রার্থনা করা একই কথা এবং অর্থ সঞ্চয় করা, আর দুঃখ সঞ্চয় করাও সমান। গোপীগণ বলিলেন, তোমার চরণতলেই

লক্ষ্মীর আনন্দ ; লক্ষ্মী তোমার জগুই অর্থাৎ পরমানন্দের জগুই লক্ষ্মী হইয়া বসিয়াছেন ; কিন্তু তুমি অর্থাৎ আনন্দ-স্বরূপ বস্তু নিক্ষেপন বনবাসীকেই ভাল বাসিয়া থাক। যেখানে লক্ষ্মী অর্থাৎ পার্থিব সম্পত্তি, সেখানে তুমি নাই ;—আনন্দ নাই ; আর যেখানে লক্ষ্মীর অর্থাৎ সম্পত্তির সম্বন্ধ নাই, সেই স্থানেই তুমি, অর্থাৎ পরমানন্দ,—আনন্দঘন-বগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ ।

যে ব্যক্তি গুড় ভিন্ন অন্য মিষ্টান্ন খায় নাই,—দেখেও নাই, তাহার নিকট বর্ধমানের সীতাভোগের প্রশংসা করিলে সে গুড় ছাড়িতে পারিবেনা, প্রত্যুত উপহাস করিবে ; কিন্তু যে ব্যক্তি সীতাভোগের আশ্বাদন পাইয়াছে, তাহার আর গুড় ভাল লাগিবেনা । আমরা চিরকাল কেবল গুড় খাইয়াই আসিতেছি,—সীতাভোগের আশ্বাদন জানি না অর্থাৎ সংসারের অসার সুখই বহু জন্ম হইতে ভোগ করিয়া আসিতেছি, ইহাই সুখ বলিয়া জানি ; ভগবৎ-পাদপদ্মের আশ্বাদন পাই নাই ; তাই রসজ্ঞ ঋষিদিগের বর্ণিত ভগবদানন্দের কথা শুনিলে বিশ্বাস করিতে পারি না । যদিও ঋষিবাক্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া লই ; তাহা প্রকৃত বিশ্বাস নয়,—তাহা খাঁটি বিশ্বাস নয় ; তাহা সংশয়-কুল কপট বিশ্বাস,—বান্দ্য বিশ্বাস মাত্র । তাই চিরাত্যস্ত চিরাস্বাদিত অসার সংসারসুখ ত্যাগ করিতেও পারি না । প্রেমময়ী ব্রজাঙ্গনা সীতাভোগের আশ্বাদন পাইয়াছিলেন, অর্থাৎ পরমানন্দময় মূর্তিমান্ ভগবানের দর্শন ও স্পর্শন পাইয়াছিলেন ; সুতরাং তাঁহাদের সমস্ত সাংসারিক ভোগ্য বস্তু তুচ্ছ হইয়া গেল ।

সইজন্ম তাঁহারা বলিলেন,—“যে দিন তোমার চরণ স্পর্শ করিয়াছি, সেই দিন হইতে আর কাহারো নিকটে অবস্থান করিতেও পারি না ।” এইরূপ অবস্থায় সাধক মাত্রেই এইরূপ হইয়া থাকে ; তাহাতে শ্রীপুরুষের বিশেষ নাই ; প্রকৃত সাধক মাত্রেই এই কথা । সাধক বলেন,—

“স্মেরাং ভাজ্ত্রয়-পরিচিতাং সাচিবিস্তীর্ণ-দৃষ্টিং

বংশীশ্রুস্তাধরকিশলয়ামুচ্ছলাং চন্দ্রকেণ ।

গোবিন্দাখ্যাং হরিতমুমিতঃ কেশিতীর্থোপকণ্ঠে

মা প্রেক্ষিষ্ঠাস্তব যদি সখে বন্ধুসঙ্গেহস্তি রঙ্গঃ ॥”

অর্থাৎ হে সখে ! যদি সংসারের আত্মীয় বন্ধুগণের সহিত ক্রীড়া করিবার বাসনা থাকে, তবে এখন কেশিঘাটের উপকণ্ঠে হস্তাবদন কমললোচন পিচ্ছুচুড়ায় সুশোভন বংশীবদন গোবিন্দের শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিও না ; সে রূপ নয়নগোচর হইলেই সংসারে আর যাইতে পারিবে না ; আজ গোপীগণ বলিতেছেন যে দিন তোমার চরণ-কমল স্পর্শ করিয়াছি, সেই দিন হইতে অন্তরে নিকটে অবস্থান করিতে পারি না । প্রতিও বলিয়াছেন,—“সেই পরমপুরুষের সহিত সাক্ষাৎকার হইলে, সকল কর্ম ক্ষয় হয়, সকল সংশয় দূর হয় এবং হৃদয়ের গ্রন্থিস্বরূপ মায়াবন্ধন বিল্লিষ্ট হইয়া যায় । গোপীগণ বেদানুমোদিত চরম কথাই বলিতেছেন । (আমরা সে রূপ দেখি নাই, বেশ আছি) ॥ ৩৩

শ্রীর্ঘং পদান্বজরজ্জচকমে তুলস্যা

লক্ষ্মাপি বক্ষসি পদং কিল ভূতাজুষ্টিম্ ।

যস্যঃ স্ববীক্ষণ উতান্বস্বরপ্রয়াস-

স্তদ্বদ্বয়ঞ্চ তব পাদরজঃপ্রপন্নাঃ ॥ ৩৪

অনুবাদঃ।—যস্যঃ (শ্রীয়াঃ) স্ববীক্ষণে (স্ব-কর্জুক-দৃষ্টি-নিক্ষেপে)
অন্যস্বরপ্রয়াসঃ (তনোবাং সুরাণাং ব্রহ্মাদিদেবানাং প্রয়াসঃ যদ্বঃ) শ্রীঃ
(সা লক্ষ্মীঃ) বক্ষসি (তব উরঃস্থলে) পদং (বাসস্থানং) লক্ষ্মাপি
(প্রাপ্যাপি) তুলস্যা (বন্দয়া সহ) ভূতাজুষ্টিং (ভূতৈঃ ভক্তৈঃ জুষ্টৈ
সেবিতং) পদান্বজরজঃ (চরণসম্বন্ধিপর্যাগং) চকমে (কাময়তে)
কিল (এবং প্রসিদ্ধিঃ অস্তি) বয়ঞ্চ (বয়মপি) তদ্বৎ (শ্রীরিব) তব
পাদরজঃ প্রপন্নাঃ (সমাপ্রিতাঃ) ॥ ৩৪

টীকা।—স্বংপাদসৌভাগ্যস্বতীচিত্রমিত্যাছঃ শ্রীরিতি । বক্ষসি অসাপন্ন
স্থানং লক্ষ্মাপি তুলস্যা সপত্ন্যা সহ লক্ষ্মীর্ঘং তব পদান্বজরজঃ কাময়তে
ভূতৈঃ সর্বেষু ষ্টিমিতি সৌভাগ্যাতিশয়োক্তিঃ । যস্যঃ স্ববীক্ষণ
শ্রীরাষ্ট্রানং বিলোকয়তু ইত্যেতদর্থমন্তোবাং সুরাণাং ব্রহ্মাদীনাং তপোজি
প্রয়াসঃ সা, তদ্রজঃ তদ্বয়মপি প্রপন্না ইতি ॥ ৩৪

অনুবাদ।—ব্রহ্মাদি অগ্ন্যন্ত দেবতাগণ যাঁহার কৃপাকটাক
পাইবার জন্য সর্বদাই সচেষ্ট, সেই লক্ষ্মী তোমার বক্ষঃস্থলে
স্থান পাইয়াও তুলসীর সহিত ভক্তসেবিত চরণরজঃ প্রার্থন
করিয়াছিলেন । সেইরূপ আমরাও তোমার পদরজঃপ্রার্থন
করিয়াছি ॥ ৩৪

তাৎপর্য্য ।—বৈকুণ্ঠেশ্বরী লক্ষ্মী ব্রজবাসিনী গোপীদিগের
 ধুর ভাবে কৃষ্ণসেবা দেখিয়া, তাহাই পাইবার জন্য বৃন্দাবনস্থ
 বল্লভনে তপস্তা করেন । ভগবান্ তপস্তার কারণ জিজ্ঞাসিলে,
 তিনি আপন অভিলাষ ব্যক্ত করেন । তাহা শুনিয়া ভগবান্
 বলেন,—ঐশ্বর্য্যের সহিত যৎকিঞ্চিৎ সম্বন্ধ থাকিতে গোপীভাবে
 সেবা কেহই পাইতে পারে না । তুমি অখিল ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী ;
 গোপীভাবে আমার সেবা পাইবে না । আমি অকিঞ্চনেরই
 প্রাপ্য । আমার অন্ত্যস্ত রূপ অনেকেই পাইতে পারে ; কিন্তু
 আমার এই নন্দনন্দন-রূপ প্রাপ্ত হওয়া সহজ নয় । লক্ষ্মীর সহিত
 যথার্থ ঐশ্বর্য্যের সহিত যাহাদের সম্বন্ধ আছে, তাহারা কখনই
 আমাকে পাইবে না । গোপী ধনজনের সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়াছেন
 লিয়াই আমাকে পাইয়াছেন ; তুমি ধনেশ্বরী ; অতএব আমাকে
 পাইবার অধিকার তোমার নাই । যাহা হউক, তোমার তপস্তাও
 বকল হইবে না । তুমি সুবর্ণরেখারূপে আমার বক্ষঃস্থলে
 অবস্থান কর । সেই অবধি লক্ষ্মী সুবর্ণরেখারূপে শ্রীকৃষ্ণের
 বক্ষঃস্থলে অবস্থান করিতেছেন । এইরূপ পৌরাণিক প্রসিদ্ধি
 আছে । গোপীগণ তদনুসারেই এই শ্লোকোক্ত কথাগুলি
 লিলেন । গোপীদিগের এই কথাগুলিতে দাস্ত্রের আভাস
 পাওয়া যায় ॥ ৩৪

তন্নঃ প্রসীদ বৃজিনাৰ্দ্দন তেহজ্জি মূলং

প্রাপ্তা বিস্মজ্য বসতীস্বরূপাসনাশাঃ ।

ত্বৎসুন্দরশ্মিতনিরীক্ষণতীত্রকাম-

তপ্তাশ্রনাং পুরুষভূষণ দেহি দাস্যম্ ॥ ৩৫

অর্থঃ—।—তৎ (তপ্তাং) বৃজিনাৰ্দ্দন (বৃজিনং ক্লেশম্ অদিয়তি
নাশয়তি ইতি হে ক্লেশনাশন) নঃ (অশ্রভাং) প্রসীদ (প্রীতঃ ভব) ;
স্বরূপাসনাশাঃ (তব উপাসনারাম্ আশা বাসনা বাসাং তথাত্বাৎ সত্যঃ)
বসতীঃ (গৃহান্) বিস্মজ্য (তাক্) তে (তব) অভিমূলং (চরণ-
সমীপং) প্রাপ্তাঃ (আগতাঃ বয়ং) ; পুরুষভূষণ (হে পুরুষোত্তম) ত্বৎ
সুন্দরশ্মিত-নিরীক্ষণ-তীত্রকাম-তপ্তাশ্রনাং (তব যৎ সুন্দরং শ্মিতং হাস্য
নিরীক্ষণঞ্চ তাভ্যাং যঃ তীত্রঃ অসহঃ কামঃ তেন তপ্তঃ আশ্রা চিন্তং বাসা
তাসাং) নঃ (অশ্রভাং) দাস্যং (কিঙ্করীভ্যং) দেহি (অহুনন্যাস) ॥ ৩৫

টীকা ।—হে বৃজিনাৰ্দ্দন দুঃখহন্তঃ স্বরূপাসনে স্বভঞ্জে এবে আশ্র-
বাসাং তাঃ । বয়ং বসতীগৃহান্ বিস্মজ্য যোগিন ইব প্রাপ্তাঃ তব সুন্দর
শ্মিতবিশিসিতনিরীক্ষণেন বস্তীত্রকামন্তেন তপ্তচিন্তানাং নঃ হে পুরুষ
দাস্যং দেহি ॥ ৩৫

অনুবাদ ।—অতএব হে ক্লেশনাশন ! আমাদের প্রাণ
প্রসন্ন হও । আমরা তোমারই উপাসনা করিবার অভিলাষ
সংসার পরিত্যাগ করিয়া তোমার চরণসমীপে উপস্থিত হইয়াছি
হে পুরুষোত্তম । তোমার মধুর হাস্য ও সপ্রেম নিরীক্ষণে
আমাদের হৃদয় উৎকট কামে জর্জরিত হইতেছে ; আমাদিগকে
দাস্যে নিযুক্ত কর ॥ ৩৫

তাৎপর্য্য।—পূর্বশ্লোকে দাস্তের আভাস পাওয়া গিয়াছে ; ই শ্লোকে দাস্ত প্রার্থনা সুস্পষ্ট । গোপীগণ দাস্ত-প্রার্থনা করিতেছেন, কিন্তু তাহার মধ্যেই শাস্ত ও মাধুর্য্যও প্রকাশ হইয়াছে । তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে “বৃজিনার্দিন” বলিয়া সম্বোধন করিলেন ; ইহা ঈশ্বরোচিত শাস্ত্রভাবের সম্বোধন । আবার লিলেন,—“তোমার হাস্য ও নিরীক্ষণে আমাদের হৃদয়স্থ কাম দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, ইহা মাধুর্য্যের কথা । তাহা ত হইবেই ; মাধুর্য্যভাবে সকল ভাবই আছে ; বিচ্ছেদ ঘটিলে বা বিচ্ছেদের আশঙ্কা হইলে পর্য্যায়ক্রমে এক এক ভাবের উদয় হয় । ইহা যখন নায়ক-নায়িকা ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়, আকৃষ্ট ভক্তেরও গবদর্শনে বা অদর্শনের আশঙ্কায় এইরূপ হইয়া থাকে । তন্নিমিত্ত আমরা পূর্বের বলিয়াছি, রসাস্তরের অবতারণা ব্যতিরেকে মূল রসের পুষ্টিসাধন হয় না । অল্প-মধুরাদি পেয় রসও পরিবর্তন করিয়া আশ্বাদন করিতে হয় ; নতুবা একরস প্রতিনিয়ত বা অধিকক্ষণ আশ্বাদন করিলে, বিরক্তিজনক হইয়া উঠে, ইহা কলেই অবগত আছেন । কাব্যরসের স্বভাবও ঐরূপ । গবান্ শ্রীকৃষ্ণ কাব্যাত্মিন্যে ভক্তভাব দেখাইতেছেন ; সেই মিত্ত প্রেমরূপিণী গোপীদিগের মুখদ্বারা ঐতিস্বখকর কাব্যের গব এবং পরানন্দদায়ক ভক্তির ভাব দুইই প্রকাশ করিতেছেন ; তাহার দয়ার সীমা নাই । আমরা দয়া লইতে জানি না ॥ ৩৫

বীক্ষ্যলকারতমুখং তব কুণ্ডলশ্ৰি-

গণ্ডস্থলাধরমুখং হসিতাবলোকম্ ।

দত্তাভয়ং ভুজদণ্ডযুগং বিলোক্য

বক্ষঃ শ্রিয়ৈকরমণং ভবাম দাস্যঃ ॥ ৩৬

অর্থঃ—কুণ্ডলশ্ৰি গণ্ডস্থলাধরমুখং হসিতাবলোকঃ (হসিতে হাস্যেন সহ অবলোকঃ নিরীক্ষণং যস্মিন্ তৎ) তব অলকারতমুখং দত্তাভয়ং (দত্তম্ অভয়ং সেন তৎ) ভুজদণ্ডযুগং (তব সূদীর্ঘবাহুদ্বয়ং) শ্রিয়ৈকরমণং (কমলাশ্ৰেষ্ঠরতিজনকং) বক্ষঃ চ (তব উরঃস্থলং) বীক্ষ্য (অবলোকা) দাস্যঃ (কিঙ্কর্য্যঃ) ভবাম ॥ ৩৬

টীকা।—নহু, গৃহস্থ্যমাং বিহায় কিমিত মক্ষ্যাস্য প্রার্থ্যতে ও আহবানোক্তি। অলকারতমুখং কেশান্তরৈরাবৃতং মুখং তথা কুণ্ডলগে শ্রিয়োস্তে গণ্ডস্থলে যস্মিন্ অধরে সূখা যস্মিন্ তচ্চ তচ্চ, এবং বী দত্তাভয়ং ভুজদণ্ডযুগং বক্ষশ্চ শ্রিয়া একমেব রমণং রতিজনকং বীক্ষ্য দা এষ ভবামেতি ॥ ৩৬

অনুবাদ।—আমরা তোমার কুণ্ডলালঙ্কৃত গণ্ডস্থল, সূখা বিদ্বাধর, সহাস্ত দৃষ্টিপাত-যুক্ত অলকরাজিত শ্রীমুখ অবলোক করিয়া, তোমার অভয়প্রদ সূদীর্ঘ বাহুযুগল নিরীক্ষণ করিয়া এ তোমার কমলানন্দ-দায়ক বক্ষঃস্থল দর্শন করিয়া দাসী ইহা আসিয়াছি ॥ ৩৬

তাৎপৰ্য্য।—এখানেও মাধুর্য্য-প্রধান দাস্য। যেখানে যেখানে ভগবানের প্রতি গোপীদিগের দাস্যময় বাক্য প্রকাশ

হইবে, সেই খানেই মাধুর্য্যাত্মক দাস্য বুদ্ধিতে হইবে,—চাকরাণীর
 কথা নয়। ইংরাজরমণীদিগের সে প্রথা নাই এবং অধুনা
 চারতবর্ষীয় ইস্কুল কালেজোত্তীর্ণ সুসভ্য সুন্দরীগণও অপমান
 বোধে সে প্রথা পরিত্যাগ করিয়াছেন; কিন্তু বিনয়ালঙ্কৃত
 স্নেহপ্রাণ পতিদৈবত অশিক্ষিত ও অসভ্য দলভুক্ত আৰ্য্য গৃহিণীগণ
 যত্নাপি পতিকৈ পত্র লিখিবার সময় “আপনার শ্রীচরণের
 দাসী” বলিয়া নাম সহ করিয়া থাকেন। ভগবৎপ্রাণ গোপীগণ
 সেই দাসী হইতে চাহিতেছেন। ঈদৃশস্থলে শৃঙ্গাররসে দাস্যের
 সংযোগ হইল বলিয়া রসভাসের আশঙ্কা নাই। প্রাকৃত ও
 অপ্রাকৃত এই দুটি শব্দ বিপরীত অর্থবোধক; অতএব অপ্রাকৃত
 দল বিষয়ই প্রাকৃত বিষয় হইতে বিভিন্ন। প্রাকৃত জগতে
 প্রভুত্বই সুখ; সুতরাং সকলে প্রভুত্বই চাহে,—দাসত্ব সহজে
 কেহ চাহে না। কিন্তু অপ্রাকৃত ধামে অপ্রাকৃত আনন্দময়ের
 দাসত্বে যে সুখ, তাহা শতভূত্য-পরিসেবিত আসামুদ্রক্ষিতপতি
 কল্পনাতেও আনিতে পারেন না। আমরা বলিলে হয়ত অনেকে
 উপহাস করিবেন, কপিলদেব বলিয়াছেন, “সালোক্যাসাষ্টি সামীপ্য-
 পারুপৈ্যকতমপ্যুত। দৌয়মানং ন গৃহস্থি বিনা মৎসেবনং জনাঃ” ॥
 অর্থাৎ আমার ভক্তগণ সারূপ্যাদি পঞ্চবিধ মুক্তি, প্রদান করিলেও
 গ্রহণ করেন না, তাঁহারা কেবল আমার সেবাই চাহেন ॥ ৩৬

কা স্ত্যঙ্গ তে কলপদামৃত-বেণুগীত-

সম্মোহিতার্থ্যচরিতাম্ চলেত্রিলোক্যাম্ ।

ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং

যদগোদ্বিজ-দ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্ ॥ ৩৭

অম্বস্রুঃ ।—অঙ্গ (হে কৃষ্ণ) ত্রিলোক্যাং (ত্রিভুবনে) কা স্ত্রী
তে (তব) কলপদামৃত-বেণু-গীত-সম্মোহিতা (কলানি মধুরাণি পদানি
যস্মিন্ তথাভূতম্ অমৃতস্বরূপং বেণুগীতং তেন সম্মোহিতা দ্ব্যতচিত্তা
সতী) ত্রৈলোক্যসৌভগম্ (ত্রিভুবনসুন্দরং) ইদং রূপং চ নিরীক্ষ্য
(দৃষ্ট্বা) আর্ধ্যচরিতাং (নিজধর্ম্যাং) ন চলেৎ (ন বিচলিতা ভবেৎ)
যৎ (যতঃ) গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ (নিখিলস্বাবরজজমাঃ ইত্যর্থঃ) পুলকানি
অবিভ্রন্ (অবিভক্তঃ) ॥ ৩৭

টীকা ।—নহু, জুগুপ্সিতমোপপত্যমিত্যুক্তং তদ্রাহঃ—কা স্ত্রীতি । অঙ্গ
হে শ্রীকৃষ্ণ কলানি পদানি যস্মিন্ তৎ আয়তং দীর্ঘমুচ্ছ্রিতং স্বরালাপ-
ভেদেস্তেন । অমৃতেতি পাঠান্তরে কলপদামৃতময়ং বেণুগীতং তেন
সম্মোহিতা সতী কা বা স্ত্রী আর্ধ্যচরিতান্নিজধর্ম্যান্ন চলেৎ সম্মোহিতাঃ পুরুষা
অপি চলিতাঃ । কিঞ্চ, ত্রৈলোক্যসৌভগমিতি । যদ্যতঃ । অবিভ্রন্
অবিভক্তঃ । তদ্যোতকশব্দশ্রবণমাত্রেণাপি তাবন্নিজধর্ম্মত্যাগো যুক্তঃ কি
পুনঃস্বল্পভবেনেতি ॥ ৩৭

অনুবাদ ।—হে কৃষ্ণ ! তুমি বলিয়াছ,—উপপত্তি আশ্রয়
করা স্ত্রীজাতির পক্ষে অত্যন্ত নিন্দিত; আচ্ছা, বল দেখি, ত্রিভুবনে
এমন নারী কে আছে যে, তোমার মনোহর পদ-বিশিষ্ট অমৃত-
ময় বেণুগীত শ্রবণ করিয়া এবং তোমার ত্রিভুবনসুন্দর এই রূপ

স্বলোকন করিয়া, স্বধৰ্ম্ম হইতে বিচলিত না হয় ? তোমার গীত-শ্রবণে এবং তোমার রূপ-দর্শনে গাভী, যুগ, পক্ষী ও বৃক্ষ সকলও লোমাঞ্চিত হইয়া থাকে ॥৩৭

তাৎপর্য্য ।—পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের রূপ ও গীতের বিষয় যেরূপ আলোচনা করা হইয়াছে, তদনুসারে সেই রূপ-দর্শনে ও গীত-শ্রবণে স্থাবর-জঙ্গমেরও লোমাঞ্চিত হওয়া অসম্ভব নয়। কি স্থাবর, কি জঙ্গম, সকলেই সেই আনন্দময় রূপে মুগ্ধ এবং আনন্দের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া রহিয়াছে। অতএব গোপীদিগের বাক্য যৎ মাধুর্য্য-মিশ্রিত পরম তত্ত্বের কথা। আরও, কামোন্মত্তা মিনী পরপুরুষে অত্যাশক্ত হইলে, তাহার ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম জ্ঞান থাকে না; থাকিলে কার্য্যসিদ্ধিও হয় না। সেইরূপ মনুষ্য ভগবৎপ্রেমে মগ্ন হইলে, তাহারও শাস্ত্রোক্ত ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম বোধ থাকে না এবং কিলে অভ্যর্থ লাভও হয় না। কিন্তু জানিয়া রাখিতে হইবে, স্তম অধিকারীর পক্ষেই এইরূপ ব্যবস্থা, নিম্নাধিকারীর ধৰ্ম্ম-পথে পাপই হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। সেই জন্তই রথ-চালক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আপন প্রিয় সখা অৰ্জ্জুনকে স্বধৰ্ম্ম রিত্যাগ করিতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়া, ক্ষত্রিয়োচিত সংগ্রামে বর্ত্তিত করিলেন। আজ এখানে যিনি রসিকনাগর, তিনিই যখন রথের সারথি। নিরাপদ পথে রথ চালানই সারথির কৰ্ত্তব্য। তাই এরূপ করিয়াছিলেন ॥ ৩৭

ব্যক্তং ভবান্ ব্রজভয়ার্তিহরোহভিজাতো

দেবো যথাদিপুরুষঃ সুরলোকগোপ্তা ।

তমো নিধেহি করপঙ্কজমার্তবন্ধো

তপ্তস্তনেষুচ শিরঃসুচ কিঙ্করীগাম্ ॥ ৩৮

অস্বহ্রঃ ।—যথা আদিপুরুষঃ দেবঃ (নারায়ণঃ) সুরলোকগোপ্তা (বর্গপালকঃ), [তথা] ব্যক্তং (নিশ্চিতং) ভবান্ (তৎ) ব্রজভয়ার্তিহরঃ (ব্রজস্য ভয়ম্ আর্তিং চ হরতি ইতি তথা) অভিজাতঃ (আবির্ভূতঃ); তৎ (তস্যাং) আর্তবন্ধো (হে দীননাথ) কিঙ্করীগাম্ (দাসীনামস্বাকং) তপ্তস্তনেষু (কামোষ্ণকুচেষু) শিরঃসুচ (মস্তকেষুচ) করপঙ্কজং (কর-কমলং) নিধেহি (স্থাপয়) ॥ ৩৮

টীকা ।—ব্যক্তং নিশ্চিতম্ ॥ ৩৮

অনুবাদ ।—নিশ্চয়ই সুরলোকপালক আদিদেব নারায়ণের
স্থায় তুমি ব্রজবাসীর শারীরিক ও মানসিক দুঃখ দূর করিবার
জন্ম অবতারণাইয়াছ। অতএব হে দীননাথ! এই ব্রজবাসিনী
কিঙ্করীদিগের সন্তপ্ত স্তনমণ্ডলে ও মস্তকে তোমার করকমল
অর্পণ কর ॥ ৩৮

তাৎপর্য ।—গোপীগণ আপনাদিগকে কিঙ্করী বলিয়া
পরিচয় দিলেন, স্তনে করার্পণ প্রার্থনা করিলেন এবং মস্তকেও
হস্তার্পণ করিতে বলিলেন। অতএব এই শ্লোকে শাস্ত, দাস্য ও
মাধুর্যের কথা স্পষ্টই রহিয়াছে। গোপীদিগের উক্তিতে এই

শেষ শ্লোক ; এই চরম শ্লোকে তাঁহারা আপনাদের চরম অভিপ্রায় জানাইলেন । কুচ-কমলে করার্পণের কথাটা বড়ই অশ্লীল হইল । ইহার পর প্রকৃত রাসলীলা আরম্ভ হইলে, আরও অধিকতর অশ্লীল কথা শুনিতে হইবে ; সেই সময়ে ইহার অভিপ্রায় বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইবে ।

ভগবদ্‌বাক্যের উত্তরে গোপীগণ যে সকল কথা বলিলেন, তাহার মধ্যে অধরায়ুত দ্বারা কামানল নির্বাপণ এবং তপ্ত স্তনে করার্পণের কথা ছাড়িয়া দিলে, অবশিষ্ট সকল কথাই পরমার্থ-বিষয়িণী । আর কাম-নির্বাপণ ও তপ্তস্তনের কথা ঐধরোক্ত শৃঙ্গার-কথাপদেশ অর্থাৎ উপরিস্থিত আবরণ বা ল মাত্র । অতএব সুবুদ্ধি সাধক লক্ষ্য করিবেন ; গোপীদিগের যত্নে কেই অন্তরে অন্তরে দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছেন,—এক গণ পরপুরুষাসক্তা বিপ্রলজ্জাপন্না ব্যভিচারিণী কামিনী, আর এক ভাগ সর্বব্যত্যাগিনী ভগবদমুরাগিনী পরমানন্দ-প্রার্থিনী প্রেমময়ী প্রকৃতি । কামানল-নির্বাপণের কথা কামিনী-ভাগের এবং পরমার্থ-বিষয়িণী কথা প্রেমময় প্রকৃতি-ভাগের । ভূতময় রপুরুষের ভূতময় অঙ্গসংসর্গে কামিনীর তাৎকালিক সুখবোধ ঘটে, কিন্তু কামানল বা স্তন-কণ্ঠ-নিঃশেষে নিবৃতি পায় না । ঔপাধিক অস্থায়ী আনন্দের লোভেই স্ত্রী ও পুরুষ পরস্পর অঙ্গসংসর্গ করিয়া থাকে ; কিন্তু কেহই চির-নির্বৃত্তি লাভ করিতে পারেন না । আনন্দ-স্বক্লপের সংস্পর্শ পাইলেই জীবের চির-নিবৃত্তি । গোপীগণ কাম-কণ্ঠের চির-নির্বাপণ চাহেন, তাই

আনন্দময় বিগ্রহের নিকট তাহাই প্রার্থনা করিতেছেন। কান্ত-
 কামিনী হইয়া জ্বালা জানাইতেছেন, আর কৃষ্ণভাবিনী হইয়া নির্বাপ
 প্রার্থনা করিতেছেন। প্রেমমার্গের ভগবৎ-সাধক পুরুষ হইলেও
 তাহার এই দশা হইবে,—তাই রাধার ভাবে গৌর। শ্রীগৌরান্ন
 রাধা হইয়াই কৃষ্ণের জন্ম পাগল হইয়াছিলেন ; রাধা না হইলে হইতে
 পারিতেন না। কিস্বদন্তী আছে, একদা মিরাবাই বৃন্দাবনবাসী
 আদর্শ ভক্ত সনাতন গোস্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া-
 ছিলেন। শ্রীলোক বলিয়া বিরাগী সনাতন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ
 করিতে চাহিলেন না ; তাহাতে মিরাবাই তাঁহাকে ঘৃণা করিয়া
 বলিয়াছিলেন,—সনাতন এখনো ‘পুরুষ’ হইয়া আছে, অতএব
 আমিও তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাই না। ভক্তি শাস্ত্রের
 সিদ্ধান্তানুসারে একমাত্র ভগবানই পুরুষ, তন্নিম্ন সমস্তই প্রকৃতি।
 অতএব প্রকৃতি হইয়া সকলকেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা
 করিতে হইবে। পুরুষাভিমান থাকিতে কৃষ্ণসেবা পাওয়া যায়
 না। ইহার প্রকৃত তাৎপর্য বুঝিতে না পারিয়া, অনেক বৈষ্ণব-
 ভিমানী মানব, মেয়ে সাজিয়া কৃষ্ণ ভজিতে আরম্ভ করিয়াছেন।
 মেয়ে সাজিলে চলিবে না ; মানবী মেয়ে আর প্রকৃতি উভয়ে
 সম্পূর্ণ বিভিন্ন ; অতএব প্রকৃতি হইতে হইবে,—মেয়ে মানুষ
 নহে। সদাশয় পাঠক ও সাধকগণ চন্দ্রাভিলাষী উদ্ভাব্য বালকের
 মায় অনধিকারচারী লেখকের প্রতি দয়া করিয়া ইহার গুণ
 তাৎপর্য বুঝিয়া লইবেন ॥ ৩৮

শ্রীশুক উবাচ ॥

ইতি বিক্লবিতং তাসাং শ্রুত্বা যোগেশ্বরেশ্বরঃ ।

প্রহস্য সদয়ং গোপীরাত্রারামোহপ্যরীরমং ॥ ৩৯

অন্বয়ঃ ।—যোগেশ্বরেশ্বরঃ (কৃষ্ণঃ) আত্মারামঃ অপি (নিজানন্দপূর্ণো
পি) তাসাং (গোপীনাং) ইতি (পূর্বোক্তং) বিক্লবিতং (বিলপিতং)
শ্রুত্বা (আকর্ষ্য) প্রহস্য (প্রকৃষ্টং হাসিত্বা) সদয়ং (কৃপাপূর্বকং)
গোপীঃ অরীরমং (রময়ামাস) ॥ ৩৯

টীকা ।—বিক্লবিতং পারবশ্রবিলপিতং গোপীররীরমং রময়ামাস ॥ ৩৯

অনুবাদ ।—যোগেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আত্মারাম
হইয়াও গোপীদিগের এইরূপ কাতরোক্তি শ্রবণে দয়াপরবশ
হইয়া সহাস্য-মুখে তাঁহাদিগকে রমণ করাইলেন ॥ ৩৯

তাৎপর্য ।—কৃষ্ণপ্রাণ গোপীগণ ভগবৎকৃত পরীক্ষায়
উত্তীর্ণ হইলেন । ভক্তবৎসল ভগবান্ও তাঁহাদের মনোবাঞ্ছা
পূর্ণ করিলেন । যাহারা মহাকবি কালিদাসের কুমারসম্ভব
পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, দেবাদিদেব মহাদেবও আত্মানু-
রক্তা পার্বতীকে এইরূপেই পরীক্ষা করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ দেখিয়া, আত্মসেবায় অধিকার দিয়াছিলেন ।
তাহাও এই পরমার্থ তত্ত্বেরই কথা । ভগবান্ দয়ার সাগর ; কিন্তু
তাঁহার দয়া চাহে কে ? চাহিবেই বা কেন ? সকলেরই সকল

আছে—ঈশ্বরের দয়ার প্রয়োজন কি ? যাহারা ঈশ্বরের দয়া চাহে, তাহারা প্রায় মুখেই চাহিয়া থাকে, অন্তরের সহিত নয়। তাহারা মনে মনে জানে, আমাদের ধন আছে, জন আছে এবং আমরা নিজেও ক্ষমতাবান্। ভগবান্ অন্তর্যামী, তিনি তাহা বুঝিতে পারেন ; সুতরাং তাঁহার দয়া হয় না,—দয়ার সাগর নির্বিকার হইয়াই থাকেন। যদি কেহ কাহারো নিকট ভিক্ষা করিতে গিয়া বলে, “আমার মাসিক সহস্র মুদ্রা আয়ের ভূমি সম্পত্তি আছে ; আমি চারিপুঞ্জের পিতা এবং নিজেও সুস্থশরীর, অতএব আমাকে কিঞ্চিৎ ভিক্ষা দিন।” ইহাতে দাতার দয়া কি ? কখনই না। ভগবানেরও ঠিক সেইরূপ ; যাহা কিছু আছে বা কেহ আছে, তাহার উপর তাঁহার দয়া হয় না। ভগবান্কে পাইতে হইলে, ব্রজ-গোপীর স্নায় সর্বভ্যাগী হইতে হইবে ; জগতের সহিত যৎকিঞ্চিৎ সম্বন্ধ থাকিতে তাঁহার দয়া হইবে না,—তাঁহাকে পাওয়া যাইবে না। ব্রজবালাদিগের তা কিছুই নাই,—আর কেহই নাই ; তাঁহাদের দাঁড়াইবার স্থান নাই বাহিরেও নাই—অন্তরেও নাই ; তাঁহারা অন্তর্যামীকে অন্তরে কথা জানাইয়া প্রাণ ভরিয়া কাঁদিলেন ; অন্তর্যামীও তা বুঝিলেন,—দয়ার সাগর উদ্বেল হইয়া উঠিলেন। তিনি নিরাত গোপীদিগকে নিজাশ্রয় প্রদান করিতে প্রস্তুত হইলেন।

শ্রুতি বলিয়াছেন,—তিনি দূরে, তিনি নিকটে, অর্থাৎ ভগবান্কে পাওয়া যেমন কঠিন, তেমনই সহজ। জ্ঞানপটভার গন্ধ থাকিলে, তিনি অনেক দূরে এবং ব্রজগোপীর

অকপটে অশ্রুপাত করিলে, তিনি নিতাস্ত নিকটে । যে যাহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসে এবং যে যাহাকে প্রাণের সহিত পাইতে চাহে, সে যদি তাহাকে দেখিতে না পায়, তাহার সহিত কথা কহিতে না পায় এবং তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিতে না পায়, তবে দুই করে নয়ন ঘর্ষণ করিয়া,—নয়ন নিষ্পীড়ন করিয়া অশ্রু বাহির করিতে হয় না ; বিনা চেষ্টায়, বিনা ইচ্ছায়, অজ্ঞাতসারে অশ্রু আপনা আপনিই বাহির হইয়া পড়ে । যিনি প্রাণের সহিত ভগবানকে চাহেন, ভগবদ্দর্শনে তাঁহারও অশ্রুপাত না হইয়া থাকিতে পারে না । ঐরূপ অচেষ্টিত, অনভিলষিত ও অজ্ঞাত অশ্রুই আনন্দময় অন্তর্যামী ভগবানের মূল্যস্বরূপ । ঐরূপ অশ্রু একবিন্দু দিলেই তিনি আত্মদান করিয়া থাকেন । তিনি ভক্তগণকে ঐরূপ অশ্রুপাত শিখাইবার জন্তই আপন অভিন্নস্বরূপা রাধা প্রভৃতি হলাদিনী শক্তিদিগকে বিভিন্নস্বরূপা করিয়া অন্তর্দ্বারের ছলে অনুক্ষণ কাঁদাইলেন । ব্রহ্মাদি দেবদুর্লভ বস্তুর মূল্য একবিন্দু অকপট অশ্রু ; ইহা অপেক্ষা নিকট, সহজ বা স্থলভ আর কি হইতে পারে ? সূচত্বর দৌভাগ্যবান সাধকের ভগবৎকৃপা অতিস্থলভ,—আর দুর্ভাগ্য লেখকের কেবল কালী, কলম ও কাগজই স্থলভ ॥৩৯

—

তাভিঃ সমেতাভিরুদারচেষ্টিতঃ

প্রিয়ৈক্ষণোৎফুল্লমুখীভিরচ্যুতঃ ।

উদারহাসদ্বিজকুন্দদীধিতি-

ব্যরোচতৈগাঙ্ক ইবোড়ুভির্ভূতঃ ॥

উপগীয়মান উদগায়ন্ বনিতাশতযুথপঃ ।

মালাং বিভ্রদবৈজয়ন্তীং ব্যচরন্মণ্ডয়ন্ বনম্ ॥

নদ্যাঃ পুলিনমাবিশ্য গোপীভির্হিমবালুকম্ ।

জুষ্টং তত্তরলানন্দিকুমুদামোদবায়ুনা ॥ ৪০

অন্বয়ঃ ।—উদারহাসদ্বিজকুন্দদীধিতিঃ উদারচেষ্টিতঃ (উদারঃ চেষ্টিতঃ यस্য সঃ) অচ্যুতঃ (অস্থলিতপ্রতিজ্ঞঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) প্রিয়ৈক্ষণোৎফুল্লমুখীভিঃ (প্রিয়স্য ঈক্ষণেন উৎফুল্লানি মুখানি যাসাং তাভিঃ) সমেতাভিঃ (মিলিতাভিঃ) তাভিঃ (গোপীভিঃ) উড়ুভিঃ (নক্ষত্ররাজিভিঃ) বৃত্ত (পরিবেষ্টিতঃ) এগাঙ্কঃ ইব (এগঃ যুগঃ অঙ্কে ক্রোড়ে यस্য সঃ চন্দ্রইব ব্যরোচত (বিশেষণে অশোভত) ॥

বনিতাশত-যুথপঃ (বনিতানাং মহিলানাং শতানি যুথানি দলানি পাতি রক্ষতি ইতি তথা বহনারীনাযকঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) বৈজয়ন্তীং (পঞ্চবর্ণপূর্ণ গ্রথিতাং) মালাং বিভ্রদং (কণ্ঠে ধারয়ন্) উপগীয়মানঃ (গোপীভিঃ গীতেন বর্ণ্যমানঃ) উদগায়ন্ (স্বয়ং চ উচ্চৈঃ গায়ন্ সন্) গোপীভিঃ [সহ] নদ্যাঃ (কালিন্দ্যাঃ) তত্তরলানন্দিকুমুদামোদবায়ুনা (তস্য কালিন্দ্যাঃ তরলৈ তরঙ্গৈঃ আনন্দী চাসৌ কুমুদামোদযুক্তঃ কুমুদ সৌর্যঃ বিশিষ্টঃ বায়ুঃ তেন) জুষ্টং (বাতং) হিমবালুকং (হিমাঃ শীতলাঃ বালুক

যত্র তৎ পুণিনম্ (তীরম্) আবিষ্ণ (উপব্রজ্য) বনং (বৃন্দাবিনং)
মণ্ডয়ন্ (অলঙ্কর্যন্) ব্যচরৎ (বিচচার) ॥ ৪০

টীকা ।—প্রিয়স্যেক্ষণেন উৎফুল্লানি মুখানি যাসাং তাভিঃ ।
উদারহাসশ্চ দ্বিভাশ্চ তেষু কুন্দকুসুমবদৌষিতির্বিদ্যা সঃ । এণাক্ষশব্দঃ ॥ ৪০

অনুবাদ ।—সহাস্রবদনে কুন্দকুসুম-সদৃশ দন্তরাজির
প্রভাবিশিষ্ট উদারকর্মা অচ্যুত প্রিয়দর্শনে প্রফুল্লমুখী গোপী-
বৃন্দে পরিবেষ্টিত হইয়া নক্ষত্র-পরিবেষ্টিত শশধরের ন্যায়
সুশোভিত হইলেন ।

সুশীতল বালুকাসমূহে সমাস্তৃত কালিন্দীপুলিনে তরঙ্গ-
স্পর্শসমীরণ কুমুদগন্ধ বহন করিয়া মন্দ মন্দ প্রবাহিত
হইতেছে । বহনারীনাযক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গলদেশে বৈজয়ন্তীর
মালা ধারণ করিয়া গোপাদিগের সহিত তথায় গমন পূর্বক
বিচরণ করিতে লাগিলেন । তাঁহাদের বিচরণে তত্রত্য বনভূমি
অলঙ্কৃত হইয়া উঠিল । গোপবালাগণ শ্রীকৃষ্ণের গুণবর্ণন
করিয়া সংগীত করিতে লাগিলেন এবং স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও উচ্চস্বরে
সংগীত করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৪০

বাহুপ্রসার-পরিরম্ভ-করালকোর-

নীবী-স্তনালভননর্শননথাগ্রপাতৈঃ ।

ক্ষেপ্যাবলোকহসিতৈব্রজমুন্দরীণা-

মুত্তম্ভয়ন্ রতিপতিং রময়াঞ্চকার ॥৪১

অনুবাদঃ ।—বাহুপ্রসার-পরিরম্ভ-করালকোর-নীবিস্তনালভন-নর্শননথাগ্রপাতৈঃ ক্ষেপ্যাবলোকহসিতৈঃ [চ] ব্রজমুন্দরীণাং (ব্রজাঙ্গনানাং) রতিপতিম্ (রত্যাঃ পতিং কামং) উত্তম্ভয়ন্ (উদ্দীপয়ন্) রময়াঞ্চকার ॥৪

টীকা ।—বাহুপ্রসারশ্চ পরিরম্ভশ্চ করালকাদীনামালভনং স্পর্শশ্চ ন পরিহাসশ্চ নথাগ্রপাতশ্চ তৈঃ । ক্ষেপ্য ক্রীড়য়াচ অবলোকৈক হসিতৈশ্চ কামং তাসাম্ উদ্দীপয়ন্ তা রময়ামাস ॥ ৪১

অনুবাদ ।—তিনি কখনো বাহুপ্রসারণ, কখনো আলিঙ্গন কখনো করস্পর্শ, কখনো অলকস্পর্শ, কখনো উরু, নীবি ও স্তনের আলভন, কখনো বা মিষ্টালাপ, দৃষ্টিপাত ও হাস্যদ্বারা গোপীদিগের কামোদ্দীপন করিয়া তাঁহাদিগকে রমণ করাইলেন ॥৪১

তাৎপর্য ।—শুকোক্ত এই তিনটি শ্লোক কেবল কাব্যোচিত রস-পোষক অঙ্গমাত্র ॥ ৪১

এবং ভগবতঃ কৃষ্ণাল্লঙ্কমানা মহাত্মনঃ ।

আত্মানং মেনিরে স্ত্রীণাং মানিন্যোহভ্যধিকং ভুবি ॥৪২

অনুবাদঃ ।—মহাত্মনঃ (মহান্ আত্মা যস্য তস্মাৎ অনাসক্তচিত্তাৎ)
ভগবতঃ কৃষ্ণাৎ এবং (অনেন প্রকারেণ) লঙ্কমানাঃ (লঙ্কঃ প্রাপ্তঃ মানঃ
সংকারঃ বাভিঃ তাঃ গোপাঃ) মানিত্যঃ (গর্বিণ্যঃ সত্যঃ) ভুবি
(পৃথিব্যাং) আত্মানং স্ত্রীণাম্ (রমণীনাম্) অধিকং (প্রধানং) মেনিরে
(নিশ্চিতবত্যাঃ) ॥ ৪২

টীকা ।—মহাত্মনশ্চ অনাসক্তচিত্তাৎ ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ ।—গোপীগণ মহাত্মা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকট
এইরূপ সম্মান লাভে গর্বিত হইয়া প্রত্যেকেই আপনাকে
পৃথিবীস্থ সমস্ত নারীগণের প্রধান বলিয়া মনে করিলেন ॥৪২

তাৎপর্য্য ।—গোপীদিগের বাস্তবিক গর্ব্ব নাই । ভূতময়
দেহে আত্মাভিমান হইলে এবং সেই দেহাভিমান জন্ম গর্ব্বাদি
জন্মিলে, অত্যাভিনিবেশ-বশতঃ ভগবদ্দর্শন হয় না । এই ভ্রমো-
পদেশ পৃথিবীতে প্রচার করিবার নিমিত্ত ভগবানেরই এই লীলা ;
অর্থাৎ তিনিই নিজাভিপ্রায় পূর্ণ করিবার অভিলাষে গোপীদিগের
হৃদয়ে ঐরূপ গর্ব্বের উত্তেজনা করিয়া দিলেন ॥৪২

তাসাং তৎ সৌভগমদং বীক্ষ্য মানঞ্চ কেশবঃ ।

প্রশমায় প্রসাদায় তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥৪৩

ইতি শ্রীকৃষ্ণ-রাসলীলায়াং প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

অনুব্রূয়ঃ ।—কেশবঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) তাসাং (গোপীনাং) তৎসৌভগমদং (স চাসৌ সৌভগমদশ্চ ইতি তৎ সৌভাগ্যতেতুকাঙ্কগৌরবং) মানং (গৰ্ব্বং চ) বীক্ষ্য (অবগত্য) প্রশমায় (মদমান-দমনায়) প্রসাদায় (গোপীঃ প্রতি অনুগ্রহায় চ) তত্রৈব (তস্মিন্ স্থানে এব) অন্তরধীয়ত (অদৃশ্যঃ অভূৎ) ॥ ৪৩

ইতি শ্রীকৃষ্ণ-রাসলীলায়াম্ প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

টীকা ।—তৎসৌভগেন মদম্ অস্বাধীনতাম্ । মানং গৰ্ব্বম্ । কেশবঃ কশ্চ জৈশ্চ তৌ বয়তে (বশয়তি) ইতি তথা সং ॥ ৪৩

ইতি শ্রীকৃষ্ণ-রাসলীলা-টীকায়াং প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

অনুবাদ ।—ভগবান্ কেশব গোপীদিগের সৌভাগ্য-হেতুক ঐক্লপ মদ ও মান অবগত হইয়া, মদ ও মান প্রশমন পূর্বক তাঁহাদিগকে কৃপা করিবার নিমিত্ত সেই স্থানেই অদৃশ্য হইলেন ॥৪৩

ইতি শ্রীকৃষ্ণ-রাসলীলাভাবাদে প্রথম অধ্যায় ।

তাৎপর্য ।—শুকদেব বলিলেন,—ভগবান্ সেইস্থানেই অন্তর্হিত হইলেন । ইহাতেই বুঝিতে পারা যায় যে, ভগবান্ সেন্ধান হইতে কোথাও যান নাই ; সেই স্থানেই ছিলেন অথচ

গোপীগণ তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না । মানসিক ভগবদ্বন্দ্বের বিষয় চিন্তা করিলে, আমরা এই লীলার তাৎপর্য অবগত হইতে পারি । মন যুগপৎ অর্থাৎ একই সময়ে দুইবস্তু ধারণ করিতে পারে না, এ বিষয় পূর্বে আলোচিত হইয়াছে । গোপীদিগের মন যতক্ষণ দেহ-গৃহাদি ভুলিয়া কৃষ্ণেতেই অভিনিবিষ্ট ছিল, ততক্ষণ তাঁহারা কৃষ্ণদর্শন পাইতেছিলেন; যখনই মন দেহে আসিল অর্থাৎ এই দেহস্বরূপ আমরাই কামিনীকুলের প্রধান বলিয়া মনে হইল, তখনই কৃষ্ণ অদৃশ্য হইলেন । এইজন্ত শ্রুতি দুই কথাই বলিয়াছেন,—“মনোদ্বারাই ব্রহ্মদর্শন করিতে হইবে” একথা বলিয়াছেন এবং “যাহা মনোদ্বারা মনন করা যায় না, তাহাই ব্রহ্ম” একথাও বলিয়াছেন । ইহার তাৎপর্য এই যে, অগ্ন্যভিনিবেশ-শূন্য নির্মল মনেই ব্রহ্মদর্শন হয়, অগ্ন্যাসক্ত মলিন মনে হয় না । শ্রুতি যাহা বলিয়াছেন, ভগবান্ তাহাই লীলা করিয়া দেখাইলেন ।

এই লীলায় ভগবানের দুইটি অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল,—উপরিস্থ ছলময় শৃঙ্গার-রসে বিচ্ছেদ না হইলে রস পরিপুষ্ট হয় না, ইহা কাব্য-রসিক মাত্রেই জানেন । রসশাস্ত্রে বলিয়াছেন,—“ন বিনা বিপ্রলস্তেন শৃঙ্গারঃ পুষ্টিমশ্নুতে । কষায়িতে হি বস্ত্রাদৌ ভূয়ান্ রাগো বিবর্জ্যতে ।” অর্থাৎ যেমন শুভ্রবস্ত্র পীত লোহিত প্রভৃতি বর্ণান্তরে রঞ্জিত করিতে হইলে, প্রথমে কষায়িত করিতে অর্থাৎ কষ দিতে হয় । কষায়িত বস্ত্রেই অগ্ন্যবর্ণ সমধিক প্রতিকলিত হইয়া থাকে, সেইরূপ বিচ্ছেদের পর মিলন অধিকতর সুখের হয় ;

বিচ্ছেদ না হইলে অবিচ্ছিন্ন মিলনে শৃঙ্গার-রস পরিপুষ্ট হয় না। এই নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ শৃঙ্গার-রসের নায়ক হইয়া রস-পুষ্টির জন্য গোপীদিগের বিচ্ছেদ ঘটাইলেন; আবার অপর পক্ষে ভগবান্ হইয়া ভক্তের প্রেমোৎকণ্ঠা পরিপাকের নিমিত্ত অন্তর্হিত হইলেন। যেমন জ্বরাদি রোগের উপশম হইলে পথ্যাভ্যাস পরেও সুদৃঢ় স্বাস্থ্যের নিমিত্ত কিছুদিন ঔষধ সেবন ও নিয়ম পালন করিতে হয়, সেইরূপ জ্ঞানলাভের পরেও জ্ঞানপরিপাকের জন্য জ্ঞানাত্যাস আবশ্যক এবং প্রেম লাভের পরেও প্রেম-পরিপাকের প্রয়োজন। ভগবান্ গোপীদিগের প্রেম-পরিপাকের নিমিত্তই এইরূপ লীলা করিয়া জনসাধারণকে শিক্ষা দিলেন। এ কথা ভগবান্ নিজমুখেও গোপীদিগকে বলিবেন।

রাসপঞ্চাধ্যায়ের প্রথম অধ্যায়ে, পরস্পর অত্যন্ত অমুরক্ত নায়ক-নায়িকার পরিহাসগর্ভ প্রণয়কলহের ছলে আরুঢ় ভক্তের ভগবদপ্রাপ্তিজন্ম অন্তরানন্দকর কাভর্য্য প্রদর্শিত হইল ॥৪৩

ইতি শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলা তাৎপর্য্যে প্রথম অধ্যায় ।

দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

—:—

শ্রীশুক উবাচ ॥

অন্তর্হিতে ভগবতি সহসৈব ব্রজাঙ্গনাঃ ।

অতপ্যন্তমচক্ষাণাঃ করিণ্য ইব যুথপম্ ॥১

অন্তর্হিতঃ ।—ভগবতি (শ্রীকৃষ্ণে) সহসৈব (হঠাৎ এব) অন্তর্হিতেঃ
(তিরোহিতে সতি) করিণ্যঃ (হস্তিন্যঃ) যুথপতিম্ ইব (দলপতিমিব)
ব্রজাঙ্গনাঃ (ব্রজরমণ্যঃ) তম্ (শ্রীকৃষ্ণম্) অচক্ষাণাঃ (অপশ্রুস্তাঃ)
অতপ্যন্ (সন্তপ্তাঃ বভূবুঃ) ॥ ১

ত্রিংশে বিরহসন্তপ্তগোপীভিঃ কৃষ্ণমার্গণম্ ।

উন্নতবদীর্ঘরাত্র্যাং ভ্রমন্তীভিবনে বনে ॥

টীকা ।—অচক্ষাণাঃ অপশ্রুস্তাঃ ॥১

অনুবাদ ।—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সহসা অন্তর্হিত হইলে, যুথপতি
গজেন্দ্রের অদর্শনে করিণীদিগের ন্যায় ব্রজগোপীগণ তাঁহাকে না
দেখিয়া নিতান্ত সন্তপ্ত হইলেন ॥১

তাৎপর্য্য ।—এই শ্লোকের দৃষ্টান্তাংশে নায়ক-নায়িকার
ভাব এবং দার্ঢ্যাস্তিকে ভগবান্ ও ভক্তের ভাব । যুথপতিকে
না দেখিয়া করিণীদিগের যে রূপ সন্তাপ হয়, তাহা কাম-সন্তাপ ;
আর ভগবানের অদর্শনে ভক্তের যে সন্তাপ হয়, তাহা প্রেম-
সন্তাপ । অতএব কাম-সন্তাপের কামাংশ পরিত্যাগ করিয়া
কেবল সন্তাপাংশেই দৃষ্টান্ত বুঝিতে হইবে । সর্ব্বাংশে দৃষ্টান্ত

হয় না ; এখানে ভগবানের অদর্শনে প্রেমরূপিণী গোপীদিগের অসহ্য সন্তাপ প্রদর্শনই মহর্ষির অভিপ্রেত ।

ভগবানের অদর্শনে গোপীদিগের বেরূপ মনস্তাপ হইয়াছিল, তাহা প্রাকৃত দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রকাশ করা যায় না । যাঁহারা আনন্দময়কে পাইয়া হারাইয়াছেন, তাঁহারাই সে মনস্তাপ বুঝিয়াছেন । প্রাকৃত প্রিয় বস্তুর অদর্শনে ষত প্রকার মনস্তাপ হইতে পারে, তাহার মধ্যে যাহা অত্যন্ত সন্তাপক, তাহাই অবলম্বন করিয়া গোপীদিগের মনস্তাপ আংশিক প্রদর্শিত হইয়াছে । মাতঙ্গজাতি স্পর্শেন্দ্রিয়ের অত্যন্ত বশীভূত ; তাহা প্রসিদ্ধই আছে । মহাজনেরা বলিয়াছেন,—

“কুরঙ্গ-মাতঙ্গ-পতঙ্গভৃঙ্গ-মীনা-হতাঃ পঞ্চভিরেব পঞ্চ ।

একঃ প্রমাদী স কথং ন হততে যঃ সেবতে পঞ্চভিরেব পঞ্চ ।”

অর্থাৎ কুরঙ্গ, মাতঙ্গ, পতঙ্গ, ভৃঙ্গ ও মীন এই পাঁচ জাতির এক এক জাতি পঞ্চেন্দ্রিয়ের এক এক ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হইয়া বিনষ্ট হয় ; একই জাতি যদি পাঁচ ইন্দ্রিয়েরই বশীভূত হইয়া পড়ে, তবে তাহার বিনাশ হইবে না কেন ? করিণীগণ করীর অদর্শনে স্পর্শস্থখ না পাইয়া এত অধীর ও সন্তপ্ত হয় যে, তাহারা যন্ত্রাবদ্ধ করীর আশ্রয় পাইয়া আপনারাও যন্ত্রাবদ্ধ হইয়া পড়ে । এইজন্ত করিণীর দৃষ্টান্তে গোপীদিগের সন্তাপ কথঞ্চিৎ প্রদর্শিত হইল মাত্র কামের ভিতর দিয়াই প্রেম বুঝিতে হইবে ; এ বিষয় পরে আলোচিত হইবে । তাই রাসলীলার উপরিভাগ কামের স্থায় প্রতীয়মান ॥১

গত্যানুরাগশ্চিত্ত-বিভ্রমেক্ষিতৈ-

মনোরমালাপ-বিহারবিভ্রমৈঃ ।

আক্ষিপ্তচিত্তাঃ প্রমদা রমাপতে-

স্তাস্তা বিচেষ্টা জগৃহস্তদাশ্রিকাঃ ॥২

অর্থঃ ।—প্রমদাঃ (ব্রজসুন্দর্য্যঃ) রমাপতেঃ (লক্ষ্মীকান্তস্য কবচস্য)
তানুরাগশ্চিত্ত-বিভ্রমেক্ষিতৈঃ মনোরমালাপ-বিহারবিভ্রমৈঃ আক্ষিপ্তচিত্তাঃ
আকৃষ্টমানসাঃ অতএব) তদাশ্রিকাঃ (তদ্রথ্যঃ সত্যঃ) [তস্য] তাঃ তাঃ
পূর্ব্বকৃত্যঃ) বিচেষ্টাঃ (বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ) জগৃহঃ (অহুচকুঃ) ॥২

টীকা ।—গত্যাচ অনুরাগশ্চিত্তাভ্যাং বিভ্রমেক্ষিতানি সবিলাস-
নিরীক্ষণানি তৈশ্চ মনোরমা আলাপাশ্চ বিহারশ্চ ক্রীড়াশ্চ বিভ্রমা অন্যেচ
লাসাত্তৈশ্চ রমাপতের্গত্যাদিভিরাক্ষিপ্তানি আকৃষ্টানি চিত্তানি বাসাং
ঃ । অতস্তস্মিন্নেব আত্মা বাসাং তাঃ । তস্য বিবিধাঃ চেষ্টাঃ জগৃহঃ ।
অনুকরণেনাক্রীড়ন ॥২

অনুবাদ ।—ভগবানের সুললিত গতি, সুবিমল হাস্য,
কপট অনুরাগ, মনোহর বিলাস, সানুরাগ নিরীক্ষণ, আনন্দ-
নক আলাপ, নানাপ্রকার বিহার ও অশ্রান্ত বিবিধ চেষ্টায়
পীড়িতগির চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছিল ; সুতরাং তাঁহারা তন্মনস্ক
হইয়া, তাঁহারই পূর্ব্বকৃত সেই সেই আচরণের অনুকরণ করিতে
গিলেন ॥২

তাৎপর্য্য ।—প্রগাঢ় প্রণয়ে ও অকপট প্রেমে ইহা সম্পূর্ণ
আবিক । প্রিয়তম নায়কের অদর্শনে প্রণয়িনী নায়িকার

এইরূপই হইয়া থাকে। বিচ্ছেদাবস্থায় প্রণয়িনী নায়িকা প্রনয় নায়কের ভাবভঙ্গি চিন্তা করিয়াও আনন্দ পায় এবং আনন্দ পায় বলিয়াই সে চিন্তা আপনা আপনিই হৃদয়ে উপস্থিত হয়। কেহ কেহ প্রনয় নায়কের ক্রিয়া-কলাপ চিন্তা করিতে করিতে মনে মনেই হাসে ও মনে মনেই কাঁদে। কেহ বা অদম্য আবেগে অধীর হইয়া নায়কের সেই সেই ক্রিয়া চিন্তা করিতে করিতে স্বয়ং অনুকরণ করিয়া বাহিরেও প্রকাশ করিয়া ফেলে; সুতরাং ধরা পড়িয়া যায়। প্রণয়ী নায়ক ও প্রণয়িনী নায়িকা উভয়েরই বিরহাবস্থায় এইরূপ হইয়া থাকে। তবে, কামিনী-হৃদয় স্বভাবতই কোমল, সেই জন্য এইরূপ অবস্থা নায়িকারই প্রধানতঃ দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের পাঠকদিগের মধ্যে যদি কেহ কখনও প্রাণ ঢালিয়া গুপ্ত প্রণয়ের পান্নায় পড়িয়া এবং প্রণয়ের প্রগাঢ়াবস্থায় বিচ্ছেদের নিদারুণ আশ্বাদন পাইয়া থাকেন, তিনিই ইহার মর্ম্ম বুঝিতে পারিবেন। সেই সুখময় সম্মিলনে বিচ্ছেদ ঘটিলে, প্রণয়িনী নায়িকার যেরূপ মনোভাব হইয়া থাকে, প্রিয়াদপি প্রিয়তম পরমাত্ম-স্বরূপ ভগবানের অদর্শনে আরু ভক্তের ঠিক সেই অবস্থা হইয়া থাকে। রাসলীলার উপরিভাগে নায়ক-নায়িকার ভাব দেখিয়া অনেক উপেক্ষা করিয়া থাকেন; কিন্তু ভাবুক ও রসিক পাঠক বা শ্রোতা অবশ্যই বুঝিবেন; নায়ক-নায়িকার দৃষ্টান্ত ভিন্ন সুগুঢ় রাসলীলা বুঝিবার উপায় নাই। তাই দেখিতে পাওয়া যায়, বেদান্তদর্শনেও ঐ দৃষ্টান্ত পঞ্চদশীকার বলিয়াছেন,—“পর-ব্যসর্দিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহ

কর্মণি । তদেবাস্বাদয়ত্যন্তর্ব-সঙ্গ-রসায়নম্ ॥ এবং শুদ্ধে পরে
 তৎ ধীরো বিজ্ঞাস্তিমাগতঃ । তদেবাস্বাদয়ত্যন্তর্বহির্ব্যবহরন্নপি ॥”
 অর্থাৎ যেমন পরপুরুষাসক্তা নারী গৃহকার্য্যে ব্যাপ্ত থাকিয়াও
 অন্তরে অন্তরে সেই জ্ঞানানন্দ আশ্বাদন করে ; বিশুদ্ধ পরতৎ
 যিনি বিজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, সেই ধীর ব্যক্তিও সেইরূপ বাহ্যে-
 দ্রিয়দ্বারা সংসারের কার্য্য করিতে করিতেই অন্তরে অক্ষুণ্ণ সেই
 পরমানন্দ আশ্বাদন করিয়া থাকেন । অতএব একবার মাত্র
 রাসলীলা পড়িয়াই চটিয়া উঠিলে চলিবে না ; স্থির, ধীর ও ঠাণ্ডা
 হইয়া গাঢ় অভিনিবেশের সহিত পুনঃ পুনঃ মনন করিলেই সকল
 সংশয় দূর হইবে । প্রগাঢ় প্রণয়ের বিচ্ছেদাবস্থায় নায়ক নায়িকার
 ঐরূপ তন্ময়তা হইয়াই থাকে । তদ্ভিন্ন আমরা যদি চিন্তা
 করিয়া দেখি তবে বুঝিতে পারি, প্রতিনিয়তই সকলেরই ঐরূপ ;
 ঠিক ঐরূপ না লইলেও, ক্ষণিক কিঞ্চিন্ময়তা হইয়া থাকে ;
 আমাদেরও হয় । দেখিতে পাওয়া যায়, এক এক জন মনুষ্য
 রাস্তায় চলিতেছে এবং আপনা আপনিই নানা কথা কহিতেছে ;
 ইহার কারণ আর কিছুই নয় ; সে তখন কোনো বস্তুতে বা
 কোনো ব্যক্তিতে তন্ময় হইয়া গিয়াছে । যাহারা মুখে ঐরূপ
 কথা কহে না, তাহারাও কিছু না কিছুতে প্রতিফণেই তন্ময়
 হইতেছে । যখন যাহা চিন্তা করিবে, তখনই তাহাতে তন্ময়
 হইবে ; চিন্তার ফলই এইরূপ । একটি বিষয়ে ঐ চিন্তা স্থায়ী
 হইলেই সমাধি হইল । গোপীর তাহাই হইয়াছিল ;—আমাদের
 সংসারে,—গোপীও তদবস্থায় ॥২

গতিস্মিতপ্রেক্ষণভাষণাদিষু

প্রিয়াঃ প্রিয়স্য প্রতিক্রটমূর্তয়ঃ ।

অসাবহস্তিত্যবলাস্তদাশ্রিকা

ন্যবেদিষুঃ কৃষ্ণবিহারবিভ্রমাঃ ॥৩

অস্বয়ঃ।—প্রিয়স্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) গতি-স্মিত-প্রেক্ষণ ভাষণাদিষু (গতিশ্চ স্মিতঞ্চ প্রেক্ষণঞ্চ তানি আদৌনি যেষু তানি তেষু) প্রতিক্রটমূর্তয়ঃ (আবিষ্টবিগ্রহাঃ) প্রিয়াঃ অবলাঃ (শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়াঃ গোপাঃ) তদাশ্রিকাঃ (তস্মিন্ কৃষ্ণে আশ্রা যাসাং তাঃ তন্নরাঃ) [অতঃ] কৃষ্ণবিহার-বিভ্রমাঃ [সত্যঃ] অসৌ (কৃষ্ণঃ) অহম্ ইতি হ্রস্বেদিষুঃ (পরস্পরং নিবেদিতবত্যঃ) ॥৩

টীকা।—অপিচ, গতিস্মিতোত । প্রিয়স্ত গত্যাদিষু প্রতিক্রটমূর্তয়ঃ আবিষ্টা মূর্তয়ে যাসাং তাঃ । অতঃ কৃষ্ণবিহারবিভ্রমাঃ কৃষ্ণস্তেব বিহারবিভ্রমাঃ ক্রীড়াবিলাসা যাসাং তাঃ । অহমেবাসৌ কৃষ্ণ ইতি পরস্পরং নিবেদিতবত্যঃ ॥ ৩

অনুবাদ।—অবলা গোপবালাদিগের মুক্তি প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের সুললিত গতি, স্নমধুর হাস্য, অনুরাগ, নিরীক্ষণ ও অমৃতময় বাক্যাদিতে আবিষ্ট হইয়া গেল ; স্মৃতির তাঁহার তন্নয় হইয়া গেলেন ; এই নিমিত্ত আপনারাই-কৃষ্ণের আয় গমন, কৃষ্ণের আয় হাস্য, কৃষ্ণের আয় নিরীক্ষণ ও কৃষ্ণের আয় বাক্যলাপ করিতে করিতে “আমিই কৃষ্ণ” বলিয়া পরস্পর পরিচয় দিতে লাগিলেন ॥৩

তাৎপর্য্য।—যোগী সমাধি-অবস্থায় ধ্যেয় পরমাশ্রয় তদাকার

হইয়া থাকেন ; স্বপ্নদর্শী ব্যক্তি স্বপ্নদৃষ্ট দেহে তদাকার হয় এবং
 জাগ্রদবস্থায়ও অনেকে অবস্থা-বিশেষে অভিনিবিষ্ট হইয়া তন্ময়
 হইয়া যায় । এ সকল কেবল অনশ্চাচিতে অভিনিবেশের ফল ।
 প্রাকৃত পদার্থে অভিনিবেশ হইলে যে তদাকার হয়, তাহাও এক
 প্রকার যোগ বা সমাধি । প্রাকৃত পদার্থে অভিনিবিষ্ট হইলে, যে
 আনন্দ অনুভূত হয়, তাহা ঔপাধিক আনন্দ ; সেই জন্ত তাহাতে
 অধিকক্ষণ অভিনিবেশ থাকে না । যোগী বিমলানন্দস্বরূপ পর-
 মাত্মায় অভিনিবিষ্ট হন, সেই জন্ত চিরানন্দ আশ্বাদন করেন ।
 গোপীদিগের মূর্তিমান্ পরমাত্মায় অভিনিবেশ ; সূতরাং তাঁহারা
 কৃষ্ণাকার হইয়া গেলেন,—ইহা প্রেম-যোগ বা প্রেম-সমাধি-জ্ঞান ;
 যোগ, ও ভক্তির কথা শুনিলে অনেকে মনে করেন, এগুলি
 পরস্পর সম্পূর্ণ বিভিন্ন বিষয় ; কিন্তু আমরা তাহা বুঝি না ;
 আমরা জানি ঐ তিনের একটি অপরটিকে ছাড়িয়া থাকিতে
 পারে না । জ্ঞান-প্রধান উপাসনাই জ্ঞানমার্গ, যোগ-প্রধান
 উপাসনাই যোগমার্গ এবং ভক্তিপ্রধান উপাসনাই ভক্তিমার্গ ।
 গোপী প্রেমের মূর্তি হইলেও জ্ঞানিনী ও যোগিনী । যখন তাঁহারা
 পরমানন্দ-স্বরূপ ভগবান্কেই পরম পদার্থ বলিয়া বুঝিয়াছেন,
 তখন তাঁহারা জ্ঞানীর শিরোমণি ; যখন তাঁহারা ভগবানেই
 তন্ময় হইয়া বাইতেছেন, তখন যোগীর প্রধান এবং যখন তাঁহারা
 ভগবৎসেবা পাইবার জন্ত উন্মত্তের ন্যায় কাঁদিতেছেন, তখন
 তাঁহারা ভক্তের শিরোভূষণ । আজ কৃষ্ণভাবিনী গোপীদিগকে
 আমরা সমাধিস্থ ধোয়াকার-প্রাপ্ত যোগীর ন্যায় দেখিতেছি ॥৩

গায়ন্ত্য উচ্চৈরমুম্বেব সংহতা

বিচিক্যুয়ন্তকবদ্বনাদ্বনম্ ।

পপ্রচ্ছুরাকাশবদন্তরং বহি-

ভূতেষু সন্তং পুরুষং বনস্পতীন্ ॥৪

অম্বস্তঃ ।—সংহতাঃ (মিলিতাঃ) [গোপাঃ] উন্নতকবৎ (উন্নতা ইব) অমুম্বেব (শ্রীকৃষ্ণমেব) উচ্চৈঃ (তারস্বরেণ) গায়ন্ত্যঃ (স্বরালাপেণ বর্ণন্ত্যঃ) বনাং বনং (গচ্ছন্ত্যঃ) বিচিক্যুঃ (অমৃগয়ন্); আকাশং ভূতেষু (স্বাবরাদিষু) অন্তরং (মধ্যে) বহিঃ [চ] সন্তং (বর্তমানঃ) পুরুষং বনস্পতীন্ (বৃক্ষান্) পপ্রচ্ছুঃ (পৃষ্টবত্যঃ) ॥৪

টীকা ।—কিঞ্চ, গায়ন্ত্য ইতি । বনাদ্বনান্তরং গচ্ছন্ত্যো বিচিক্যু অমৃগয়ন্ । উন্নতভূত্যাংমাহ । বনস্পতীন্ পপ্রচ্ছুঃ । ভূতেষু অন্তরং মধ্যে সন্তং পুরুষং বহিঃচ সন্তমিতি ॥ ৪

অনুবাদ ।—তঁাহারা সকলে মিলিত হইয়া উন্নততার গায় উচ্চস্বরে কৃষ্ণগুণ গান করিতে করিতে বন হইতে বনান্তরে অমুসন্ধান করিতে লাগিলেন এবং যে পুরুষ সমস্ত ভূতের অন্তরে বাহিরে বিজ্ঞান রহিয়াছেন, বৃক্ষগণকে তঁাহার সন্ধান জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন ॥৪

তাৎপর্য্য ।—মহর্ষি নয়টি শ্লোকে গোপীদিগের কৃষ্ণ-জিজ্ঞাসা বর্ণন করিয়াছেন ; সকল শ্লোকে সেই জিজ্ঞাসারই কথা ; সুতরাং সকল শ্লোকের একই তাৎপর্য্য ; অতএব শেষ শ্লোকের গ ইহার তাৎপর্য্য বিবৃত হইবে, এখন সংক্ষেপে বলা যাইতেছে ॥৪

দৃষ্টো বঃ কচ্চিদশ্বথ প্লক্ষ ন্যাক্রোধ নো মনঃ ।

নন্দসুহৃগতো হৃদ্বা প্রেমহাসাবলোকনৈঃ ॥৫

অনুবাদঃ ।—(হে) অশ্বথ, প্লক্ষ (হে পর্কটিন্), ন্যাক্রোধ (হে-বট),
নন্দসুহৃঃ (নন্দনন্দনঃ) নঃ (অশ্বাকং) মনঃ হৃদ্বা (চোরবিত্তা) গতঃ
(পলায়িতঃ) ; বঃ (যুগ্মাভিঃ) ,সঃ] দৃষ্টঃ কচ্চিৎ (অবলোকিতঃ কিম্) ॥৫

টীকা ।—তৎ প্রপঞ্চয়তি নবভিঃ । তত্র মহাবাদেতে পশ্চেয়ুরিত্যাশয়া
অশ্বখাদীন্ পৃচ্ছন্তি দৃষ্ট ইতি । প্রেমহাসবিলসিতৈরবলোকনৈর্নোহশ্বাকং
মনো হৃদ্বা চোর ইব গতঃ । বো যুগ্মাভিঃ কিং দৃষ্ট ইতি ॥ ৫

অনুবাদ ।—হে অশ্বথ ! হে প্লক্ষ ! হে বট ! নন্দনন্দন
আমাদের মন হরণ করিয়া পলায়ন করিয়াছে ; তোমরা তাহাকে
দেখিয়াছ কি ? ॥৫

তাৎপর্য ।—শ্রীধরস্বামী মহোদয় এই শ্লোকের আভাসে
বলিলেন, “মহাবাদেতে পশ্চেয়ুরিত্যাশয়া অশ্বখাদীন্ পৃচ্ছন্তি”
অর্থাৎ ইহার মহাবৃক্ষ ; ইহাদের মস্তক অত্যন্ত উন্নত ; সুতরাং
ইহাদের দৃষ্টি অনেক দূর পর্য্যন্ত যায় ; অতএব ইহার শ্রীকৃষ্ণকে
দেখিয়া থাকিবে,—এই আশায় অশ্বখাদি অতুল বৃক্ষগণকে
জিজ্ঞাসা করিতেছেন । শ্রীধরস্বামী অসাধারণ ভাবনাচতুর ; তিনি
বিরহাতুরা গোপীদের অনোভাব অনুভব করিয়াছিলেন, তাই
ঐরূপ আভাস দিয়াছেন । তিনিও যে সংসারসম্বন্ধ পরিত্যাগ
করিয়া মনে মনে শ্রীকৃষ্ণের অনুসন্ধান করিতেছিলেন । ঐরূপ
অবস্থায় ঐরূপই ত হয় ॥৫

কচিৎ কুরুবকাশোক-নাগ-পুন্নাগ-চম্পকাঃ ।

রামানুজো মানিনীনামিতো দর্পহরস্মিতঃ ॥৬

অর্থঃ ।—কুরুবকাশোকনাগপুন্নাগচম্পকাঃ (কুরুবকাশ অশোকঃ
নাগাশ্চ পুন্নাগাশ্চ চম্পকাশ্চ তে; হে তত্তন্মানো বৃক্ষাঃ) মানিনীনাঃ
(মানবতীনাং) দর্পহরস্মিতঃ (দর্পদমনহাসাঃ) রামানুজঃ (বলরামাবরতঃ
কৃষ্ণঃ) ইতঃ কচিৎ (গতঃ কিম্) ॥ ৬

টীকা ।—মহান্তঃ স্বপুষ্পৈর্বহুপকারিণশ্চেতি কুরুবকাশাদীন্ পৃচ্ছাসি
কচিদ্ধিতি । হে কুরুবকাশোকাদয়ঃ । দর্পহরং স্মিতং যন্ত সঃ, ইত্যে
গতঃ কচিদ্ধিতি ॥ ৬

অনুবাদ ।—হে কুরুবক ! হে অশোক ! হে নাগ !
হে পুন্নাগ ! হে চম্পক বৃক্ষগণ ! যাঁহার মধুর হান্ত দেখিলে,
মানিনী কামিনীদিগের দুর্জয় মান দূরে যায়, বলরামের কনিষ্ঠ
সেই কৃষ্ণ এই স্থান দিয়া গিয়াছেন কি ? ॥৬

তাৎপর্য ।—গোপীগণ ভগবানের বিশেষণ দিলেন,
“মানিনীনাং দর্পহরস্মিতঃ” অর্থাৎ যাঁহার সুমধুর হান্ত দেখিলে
মানিনীদিগের অভিমান অপগত হয় । ইহা আপাততঃ কাব্যের
শ্রায় প্রতীত হইলেও পরম-তত্ত্ববোধক । শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহ
আনন্দঘন । ভূতময় মনুষ্যের মুখে হান্ত দেখিলে আনন্দ হয়,
হাস্তই আনন্দের পরিচায়ক ; সেই জুড়ই হান্ত বড় মধুর ।
হাস্ত যদি যৎকিঞ্চিৎ আনন্দের পরিচয় দিয়া এত মধুর হয়,
তবে মুর্তিমান সাক্ষাৎ আনন্দের হান্ত কত মধুর, তাহা কৃষ্ণময়ী
গোপী ভিন্ন আর কে জানিবে ? সে হাসির দর্শনে মানবের
আর আত্মাভিমান হৃদয়ে স্থান পায় না ॥৬

কচ্চিৎ তুলসি কল্যাণি গোবিন্দচরণপ্রিয়ে ।

সহ ঝালিকুলৈবিভ্রদৃষ্টেহৃতিপ্রিয়োহচ্যুতঃ ॥৭

অনুব্রজঃ — কল্যাণি (ভাগ্যবতি) গোবিন্দচরণপ্রিয়ে (গোবিন্দস্য চরণানাং প্রিয়া তৎ সম্বন্ধে) শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়তমে তুলসি অলিকুলৈঃ (ভ্রমরগণৈঃ) সহ ত্বা (ত্বাং) বিভ্রং (ধারণন্) তে (তব) অতিপ্রিয়ঃ (অতিশয়েন প্রিয়ঃ) অচ্যুতঃ (কৃষ্ণঃ) দৃষ্টঃ কচ্চিৎ (অবলোকিতঃ কিম্) ॥৭

টীকা । — অলিকুলৈঃ সহ ত্বা ত্বাং । ব্রজবাসিতপ্রিয়ত্বা কিং দৃষ্ট ইতি ॥৭

অনুবাদ । — হে ভাগ্যবতি কৃষ্ণপ্রিয়ে তুলসি ! শ্রীকৃষ্ণ তোমার প্রিয়তম, তোমারই ভ্রমরাস্থিত মালা কণ্ঠে ধারণ করিয়া আছেন ; তুমি তাঁহাকে দেখিয়াছ কি ? ॥৭

তাৎপর্য । — শাস্ত্রীয় পূজাপদ্ধতির তাৎপর্য অতি গূঢ় ; আমাদের সামান্য বুদ্ধিতে সকল বিষয়ের ধারণা হয় না । যাহা আমাদের ধারণায় ধরে না, তাহাই যে মিথ্যা, এমন কথা বলা সাহসের কার্য । জ্ঞান-বিজ্ঞান-পারদর্শী গভীর চিন্তাশীল মহর্ষিগণের সকল অভিপ্রায় মনুষ্য-সাধারণে বুদ্ধিতে পারে না ; গোপীগণ তুলসীকে “গোবিন্দচরণ-প্রিয়ে” বলিলেন ; শাস্ত্রেও দৃষ্ট হয়, তুলসীই বিষ্ণুপূজার প্রধান উপকরণ ; তুলসী ভিন্ন বিষ্ণুপূজা হয় না । যিনি বিষ্ণুপূজা করিবেন, তাঁহাকে তুলসীর মালা ধারণ করিতে হইবে । অতএব আমরা না বুঝিলেও তুলসী কৃষ্ণপ্রিয়া ; ঋষিবাক্য মিথ্যা নয় । সেই জগুই গোপীগণ তুলসীকে গোবিন্দপ্রিয়া বলিলেন এবং তাঁহাকে কৃষ্ণবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন । তুলসী যে, মাত্ত্বিক বস্তু, তাহাতে সন্দেহ নাই ; সুতরাং সত্ত্ব-স্বরূপ বিষ্ণুর প্রিয়া, আমরা এই পর্য্যন্ত অনুমান করিতে পারি ॥৭

মালত্যাংশি বঃ কচ্ছিন্নম্লিকে জাতিযুথিকে ।

শ্রীতিং বো জনয়ন্ যাতঃ করম্পর্শেন মাধবঃ ॥৮

অনুবাদঃ।—(হে) মালতি (হে) মলিকে (হে) জাতিকে (হে) যুথিকে ! মাধবঃ (রমানাথঃ) করম্পর্শেন (যুগ্মাঙ্গ কর্মর্শেন) বঃ (যুগ্মাঙ্গঃ) শ্রীতিং (আনন্দঃ) জনয়ন্ (উৎপাদয়ন্) যাতঃ (গতঃ) বঃ (যুগ্মাঙ্গঃ) অদশি কচ্ছিন্ন (দৃষ্টঃ কিম্) ॥ ৮

টীকা।—গুণাতিরেকেহপি নম্রত্বাদিমাঃ পশ্চৈয়ুরিতি পৃচ্ছন্তি মালতীতি । হে মালতি মলিকে জাতিযুথিকে যুগ্মাঙ্গিঃ কিমদর্শি দৃষ্টঃ । করম্পর্শেন বঃ শ্রীতিং জনয়ন্ কিং যাত ইতি । অত্র মালতীজাত্যোরবাস্তববিশেষো দ্রষ্টব্যঃ ॥

অনুবাদ।—হে মালতি ! হে জাতি ! হে যুথিকে ! মাধব করম্পর্শদ্বারা তোমাদের আনন্দ বর্ধন করিতে করিতে গিয়াছেন, তোমরা দেখিয়াছ কি ? ॥৮

তাৎপর্য্য।—ভাবুক-চূড়ামণি শ্রীধর এই শ্লোকের অভাস দিলেন, “গুণাতিরেকেহপি নম্রত্বাদিমাঃ পশ্চৈয়ুরিতি পৃচ্ছন্তি” অর্থাৎ গোপীগণ মনে করিলেন, মালতী-মল্লিকাদি পুষ্প বৃক্ষ সদগুণ-শালী হইয়াও নম্র ; অতএব ইহারা কৃষ্ণদর্শন পাইয়াছে গোপীগণ জানেন এবং আমরাও শাস্ত্রে দেখিয়াছি, গুরুমুখে উপদেশও পাইয়াছি ; কৃষ্ণলাভের মূলমন্ত্রই নম্র হওয়া । তাই মহাপ্রভু বলিয়াছেন, “তৃণাদপি স্থনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা অমানিনা মানদেন কীৰ্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ।” অধীরা গোপী ঐক্য চেতনাচেতন বুঝেন না, তাঁহারা জানেন নম্র হইলেই কৃষ্ণদর্শন পায় ; তাই নম্রস্বভাব মালতী-মল্লিকা-শ্রুতিযুথিকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন ॥৮

চূত-প্রিয়াল-পনসাসন-কোবিন্দার-
জম্বুর্ক-বিশ্ব-বকুলাত্র-কদম্ব-নীপাঃ ।

যেহন্যে পরার্থভবকা যমুনোপকূলাঃ

শংসন্ত কৃষ্ণপদবীং রহিতাশ্রনাং নঃ ॥৯

অনুবাদঃ ।—চূত-প্রিয়াল-পনসাসন-কোবিন্দার-জম্বুর্ক-বিশ্ব-বকুলাত্র-কদম্বনীপাঃ (চূতাক্ষ প্রিয়লাক্স পনসাক্ষ অসনাক্ষ কোবিন্দারাক্ষ জম্ববাক্ষ অর্কাক্ষ বিশ্বাক্ষ বকুলাক্ষ কদম্বাক্ষ নীপাক্ষ তে হে তত্তরামানঃ বৃক্ষাঃ) যে অস্ত্রে (এতদ্ভিন্নাঃ) পরার্থভবকাঃ (পরোপকারার্থজীবনাঃ) যমুনোপকূলাঃ (কালিন্দীতীরস্থিতাঃ) [বৃক্ষাঃ] রহিতাশ্রনাং (রহিতঃ শূত্রঃ আত্মা চেতঃ বাসাং তাঃ তাসাং) নঃ (অশ্রিতাঃ) কৃষ্ণপদবীং (কৃষ্ণমার্গঃ) শংসন্ত (কথয়ন্ত) ॥ ৯

টীকা ।—ফলাদিভিঃ সর্বপ্রাপিসম্পর্পকা এতে পশ্চৈয়ুরিতি পৃচ্ছন্তি চূতেতি । চূতাত্রয়োঃবাস্তবজাতিভেদঃ কদম্বনীপয়োঃ । হে চূতানয়ঃ যেহন্ত্রে পরার্থভবকাঃ পরার্থমেব ভবো জন্ম যেষাং তে যমুনোপকূলাঃ যমুনায়াঃ কুলসমীপে বর্তমানান্তীর্থবাসিন ইত্যর্থঃ । তে ভবন্তঃ রহিতাশ্রনাং শূত্রচেতসাং নঃ কৃষ্ণপদবীং কৃষ্ণস্য মার্গঃ শংসন্ত কথয়ন্ত ॥ ৯

অনুবাদ ।—হে চূত ! হে প্রিয়াল ! হে পনস ! হে অসন ! হে কোবিন্দার ! হে জম্বু ! হে অর্ক ! হে বিশ্ব ! হে বকুল ! হে অত্রি ! হে কদম্ব ! হে নীপ ! হে যমুনাতীরবর্ত্তি-পরার্থ-জীবন অশ্রান্ত বৃক্ষগণ ! আমরা আত্মহারা হইয়াছি ; আমাদেরকে কৃষ্ণের পথ বলিয়া দাও ॥৯

কিস্তে কৃতং ক্ষিতি তপো বত কেশবাজ্জি-
 স্পর্শোৎসবোৎপুলকিতান্ধরুহৈবিভাসি ।
 অপ্যাজ্জি-সম্ভব উরুক্রমবিক্রমাদবা
 আহো বরাহবপুষঃ পরিরম্ভণেন ॥ ১০

অশ্বত্থঃ ।—ক্ষিতি (হে ক্ষিতে) তে (ত্বয়া) কিং (কাদৃশং) তপঃ (ব্রতং) কৃতং (আচরিতং) কেশবাজ্জি স্পর্শোৎসবা (কৃষ্ণপদস্পর্শা-
 নন্দা) অন্ধরুহৈঃ (অন্ধাৎ রোহস্তি ইতি অন্ধরুহাঃ তৃণাকুরাঃ তৈঃ) উৎপুলকিতা (উল্লোমাক্ষিতা) বিভাসি (শোভসে) অপি (কিং) অয়ং (উৎসবঃ) অজ্জি সম্ভবঃ (অজ্জৈঃ সম্ভবঃ যস্য সঃ কৃষ্ণপদস্পর্শজাতঃ) বা (অথবা) উরুক্রমবিক্রমাৎ (ত্রিবিক্রমপদাক্রমগাৎ) আহো (অথবা) বরাহবপুষঃ (শুকররূপিণঃ বিষেণাঃ) পরিরম্ভণেন (আলিঙ্গনে-
 জাতঃ) ॥ ১০

টাকা ।—হে ক্ষিতি ক্ষিতে তে ত্বয়া কিং তপঃ কৃতম্ । যা ত্বং কেশবাজ্জি স্পর্শোৎসবা কেশবাজ্জি স্পর্শেন উৎসবো যস্যঃ সা, কৃতঃ অন্ধরুহৈঃ উৎপুলকিতা রোমাক্ষিতা বিভাসি শোভসে । তত্র বিশেষঃ পৃচ্ছন্তি । অপি কিম্ অয়মুৎসবঃ অজ্জি সম্ভবঃ অধুনা তদ্যৌকদেশাজ্জি-
 সংস্পর্শসম্ভূতঃ । যদা, নৈতাবৎ কিন্তু উরুক্রমবিক্রমাৎ পূর্বমেব ত্রিবিক্রমস্য পদা সর্বাক্রমগাৎ । আহো অথবা নৈতাবদেব অপিতু ততোহপি পূর্বং বরাহস্য বপুষঃ পরিরম্ভণেনেতি । অতস্তয়া নুনং দৃষ্টন্তঃ দর্শয়েতি ॥ ১০

অনুবাদ ।—হে ধরণি ! তুমি কিরূপ তপস্তা করিয়াছ, বল । দেখিতেছি কেশবের চরণস্পর্শে তোমার পরমানন্দ হইয়াছে ; যেহেতুক, তুমি নিজাঙ্গজাত তৃণাকুরে উৎপুলকিত হইয়া শোভা

পাইতেছ । বল দেখি, এইবার কৃষ্ণচরণ স্পর্শেই কি তোমার এইরূপ পরমানন্দ হইয়াছে ? কিংবা পূর্ববর্তী ত্রিবিক্রমের পদাক্রমণে হইয়াছে ? অথবা তাহারও পূর্ববর্তী বরাহরূপী বিষ্ণুর আলিঙ্গন লাভে হইয়াছে ? ১০

তাপর্য্য ।—আনন্দের অশ্রুতম লক্ষণ লোমাঞ্চ । অত্যধিক আনন্দ হইলে মানবদেহ লোমাঞ্চিত হয় ! কিন্তু যাহাতে লোমাঞ্চিত হয়, বিষয়-সংস্পর্শে আনন্দ এরূপ প্রায়ই হয় না ; কারণ বিষয়ানন্দে ভৌতিক পদার্থই দেহ ও মন স্পর্শ করিয়া থাকে ; তাহাতেই আনন্দ-কল্পনা করিয়া লইতে হয় । বিষয়ের আবরণশূন্য সাক্ষাৎ অনাবৃত আনন্দ যাহাকে স্পর্শ করে, তাহাকে লোমাঞ্চিত হইতেই হইবে । সেই সাক্ষাৎ অনাবৃত আনন্দের মূর্ত্তিই শ্রীকৃষ্ণ ; সূতরাং কৃষ্ণাঙ্গস্পর্শে দেহ লোমাঞ্চিত হইবেই । এমন কি, কোনো কোনো প্রগাঢ় প্রেমবান ভক্তের কৃষ্ণনাম কীর্ত্তনে বা শ্রবণেও দেহ লোমাঞ্চিত হইয়া থাকে । গোপী কৃষ্ণাঙ্গ স্পর্শ করিয়া দেখিয়াছেন এবং বুঝিয়াছেন, কৃষ্ণাঙ্গস্পর্শ ভিন্ন দেহ লোমাঞ্চিত হয় না । তাই অধোরাবস্থায় পৃথিবীর বক্ষঃস্থলে তৃণাকুর দেখিয়া এবং তাহাই কৃষ্ণাঙ্গ সঙ্গ জগৎ পরমানন্দের লক্ষণ মনে করিয়া, এরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন । পৃথিবী যে, মাটির ঢিবি, মাটির ঢিবির লোমাঞ্চ হয় না, তাহা তাঁহাদের জ্ঞান নাই ; তাঁহাদের বিশ্বাস, শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গস্পর্শে কাষ্ঠ, পাষাণ, মৃত্তিকাও লোমাঞ্চিত হয় । সত্যদর্শী ঋষিগণও তাই বলেন ;—বিজ্ঞ-আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না ॥১১

অপ্যেণপদ্ম্যুপগতঃ প্রিয়য়েহ গাঠৈঃ-

তদ্বন্ দৃশাং সখি স্ননিবৃতিমচ্যুতো বঃ ।

কান্তান্সঙ্গ-কুচ-কুঙ্কুম-রঞ্জিতায়াঃ

কুন্দশ্রজঃ কুলপতেরিহ বাতি গন্ধঃ ॥১১

অর্থঃ।—(হে) সখি এণপাঙ্ক ! (হরিণরমাণ) ইহ (অগ্নি স্থানে) অচ্যুতঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) প্রিয়য়া (শ্রীরাধয়া সহ) গাঠৈঃ (স্নানরাসৈঃ) বঃ (সুখাকং) দৃশাং (প্রসিদ্ধস্নানরেন্দ্ৰাণাং) স্ননিবৃতিং (পরমসুখং) তদ্বন্ (জনয়ন্) অপি (কিং) উপগতঃ (সমীপং যাতঃ) ইহ (অগ্নি স্থানে) কুলপতেঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) কান্তান্সঙ্গ-কুচকুঙ্কুম-রঞ্জিতায়াঃ কুন্দশ্রজঃ (কুন্দকুঙ্কুমমালায়াঃ) গন্ধঃ (পরিমলঃ) বাতি (আগচ্ছতি) ॥ ১১

টীকা।—হরিণ্যা দৃষ্টিপ্রত্যাসক্তা কৃষ্ণদর্শনং সন্তাব্যাহরণীতি । হে সখি এণপাঙ্ক আপি কিম্ উপগতঃ সমীপং গতঃ গাঠৈঃ স্নানরৈর্মুখবাহবা দিভিঃ । প্রিয়য়া সহৈতি যত্নঃ তৎ দ্যোতয়ন্তি । কান্তায়া অঙ্গসঙ্গতন্তং কুচকুঙ্কুমে রঞ্জিতায়াঃ কুন্দকুঙ্কুমশ্রজো গন্ধঃ কুলপতেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য বাতি আগচ্ছতি ॥ ১১

অনুবাদ।—হে সখি হরিণপাঙ্ক ! এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ আপন প্রিয়ার সহিত মনোহর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রদর্শন পূর্বক ভোমাদের স্নানর নয়নের সুখোৎপাদন করিতে করিতে নিকট দিয়া গিয়াছেন কি ? এখানে শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠস্থিত এবং প্রিয়তমার অঙ্গসঙ্গকুচকুঙ্কুমে রঞ্জিত কুন্দমালার সুগন্ধ আসিতেছে ॥ ১১

বাহুং প্রিয়াংস উপধায় গৃহীতপদ্মো
রামানুজস্তলসিকালিকুলৈর্মদাকৈঃ ।

অদ্বীয়মান ইহ বস্তুরবঃ প্রণামং

কিংবাভিনন্দতি চরন্ প্রণয়াবলোকৈঃ ॥১২

অম্বয়ঃ — (হে) তরবঃ (নতাগ্রাঃ বৃক্ষাঃ) মদাকৈঃ (মদমন্তৈঃ)
তুলসিকালিকুলৈঃ অদ্বীয়মানঃ (অমুগম্যমানঃ) গৃহীতপদ্মঃ (গৃহীতং পদ্মং
যেন সঃ করধৃতকমলঃ) রামানুজঃ (রামস্য অনুজঃ কনিষ্ঠঃ) প্রিয়াংসে
(প্রিয়ায়াঃ অংসে স্বন্ধে) বাহুং (বামহস্তং) উপধায় (স্থাপয়িত্বা) ইহ
(অত্র) চরন্ (পরিভ্রমন্) প্রণয়াবলোকৈঃ (প্রণয়েন প্রীত্যা অবলোকাঃ
দৃষ্টিপাতাঃ তৈঃ) বঃ (যুগ্মকং) প্রণামং (প্রণতিং) কিংবা অভিনন্দতি
(সানন্দং স্বীকরোতি) ॥ ১২

টীকা । — কলভারেণাবনতাস্তরুন্ শ্রীকৃষ্ণঃ দৃষ্ট্ৱা প্রণতান্ মত্ৱা প্রিয়য়া
সহ গতস্ত গতিবিলাসং সম্ভাবয়ন্ত্যঃ পৃচ্ছন্তি বাহুমিতি । তুলসিকায়
অলিকুলৈঃ অতস্তদামোদমদাকৈঃ অদ্বীয়মানঃ অমুগম্যমান ইহ চরন্ প্রণত্যর্থঃ ॥১২

অনুবাদ । — হে তরুগণ ! অলিকুল তুলসীমালার আমোদে
মত্ত হইয়া ষাঁহার অনুগমন করিতেছে, সেই রামানুজ কৃষ্ণ প্রিয়-
তমার স্বন্ধে বাম হস্ত স্থাপন এবং দক্ষিণ করে প্রফুল্ল কমল ধারণ
করিয়া এই স্থানে বিচরণ করিতে করিতে প্রণয় নিরীক্ষণে
তোমাদের প্রণাম সানন্দে গ্রহণ করিতেছেন কি ॥১২

পৃচ্ছতেমা লতা বাহুনপ্যাল্লিষ্ঠা বনস্পাতেঃ ।

নুনং তৎকরজস্পৃষ্টা বিভ্রত্যাংপুলকান্যহো ॥১৩

অস্বস্বঃ ।—(হে সখ্যঃ) ইমাঃ লতাঃ পৃচ্ছত [এতাঃ] বনস্পাতেঃ (বৃক্ষস্য) বাহুন্ (শাখারূপান্) আল্লিষ্ঠাঃ অপি (আশ্রিতাঃ অপি) অহো (ভাগ্যং) নুনং (নিশ্চিতং) তৎকরজস্পৃষ্টাঃ (তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য করজৈঃ নৈধৈঃ স্পৃষ্টাঃ সত্যঃ) পুলকানি (রোমোদগমান্) বিভ্রতি (ধারয়ন্তি) ॥১৩

টীকা ।—কাশিদাহঃ হে সখ্য ইমা লতাঃ শ্রীকৃষ্ণেন সঙ্গতা নুনম্ অত ইমাঃ পৃচ্ছত । নহু স্বপতিসঙ্গতো তৎসঙ্গতিহৃৎটা, ন, বনস্পাতেঃ পত্ন্যবাহু-নাশ্লিষ্ঠা অপি, অহো ভাগ্যং নুনং তন্নৈধৈঃ স্পৃষ্টা যতঃ উৎপুলকানি বিভ্রতি । ন হি স্বপতিসঙ্গতিমাত্রেন তাদৃক্ পুলকসম্ভব ইতি ভাবঃ ॥ ১৩

অনুবাদ ।—কতকগুলি গোপী বলিলেন,—সখি ! এই সম্মুখস্থ লতাদিগকে জিজ্ঞাসা কর । ইহারা বনস্পতির বাহু আশ্রয় করিলেও যখন লোমাক্ত হইয়াছে, তখন নিশ্চয়ই কৃষ্ণের নখস্পর্শ পাইয়াছে । ইহাদের কি সৌভাগ্য ॥১৩

তাৎপর্য্য ।—কৃষ্ণাদর্শন-কাতর গোপীদিগের কৃষ্ণ-জিজ্ঞাসা সমাপ্ত হইল । শুকদেব বলিয়াছেন—“গোপীগণ উন্মত্তের স্থায় হইয়া কৃষ্ণ-জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন ।” যাঁহারা ভাবুক, যাঁহারা ভাবনা বলে অন্তের হৃদয়ে আপনার হৃদয় মিশাইতে পারেন, তাঁহারা বলিবেন, গোপীগণের বাক্য উন্মত্তার স্থায় ;—উন্মত্তার নহে । কি নায়ক-নায়িকার প্রণয়ে, কি ভক্তের অপ্রাকৃত ভগবৎপ্রেমে, পরস্পরের অদর্শনে এইরূপ উন্মত্ততা হইয়াই

ধাকে । প্রণয়িনী কামিনীর অদর্শনে প্রণয়ী পুরুষের এবং প্রণয়ী পুরুষের অদর্শনে প্রণয়িনী কামিনীর মনে মনে ইচ্ছা হয়, গাছ পালাকেও জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি,—পাশু-পক্ষীকেও জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি, পাহাড়-পর্বতকেও জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি । যদি সত্য সত্যই জিজ্ঞাসা করে, তবে অভাবকের কাছে সে উন্মত্ত বা পাগল বলিয়া পরিচিত হুতরাং উপহসিত হয় । ধীর-ধূরীণ রামচন্দ্রও প্রাণাধিকা পত্নীকে হারাইয়া, দণ্ডকবনস্থ তরু-লতাদিগকেও জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন । কবির কালিদাসের মানসপুত্র বিরহ-বিধুর যক্ষ আকাশচরী বাষ্পময় মেঘ সকলকেও বার্তাবহ করিয়া দূরস্থ প্রণয়িনীর নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন । রামচন্দ্রের ইতিহাস সত্য, যক্ষের উপশ্রাস মিথ্যা । যক্ষের উপশ্রাস মিথ্যা হইলেও যে ভিত্তির উপর উপশ্রাস দাঁড়াইয়াছে, তাহা রাম-চন্দ্রের স্থায় স্পৃশ্য সত্য ; কারণ, একুপ সত্য ঘটনা সংসারে হয় বলিয়াই সেই সত্য আশ্রয় করিয়া মিথ্যা উপন্যাস রচিত হইয়াছে । বাহার আসল আছে, তাহারই নকল হয় ; বাহার আসল নাই, তাহার নকলও হয় না ।

বিরহাবস্থ নায়ক-নায়িকার ভাব যেরূপ প্রদর্শিত হইল, ইহা ভগবদ্দর্শন জন্য ভক্তের পরমোৎকর্ষের আভাস মাত্র । শ্রুতি লিখিয়াছেন,—“সমস্ত জীব সেই আনন্দেরই আভাসমাত্র আনন্দন করিয়া জীবিত থাকে ।” যে আনন্দের আভাসের অভাবে জীবের এত উৎকর্ষ, যে আনন্দের আভাসের অভাবে মনুষ্য উন্মত্তের স্থায় হইয়া তরুলতাদিগের নিকট অনুসন্ধান পাইবার আশা করে,

যাঁহারা সেই বিগ্রহবান্ পরমানন্দ পাইয়া হারাইয়াছেন, তাঁহাদের উৎকর্ষ লেখনীমুখে নিঃসৃত হইবার নহে। তাহা না হইলেও, বিচ্ছেদাপন্ন নায়ক-নায়িকার অবস্থা দেখিয়াই, ভগবৎসর্বস্ব ভক্তের বিচ্ছেদাবস্থা বুঝিয়া লইতে হইবে। ভগবৎপ্রেম বিরূপ, শাস্ত্র তাহা বলিয়াছেন ; কিন্তু আদর্শ আশ্রয় না করিয়া কেবল গ্রন্থ পাঠ করিলে, কেবল গ্রন্থোক্ত বাক্যাগুলি অভ্যস্ত হয় ; বাক্যার্থ ধারণা হয় না। আমরা সে আদর্শ কোথায় পাইব।— এই সংসারেই,—অবিকল না হউক—কথঞ্চিৎ পাইব। পুত্রের মাতৃভক্তি, মাতার অপত্যস্নেহ, মিত্রের মিত্রসৌহার্দ্য এবং নায়ক-নায়িকার পরস্পর অদম্য অনুরাগ দেখিয়াই ভক্তের ভগবৎ-প্রেম বুঝিয়া লইতে হইবে। আমরা ভালবাসিতে জানি, হাসিতে জানি, কাঁদিতেও জানি, কিন্তু কাহাকে ভালবাসিতে হয়, কাহাকে পাঠিয়া হাসিতে হয় এবং কাহাকে হারাইয়া কাঁদিতে হয়, তাহাই জানি না। তাহাই জানাইবার জন্ত নটচূড়ামণিব এই অভিনয়। আপনি নায়ক সাজিলেন, স্ব-স্বরূপা গোপীদিগকে নায়িকা সাজাইলেন, একবার নিত্যানন্দের আনন্দান জানাইয়া অদৃশ হইলেন ; কৃষ্ণপ্রাণা গোপী তাঁহার অদর্শনে উন্মত্ত হইয়া গেলেন, —পাগল হইয়া গেলেন,—পাত্ৰাপাত্ৰ জ্ঞানশূন্য হইয়া বৃদ্ধ দিগকেও কৃষ্ণবাস্তী জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তিনি জগৎকে জানাইলেন, আমার অদর্শনে বাহার এইরূপ অবস্থা হয়, তাহারই প্রেম জন্মিয়াছে, সেই আমাকে পাইবে।

এখন আমরা ত্রুতুস্ত ত্রুজ-জিজ্ঞাসার সহিত গোপীদিগের

কৃষ্ণজিজ্ঞাসা মিলাইয়া দেখিব । আজকার দিনে আমাদের স্থায় অকালপক ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অভাব নাই । জিজ্ঞাসার কথা দূরে থাকুক, আমরা নিজে ব্রহ্ম না বুঝিয়া ব্রহ্ম বুঝাইতে চাই । কিন্তু ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার উপযুক্ত একটা সময় আছে,—শাস্ত্রনির্দিষ্ট অধিকার আছে । ব্রহ্মসূত্রের প্রথম সূত্রেই ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার অধিকার সূচিত হইয়াছে । প্রথম সূত্র,—“অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা” ইহার পর ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা । ভাষ্যকার ভগবান শঙ্করাচার্য্য অর্থ করিয়াছেন,—নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক, অর্থাৎ কি নিত্য বস্তু, কি অনিত্য বস্তু তাহার বিচার ; ইহামূত্র ফলভোগ-বিরাগ অর্থাৎ কি ঐহিক, কি পারত্রিক, সকল প্রকার সুখভোগে অনিচ্ছা ; শম-দমাদি সাধন-সম্পত্তি, অর্থাৎ শমদমাদি সাধনের অনুর্ত্তান ; মুমুক্শুত্ব, অর্থাৎ মুক্তি লাভের ইচ্ছা ; ইহার পর ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা । বেদান্ত-সারেও ঠিক এই কথাই আছে । বেদান্ত আরও বলিয়াছেন,—“যেমন অগ্নিসংযোগে দীপ্তিশিরস্ক ব্যক্তি যজ্ঞগায় অস্থির হইয়া নির্ব্যাণেচ্ছায় ইতস্ততঃ ধাবমান হয় ; ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অধিকারী ব্যক্তি সংসার-সন্তাপে তাপিত হইয়া নির্ব্যাণ পাইবার জন্ত সেই-রূপ আকুলভাবে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার নিমিত্ত সৎগুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিতে চায় ।” ইহা জ্ঞানমার্গের কথা ; কিন্তু প্রেমমার্গেও আকুল ভক্তের ভগবানকে পাইবার জন্ত ঠিক ঐরূপ অবস্থা হইয়া থাকে ; গোপীর তাহাই হইয়াছে । শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যেরও এইরূপ অবস্থা হইয়াছিল ; তিনি কৃষ্ণের জন্ত পাগল হইয়াছিলেন । আমরা জ্ঞানের সহিত সম্পর্ক রাখি না, প্রেমেরও

ধার ধারিনা ; তাই গডলিকা-শ্রায়ে অশ্রুতরের পক্ষপাতী হইয়া
ঝগড়া করিয়া মরি। ব্রহ্মজ্ঞানে নিত্যানিত্য বস্তু-বিবেক, আর
ভগবৎপ্রেমে অনশ্রুতমতা,—একই কথা।

এই ত গোল জিজ্ঞাসু উপাসকের অবস্থা ; এখন, জিজ্ঞাসা
কাহার কাছে করিবে, তাহাও একবার দেখা যাউক। শ্রুতি
বলিয়াছেন,—“যে দেব অগ্নিতে, জলেতে, বনস্পতিতে এবং
ওষধিতে অশ্রুসূত রহিয়াছেন ; যিনি সমস্ত বিশ্ব সংসার ব্যাপ্ত
করিয়া আছেন, সেই দেবকে নমোনমঃ।” কেবল “নমোনমঃ”
বলিলেইত চলিবেনা ; বনস্পতি, ওষধি, অগ্নি, জল প্রভৃতি
সমস্ত পদার্থের গভীরতম অন্তঃস্থলে সৎ, চিত্ত ও আনন্দ স্বরূপ
পরব্রহ্মের অনুসন্ধান করিতে হইবে। গাঢ়াভিনিবেশের সহিত
ধ্যান করিতে করিতে যতই সচ্চিদানন্দের অশ্রুতব হইবে,
জিজ্ঞাসু মুমুকু উপাসক ততই কাদিয়া অস্থির হইবে,—পূর্ণানন্দ
পাইবার জন্য ততই উন্মত্ত হইবে। আজ প্রেমময়ী
গোপীদিগের তাহাই হইয়াছে। তাঁহারা আনন্দময়ের আশ্বাদন
পাইয়া হারাইয়াছেন ; তাই উন্মত্তের স্থায় হইয়া বৃক্ষদিগের
নিকট অনুসন্ধান বা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। তবে, জ্ঞানী ও
প্রেমিকের অনুসন্ধানে বিভিন্নতা এই যে, জ্ঞানীর ব্যাকুলতা
অন্তরে অন্তরেই প্রধুমিত হইতে থাকে, প্রেমিক অন্তরের
ব্যাকুলতা চাপিয়া রাখিতে পারেনা। জ্ঞানী প্রত্যেক পদার্থের
অন্তর্গত সন্ন্যাত্র, চিন্মাত্র ও আনন্দমাত্র অনুভবে পরিতৃপ্ত হন ;
কিন্তু প্রেমিক কেবল তাহাতেই তৃপ্ত নহেন। প্রেমিক সেই

ভুবনান্তর্গত অনন্ত সচ্চিদানন্দকে আপন হৃদয়-পরিমিত মদনমোহন রূপে আলিঙ্গন করিতে চাহেন ; নতুবা তাঁহার প্রেমের পিপাসা পরিতৃপ্ত হয় না । সেই নিমিত্ত প্রেমের পুস্তলি ব্রজবালারা ভগবান্কে সর্বব্যাপী জানিয়াও আবার অনুসন্ধান করিতেছেন । তাঁহারা বলিতেছেন,—“আমরা জানি, জানি,—তুমি সর্বব্যাপী তাহা জ্ঞানি । যাঁহারা সর্বব্যাপিরূপে জানিয়াই পরিতৃপ্ত হইতে পারে, তাহাদের কাছে তুমি সর্বব্যাপী হইয়াই থাক,—কিন্তু আমাদের তাহাতে তৃপ্তি নাই ; সেই ভুবনমোহন রূপে আমাদের কাছে দেখা দাও ।” আমরা পূর্বে বলিয়াছি, কীটাপু হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত সকলেই আনন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণেই অনুসন্ধান করিতেছে ; কিন্তু কি যে অনুসন্ধান করিতেছে, তাহা তাহারা নিজেই জানে না । আমরা স্ত্রী, পুত্র, ধন, সম্পত্তি প্রভৃতির কাছে আনন্দ অর্থাৎ কৃষ্ণানুসন্ধানই করি । আমাদের অন্তরাঙ্গা চাহে কৃষ্ণ ; কিন্তু মনের ভ্রমে মনে করি স্ত্রীপুত্রাদিই চাই । আমরাই ক্ষেপিয়াছি, গোপী ক্ষেপেন নাই । গোপীদিগের অন্তরাঙ্গা যাহা চাহে এবং নিখিল জীবের অন্তরাঙ্গা অন্তরে অন্তরে যাহা চাহে, গোপী তাহা বুঝিয়াছিলেন, গোপীর মনের ভ্রম দূর হইয়াছিল, তাই তাঁহারা কৃষ্ণের অনুসন্धानে প্রবৃত্ত ॥১৩

ইত্যান্তবচো-গোপ্যঃ কৃষ্ণাশ্বেষণকাতরাঃ ।

লীলা ভগবতস্তাস্তা হনুচক্রস্তুদাঙ্গিকাঃ ॥১৪

অন্তঃ।—ইতি (অনেন প্রকারেণ) উন্নতবচো গোপাঃ (উন্নতানাং বচঃ ইব বচঃ বাসাং তাঃ গোপাশ্চ) কৃষ্ণাশ্বেষণকাতরাঃ (কৃষ্ণস্য অশ্বেষণে মার্গণে কাতরাঃ ব্যাকুলাঃ) তদাঙ্গিকাঃ (তন্মিন্ কৃষ্ণে আত্মা চিত্তং বাসাং তথাভূতাঃ সত্যঃ) ভগবতঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) তাঃ তাঃ (পূৰ্ব্বকৃতাঃ) লীলাঃ হনুচক্রঃ (হনুকৃতবত্যাঃ) ॥ ১৪

টীকা।—উন্নতকবৎ পপ্রচ্ছুরিত্যেতৎ প্রপঞ্চিতম্ । ইদানীং রম্যপতে-
স্তাস্তা বিচেষ্টা অগৃহস্তদাঙ্গিকা ইতি বহুভং তৎ প্রপঞ্চয়তি ইতীতি ।
উন্নতবচসশ্চ তা গোপাশ্চ কৃষ্ণাশ্বেষণেন কাতরা অতিবিহ্বলাঃ হনুচক্রঃ
হনুকৃতবত্যাঃ ॥ ১৪

অনুবাদ।—কৃষ্ণাশ্বেষণে অতীব কাতর গোপীগণ এই-
রূপ উন্নতের শ্রায় বাক্য বলিতে বলিতে তন্ময় হইয়া ভগবানের
পূৰ্ব্বকৃত সেই সেই লীলা অনুকরণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৪

তাৎপর্য্য।—নয়টি শ্লোকে গোপীগণের কৃষ্ণানুকরণ ও
তন্ময়ত্ব বর্ণিত হইয়াছে । সকলের শেষে তাৎপর্য্য বিবৃত
হইবে । এক্ষণে প্রয়োজনমতে অতি সংক্ষেপে কোন কোন
শ্লোকের তাৎপর্য্য বিবৃত করা যাইবে । কারণ অনর্থক অধিক
লিখিয়া গ্রন্থ বাহুল্য করা সমুচিত নয় ॥১৪

কস্যশ্চিৎ পুতনায়ন্ত্যাঃ কৃষ্ণায়ন্ত্যপিবৎ স্তনম্ ।
তোকারিত্বা রুদন্ত্যন্যা পদাহঙ্কটায়তীম্ ॥১৫

অনুবাদঃ ।—কৃষ্ণায়ন্তী (কৃষ্ণবৎ আচরন্তী কাচিং গোপী) পুতনায়ন্ত্যাঃ
(পুতনাবৎ আচরন্ত্যাঃ) কস্যশ্চিৎ (গোপ্যাঃ) স্তনম্ অপিবৎ (পপৌ)
অন্যা (অপরা গোপী) তোকারিত্বা (তোকবৎ শিশুবৎ আত্মানং কৃৎস্বা)
কদন্তী (ক্রন্দন্তী) [সতী] শকটায়তীং (শকটবৎ আচরন্তীং গোপীং) পদা
অহন্ (হতবতী) ॥ ১৫

টীকা ।—কস্যশ্চিদিতি ত্যাতিশ্চতুর্ভিঃ অনুকরণং প্রপঞ্চ্যতে, তত-
চতুর্ভিঃ স্তনম্ পুনরেকেনাশ্রয়মিতি বিবেকঃ । পুতনায়ন্ত্যাঃ পুতনাবদা-
চরন্ত্যাঃ । কৃষ্ণবদাচরন্তী স্তনমপিবৎ । তোকারিত্বা তোকবদাত্মানং কৃৎস্বা ॥১৫

অনুবাদ ।—কৃষ্ণরূপিণী কোনো গোপী পুতনারূপিণী
গোপীর স্তন্য পান করিতে লাগিলেন, কোনো গোপী শিশু হইয়া
রোদন করিতে করিতে শকটরূপিণী গোপীকে পদাঘাত করিতে
লাগিলেন ॥ ১৫

তাৎপর্য্য ।—ভগবানের পুতনাবধলীলা অত্যন্ত প্রসিদ্ধ,
ইহা সকলেই জানেন । গোপী তাহারই অনুকরণ করিলেন ।
এক দিন এক দৈত্য নন্দালয়স্থ গোয়ানে আবিষ্ট হইয়াছিল ।
ভগবান্কে বিনাশ করাই তাহার অভিপ্রায় । কিন্তু শিশু
ভগবান্ই শিশুচিত পদবিক্ষেপের ছলে তাহাকেই চূর্ণ করিয়া
ফেলিয়াছিলেন । ইহার নাম শকটভঞ্জনলীলা । ইহা তাহারই
অনুকরণ ॥১৫

শ্রীকৃষ্ণরাসলীলা ।

দৈত্যায়িহা জহারান্যামেকা কৃষ্ণার্ভাবনাম্ ।
 রিঙ্গয়ামাস কাপ্যঙ্খী কর্ধতী ঘোষনিস্বনৈঃ ॥
 কৃষ্ণরামায়িতে হেতু গোপাঃস্ত্যশ্চ কাশ্চন ।
 বৎসায়তীং হস্তি চান্মা তত্রৈকাত্ত বকায়তীম্ ॥১৬

অনুবাদঃ—একা (অম্বা) দৈত্যায়িহা (তৃণাবর্তদৈত্যবৎ আত্মানং কৃষ্ণা) কৃষ্ণার্ভাবনাম্ অম্বাং জহার (অনুকরণেন দ্বতবতী) কা অপি (কাচিং) ঘোষনিস্বনৈঃ (কিঙ্কিনীধ্বনিভিঃ সহ) অঙ্খী (পাদৌ) কর্ধতী (চালয়তী) রিঙ্গয়ামাস (জানুভ্যাং হস্তাভ্যাং চ ব্যচরৎ) হে (গোপৌ) কৃষ্ণরামায়িতে (কৃষ্ণরামবৎ বভূবতুঃ) কাশ্চন (গোপাঃ) গোপাস্ত্যঃ (গোপবালকবৎ বভূবুঃ) তত্র (তন্মধ্যে) একা (কৃষ্ণায়মানা) বকায়তী (বকভাবনাবতীং) অম্বাচ (কৃষ্ণায়মানা) বৎসায়তীং (বৎসভাবনাবতীং গোপীং) হস্তি (বধতি) ॥ ১৬

টীকা ।—দৈত্যায়িহা তৃণাবর্তদৈত্যবদাত্মানং কৃষ্ণা একা কৃষ্ণার্ভাবনাং কৃষ্ণস্যার্ভুং বাল্যং ভাবয়তি বা তামন্যাং জহার ॥ ১৬

অনুবাদ ।—কোনো গোপী আপনাকে তৃণাবর্ত দৈত্য ভাবিয়া বালকানুকারণী অম্বা গোপীকে হরণ করিয়া লইয়া চলিলেন। কেহ বা কিঙ্কিনীধ্বনি সহকারে পদাকর্ষণ করিয়া জানু ও হস্ত দ্বারা বিচরণ করিতে লাগিলেন। (হামাগুড়ি দিতে লাগিলেন)।

ছই গোপী কৃষ্ণ ও বলরাম এবং কতকগুলি গোপী গোপ-

শ্রীকৃষ্ণাসলীলা ।

বালক হইয়া ক্রীড়া করিতে লাগিলেন । এক গোপী কৃষ্ণ হইয়া বৎসরূপিনী গোপীকে এবং আর এক গোপী বকরূপিনী গোপীকে হনন করিতে আরম্ভ করিলেন ॥১৬

তাৎপর্য্য।—একদিন নন্দ-মহিষী যশোদা দুইমাস বয়স্ক কৃষ্ণকে গৃহাঙ্গনে পীঠোপরি শায়িত রাখেন । শিশু নিদ্রিত হইলে কংসপ্রেরিত তৃণাবর্তনামে এক দৈত্য ঘৃণায়ুর আকারে ত্রজে আগমন পূর্ব্বক তাঁহাকে হরণ করিয়া আকাশে উত্থিত হয় । এই শ্লোকের প্রথমে গোপীগণ কর্তৃক তাহারই অনুকরণ বর্ণিত হইয়াছে । তাহার পর শিশুরূপী ভগবান্ জামু ও হস্তধারা যেরূপে বিচরণ করিতেন, তাহারই অনুকরণ প্রকাশিত হইয়াছে । ভগবান্ যখন বালক হইয়া বৎসগণকে লইয়া সহচরদিগের সহিত বনে বাহিতে আরম্ভ করিলেন, সেই সময়ে একদিন কংসপ্রেরিত বকরূপী এক দৈত্যকে এবং অপর একদিন বৎসরূপী এক দৈত্যকে বিনাশ করেন । শুকদেব এই শ্লোকের শেষে ঐ দুই লীলার অনুকরণ বর্ণনা করিয়াছেন । ঐ দুই লীলা ত্রজের বাহিরে হইয়াছিল, গোপীগণ তাহা স্বচক্ষেতে দেখেন নাই ; তাহার পরে ত্রজবালকদিগের মুখে শুনিয়াছিলেন । শুনিয়াই তাহা অনুক্ষণ চিন্তা করিতেন । এখন কৃষ্ণের আদর্শনে কোনো গোপী সেই লীলার অত্যন্ত আবিষ্ট হইয়া গেলেন এবং তন্ময় হইয়া তাহারই অনুকরণ করিতে লাগিলেন । ১৬

আহুয় দূরগা যদবৎ কৃষ্ণস্তমনুকুৰ্ভীম ।

বেণুং কণন্তীং ক্ৰীড়ন্তীমন্যাঃ শংসন্তি সাধ্বিতি ॥

কস্যাধিৎ স্বভূজং ন্যস্য চলন্ত্যাহাপরা নহু ।

কৃষ্ণোহহং পশ্যত গতিং ললিতাম্ৰিতি তন্মনাঃ ॥১৭

অনুবাদ ।—অত্ৰাঃ (অপরাঃ গোপাঃ) যদবৎ (যথা) কৃষ্ণঃ [তথা]
দূরগাঃ (দূরবৰ্ত্তিনীঃ গবীঃ) আহুয় তম্ (কৃষ্ণম্) অহুকুৰ্ভীম্ (কৃষ্ণবৎ
আহুয়ন্তীঃ) বেণুং (বংশীং) কণন্তীং (বাদয়ন্তীঃ) ক্ৰীড়ন্তীং (অত্ৰাঃ
গোপীং) সাধু ইতি শংসন্তি (সাধুবাদেন প্রোৎসাহয়ন্তি) ॥

অপরা (অত্ৰা) কস্তাংচিৎ (কস্তাশ্চিৎ স্বক্কে) স্বভূজং (নিজহস্তং)
ভ্রজ (স্থাপয়িত্বা) চলন্তী (গচ্ছন্তী) তন্মনাঃ (তদাশ্রিত্য সতী) ইতি
আহ (এবমুবাচ) নহু (অস্মি সখি) অহং কৃষ্ণঃ ললিতাম্ অতি রমণীয়াং)
গতিং (পাদচালনং) পশ্য (অবলোকয়) ॥১৭

টীকা ।—দূরগা দূরে বৰ্ত্তমানা গাঃ যদবৎ যথা কৃষ্ণস্তথাহুয় তং কৃষ্ণ-
মহুবৰ্ত্তন্তীম্ অহুবৰ্ত্তমানাম্ । অহুকুৰ্ভীমিতি বা পাঠঃ ॥ ১৭

অনুবাদ ।—কোনে গোপী কৃষ্ণের অনুকরণে বংশীরবে,
দূরবৰ্ত্তিনী গাভীদিগকে আহ্বান করিয়া ক্ৰীড়া করিতে লাগিলেন
এবং অপর কতকগুলি গোপী “সাধু সাধু” বলিয়া তাঁহাকে
প্রশংসা করিতে লাগিলেন ॥

অত্ৰ এক গোপী কৃষ্ণস্বরূপে তন্ময় হইয়া অপর এক গোপীর
স্বক্কে হস্তার্পণ পূর্বক চলিতে চলিতে বলিলেন,—“অস্মি সখি !”
আমি কৃষ্ণ, এই আমার ললিত গতি অবলোকন কর ॥ ১৭

মা ভৈষ্ট বাতবর্ষাভ্যাং তভ্রাণং বিহিতং হি বঃ ।

ইত্থাস্তৈকেন হস্তেন যতস্ত্যাম্নিদধেহম্বরম্ ॥

আক্রম্যৈকা পদাক্রম্য শিরস্যাহাপরা নমু ।

দুষ্ঠাহে গচ্ছ জাতোহহং খলানাং নমু দণ্ডধৃক্ ॥ ১৮

অনুবাদঃ—বাতবর্ষাভ্যাং (বাতশ্চ বর্ষাচ তাভ্যাং ঋটিকালারাভ্যাং) মা ভৈষ্ট (ন বিভীত) বঃ (যুগ্মাকং) তভ্রাণং (তাভ্যাং বাতবর্ষাভ্যাং ভ্রাণং তভ্রাণং তদ্রক্ষা) বিহিতম্ (সম্পাদিতম্) ইতি উক্ত। (কথয়িত্বা) যতন্তী (যত্নং কুর্ষতী) একেন (বামেন) হস্তেন অম্বরম্ (উত্তরীয়বস্ত্রং) উন্নদধে (উর্দ্ধং ধৃতবতী) ।

অপরা (অস্ত্রা) একাং (গোপীং) পদা আক্রম্য (পাদেন ধৃত্বা) শিরসি (মস্তকে) আক্রম্য (উথায়) আহ (উবাচ) নমু দুষ্ঠাহে (রে দুর্দান্ত সর্প) গচ্ছ (অপসর্প) নমু (জো) অহং খলানাং (হিংস্রাণাং দণ্ডধৃক্ শাস্তা) জাতঃ (সমুতঃ) ॥ ১৮

টীকা।—যতন্তী যত্নং কুর্ষতী অম্বরম্ উত্তরীয়ং বস্ত্রমুন্নদধে উর্দ্ধং ধৃতবতী ॥ ১৮

অনুবাদ।—কোনো গোপী আপন উত্তরীয় বস্ত্র উর্দ্ধে ধারণ করিয়া বলিলেন, বাত ও বর্ষায় ভয় নাই, এই আমি তোমা-দিগকে তাহা হইতে রক্ষা করিলাম ॥

অপর এক গোপী অস্ত্র এক গোপীকে পদদ্বারা আক্রমণ পূর্বক তাঁহার মস্তকে আরোহণ করিয়া বলিলেন,—রে দুর্দাসর্প ! এখান হইতে চলিয়া যা; আমি দুর্দ দমনের জন্ত জন্মিয়াছি ॥ ১৮

তত্রৈকা চাহ * রে গোপা দাবাগ্নিং পশ্যতোঽৰ্ণম্ ।

চক্ষুংষাশ্বপিধঙ্কং বো বিধাত্তে কেমমঞ্জসা ॥ ১৯

অনুবাদঃ ।—তত্র (তস্মিন্ স্থানে) একা (গোপী) আহ (উবা-
রে গোপাঃ উবগং (প্রদীপ্তং) দাবাগ্নিং (দাবানলং) 'পশ্যত' (অব-
বীক্ষত) আশ্ব (শীঘ্রং) চক্ষুংষি (নেত্র্যাণি) অপিধঙ্কং (নিমীলয়ত) অঞ্জ
(অধুনৈব) বঃ (যুগ্মকং) কেমং (মঙ্গলং) বিধাত্তে (সাধয়িষ্যামি) ॥ ১

টীকা ।—অপিধঙ্কং নিমীলয়ত ॥ .২

অনুবাদ ।—সেই স্থানে অপরা এক গোপী বলিলে
রে গোপবালকগণ, ভীষণ দাবানল দেখ ; তোমরা শীঘ্র চ
মুজ্জিত কর, আমি তোমাদের মঙ্গলবিধান করিতেছি ॥ ১৯

তাৎপর্য্য ।—একদিন শ্রীকৃষ্ণ গোপবালকদিগকে লই
গোচারণ করিতেছিলেন । ঐ সময়ে দাবানলে বন দগ্ধ হই-
থাকে । ভগবান্ সহচরদিগকে চক্ষু মুজ্জিত করিতে বলেন এ-
তাহারা নয়ন মুজ্জিত করিলে, তিনি সেই সমস্ত অগ্নি পান করি
কেনেন । তাহা দেখিয়া গোপবালকেরা অত্যন্ত বিস্মিত হয়
এই শ্লোকে সেই লীলার অনুকরণ বর্ণিত হইয়াছে । ইহা
অপর কিছু বক্তব্য নাই ॥ ১৯

* তত্রৈকোবাচ...ইতি পাঠান্তরম্ ।

বদ্রাক্ষরা অজ্ঞা কাচিৎতরী তত্র উদুখলে ।

বদ্রামি ভাণ্ডভেত্তারং হৈয়ঙ্গবয়ুস্বস্বিত্তি ।

ভীতা হৃদৃক্ পিধায়াস্তং ভেজে ভীতিবিড়ম্বনম্ ॥২০

অশ্বস্বপ্তঃ ।—ভাণ্ডভেত্তারং (ভাণ্ডস্য ভেত্তা তং দধিপাতভজকং)
হৈয়ঙ্গবয়ুস্বঃ (হৈয়ঙ্গবং সন্তোজাতনবনীতং মুষ্ণতি চোরয়তীতি তথা তং)
বদ্রামি (বদ্রা বদ্রামি) ইতি (এবমুক্তা) অজ্ঞা (অপরা) তত্র (তস্মিন্
স্থানে) উদুখলে (কণ্ঠ্যঃ) অজ্ঞা (পুষ্পমালা) বদ্রা (সংযতা) কাচিৎ
তরী (কৃশালী গোপী) ভীতা (তস্তা সতী) হৃদৃক্ (হৃ হৃদরী দৃক্ নয়নং
দৃশিন্ তথাভূতং) আস্যং (মুখং) পিধায় (করাভ্যাম্ আচ্ছাভ) ভীতিবিড়ম্বনং
(ভীতে ভয়স্য বিড়ম্বনম্ অমুকরণং) ভেজে (অকরোং) ॥ ২০

টীকা ।—হৃদৃক্ হৃদয়নম্ আস্যং পিধায় হৃদৃক্ বদ্রাক্ষতি বা ভীতি-
বিড়ম্বনং ভয়ামুকরণম্ ॥ ২০

অনুবাদ ।—“তুমি ভাণ্ড ভাঙ্গিয়াছ এবং নবনীত চুরা
করিয়াছ ; তোমাকে বাঁধিয়া রাখিব” এই বলিয়া কোনো গোপী
অপর এক কৃশালী গোপীকে পুষ্পমালা দ্বারা উদুখলে বন্ধন
করিলে, তিনি ভীতা হইয়া কর দ্বারা হৃদর নয়নবিশিষ্ট বদন
আচ্ছাদনপূর্বক ভয়ের অনুকরণ করিতে লাগিলেন ॥ ২০

তাৎপর্য্য ।—কৃষ্ণ-বিরহাতুরা গোপীগণের কৃষ্ণলীলাশু-
করণ ও তন্ময়তার তাৎপর্য্য পূর্বে এক প্রকার বলাই হইয়াছে ।

ভাবনা-নিপুণ পার্ঠক অবশ্যই বুঝিতে পারেন, বিরহাবস্থায় বিরহীর বা বিরহিণীর মনে মনে প্রিয়তমার বা প্রিয়তমের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ক্রিয়া-কলাপ সর্বদাই সমুদিত হইতে থাকে ; ক্রমে মন তন্ময় হইয়াও যায়। ঐ অবস্থায় সকলেই অন্তরে অন্তরে প্রিয়ব্যক্তির চলন বলন প্রভৃতি কার্য্যকলাপের অনুকরণ করিয়াই থাকে ; এমন কি, এক একবার আত্মায় স্বজনের সমক্ষে অসাবধানে হাসিয়া বা কাঁদিয়াও ফেলে এবং আপনা আপনিই লজ্জিত হয়। যখন বিরহবেদনা অধিকতর বলবতী হইয়া বাহ্য জ্ঞানকে অভিভূত করিয়া ফেলে, তখন বিনা চেষ্টায় অন্তরের অনুকরণ বাহিরে প্রকাশ হইয়া পড়ে। ইহা অসাধারণ প্রণয়ের লক্ষণ। নায়ক নায়িকা ভাবে দেখিলে গোপীর সেই অবস্থাই হইয়াছে। গোপীর অন্তরের আচরণ সবলে বাহির হইয়া পড়িতেছে। ধরিয় লইলাম, গোপীগণ নায়িকা ভাবেই ভগবানে আবিষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু গোপীদিগের এই কৃষ্ণানুকরণ চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা যায়, সেই নায়িকাতাবের অন্তস্তলে ভগবদ্ভক্তির ভাব নিহিত রহিয়াছে। গোপীদিগের মধ্যে যিনি ভগবানের যে লীলায় অত্যন্ত অভিনিবিষ্ট হইয়াছেন, তিনি সেই লীলায় তন্ময় হইয়া সেই লীলার অনুকরণ করিতেছেন। "তাহারা যে যে লীলার অনুকরণ করিলেন, প্রায় সকলেই শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যের বিকাশ। প্রথম পূতনাবধ, দ্বিতীয় শটক-ভঞ্জন, তৃতীয় তৃণাবর্ষবধ, চতুর্থ বৎসবধ, পঞ্চম বকবধ, ষষ্ঠ গোবর্দ্ধন-ধারণ, সপ্তম কালিয়দমন, অষ্টম দাবানল পান এবং নবম দামোদরলীলা। তাহা হইলেই

বুঝিতে পারা যায়, তাঁহারা এখন শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বরবোধেই ভাবিতেছিলেন ।

পূর্বে বলা হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের সহিত সন্মিলনে গোপীগণ তাঁহার ঐশ্বর্য্য ভুলিয়া যাইতেন এবং বিরহে ঐশ্বর্য্যই স্মরণ করিতেন । সংসারেও ইহা স্বাভাবিক ; রাজমহিষী কিংবা রাজার কোনো প্রণয়ভাজন রমণী রাজাকে আপন পতি বা প্রণয়ী পুরুষ বলিয়াই মনে করেন ; রাজা বলিয়া ভয় বা ভক্তি করেন না ; কিন্তু ভূপতি কর্তৃক পরিত্যক্ত হইলে, রাজশক্তি স্মরণ করিয়া স্তব স্তুতি করিতে থাকেন । গোপীদিগের তাহাই হইত, মিলনে প্রিয়তম পুরুষ,—অদর্শনে অশ্বিনেশ্বর ভগবান্ । প্রথমে যখন ভগবান্ গোপীদিগকে বংশীর গানে আকর্ষণ করিয়া গৃহে যাইতে বলেন, তখন তাঁহারা ঈশ্বর বোধেই অমুনয় বিনয় করিয়া-ছিলেন ; এখন অদৃশ্য হইয়াছেন, তাঁহারাও তাঁহার ঐশ্বরিক কার্য্য চিন্তা করিয়া, তন্ময় হইয়া, তাহারই অমুকরণ করিতেছেন । এরূপ সিদ্ধান্ত না করিলে, গোপীদের চিন্তা ও অমুকরণ অসংগত হইয়া পড়ে ; কেন না, গোপীদিগকে যদি শ্রীকৃষ্ণের সমবয়স্ক কিংবা দুই এক বৎসরের অগ্নাধিক-বয়স্কও ধরা যায়, তাহা হইলেও পূতনাবধ, শকটভঞ্জন ও তৃণাবর্জবধ চিন্তা করিবার কোনো কারণ নাই ; ঐ সকল লীলা ভগবানের ছয় মাস বয়সের মধ্যেই হইয়াছিল । অতএব নান্দক-নান্দিকার পরস্পর অমুরাগের আদর্শে ঈশ্বরানুরাগ শিক্ষা দেওয়া ভিন্ন, কৃষ্ণলীলার অশ্রু অভ্যাস হইতে পারেনা ।

ভগবান্ পতঞ্জলি পরমাত্মায় সমাধির জন্য বম-নিয়মাদি অনু-

জ্ঞানের ব্যবস্থা দিয়া বলিয়াছেন,—“ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্ বা” অর্থাৎ যম-
 নিয়মাদি অভ্যাস করিলে ঈশ্বরে তন্ময় হওয়া যায় অথবা কেবল
 ঈশ্বরে অভিনিবেশ দ্বারাও তন্ময় হইতে পারে । পাতঞ্জল-সূত্রের
 ভাষ্যকার “ঈশ্বর-প্রণিধানের” অর্থ করিয়াছেন—ভক্তিবিশেষ ।
 সেই ভক্তিবিশেষই প্রেম । গোপীগণ ভগবৎপ্রেমে তন্ময় হইলেন,
 —আপনারাই কৃষ্ণ ও কৃষ্ণকার্য্যে একাকার হইয়া গেলেন ।
 প্রেমে যে, ভগবানে তন্ময় হওয়া যায় এবং অপেক্ষাকৃত অনায়াসে
 হওয়া যায়, তাহা, যাঁহারা কখনও প্রেমভরে ভগবানকে ভাবিয়া
 ছেন বা ডাকিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন । তবে, যোগী সমাধি-
 অবস্থায় অন্তরেই আত্মানন্দ আনন্দনে ‘বুঁদ’ হইয়া বসিয়া থাকেন,
 —প্রেমিকের তাহাতে আশা মিটে না,—গোপীগণ নিজের কৃষ্ণ
 হইয়াও পরিতৃপ্ত হন না ; তাঁহাদের একটা উৎকট অন্তর্ব্যাকুলতা
 থাকিয়া যায় । অন্তরে বাহিরে আত্মানন্দরূপ অনুভব না
 করিলে, তাঁহারা স্থির হইতে পারেন না ; শ্রীচৈতন্যও স্থির হইতে
 পারেন নাই । অভিনিবিষ্ট চিন্তে চিন্তা করিলে বুঝা যায়, শ্রীকৃষ্ণ-
 বনে জ্ঞানও আছে, যোগও আছে, কিন্তু জ্ঞানও গোণ, যোগও
 গোণ ; প্রগাঢ় প্রেমে উভয়েই আচ্ছন্ন, জ্ঞানেও যোগ ও ভক্তি
 থাকে ; কিন্তু যোগ ও ভক্তি আচ্ছন্ন ; যোগেও জ্ঞান ও ভক্তি
 থাকে কিন্তু জ্ঞান ও ভক্তি আচ্ছন্ন এবং ভক্তি বা প্রেমেও জ্ঞান
 ও যোগ থাকে ; কিন্তু প্রবল প্রেমে জ্ঞান ও যোগ আচ্ছন্ন
 রহে ॥ ২০

এবং কৃষ্ণং পৃচ্ছমানা বৃন্দাবন-লতাতরুন্ ।
 ব্যচক্ষত বনোদ্দেশে পদানি পরমাত্মনঃ ॥
 পদানি ব্যক্তমেতানি নন্দসূনোর্মহাত্মনঃ ।
 লক্ষ্যন্তে হি ধ্বজান্তোজ-বজ্রাক্ষুশ-যবাদিভিঃ ॥ ২১

অনুব্রজঃ ।—এবং (অনেন প্রকারেণ) বৃন্দাবন-লতাতরুন্ কৃষ্ণং
 জ্ঞানঃ বনোদ্দেশে (বনৈকভাগে) পরমাত্মনঃ (সবিগ্রহ-শ্রীকৃষ্ণস্য)
 পদানি (পদাঙ্কাঃ) ব্যচক্ষত (অপশ্যন্) ; [পরম্পরম্ উচুশ্চ] মহাত্মনঃ
 মহান্ আত্মা স্বরূপং যস্য তস্য পুরুষোত্তমস্য) নন্দসূনোঃ (ব্রজরাজ-
 নস্য) এতানি (অত্রস্থিতানি) পদানি (পদাঙ্কাঃ) ধ্বজান্তোজ-বজ্রাক্ষুশ-
 দিভিঃ (ধ্বজশ্চ অন্তোজঞ্চ বজ্রশ্চ অক্ষুশশ্চ যবশ্চ তে আদরো যেষাং তৈঃ
 সাধারণ-তৎপদচিহ্নৈঃ) ব্যক্তং (স্বস্পষ্টং) লক্ষ্যন্তে (দৃশ্যন্তে) ॥২১

টীকা ।—এবং পুনরপি বৃন্দাবনে লতান্তরুশ্চ কৃষ্ণং পৃচ্ছন্ত্যঃ
 নোদ্দেশে বন প্রদেশে ব্যচক্ষত অপশ্যন্ ॥২১

অনুবাদ ।—গোপীগণ পুনর্ব্বার বৃন্দাবনস্থ তরুলতা-
 গকে কৃষ্ণবাক্তা জিজ্ঞাসা করিতে করিতে, কাননের এক স্থানে
 তঁহান্ পরমাত্মার পদাঙ্ক দৈখিতে পাইলেন । এবং পরস্পর
 লেতে লাগিলেন,—এ সকল নিশ্চয়ই মহাত্মা নন্দনন্দনের পদাঙ্ক
 ধা যাইতেছে ; কেননা ইহাতে ধ্বজ, পদ্ম, বজ্র, অক্ষুশ ও যব
 ভূতি তাঁহার অসাধারণ চরণ-চিহ্ন রজিয়াছে ॥ ২১

তাৎপৰ্য্য ।—সবিকল্প সমাধিতে যেমন মধ্যে মধ্যে বুখান

অর্থাৎ বহিস্তর্জান হইয়া থাকে, গোপীদিগের তাহাই হইয়াছিল। কৃষ্ণের অদর্শনে গোপীদিগের প্রথমে কেবল সন্তাপমাত্র, তৎপরে গীতের সহিত কৃষ্ণাশ্বেষণ, তৎপরে তন্ময় হইয়া কৃষ্ণলীলানুকরণ, তৎপরে বাহ্যজ্ঞান হওয়ায় পুনর্ব্বার অশ্বেষণ এবং তৎপরে পদাঙ্ক-দর্শন হইল। ইহা প্রাকৃত প্রিয়বিচ্ছেদে এবং আকৃত ভক্তের ভগবদ্-বিচ্ছেদে সমভাবেই হইয়া থাকে।

বৈকুণ্ঠেশ্বর নারায়ণের এবং বৃন্দাবনবিহারী শ্রীকৃষ্ণের চরণে একবিংশতি চিহ্নের পরিচয় পাওয়া যায়। সেই নিমিত্ত এখানে গোপীদিগের উক্তিতে “ধ্বজাস্তোজ-বজ্রাকুশ-ধ্বাদিভিঃ” এই ‘আদি’ শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। মনুষ্যের মধ্যে যাঁহার পদতলে ঐ একবিংশতির দুই একটি চিহ্নও লক্ষিত হয়, তিনি পরম ভাগ্যবান্ মহাপুরুষ। যাঁহার পদতলে ঐ সমস্ত চিহ্নই থাকে, তিনিই ভগবান্ অথবা যিনি স্বয়ং ভগবান্ তাঁহারই চরণতলে ঐ সমস্ত চিহ্নই থাকে। এগুলি ভগবানের অসাধারণ চিহ্ন। বৈকুণ্ঠ পুরুষ মাত্রেই চতুর্ভুজ, নবজলদশ্যাম ও গীতাম্বর; সেখানে ঐ অসাধারণ চিহ্নই নারায়ণের পরিচায়ক। শ্রীবৃন্দাবনেও রূপে ও বেশে অবিকল শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় অনেক ব্রজবালক ছিলেন, কেবল ঐ একবিংশতি চিহ্নই তাঁহার বিশেষত্ব। আমরা সকল চিহ্নের অভিপ্রায় বুঝিতে পারি না; কেবল স্বন্দপূরণে যে পাঁচটি চিহ্নের তাৎপর্য্য পাইয়াছি, তাহাই অনুবাদসহ উক্ত করিয়া দিলাম। “দক্ষিণস্য পদাঙ্গুষ্ঠমূলে চক্রং বিভর্ত্ত্যজঃ। স্তত্র ভক্তজনস্তানি-বড়্-বর্গচ্ছেদনায় সঃ। ১। মধ্যমাঙ্গুলি-মূলে চ

তে কমলমুচ্যতঃ । ধাতুচিহ্নবিরেফাণাঃ লোভনায়াতিশোভ-
ম্ । ২ । পদ্মস্ত্রাধো ধ্বজঃ ধ্বজে সর্বানর্থজয়ধ্বজম্ । ৩ ।
কনিষ্ঠামূলতো বজ্রং ভক্ত-পাপাঙ্গিভেদনম্ । ৪ । পার্শ্বমধ্যেহকুশং
চক্র-চিহ্নেভ-বশকারিণম্ । ৫ ।” অর্থাৎ ভগবান্ স্বভক্তের
সামাদি ছয় রিপু ছেদনের নিমিত্ত দক্ষিণ পদের অঙ্গুষ্ঠমূলে চক্র,
ধাননিষ্ঠ ভক্তের চিত্তরূপ ভ্রমরকে প্রলোভিত করিবার নিমিত্ত
দক্ষিণ পদের মধ্যমা-মূলে সুপেশল কমল, কমলের নিম্নে
সর্বানর্থজয়ের জয়ধ্বজস্বরূপ ধ্বজ, ভক্তের পাপ-পর্বত বিদা-
গের নিমিত্ত দক্ষিণ চরণের কনিষ্ঠামূলে বজ্র এবং ভক্তের
মনোমাতঙ্গ বশীভূত করিবার নিমিত্ত গুল্ফমধ্যে অকুশ চিহ্ন
ধারণ করিয়া থাকেন ।

শুকদেব ভগবানের বাস্তব লীলার কথা বলিতেছেন ; স্মৃতরাং
গোপীগণ প্রত্যক্ষই চরণাক্ষ দেখিয়াছিলেন । এখনও যদি কোনো
চক্র গোপীদিগের ন্যায় ভগবানের জগ্ম কামিতে পারেন, তিনিও
প্রত্যক্ষের স্থায় পদাক্ষ অনুভব করিতে পারিবেন । তাহাই
সখাইবার নিমিত্ত লীলাময়ের এই লীলা । সচ্চিদানন্দ বিগ্র-
হের পদাক্ষ ভূমিতে অঙ্কিত হয় না ; তাহা কেবল ঐকান্তিক
শক্তের হৃদয়-বৃন্দাবনেই অঙ্কিত হইয়া থাকে, এ কথা সত্যই ।
থাপি তিনি ভক্তাধীন ; ভক্তের ইচ্ছা হইলে ভূমিতেও পদাক্ষ
সখাইয়া থাকেন ; ইহা আমরা বিশ্বাস করি ॥২১

তৈত্ত্বৈঃ পদৈস্তৎপদবীমম্বিচ্ছন্ত্যাহ এতোহবলাঃ ।

বধাঃ পদৈঃ স্পৃক্তানি বিলোক্যার্তাঃ সমব্রবন্ ॥২২

অম্বস্রঃ ।—অবলাঃ (ব্রহ্মগোপাঃ) তৈঃ তৈঃ (পূর্বোক্তৈঃ) পদৈঃ (পদাঙ্কৈঃ) তৎপদবীং (তস্য কৃষ্ণস্য পদবীং মার্গং) অম্বিচ্ছন্ত্যঃ (মৃগক-
মাণাঃ) অগ্রতঃ (পুরঃ প্রদেশে) বধাঃ (শ্রীরাধায়াঃ) পদৈঃ (পদাঙ্কৈঃ)
স্পৃক্তানি (সংলগ্নানি) বিলোক্য (দৃষ্ট্বা) আৰ্ত্তাঃ (হুঃখিতাঃ) সমব্রবন্
(পরস্পরমুচুঃ) ॥২২

টীকা ।—স্পৃক্তানি সংমিশ্রিতানি ॥ ২২

অনুবাদ ।—গোপীগণ ঐ সকল পদাঙ্কের সাহায্যে
কৃষ্ণান্বেষণ করিতে করিতে অদূরে কৃষ্ণপদাঙ্কের সহিত সংলগ্ন
রাধা-পদাঙ্ক অবলোকন করিয়া হুঃখিতচিত্তে পরস্পর বলিতে
লাগিলেন ॥ ২২

তাৎপর্য্য ।—লোকেও পলায়িত ব্যক্তির পদাঙ্ক ধরিয়া
অমুসন্ধান করিয়া থাকে । লীলায় গোপীগণ নায়িকাভাবে প্রিয়
তমের পদাঙ্ক ধরিয়া অমুসন্ধান করিতে লাগিলেন ; তৎকালে
এইরূপ হইয়া থাকে ; কারণ ভগবানকে অমুসন্ধান করিতে হইলে,
তাঁহারই পদাশ্রয় ভিন্ন উপায় নাই । জ্ঞানী ও যোগী আপন
আপন ক্ষমতা প্রকাশ করিয়া জ্ঞান ও যোগ সাধন পূর্বক ব্রহ্ম ও
পরমাত্মাকে পাইতে চাহেন ; ভক্তের ভগবৎ-পাদপদ্মেই নির্ভর ।
জ্ঞানীর ব্রহ্মজ্ঞানও ভগবৎ-কৃপা-সাপেক্ষ, ইহা জ্ঞানি-শিরোমণি
শঙ্করাচার্য্যও স্বীকার করিয়াছেন । প্রেমধাম শ্রীবৃন্দাবনে পরব্রহ্ম

মূর্তিমান্ ভগবান্ এবং তাঁহার কৃপাও মূর্তিমান্ পদাঙ্ক । তিনিই পরমোৎকৃষ্ট গোপীদিগকে আপনার পথ আপনিই দেখাইতেছেন । আমরাও যদি তাঁহার জন্ম গোপীর শ্রায় উৎকৃষ্ট হইতে পারি, তবে নিশ্চয়ই তাঁহার কৃপা প্রাপ্ত হইব,—পদাঙ্ক দেখিতে পাইব এবং প্রেমময়ী শ্রীরাধারও কৃপালাভ করিব ;—কৃষ্ণপদাঙ্ক-সংলগ্ন তাঁহারও পদাঙ্ক দেখিতে পাইব । প্রেম ও আনন্দ পরস্পর সংলগ্ন ; সুতরাং প্রেমরূপিনী রাধা ও আনন্দময় শ্রীকৃষ্ণ পরস্পর সংলগ্ন ; সুতরাং উভয়ের পদাঙ্কও পরস্পর সংলগ্ন । সচ্চিদানন্দ-রূপ পরব্রহ্ম জ্ঞানের নিকট নিরাকার, কিন্তু প্রেমের কাছে মূর্তিমান্ । আমরা কেবল বৃথা তর্ক করিতেই জানি । তর্ক করিয়া কহ কখনই ব্রহ্মস্বরূপ অবগত হইতে পারিবে না । বেদান্ত ত্রে ভগবান্ বেদব্যাস বলিয়াছেন, “তর্কা প্রতিষ্ঠানাৎ, অর্থাৎ তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই । একজন পণ্ডিত তর্ক করিয়া অপর এক নকে পরাস্ত করিলেন ; আবার একজন আসিয়া তাঁহাকে পরাস্ত করিলেন ; আবার তৃতীয় একজন আসিয়া দ্বিতীয় পণ্ডিতকে পরাস্ত করিলেন ; তর্ক চলিতেই লাগিল । শ্রুতি লিয়াছেন—“ব্রহ্ম অশব্দ” অর্থাৎ শব্দ তাঁহাকে বুঝাইতে পারে । অতএব আমাদের মতে তর্ক ছাড়িয়া ঐহাকে বুঝিবে, তাহারই উপর নির্ভর করাই ভাল । সেই নির্ভরের নামই ভক্তি । ঐবন্দাবন-লীলা জ্ঞান বা তর্কে বুঝিতে পারা যায় না । ভগবান্ লিয়াছেন,—“ভক্ত্যা হিমেকয়া গ্রাহ্যঃ” অর্থাৎ আমি একমাত্র ভক্তিরই গ্রাহ্য । অতএব ভক্তির সহিত ভগবানের ব্রজ-লীলা ঠা করিলেই পরমানন্দ পাওয়া যায় । ভক্তির মূল বিশ্বাস ; বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ, তর্কে বহু দূর” ॥ ২২

কস্তাঃ পদানি চৈতানি যাতায়া নন্দসুখানা ।

অংস-ন্যস্ত-প্রকোষ্ঠায়াঃ করোণোঃ করিণা যথা ॥২২

অর্থঃ—করিণা (হস্তিনা সহ) যাতায়াঃ (গতায়াঃ) করোণোঃ (হস্তিজাঃ যথা) [তথা] নন্দসুখানা (নন্দনন্দনেন সহ) যাতায়াঃ অংস-ভক্ত-প্রকোষ্ঠায়াঃ (অংসে কৃষ্ণক্কে ব্রহ্মঃ স্থাপিতঃ প্রকোষ্ঠঃ কক্ষোণি-মণিরূপ-মধ্যভাগঃ যয়া তথাভূত্যাঃ) কস্তাঃ এতানি পদানি ॥২৩

টীকা—তেন অংসে ন্যস্তঃ প্রকোষ্ঠো যন্তাঃ । করোণোঃ হস্তিনাঃ ॥ ২৩

অনুবাদ—দেখ দেখ, এ সকল আবার কাহার পদচিহ্ন এই নারী নন্দনন্দনের স্বক্ষে হস্তার্পণ করিয়া করীর সহিত করিণীর স্যায় তাঁহার সহিত গমন করিয়াছে ॥২৩

তাত্পর্য—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে লইয়া গিয়াছেন এবং ঐ সকল পদচিহ্ন শ্রীরাধারই পদচিহ্ন, তাহা গোপীপুত্র বুঝিয়াছেন । অত্যন্ত অভিমানের ভরে তাঁহার নাম মুখে আনিতে ছেন না । এরূপ ঘটনায় প্রাকৃত নায়িকাদিগেরও এইরূপ অভিমান হইয়া থাকে । তবে, কৃষ্ণ-বিরহিণী গোপী আর প্রিয় বিরহিণী নায়িকার অভিমান আপাততঃ সমান বলিয়া প্রতীত হইলেও সম্পূর্ণ বিভিন্ন । নায়িকার অভিমান কেবল সন্তাপ গোপীর অভিমান প্রেমবর্ধক । নায়িকার অভিমানের ফল দুঃখ আর গোপীর অভিমানের ফল পরমানন্দ,—সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রাপ্তি ॥ ২৩

অনয়ারাধিতো নুনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ ।

যম্মো বিহার্য গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ ॥২৪

অর্থঃ—নুনম্ (নিশ্চিতম্) অনয়া (গোপ্যা) দৈশ্বরঃ ভগবান্
হরিঃ আরাধিতঃ (উপাসিতঃ) যৎ (যস্যাং) গোবিন্দঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) নঃ
(অন্মান্) বিহার্য (ত্যক্ত্বা) প্রীতঃ [সন্] যাং রহঃ (একান্তস্থানং)
অনয়ৎ (নিনায়) ॥ ২৪

টীকা ।—রহঃ একান্তস্থানম্ ॥ ২৪

অনুবাদ ।—নিশ্চয় এই গোপী পরমেশ্বর ভগবান্ শ্রীহরির
যথার্থ আরাধনা করিয়াছে । যেহেতু গোবিন্দ আমাদিগকে
পরিত্যাগ করিয়া প্রীতচিত্তে ইহাকেই নির্জন্ম স্থানে লইয়া
গিয়াছেন ॥ ২৪

তাৎপর্য্য ।—এক্ষণে অনেক সুবুদ্ধি সমালোচক শ্রীমদ্ভাগ-
বতে রাধিকার নাম নাই বলিয়া, তাঁহাকে উড়াইয়া দিতে চাহেন ।
এই শ্লোকে বিরহাতুর গোপীগণ রাধিকার অকল্পিত নিত্য নাম
দেখাইয়া দিলেন । তাঁহারা বলিলেন—“অনয়া রাধিতো নুনং
ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ” সর্ব্বেশ্বর ভগবান্ হরি এই গোপী কভৃৎ
যথার্থই রাধিত হইয়াছেন, অর্থাৎ এই গোপী ভগবানের সম্পূর্ণ
রাধনা,—আরাধনা করিয়াছেন । আবার তাহার কারণ দেখাইবেন,
—“যম্মো বিহার্য গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ” অর্থাৎ যে হেতুক
গোবিন্দ আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া, প্রীতচিত্তে ইহাকেই

নির্জনে লইয়া গিয়াছেন । তাহা হইলেই আমরা বুঝিলাম, যাঁহার প্রতি ভগবান্ প্রীত হইয়াছেন, তিনিই ভগবানের যথার্থ রাধনা করিয়াছেন । যিনি যথার্থ রাধনা করিয়াছেন, তিনিই যথার্থ “রাধিকা ।” “ইনিই যথার্থ রাধনা করিয়াছেন”,—এই বাক্যটি যদি সংক্ষিপ্ত করিয়া প্রকাশ করিতে হয়, তবে বলিতে হইবে, ইনিই রাধিকা ; আবার ‘ইনিই যথার্থ রাধিকা’,—এই বাক্যটি যদি প্রসারিত করিয়া বলিতে হয়, তবে বলিতে হইবে, “ইনিই যথার্থ রাধনা করিয়াছেন” । আমরা কোনো এক ব্যক্তির অসমান সরলতা, অসাধারণ পবিত্রতা, অকপট বৈরাগ্য এবং অলৌকিক ভগবৎপ্রেম দেখিয়া বলিয়া থাকি “ইনিই যথার্থ সাধক ।” যদি কোন নারীতে ঐ সকল গুণ দেখিতে পাওয়া যায়, তবে বলিতেই হইবে “ইনিই যথার্থ সাধিকা ।” সাধক ও সাধিকা এবং রাধক ও রাধিকা একই কথা । প্রকৃত পক্ষে, যদি কোনো পুরুষ যথার্থ বিশুদ্ধ প্রেমে ভগবানের আরাধনা করেন, তিনি বাহ্যাকারে পুরুষ হইয়াও অন্তর্ভাবে “রাধিকা” । প্রেম নামক পদার্থই স্ত্রীজাতি, ইহা ভাবুকমাত্রেই বুঝিতে পারেন ; সুতরাং পুরুষই ইউন আর নারীই ইউন, যাঁহার হৃদয়ে ভগবৎপ্রেম পরিপূর্ণ হইয়াছে, তিনিই “রাধিকা” ।

ঐকান্তিক মমতাই প্রেমের স্বরূপ ; কোমলতা, সরলতা, নম্রতা ও পবিত্রতাই প্রেমের স্বভাব, এবং স্নেহ, যত্ন, ভক্তি ও ভাল-বাসাই প্রেমের কার্য্য । এক কথায় বলিতে হইলে যথার্থ রাধনাই প্রেমের কার্য্য । আমরা নরলোকবাসী নই ; নরলোকে দেখিতে

পাই, প্রেমের স্বভাব, প্রেমের ক্রিয়া নারীতেই আছে। কোমলতা, সরলতা, নম্রতা ও পবিত্রতা নারীতেই আছে, এবং স্নেহ করিতে, বন্ধ করিতে, ভক্তি করিতে ও ভালবাসিতে নারীই জানে; প্রিয়জনদের পরিচর্যায় প্রাণপাত করিতে নারীই পারে। বিধাতা যেন প্রেমের আদর্শ দেখাইবার জন্তই নারীর সৃষ্টি করিয়াছেন। একজন স্ননিপুণ চিত্রকরকে প্রেমের মূর্ত্তি অঙ্কিত করিতে আদেশ করিলে, তিনি যে নারীমূর্ত্তিই অঙ্কিত করিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তাই আজ শ্রীবৃন্দাবনে কৃষ্ণপ্রাণা প্রেম-ময়ী শ্রীরাধিকা নারী,—প্রাকৃত স্ত্রীত্ববর্জিত হইয়াও নারী শ্রীরাধিকা। প্রেমের ভাবে,—শ্রীরাধিকার ভাবে যিনি ভগবানে আত্মসমর্পণ করিতে পারিবেন, তিনিই নারী; বাহিরে পুরুষ হইলেও অন্তরে অন্তরে নারী,—অন্তরে অন্তরে রাধিকা। তাই শ্রীনবদ্বীপ-নিশাকর নিমাই বাহ্যাকারে পুরুষ হইয়াও, অন্তর্ভাবে নারী,—শ্রীরাধার ভাবে রাধিকা।

কেবল সখের পাঠক হইয়া শব্দমাত্রে নেত্রপাতপূর্বক পাঠ করিলে, শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত শ্রীকৃষ্ণলীলায় রাধিকার নাম দেখিতে পাওয়া যায় না; কিন্তু শ্রীবৃন্দাবন-লীলা, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকার স্বরূপ ধারণা করিয়া, সাধকের ভাবে পাঠ করিলে, ভাবনেত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, শ্রীবৃন্দাবন-লীলার ভিত্তিই রাধিকা;—দেখিতে পাওয়া যায়, আনন্দময় ভগবানের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গেই “রাধিকা” নাম অঙ্কিত রহিয়াছে,—দেখিতে পাওয়া যায়, প্রেম-রূপিণী রাধিকাকে ধরিয়াই আনন্দময় কৃষ্ণ দাঁড়াইয়া আছেন,—

দেখিতে পাওয়া যায় প্রেমময়ীর স্তবর্ণাধিক বর্ণপ্রভাবেই কৃষ্ণবর্ণ
কৃষ্ণ আলোকিত,—দেখিতে পাওয়া যায়, শ্রীরাধিকাই কৃষ্ণের
প্রাণ। অতএব শ্রীরাধিকার নাম কাহাকেও রাখিতে হয়না,
কাহাকেও লিখিতে হয়না। যেখানে কৃষ্ণ, সেইখানেই রাধিকা;
যতদিনের কৃষ্ণ, ততদিনের রাধিকা। ইহা ভাবুক বুঝিতে পারেন।
তাই ত্রিকালদর্শী মহর্ষি ভাবুক ও রসিকদিগকেই আহ্বান করিয়া
বলিয়াছেন—“পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহো রসিকা ভুবি
ভাবুকাঃ” অর্থাৎ হে ভাবুক ও রসিকগণ, এই শ্রীমদ্ভাগবতরূপ
রসময় ফল মুক্তিপর্যন্ত অমুক্তগণ পান কর। আমরা ভাবুকও
নহি, রসিকও নহি; ভাবুক কাহাকে বলে এবং রসিক কাহাকে
বলে, তাহাও জানি না; অথচ ভাগবতরূপ রসময় ফল পান
করিতে বসিয়াছি! আশ্বাদন পাইব কেন? পরিতৃপ্ত হইব কেন?
এমন পরম রসময় ফলও আমাদের তিস্ত লাগে,—বিশ্বাস করিতে
পারি না, ধারণা করিতে পারি না,—পদে পদেই সন্দেহ আসিয়া
পড়ে, সুখ পাই না। জহরীই জহর চেনে, অ-জহরী কাচ মনে
করিয়া জহর ফেলিয়া দিয়া থাকে। ইহাও মহাজনের প্রসিদ্ধ
কথা। অলমতি বিস্তরেণ ২৪



ধন্য অহো অমী আল্যো গোবিন্দাজ্যাজ্ঞরেণবঃ ।

যান্ ব্রহ্মেশো রমা দেবী দধুমুর্দ্ধ্বাঘনুত্তয়ে ॥২৫

অম্বস্বঃ । - আলাঃ (হে সখাঃ) অমী (এতে) গোবিন্দাজ্যাজ্ঞ-
রেণবঃ (গোবিন্দস্য কৃষ্ণস্য অজ্যাজ্ঞে পাদপদ্যে তয়োঃ রেণবঃ রজাংসি)
অহো ধন্যঃ (পরমপাবনাঃ) ব্রহ্মেশো (ব্রহ্ম চ ঈশ চ তৌ বিধি-
শিবো) দেবীরমা (লক্ষ্মীশ্চ) অঘনুত্তয়ে (পাপনাশায়) যান (পদরেণুং)
মুর্দ্ধ্বা (শিরসা) দধুঃ (ধারয়ামাহঃ ॥ ২৫

টীকা । - হে আলাঃ সখাঃ অহো ধন্যঃ অতিপুণ্যা গোবিন্দাজ্যাজ্ঞ-
রেণবঃ । তত্র হেতুঃ যানিতি । অম্মাভিরপ্যেতদ্বৈষভিষেকেন তথৈব
শ্রীকৃষ্ণং প্রাপ্তুং শক্যত ইতি ভাবঃ ॥ ২৫

অনুবাদ । - অয়ি সখীগণ ! শ্রীগোবিন্দের এই সকল
পদ্যাজ্ঞেণু অতীব পবিত্রকর ; ব্রহ্মা, মহাদেব ও দেবী লক্ষ্মী
আপন আপন পাপাপনোদনের নিমিত্ত যে রেণু মস্তকে ধারণ
করিয়া থাকেন ॥২৫

তাৎপর্য্য । - অদর্শনে একবারে ভগবানের পূর্ণ ঐশ্বর্য্য
প্রকাশ পাইল । নায়িকা-ভাব একবারে তিরোহিত হইল ।
তঁাহারা ভগবানের চরণরেণুর মহিমা দেখাইলেন । সহজ মহিমা
নয় ; বলিলেন, — ব্রহ্মা, মহাদেব ও দেবীলক্ষ্মী যে চরণরেণু
মস্তকে ধারণ করিয়াছেন । তাহা হইলেই আমরা দেখি, গোপীগণ
কখনো প্রিয়-বিরহিণী নায়িকা, কখনো ক্লগবৎ-প্রার্থী পরম-
প্রেমিক ভক্ত ॥ ২৫

তস্তা অমুনি নঃ ক্ৰোভং কুৰ্ব্বন্ত্যচৈঃ পদানি যৎ ।

যৈকাপহত্য গোপীনাং ধনং ভুঙ্ক্ত্ব্যচ্যুতাদধরম্ ॥ ২৬

অশ্বহঃ ।—তস্যাঃ (গোপ্যাঃ) অমুনি (এতানি) পদানি (পদাঙ্কাঃ) নঃ (অস্মাকং) উচৈঃ (সাতিশয়ং) ক্ৰোভং (মনস্তাপং) কুৰ্ব্বন্তি (উৎপাদয়ন্তি) যা (গোপী) একা (অনন্যা) গোপীনাং (অস্মাকং সৰ্ব্বাসাং) ধনং (ভোগ্যাং সম্পত্তিং) অচ্যুতাদধরম্ (কৃষ্ণাধর-সুধাম্) অপহত্য (চোরয়িত্বা) ভুঙ্ক্তে (আশ্বাদয়তি) ॥ ২৬

টীকা ।—অত্ৰা আহঃ তস্যা ইতি । গোপীনাং ধনং সৰ্ব্বস্বম্ । অয়ং ভাবঃ । ভবেদেবং যদি তস্যাঃ পদানি সংপ্ত্তানি ন ভবেয়ুঃ তানি তু কুতো নো দুঃখং কুৰ্ব্বন্তীতি ॥ ২৬

অনুবাদ ।—তাহার এই সকল পদচিহ্ন আমাদের সাতিশয় মনস্তাপ দিতেছে । শ্রীকৃষ্ণের অধরসুধা আমাদের সকলেরই সাধারণ সম্পত্তি ; কিন্তু সে অপহরণ করিয়া নিজেই ভোগ করিতেছে ॥ ২৬

তাৎপর্য্য ।—গোপী ঠিকই বলিয়াছেন । ভগবান্ সকলেরই সাধারণ সম্পত্তি ; ভগবদানন্দ আশ্বাদনে সকলেরই সমান অধিকার । তাহা সকলেই জানে ; তবে একজন আশ্বাদন পায়, একজন পায় না কেন ? এ দোষ ভগবানের, কি মানুষের তাহার বিচার সুধীগণ করুন । আমরা কিন্তু, কাতরা গোপীদিগের দুঃখে দুঃখী ; আমরা এখন তাঁহাদেরই পক্ষপাতী ; সুতরাং আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিব, রাধিকার খুব অত্যাচার হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই । কিন্তু মনে মনে বলিব, হে প্রেমময়ি রাধে ! একটু কৃপা করিও ॥ ২৬

ন লক্ষ্যন্তে পদান্যত্র তস্যা নুনং তৃণাকুরৈঃ ।
 থিথৎস্বজাতাজ্জ্ব তলামুগ্নিন্যে প্রেয়সীং প্রিয়ঃ ॥
 ইমান্যধিকমগ্নানি পদানি বহতো বধূম্ ।
 গোপ্যঃ পশ্যত কৃষ্ণস্য ভারাক্রান্তস্য কামিনঃ ।
 অত্রাবরোপিতা কান্তা পুষ্পহেতোমহাঅনা ॥ ২৭

অস্বপ্নঃ ।—অত্র (অগ্নি স্থানে) তস্যাঃ (চৌরাস্যঃ গোপ্যঃ)
 পদানি ন লক্ষ্যন্তে (ন দৃশ্যন্তে) ; নুনং (নিশ্চিতং) প্রিয়ঃ (তদমুরাগী কৃষ্ণঃ)
 থিথৎস্বজাতাজ্জ্ব তলাং (থিন্নপেশলপদাং) প্রেয়সীম্ (প্রিয়তমাং তাম্)
 উগ্নিন্যে (স্বস্কন্ধমারোপিতবান্) ; [হে] গোপ্যঃ বধূং (প্রিয়তমাং গোপীং)
 বহতঃ (স্বস্কন্ধমারোপয়তঃ) [অতএব] ভারাক্রান্তস্য (ভারযুক্তস্য)
 কামিনঃ (কামুকস্য) [কৃষ্ণস্য] অধিক-মগ্নানি (অগভীরানি) ইমানি
 (অত্র স্থিতানি) পদানি পশ্যত (অবলোকয়ত) ।

মহাঅনা (রসিক-শেখরেণ) পুষ্পহেতোঃ (কুসুমচয়নার্থং) অত্র কান্তা
 (প্রিয়তমা কামিনী) অবরোপিতা (ভূমৌ অবস্থাপিতা) ॥ ২৭

টীকা ।—তদসংপৃক্তান্ কেবলকৃষ্ণপাদরেণুনেব বিচিহ্ন্যন্তান্ দৃষ্ট্ৱ।
 পুনরত্যস্তং সমতপন—তদাহ শ্লোকত্রয়েণ ন লক্ষ্যন্ত ইতি । ধিদাস্তী স্বজাতে
 স্বকুমারে অজ্জ্ব তলে ধম্যঃ* । তামুগ্নিন্যে স্বস্কন্ধমারোপিতবান্ ॥ ২৭

অনুবাদ ।—এই স্থানে সেই চৌরা গোপীর পদচিহ্ন দেখা
 যাইতেছে না ; অতএব নিশ্চয়ই তাহার প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়-
 তমার অপেশল পদতল বনভ্রমণে পরিক্রিষ্ট হওয়ায় তাহাকে স্বন্ধে
 তুলিয়া লইয়াছেন ।

অগ্নি সখীগণ ! প্রিয়তমাকে স্কন্ধে বহন করায় সেই কামুক কৃষ্ণ অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হইয়াছেন ; সেই জন্তু, দেখ, এইস্থানের কৃষ্ণপদার্ক অধিকতর গভীর হইয়াছে।

মহাত্মা কৃষ্ণ পুষ্পচয়নের নিমিত্ত এইস্থানে প্রিয়তমাকে স্কন্ধে হইতে নামাইয়াছেন ॥ ২৭

তাৎপর্য্য।—জলন্ত অনলে স্নাতাহতি পড়িতেছে। গোপী-গণ কৃষ্ণ-বিরহানলে জ্বলিতেছেন, তাহার উপর সহচরী শ্রীরাধার এত সৌভাগ্য সহ্য করিতে পারিতেছেন না ; তাঁহাদের হৃদয়ায় অধিকতর জ্বলিয়া উঠিতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে অভিমানের মাত্রাও চড়িতেছে। এক সঙ্গে কাত্যায়নী পূজা করিলাম, এক সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাইবার জন্তু প্রার্থনা করিলাম, একসঙ্গে নির্জনে বসিয়া কৃষ্ণ গুণ গান করিলাম, বংশীর গান শুনিয়া এক সঙ্গেই সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া, রাত্রিকালে কৃষ্ণসমীপে আসিলাম ; কিন্তু কৃষ্ণ আমাদের পরিত্যাগ করিয়া তাহাকেই লইয়া বিহার করিতেছেন ; তাহাকে কোলে বসাইতেছেন, কাঁধে তুলিতেছেন, আর আমরা সমস্ত রাত্রি ‘হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ’ বলিয়া রোদন করিতেছি, এই সকল চিন্তা করিয়া গোপীদিগের অভিমান বিগুণ হইয়া উঠিয়াছে, মনস্তাপে হৃদয় জ্বলিয়া উঠিতেছে, ঈর্ষায় অন্তঃকরণ অধীর হইতেছে। এক জনের প্রতি ভগবানের অত্যধিক কৃপা দেখিয়া গোপীদিগের হৃদয় উৎকট অভিমান, অসহ্য মনস্তাপ, অদম্য ঈর্ষা আমাদের কখনও,—কোনো জন্মেও হইবে কি ? হইবে হইবে ; গোপী হইতে পারিলেই হইবে ॥ ২৭

অত্র প্রসূনাবচয়ঃ প্রিয়ার্থে প্রেয়সা কৃতঃ ।

প্রপদাক্রমণে এতে পশ্চাতাসকলে পদে ॥ ২৮

অনুবাদঃ—অত্র প্রেয়সা (প্রিয়তমেন) প্রিয়ার্থে (প্রিয়ালঙ্করণার্থং) প্রসূনাবচয়ঃ (পুষ্পচয়নং) কৃতঃ প্রপদাক্রমণে (পদাগ্র-সংমর্দনে) এতে অসকলে (অসম্পূর্ণে) পদে (গদাঙ্কো) পশ্চত ॥ ২৮

টীকা ।—প্রপদাত্ম্যাক্রমণং ক্ষৌণীসম্বর্দনং যস্মোঃ অতএব অসকলে পদে পশ্চতেতি ॥ ২৮

অনুবাদ ।—প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ এইস্থানে প্রিয়তমার নিমিত্ত পুষ্পচয়ন করিয়াছেন । পদাগ্রে দাঁড়াইয়া পুষ্পচয়ন করায় এই স্থানের পদাঙ্ক অসম্পূর্ণ রহিয়াছে, দেখ ॥ ২৮

তাৎপর্য ।—গোপীগণ আবার কিছু দূর অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, একস্থানে একটি পুষ্পবৃক্ষের তলে কৃষ্ণ-চরণের কেবল অগ্রভাগ অঙ্কিত রহিয়াছে, চরণের পশ্চাদ্ভাগ নাই । তাহাই দেখিয়া অনুমান করিতেছেন, হস্তাগ্রাহ্য উচ্চ শাখা হইতে পুষ্প-চয়ন করিবার নিমিত্ত কৃষ্ণ আপন পদাগ্রে উপর ভর রাখিয়া দাঁড়াইয়াছেন, তাই এখানকার পদচিহ্ন অসম্পূর্ণ রহিয়াছে । গোপীগণ প্রগাঢ় কৃষ্ণ-প্রেমে অসীম কৃষ্ণ-মহিমা ভুলিয়া গিয়াছেন, —কালিয়দমন, গোবর্দ্ধন-ধারণ প্রভৃতি ঐশ্বরী লীলা ভুলিয়া গিয়াছেন । তাই ঐ রূপ অনুমান করিতেছেন এবং ভগবান্ধ-স্বয়ং অসীম হইয়াও গোপীর অসীম প্রেমের কাছে ছোট হইয়া পড়িয়াছেন । তাই একটু উঁচু ডালের ফুল পাড়িতে খুঁড়িয়া দাঁড়াইতে হইয়াছে । ধন্য লীলাময়ের লীলা ॥ ২৮

কেশ-প্রসাধনং হত্রে কামিন্যাঃ কামিনা কৃতম্ ।
তানি চুড়য়তা কাস্তামুপবিষ্টমিহ ধ্রুবম্ ॥ ২৯ ॥

অবহ্রঃ ।—অত্র কামিনা (কৃষ্ণেন) হি (নিশ্চিতং) কামিন্যাঃ
(কামুক্যাঃ) কেশ-প্রসাধনং (কেশবিন্যাসং) কৃতম্ কাস্তাং (প্রিয়া-
মধিকৃত্য) তানি (অবচিতানি প্রসূনানি) চুড়য়তা (চুড়াবদ্বগ্নতা) ইহ
(অত্র) ধ্রুবম্ (নিশ্চিতম্) উপবিষ্টম্ ॥ ২৯

টীকা ।—তস্যাঃ শ্রীকৃষ্ণজাহ্নবরূপবিষ্টায়াশ্চিহ্নঃ দৃষ্টাহঃ-কেশ-
প্রসাধনমিতি । কাস্তামাধিকৃত্য তানি প্রসূনানি চুড়য়তা চুড়ামুকরণেন
বগ্নতা ইহ ধ্রুবমুপবিষ্টম্ ॥ ২৯

অনুবাদ ।—এই স্থানে কামাধীন কৃষ্ণ নিশ্চয়ই সেই
কামিনীর কেশ-বিন্যাস করিয়াছেন এবং অবচিত পুষ্পদ্বারা সেই
কামিনীর চুড়া নিৰ্ম্মাণ করিবার অভিপ্রায়ে নিশ্চয়ই এই স্থানে
উপবিষ্ট হইয়াছেন ॥ ২৯

তাৎপর্য ।—উক্ত সাতটি শ্লোকে শ্রীরাধার পদাঙ্ক দর্শনে
গোপীদিগের ভাব-বৈচিত্র্য বর্ণিত হইয়াছে । যদি বহুনায়িকা এক
নায়কের প্রতি আসক্ত হয় এবং নায়ক যদি তাহাদের মধ্যে এক
নায়িকাতেই অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়া অপর সকলকে পরিত্যাগ-
পূর্ব্বক তাহারই সহিত অবস্থান করে, তাহা হইলে পরিত্যক্ত
নায়িকাদিগের যেরূপ ভাব-বৈচিত্র্য হইয়া থাকে, গোপীদিগের
সেইরূপ নানা প্রকার ভাবোদয় হইয়াছিল । তাহাদের দারুণ

বিরহ-সন্তাপের মধ্যে শ্রীরাধার প্রতি ক্রোধ ও ঈর্ষার ভাব স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। নায়ক-নায়িকা-ভাবে এরূপ অবস্থায় যে এরূপ ভাব হইয়াই থাকে, ইহা আর সুরসিক পাঠক বা সাধকবর্গকে বুঝাইতে হইবে না। এখন ইহাতে পরমার্থ কথা কি আছে, তাহাই বুঝিবার চেষ্টা করিব।

কেবল পাঠক না হইয়া যদি সাধকের পক্ষ ভুক্ত হইয়া এ বিষয় পাঠ করা যায়, তবে দেখা যায়, ইহাতে সম্পূর্ণ পরমার্থ কথাই নিহিত আছে। সাধক! যদি তুমি যথার্থই সাধক হও, যদি সাধন-বন্ধুদিগের সহিত মিলিত হইয়া যথার্থ ভগবৎ-সাধন করিয়া থাক এবং তোমাদের মধ্যে একজন যদি অপর সকলকে অতিক্রম করিয়া ভগবদ্দর্শন পাইয়া থাক, তবে তুমি কৃষ্ণ-বিরহিতা গোপী-দিগের অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে এবং ইহার অন্তর্গত চরম পরমার্থ-শিক্ষাও গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে। আর যদি সাধক না হও, অথচ সাধন করিতে চাও, তবে ঋণিতা নায়িকার আদর্শে অন্তের প্রতি ভগবৎ-কৃপা দেখিয়া আত্মগ্লানি, ঈর্ষা ও অন্তঃসন্তাপ শিক্ষা করিতে পারিবে।

পার্শ্বিক সম্পত্তির প্রতি আমাদের বৈরূপ উৎকট অনুরাগ, গত কথা বলিতে হইলে, ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য তাহার শতাংশের একাংশও নাই। তাই, ভক্তের ঈর্ষা ও ক্রোধের কথা শুনিয়া আমরা আশ্চর্য্য মনে করি। আমাদের সকলেরই সাধারণ সম্পত্তি যদি অন্য কেহ হলে বলে আত্মসাৎ করিয়া চক্ষুর উপর ভোগ করিতে থাকে, তবে আমাদের বৈরূপ ঈর্ষা ও ক্রোধের সঞ্চার হয়, এক

ব্যক্তিকে সর্বজীবের সাধারণ ধন ভগবৎ-পাদপদ্ম পাইতে দেখিয়া, বাঁহারা সেইরূপ ঈর্ষা ও ক্রোধ হইয়া থাকে, তিনিই যথার্থ ভক্ত,—তিনিই ভগবান্কে পাইবেন । খণ্ডিতা নায়িকার দৃষ্টান্ত ভিন্ন সেরূপ উৎকট অমুরাগ বুঝাইবার উপায় নাই ; সেই জন্তই কৃপাময়ের এই কৃপাময়ী লীলা এবং সেই জন্তই সুপরিচিত বৃন্দাবন-লীলায় পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিনী রাধা ও চন্দ্রাবলীর অবতারণা । পাছে আমরা রাসলীলা পড়িতে পড়িতে বা শুনিতে শুনিতে নায়ক-নায়িকার পার্থিব প্রণয়েই অভিনিবিষ্ট হইয়া যাই, সেই আশঙ্কায় গোপীগণ নায়িকোচিত খেদোক্তির মধ্যেই ভগবন্তুক্তি দেখাইলেন । তাঁহারা পদাচহ্ন দেখিয়া বলিলেন,—“শ্রীগোবিন্দের এই সকল পদরেণুই ধন্য ; যে পদরেণু ব্রহ্মা, মহাদেব ও লক্ষ্মীদেবী মন্তকে ধারণ করিয়া থাকেন ।” অতএব দেখা যায়, নায়িকোচিত ভাবের ভিতর দিয়া ভগবন্তাব শিক্ষা দেওয়াই গোপীর উদ্দেশ্য । ইহাই এই লীলার তাৎপর্য্য । আমাদের মন যেরূপ কলুষিত, আমাদের নজরও সেইরূপ । সারগ্রাহী সাধকবর লালাবাবু অস্পৃশ্য অজ্ঞা ধীর-পত্নীর মুখে যদৃচ্ছোচ্চারিত “বেলা গেলে, পারে যেতে হবে” শুনিয়া আপন অভিপ্রায়োচিত সারার্থ গ্রহণপূর্বক অতুল ঐশ্বর্য্য তৃণবৎ পরিত্যাগ করিয়া, শ্রীবৃন্দাবনে মাধুকরী বৃত্তি অবলম্বনে জীবন যাপন করেন, আর অসারদর্শী হতভাগ্য আমরা সর্বস্ত্র মহর্ষি বেদব্যাসের লিখিত সত্যস্বরূপ স্বয়ং ভগবানের প্রদর্শিত মুক্তিদায়িনী রাসলীলা পাঠ ও শ্রবণ করিয়াও নারকী হই । ২২

রেমে তয়া স্বাত্মরত আত্মারামোহপ্যথগুিতঃ ।
 কামিনাং দর্শয়ন্ দৈন্যং জ্ঞীণাঐক্যেব ছুরাত্মতাম্ ॥
 ইত্যেবং দর্শয়ন্ত্যস্তাশ্চেকুর্গোপ্যো বিচেতসঃ ।
 যাং গোপীমনয়ং কৃষ্ণো বিহায়াত্মাঃ স্ত্রিয়ো বনে ॥ ৩০

অনুবাদঃ ।—স্বাত্মরতঃ (স্বতন্ত্ৰঃ) আত্মারামঃ (স্বক্ৰীড়ঃ) অথ-
 গুিতঃ অপি (পূর্ণোহপি) [কৃষ্ণঃ] কামিনাং (কামপরতজ্ঞাণাং পুরুষাণাং)
 দৈন্যং (দীনতাং) জ্ঞীণাং চ ছুরাত্মতাং (তেষু দৌরাভ্যাং) দর্শয়ন্ (লোকে
 প্রকটয়ন্) তয়া (শ্রীরাধয়া সহ) রেমে (বিহহার) । বিচেতসঃ (কাতরচিত্তাঃ)
 তাঃ গোপাঃ ইত্যেবং (অনেন প্রকারেণ) দর্শয়ন্ত্যঃ চেকুঃ (অচরন্) ;
 কৃষ্ণঃ অত্যাঃ স্ত্রিয়ঃ (স্ত্রীঃ) বিহার (ত্যক্ত) যাং গোপীং বনে (একান্তে)
 অনয়ং (নিনায়) ॥ ৩০

টীকা ।—রেমে ইত্যাদি শুকোক্তিঃ । স্বাত্মরতঃ স্বতন্ত্ৰঃ ।
 আত্মারামঃ স্বক্ৰীড়ঃ । অথগুিতঃ স্ত্রীবিভ্রমৈরনাকুষ্টোহপি । তথা চেৎ
 কিমিতি রেমে অত আহ কামিনামিতি ॥ ৩০

অনুবাদ ।—এদিকে ভগবান্ রাধাবল্লভ স্বয়ংসম্ভুষ্ট,
 আত্মারাম ও পূর্ণস্বরূপ হইয়াও কামুক পুরুষের দীনতা এবং
 তাহার উপর কামিনী নারীর দৌরাভ্যা দেখাইবার নিমিত্ত শ্রীরাধার
 সহিত বিহার করিতে লাগিলেন । সেই সকল গোপী এইরূপে
 পরস্পর দেখাইতে দেখাইতে বিচরণ করিতে লাগিলেন । শ্রীকৃষ্ণ
 অত্যাশ্র গোপীদিগকে ত্যাগ করিয়া যাঁহাকে নির্ভঙ্কনে লইয়া
 গিয়াছিলেন ॥ ৩০

তাৎপর্য ।—এই শ্লোকটি অবতান্ধানে বসিয়াছে ; তাই, বড় অসংলগ্ন দেখাইতেছে । গোপীদিগের কাতরোক্তি সমাপ্ত হইল না, অথচ বলা হইল—“শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম হইয়াও শ্রীরাধার সহিত বিহার করিতে লাগিলেন ।” এ শ্লোকটি কাহার উক্তি তাহার উল্লেখ নাই । গোপীদিগের উক্তির মধ্যে পড়িয়াছে—অথচ ইহা তাঁহাদের উক্তি হইতেই পারে না । ইহার সামঞ্জস্য করিবার জন্যই টীকাকার শ্রীধর স্বামীকে নিজেই বলিতে হইল,—“রেমে ইত্যাদি শুকোক্তিঃ” অর্থাৎ এই শ্লোকটি শুকদেবের উক্তি । কিন্তু ইহাতেও ঠিক সামঞ্জস্য হইল না । শূকের উক্তি তাহা ত বুঝাই যাইতেছে ; কিন্তু গোপীর উক্তি সমাপ্ত না হইতেই শূকের উক্তি আসিল কিরূপে ? আমরা পরবর্ত্তী শ্লোকের তাৎপর্যে ইহার মীমাংসা যথামতি বিবৃত করিব । ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বতন্ত্ৰ, আত্মারাম ও পরিপূর্ণ-স্বরূপ হইয়াও বে, রমণেচ্ছা করেন, এ বিষয় আমরা রাসলীলার প্রথম অধ্যায়েই আলোচনা করিয়াছি । তথাপি এখানে অভিপ্রায়ের কিছু বিভিন্নতা আছে বলিয়া, দুই চারি কথা বলিতে হইল । এখানে মূল শ্লোক দেখিয়াই ভগবানের অভিপ্রায় বুঝিতে পারা যায় । কামুক পুরুষদিগের দীনতা অর্থাৎ কামিনীর নিকট লাঞ্ছনা এবং কামিনীদিগের দোরাঙ্কা অর্থাৎ কামুক পুরুষের উপর কামিনীদিগের প্রভুত্ব প্রদর্শন করা ভগবানের অভিপ্রায়,—তাহা শুকদেব নিজেই বলিলেন ; কিং ইহা সাধারণ মানবগণকে লৌকিক শিক্ষা দিবার জন্য লৌকিক অভিপ্রায় অর্থাৎ নীতি-উপদেশ । এই উপদেশের অন্তর্বে যে পারমার্থিক উপদেশ আছে, তাহা পরবর্ত্তী শ্লোকের তাৎপর্যে বিবৃত হইবে ॥ ৩০

সাত মেনে তদাত্মানং বরিষ্ঠং সৰ্ব্বযোষিতাম্ ।
 হিত্ব গোপীঃ কামযানা মামসৌ ভজতে প্রিয়ঃ ॥
 ততো গতা বনোদ্দেশং দৃষ্টা কেশবমব্রবীৎ ।
 ন পারয়েহহং চলিতুং নয় মাং যত্র তে মনঃ ॥ ৩১

অনুবাদঃ—তদা (তদ্বিন্ সময়ে) সা চ (শ্রীরাধাপি) আত্মানং
 সৰ্ব্বযোষিতাং (সকল-নারীজনানাং) বরিষ্ঠং (শ্রেষ্ঠং) মেনে (অমৃতত
 যতঃ) অসৌ প্রিয়ঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) কামযানাঃ (বেচ্ছয়া স্বয়মগতাঃ)
 গোপীঃ (বহুগোপাঙ্গনাঃ) হিত্বা (পরিত্যাগ্য) মাং (কেবলাং) ভজতে
 অমুবর্ততে) ; ততঃ (তদনন্তরং) বনোদ্দেশং (বনভাগবিশেষং) গতা
 ষ্ঠা (গর্বিতা সতী) অহং চলিতুং (গচ্ছং) ন পারয়ে (ন শক্নোমি)
 য (বদ্বিন্ স্থানে) তে (তব) মনঃ (ইচ্ছা) [তত্র] মাং নয়
 বহুমারোপ্য গচ্ছ ইতি (ঐদৃশং দৃষ্টবচনং) কেশবং (শ্রীকৃষ্ণং) অব্রবীৎ
 উবাচ) ॥ ৩১

টীকা।—জ্ঞাপ্যং ছরাস্বতামাহ—সা চেতি স্বাত্ম্যাম্ । কামো বানস
 গমনসাধনং বাসাং তাঃ গোপীর্হিত্বা মাং ভজত ইতি হেতোরাত্মানং
 রিষ্ঠং মেনে ঐতি ॥ ৩১

অনুবাদ।—ঐ সময়ে তিনি মনে করিলেন, আমিই
 মন্ত রমণীকুলের শিরোমণি ; হে হেতুক এই প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ
 বচ্ছাগত গোপীদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আমারই অমুবর্তন
 রিতেছেন । অনন্তর কাননের একাংশে গিয়া গর্বিত-চিত্তে তিনি

কেশবকে বলিলেন, আমি আর চলিতে পারি না ; অতএব তোমার যেখানে ইচ্ছা হয়, আমাকে স্কন্ধে করিয়া লইয়া চল ॥ ৩১

তাৎপর্য্য।—সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন, এই শ্লোকটি অত্যন্ত অসংলগ্ন হইয়াছে। পূর্ব শ্লোকে পরিত্যক্ত গোপীদিগের উক্তির মধ্যেই শুকোক্তি আসিয়া পড়িল ; শ্রীধর স্বামী নিজের মসলা দিয়া তাহা এক প্রকার পূরণ করিয়া দিলেন ; শ্রীরাধার কথা আরদ্ধ হইল। শুকদেব রাধার কথা একবার আরদ্ধ করিয়া, আবার পূর্ব গোপীদিগের কথা আনিয়া ফেলিলেন ; সেই শ্লোকের উত্তরার্দ্রেই আবার রাধার কথা ; বড়ই খাপছাড়া হইয়া গেল। শ্রীধরস্বামী এবার নিতান্ত অসংগতি দেখিয়া পূর্ব শ্লোকের “ইত্যেবং দর্শয়ন্ত্যন্তাশ্চের্গোপ্যো বিচেতসঃ” এই অংশটি মূল গ্রন্থের অন্তর্গত নয় বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন ; প্রভুপাদ সনাতন, শ্রীজীব এবং চক্রবর্তী মহাশয়ও শ্রীধরের অনুবর্তী হইয়া ইহাতে হস্তক্ষেপ করেন নাই। কি মুদ্রিত, কি হস্তলিখিত সকল পুস্তকেই এই শ্লোকাংশ রহিয়াছে এবং পারায়ণ-পাঠেও ইহা পঠিত হইয়া থাকে। কেবল টীকায় গ্রহণ না করিলে কি হইবে ? আমরা বলি, এ শ্লোকাংশ পরিত্যাজ্য নহে ; বরং অতীব প্রয়োজনীয় ; কেবল স্থানভ্রষ্ট হইয়া অসংলগ্ন ও হেয় হইয়াছে। এই শ্লোকাংশ ইহার পূর্ববর্তী শ্লোকের পূর্বে এবং গোপীদিগের উক্তির পরে বসিলেই পরিষ্কার সামঞ্জস্য হয় এবং শ্রীধর স্বামীকেও পূর্বশ্লোকের টীকায় “রেমে ইত্যাদি শুকোক্তিঃ” লিখিতে হয় না। আমাদের

বোধ হয়, প্রথম লেখকের অনবধানেই এইরূপ স্থান-বিপর্যয় ঘটিয়াছে ; পরবর্তী লেখকগণ “যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং” এই মহাবাক্যের অনুবর্তী হইয়াছেন ; পাঠক মহাশয়েরাও “যথালিখিতং তথা পঠিতং” করিয়াছেন এবং ব্যাখ্যা-কর্তারাও দক্ষিণে বামে দৃষ্টিপাত না করিয়া একমনে সেই পথেই চলিয়াছেন । তবে শ্রীধর স্বামী প্রভৃতি মহামুণ্ডব টীাকারদিগের ইহাতে দৃষ্টি পড়িল না কেন, ইহা ভাবিবার বিষয় বটে । আমরা মনে করিয়া-ছিলাম ; আমাদের এই সংস্করণে ঐ শ্লোকার্দ্ধ উঠাইয়া যথাস্থানে বসাইয়া দি ; কিন্তু চিরপ্রতিষ্ঠিত স্থান পরিবর্তন করিতে সাহস করিলাম না । আমরা অতি স্থূলবুদ্ধি ; আমাদের অনুমান কোনো কার্য্যকর নয় ; অতএব সারদর্শী স্বধী সাধক ও পাঠক-দিগের উপরেই ইহা বিবেচনা করিবার ভার অর্পিত রহিল । আমরা কিন্তু, স্পষ্টই বুঝিতেছি, গোপীদিগের বাক্য সমাপ্ত করাই ঐ শ্লোকাক্টের তাৎপর্য্য ॥

পূর্বে বলা হইয়াছে, শ্রীরাধার ভগবৎপ্রেম সর্ব্বাপেক্ষা গাঢ়তম ; সেই জন্ত তাঁহার মন ভগবানেই অভিনিবিষ্ট ছিল । কিন্তু ভগবান্ জীব-শিক্ষার্থ লীলা করিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন ; সুতরাং তাঁহাকে কামুক পুরুষের দীনতা ও কামিনীর দৌরাগ্র্য দেখাইবার ছলে পরমার্থ শিক্ষা দিতে হইবে । তাই ভগবদিচ্ছায় কৃষ্ণময়ী রাধিকারও হৃদয়ে আত্মাভিমান আসিল,—তাঁহার মন কৃষ্ণ ছাড়িয়া নিজদেহ স্মরণ করিল ;—তিনি কৃষ্ণভক্তির মূলমন্ত্র ভুলিয়া আপনাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিলেন,—তাঁহার অধঃপতন হইল ।

আমরা পূর্বেরও বলিয়াছি, আরও বলিব, শ্রীরাধার কৃষ্ণ-
 বিচ্ছেদ নাই । বেখানে কৃষ্ণ, সেইখানেই রাধা ; রাধাকৃষ্ণ একই
 মূর্তি । রাধার হৃদয়ে মোহ হইতেই পারে না—অহংকার আসিতেই
 পারে না । কিন্তু এরূপ লীলা না করিলে অভিমানপূর্ণ সংসারী
 জীবকে শিক্ষা দেওয়া হয় না । আমরাই মোহাক্ষ হইয়া
 সত্যকে ভগবানকে ভুলিয়াছি ; কিন্তু তিনি আমাদের দুলিতে
 পারেন না,—আমাদের চুঃখ দেখিতে পারেন না । আমাদের মোহ
 অপনয়ন করিয়া আমাদের আত্মসাৎ করিবার অভিপ্রায়েই
 বিশুদ্ধ প্রেমময়ী প্রিয়তমাকে মোহাক্ষ করিয়া দেখাইলেন ।

কামিনীকে প্রভ্রম দিলে, সে কাঁধে উঠিতে চায় ; অতএব
 পুরুষগণ ! সাবধান ।—ইহাই এই লীলার লৌকিক শিক্ষা ।
 অপরিশ্রুতমর্শী অপক সাধক কিঞ্চিৎ ভগবৎকৃপা প্রাপ্ত হইলেই
 আত্মনাশের নিমিত্ত গর্বিত হইয়া উঠে ; ইহাই এই লীলার
 পরমার্থ শিক্ষা । যোগমার্গেও অপক বোগী প্রাণায়ামাদি দ্বারা
 কিঞ্চিৎ অলৌকিক ক্ষমতা লাভ করিয়া, অধঃপতনের নিমিত্তই
 গর্বিত হইয়া থাকেন ; ইহা প্রত্যক্ষ বিষয় ॥ ৩১



এবমুক্তঃ প্রিয়ামাহ স্কন্ধ আকৃষ্টতামিতি ।

ততশ্চাস্তদধে কৃষ্ণঃ সা বধুরন্বতপ্যত ॥ ৩২

অনুবাদঃ।—কৃষ্ণঃ এবম্ (ঈদৃশম্) উক্তঃ (কথিতঃ সন্) স্কন্ধে আকৃষ্টতাম্ ইতি প্রিয়াম্ আহ (উবাচ) ততঃ চ (তদনন্তরমেব) [বরম্] স্তদধে (অদন্তোহতুং) ; সা বধুঃ (প্রিয়তমা রাধিকা) অন্বতপ্যত (অনুতপ্তা অতুং) ॥ ৩২

টীকা।—কামিনাং দৈন্যং দর্শয়তি—এবমুক্ত ইতি । অখণ্ডিতত্ব-
মাহ ততশ্চেতি । তস্যাং স্কন্ধারোহোদ্যাতারামস্তদধে অন্তর্হিত ইত্যর্থঃ ॥৩২

অনুবাদ।—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই কথা শুনিয়া প্রিয়-
তমাকে বলিলেন, তবে আমার স্কন্ধে আরোহণ কর । রাধিকা
যেমন স্কন্ধে আরোহণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, অমনি ভগবান্
অন্তর্হিত হইলেন ; রাধাও নিতান্ত অনুতপ্ত হইতে লাগিলেন ॥৩২

তাৎপর্য্য।—লীলার কাম-পরতন্ত্র পুরুষের দীনতা প্রদর্শিত
হইল ;—রমণীতে অত্যন্ত অনুরক্ত হওয়ায় ভগবান্কেও রমণীর
মন রাখিবার জন্য স্কন্ধ পাতিয়া দিতে হইল । আবার সৎপুরুষো-
চিত তেজস্বিতাও শিক্ষা দিলেন । প্রথমে স্কন্ধে আরোহণ
করিতে বলিয়া সঙ্গে সঙ্গেই সৎপ্রণয়র কর্তব্যও শিক্ষা দেওয়া
হইয়া গেল । পুরুষপ্রধান—ভগবান্ দেখাইলেন যে, বধার্থ
প্রণয়িনী যদি বধার্থ চলিতে অশক্ত হয়, তবে স্কন্ধে বহন করাও
সৎপ্রণয়ীর কর্তব্য ; কিন্তু যদি কামিনী পুরুষের সমাদরে প্রণয়

পাইয়া আত্মগোরবে গর্বিত হইয়া দৌর্বল্যের ছলে স্বন্ধে আরোহণ করিতে চাহে, তবে তাহাকে তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিবে । শ্রীরাধা গর্বিত হইয়া স্বন্ধে আরোহণ করিতে গিয়া-
ছিলেন ; পুরুষবর কৃষ্ণ তাই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন । ইহা লীলোচিত দৌর্ভাগ্য শিক্ষা ।

তৎপার্থ এই,—যিনি “মুকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লজ্জয়তে গিরিম্” তিনি যে ভগবৎ-পরায়ণ অশস্ত্র ভক্তকে স্বন্ধে তুলিয়া লইয়া যাইবেন ইহা আবার বিচিত্র কি ? তিনিই ত চলাইতেছেন, তিনিই ত বসাইতেছেন । শ্রুতি বলিয়াছেন,—“বাক্য যাহাকে বলিতে পারে না, যিনি বাক্যকে বলাইতেছেন ; মন যাহাকে চিন্তা করিতে পারে না, যিনি মনকে চিন্তা করাইতেছেন, তিনিই ব্রহ্ম ।” আমরা তাহা স্বীকার না করিয়া আপন আপন অতি সঙ্কীর্ণ ইন্দ্রিয়শক্তির উপর নির্ভর করি ; তাই ইন্দ্রিয় সঙ্কীর্ণ হয়, আমরাও সকল কার্যেই ক্লান্ত হইয়া পড়ি । যদি অসীম শক্তিমানের উপর আন্তরিক নির্ভর করিতে পারি, তবে আমাদেরও ইন্দ্রিয়শক্তি অসীম হইয়া যায় । তাহাই ভগবান্ লীলা করিয়া দেখাইতেছেন,—তিনি বলিতেছেন, আমি সকলেরই জন্ত অনুকূল স্বন্ধ পাতিয়াই আছি, কে সংসার-পথে ক্লান্ত হইয়াছে, কে আত্মশক্তির উপর যথার্থ ঘৃণা করিতে পারিয়াছে, কে আপনাকে যথার্থ অসমর্থ মনে করিতে পারিয়াছে, আইস আমার স্বন্ধে আরোহণ কর, আমার উপর ভর দিয়া স্বচ্ছন্দে চল । আর যদি অন্তরে অন্তরে তোমার আত্মাভিমান থাকে, তবে অন্তর্যামী আমি অন্তর্হিত হইলাম ; তুমি কাঁদিয়া

কাঁদিয়া মরিতে থাক । কিন্তু আমি দয়াময়, কাঁদিয়া কাঁদিয়া তোমার দুরভিমান দূর হইলে আবার দর্শন দিব ।

বেদ, পুরাণ ও গীতা প্রভৃতি সকল শাস্ত্রেই এক বাক্যে বলিতেছেন, ব্রহ্ম বা ভগবান্ সকল স্থানেই আছেন । যদি সকল স্থানেই আছেন, তবে আমরা দেখিতে পাই না কেন ? দেখিতে পাই না কেন, তাহাই বুঝাইবার জন্তেই এই লীলা । ভগবৎ-লীলা শুনিয়া কেবল ‘আহা উহ’ করিলে চলিবে না ; সর্বব্যাপীকে দেখিতে পাই না কেন, এই লীলা হইতে তাহা বুঝিয়া লও । শ্রীরাধা ভগবানের সহিত অভিন্ন, ভগবানের অর্দ্ধাঙ্গ,—দুটিতে একটি । ভগবান্ লীলা করিয়া বেদ-বেদান্তের সারার্থ বুঝাইলেন । তিনি তোমাকে, আমাকে, সমস্ত মানবকে বুঝাইলেন ; অত্যাভিমানের গন্ধ থাকিতে আমাকে কেহই দেখিতে পাইবে না । আমি নিকটে থাকিলেও আমাকে কেহই দেখিতে পাইবে না । শ্রীরাধা আমারই স্বরূপশক্তি,—আমার সহিত একাত্মা ; তিনিই কণকাল দেহানুসন্ধানে ও আত্মাভিমাণে আমাকে হারাইলেন ; আর তোমরা দেহ লইয়াই আছ, গৃহ লইয়াই আছ, সংসারেই ডুবিয়া রহিয়াছ ; আমাকে দেখিতে পাইবে কিরূপে ? যদি আমাকে দেখিতে চাও, তবে দেহ, গৃহ, আমি, আমার, সব ভুলিয়া আমাতেই চিত্ত সমর্পণ কর । যদি তাহা না পার, তবে আমাকে দেখিবার কথা,—আমাকে পাইবার কথা,—আমার সহিত মিলিত হইবার কথা মুখেও আনিও না ॥৩২

হা নাথ রমণ প্রেষ্ঠ কাসি কাসি মহাভুজ ।

দাস্যাস্তে কৃপণায়্য মে সখে দর্শয় সন্নিধিম্ ॥ ৩৩

অম্বলয়ঃ ।—হা নাথ (পালক) রমণ (আনন্দপ্রদ) প্রেষ্ঠ (প্রিয়তম) মহাভুজ (দীর্ঘবাহো) কাসি কাসি (স্বং কুজ স্বং কুজ) ? সখে (হে বন্ধো) তে (তব) দাস্য্যঃ (কিঙ্কর্য্যঃ) কৃপণায়্যঃ (হঃখিতার্য্যঃ) মে (মম) সন্নিধিং (স্বাবস্থিতিস্থানং) দর্শয় (নির্দিশ) ॥ ৩৩

টীকা ।—অহুতাপমাহ হা নাথেতি ॥ ৩৩

অনুবাদ ।—হা নাথ ! হা রমণ ! হা মহাভুজ ! তুমি কোথায়, তুমি কোথায় ? আমি তোমার দাসী, বড়ই কাতর হইয়াছি ; তুমি কোথায় আছ দেখাইয়া দাও ॥ ৩৩

তাত্পর্য্য ।—ছি, ছি, ছি, রাখে ! তুমি গলার দড়ী দিয়া মরণে যাও । এই কাঁধে উঠিতে গিয়াছিলে, কাঁধে উঠিবার জন্তে কোমর বাঁধিয়া বাঁ প-টি তুলিয়াছিলে, আবার একবারে দাসী হইয়া পড়িলে ! আমরা হইলে আর কৃষ্ণকথা মুখেও আনিতাম না ; তোমার কি ঘরবাড়ী নাই ? মা বাপ নাই ? ভাইভগ্নী নাই ? তোমার ঘরে কি ভাত নাই ? তোমার কি দাঁড়াবার জায়গা নাই ? তোমার ত সবই আছে । সোনার পতিও আছে । তবে কেন বিশ্বাস-ঘাতকের জন্তে কাঁদিতেছ ? যাও, ঘরে কিরিয়া যাও । যদি একান্তই না যাও তবে কাঁদো,—প্রাণ তরিয়া “হা নাথ, হা রমণ ! হা :প্রেষ্ঠ !” বলিয়া কাঁদো । আমরা তোমার কান্না দেখিয়া কৃষ্ণের জন্ত কাঁদিতে শিখি ॥ ৩৩

শ্রীশুক উবাচ ॥

অস্বিচ্ছন্ত্যো ভগবতো মার্গং গোপ্যো বিদূরতঃ ।
দদৃশুঃ প্রিয়বিল্লোবান্মোহিতাং দুঃখিতাং সখীম্ ।
তয়া কথিতমাকর্ষ্য মানপ্রাপ্তিঞ্চ মাধবাৎ ।
অবমানঞ্চ দৌরাভ্যাং বিস্ময়ং পরমং যযুঃ ॥৩৪

অবস্রবঃ ।—গোপ্যঃ (পূর্বোক্তাঃ ব্রজাঙ্গনাঃ) ভগবতঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) মার্গং (পন্থানং) অস্বিচ্ছন্ত্যঃ (মৃগয়মাণাঃ) অবিদূরতঃ (অনতিদূরে) প্রিয়বিল্লোবাং (কৃষ্ণবিল্লেবাং) মোহিতাং (মুচ্ছিতপ্রায়াং) দুঃখিতাং (কাতরাং) সখীং (শ্রীরাধাং) দদৃশুঃ (অপশ্চন্) ॥

তয়া (শ্রীরাধয়া) কথিতং (উক্তং) মাধবাং (শ্রীকৃষ্ণাং) মান-প্রাপ্তিং (আদরলাভং) দৌরাভ্যাং (দৌর্জ্ঞান্যাং) অবমানং চ (পরিভ্রাণ-রূপমনাদরঞ্চ) আকর্ষ্য (শ্রদ্ধা) পরমং (অত্যন্তং) বিস্ময়ং (আশ্চর্য্যং) যযুঃ (প্রাপুঃ) ॥ ৩৪

টীকা ।—অস্বিচ্ছন্ত্যঃ মৃগয়মাণাঃ । অবিদূরতঃ 'সমীপে' ॥ ৩৪

অনুবাদ ।—পূর্বোক্ত গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে অনুসন্ধান করিতে করিতে দেখিলেন, অনতিদূরে প্রিয় সখী রাধাও প্রিয়-বিল্লেবে কাতর ও মুচ্ছিতপ্রায় হইয়া রহিয়াছেন । পরে তাঁহারই মুখে মাধবের নিকট তাঁহার সমাদর এবং নিজ দুর্ব্যবহার বশতঃ অবমানের কথা শুনিয়া যার পর নাই বিস্মিত হইলেন ॥ ৩৪

ততো বিশন্ বনং চন্দ্র-জ্যোৎস্না যাবদ্বিভাব্যতে ।

তমঃ প্রবিষ্টমালক্য ততো নিববৃত্তুঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ৩৫

অস্বপ্নঃ — ততঃ (তদনন্তরং) স্ত্রিয়ঃ (গোপ্যঃ) যাবৎ (যৎপরি-
মিতং বনং ব্যাপ্য) চন্দ্র-জ্যোৎস্না (চন্দ্রালোকঃ) বিভাব্যতে (লক্ষ্যতে
তাবৎ) বনম্ (কাননম্) অবিশন্ (বিবিস্তঃ) ; ততঃ (তদনন্তরং)
প্রবিষ্টঃ (প্রকর্ষণেণ বিষ্টঃ প্রগাঢ়ঃ) (তমঃ অন্ধকারম্) আলক্য (দৃষ্ট্ৱা)
নিববৃত্তুঃ (নিবৃত্তাঃ অভবন্) ॥ ৩৫

টীকা । ততস্তথাপি সহিতাঃ শ্রীকৃষ্ণাশ্বেষণায় বনমবিশন্ । ততো
হরোরশ্বেষণান্নিবৃত্তাঃ ॥ ৩৫

অনুবাদ ।—অনন্তর গোপীগণ শ্রীরাধাকে লইয়া, যতদূর
জ্যোৎস্না পাইলেন, ততদূর পর্য্যন্ত বনে প্রবেশ করিলেন ; পরে
তমঃ অর্থাৎ প্রগাঢ় অন্ধকার দেখিয়া কৃষ্ণাশ্বেষণে নিবৃত্ত হইল ॥ ৩৫

তাৎপর্য্য ।—পূর্বোক্ত গোপীগণ শ্রীরাধার সহিত মিলিত
হইয়া কৃষ্ণাশ্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন । রাধার স্বরূপ পূর্ব
বলা হইয়াছে ; অতএব রাধার সহিত মিলিত না হইলে, বৃন্দাবন-
বিহারীকে পাইবার উপায় নাই । প্রথমে শ্রীরাধা গোপীদিগের
নিকটে অন্তর্হিত হইয়াছিলেন, সেই ভগ্নাই কৃষ্ণও অন্তর্হিত
হইলেন । অহং-মম-শূন্য বিশুদ্ধ ভগবৎপ্রেম যেখানে, আনন্দ-
ময় শ্রীকৃষ্ণও সেইখানে । গোপীগণ যখন সেই প্রেম হারাইলেন,
অর্থাৎ প্রেমময়ী রাধার কৃষ্ণসর্বস্ব তাব তাঁহাদের হৃদয় হইতে

তিরোহিত হইল,—আত্মাভিমান আসিয়া হৃদয় জুড়িয়া বসিল,—
হৃদয়স্থ কৃষ্ণ আত্মাভিমাণে আবৃত হইয়া গেলেন,—বাহিরেও
অদৃশ্য হইলেন । যখন অত্যন্ত অনুতাপে আত্মাভিমান দূর হইয়া
গেল, তখন কৃপাময় কৃষ্ণের কৃপা হইল ; সেই কৃপাই পদাক্রমে
দর্শন দিল, আবার সেই পদাক্রমই গোপীদিগকে প্রেমময়ী শ্রীরাধার
নিকট পৌঁছাইয়া দিল । এখন আমরা ইহাই বুঝিতে পারিলাম,
মহাভাবরূপ প্রগাঢ় প্রেম না হইলে, কৃষ্ণ পাওয়া যায় না ; আবার
সেইরূপ প্রগাঢ় কৃষ্ণপ্রেমও কৃষ্ণ-কৃপা-সাপেক্ষ । গোপীদিগের
কৃষ্ণ-দর্শনের সময় হইয়াছে, তাই কৃষ্ণকৃপায় মহাভাবরূপিণী
শ্রীরাধার সহিত সাক্ষাৎ হইল । তাঁহারা তাঁহার সহিত পুনর-
স্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন । যতদূর জ্যোৎস্না পাইলেন, ততদূর
অন্বেষণ করিলেন ; পরে নিবিড় বনে তমঃ অর্থাৎ প্রগাঢ় অন্ধকার
দেখিয়া নিবৃত্ত হইলেন । আমরা এই স্থলে কিছু আধ্যাত্মিক
আলোচনা করিব ।

ব্রহ্মাণ্ড দুই প্রকার, বৃহৎ ও ক্ষুদ্র । পৃথিবী ও চন্দ্র সূর্য্যাদি
শত শত গ্রহ নক্ষত্রাদি-সংবলিত শত শত সৌর জগতের নাম
বৃহদ্ ব্রহ্মাণ্ড এবং এক একটি মনুষ্য-শরীরকে ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড বলে ।
বৃহদ্ ব্রহ্মাণ্ডে বৃহদাকারে বাহা বাহা আছে, ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে সূক্ষ্মাকারে
সে সমস্তই আছে । ভাবরূপ সেই সকল সূক্ষ্মাকারের নাম আধ্যা-
ত্মিক । বৃহদ্ ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত বৃহৎ পৃথিবীমণ্ডলে যেমন বৃহৎ
বৃন্দাবন আছে, এক একটি নর-শরীরের অভ্যন্তরেও সেইরূপ
সূক্ষ্ম বিশুদ্ধ সত্ত্বময় বৃন্দাবন বিদ্যমান রহিয়াছে । তাহাকে আধ্যা-

জ্বিক বৃন্দাবন বলা যায় । প্রথমে বিশুদ্ধ সত্ত্বরূপ পূর্ণ চন্দ্রের
 বিমল বিভায় উদ্ভাসিত হৃদয়-বৃন্দাবনে কৃষ্ণ-দর্শন হয়; পরে বাহিরেও
 যেদিকে দৃষ্টিপাত করিবে, সেই দিকেই সর্বময় শ্রীকৃষ্ণের দর্শন
 পাইবে । হৃদয়-বৃন্দাবনে তমঃ অর্থাৎ তমোগুণ প্রবেশ করিলে,
 হৃদয়-বিহারীকে হৃদয়-বৃন্দাবনেও দেখা যাইবে না এবং বহি-
 বৃন্দাবনেও দেখা যাইবে না । মহর্ষি বলিয়াছেন,—বৃন্দাবনে তমঃ
 প্রবিষ্ট দেখিয়া গোপীগণ কৃষ্ণাঘেষণে নিবৃত্ত হইলেন । অগ্রে
 তাঁহাদের হৃদয়-বৃন্দাবনে তমঃ প্রবেশ করিয়াছিল, তাই বহিবৃন্দা-
 বনেও তমঃ অর্থাৎ অন্ধকার দেখিলেন । তাঁহারা তমোভাবে
 অহঙ্কার পূর্বক দৈহিক বল প্রকাশ করিয়া পাদচারে কৃষ্ণাঘেষণ
 করিতে গিয়াছিলেন ; কিন্তু তাহাও কি হয় ? পাদচারে ত্রস্কণ্ড
 ঘুরিলেও কি কৃষ্ণ দেখা যায় ? কখনই না,—অনন্তকালেও না ।
 এখন গোপীগণ তাহা বুঝিলেন,—শ্রীরাধার সঙ্গ পাইয়া তাহা
 বুঝিলেন,—বুঝিলেন, আমাদের হৃদয়-বৃন্দাবনে তমঃ প্রবেশ
 করিয়াছে ; সুতরাং নিবৃত্ত হইলেন । আমরাও কত তীর্থভ্রমণ করি,
 কতবার শ্রীবৃন্দাবনে গিয়াছি, কৃষ্ণদর্শন পাইয়াছি কি ? কৃষ্ণ
 বৃন্দাবনে নাই ? আছেন, এখনও ঠিক সেই ভাবেই আছেন,
 যদি শাস্ত্র সত্য হয়, আর শ্রীকৃষ্ণ যদি সচ্চিদানন্দ ও সর্বব্যাপী
 হন, তবে এখনো ঠিক সেইভাবে আছেন, সেইভাবে লীলা
 করিতেছেন ; কিন্তু আমরা দেখিতে পাই না । আমাদের হৃদয়-
 বৃন্দাবন তমঃপূর্ণ ;—তাই দেখিতে পাইনা । ভগবান্ গোপীদিগকে
 উপলক্ষ্য করিয়া আমাদের ইহা স্মরণ করাইয়া দিলেন ॥৩৫

তন্মনকাস্তদালাপাস্তদ্বিচেষ্ঠাস্তদাঙ্গিকাঃ ।

তদগুণানৈব গায়ন্ত্যে। নাত্মাগারানি সস্মরুঃ ॥৩৬

অম্বস্তঃ ।—তন্মনকাস্তাঃ (তস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণে মনঃ যাসাং তাঃ) তদা-
গাপাঃ (সএব আলাপঃ আলাপ-বিষয়ঃ যাসাং তাঃ) তদ্বিচেষ্ঠাঃ (তৎ-
ক্ষণং বিচেষ্ঠাঃ বিবিধাঃ চেষ্ঠাঃ যাসাং তাঃ) তদাঙ্গিকাঃ (সএব আত্মা
সিং তাঃ তথাভূতাঃ সত্যঃ) তদগুণান্ (তস্য গুণান্ এব) গায়ন্ত্যঃ
কৌতুহল্যঃ) আত্মাগারানি (আত্মানঃ দেহাশ্চ আগারানি ভবনানি চ
গনি) ন সস্মরুঃ (ন স্মৃতবত্যাঃ) ॥৩৬

টীকা ।—এবং তমঃপ্রাপ্তা অপি স্বগৃহান্নৈব স্মৃতবত্যাঃ । তদাঙ্গিকাঃ
। এব আত্মা যাসাং তাঃ তন্ময়া ইত্যর্থঃ ॥ ৩৬

অনুবাদ ।—গোপাগণ শ্রীকৃষ্ণেই কায়, মন, বাক্য সমর্পণ
পূর্বক তন্ময় হইয়া তাঁহারই গুণ গাহিতে গাহিতে নিজ নিজ গৃহ
ও দেহ স্মরণ করিলেন না ॥ ৩৬

তাৎপর্য্য ।—শ্রীধর স্বামী লিখিয়াছেন, “এবং তমঃপ্রাপ্তা
অপি স্বগৃহান্নৈব স্মৃতবত্যাঃ” অর্থাৎ গোপাগণ তমঃ প্রাপ্ত হইয়াও
নেজ নিজ গৃহ স্মরণ করিলেন না । স্বামিপাদের “তমঃপ্রাপ্তা
অপি” এই বিশেষণেই আমরা লোলা ও পরমার্থ দুইই পাইলাম ।
খন তাঁহার অত্যন্ত অঙ্ককার দেখিয়া আর অগ্রসর হইতে
পারিলেন না, তখন গৃহ ভিন্ন আর ত আশ্রয় নাই, স্মৃতির তখন
ই স্মরণ করাই স্বাভাবিক । গৃহ স্মরণ করা স্বাভাবিক হইলেও

তঁাহাদের কৃষ্ণাসুরাগ অস্বাভাবিক, অলৌকিক, তাই কৃষ্ণভিন্ন
 আশ্রয় চাহিলেন না । পরমার্থে দেখি, হৃদয়ে তমঃ বা রক্তঃ
 প্রবেশ করিলেই গৃহ স্মরণ করা স্বাভাবিক । তঁাহাদের হৃদয়ে
 কিঞ্চিৎ তমঃ প্রবিষ্ট হইলেও উহা বল প্রকাশ করিতে পারিল না,
 পরন্তু অগাধ ভগবৎপ্রেমে ডুবিয়া গেল, গৃহ স্মরণ করাইবার
 অবসর পাইল না । এখন তঁাহাদের নিজদোষ স্মরণ
 হইয়াছে, তমঃ বৃদ্ধিতে পারিয়াছেন, তাই এত লাঞ্ছনা পাইয়াও
 কৃষ্ণগুণই গাহিতে লাগিলেন । আত্মদোষ স্বীকার করিয়া,
 অনন্তচিত্তে কৃষ্ণগুণ গানকরাই কৃষ্ণলাভের উপায় । প্রেমময়
 মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যও আত্মদোষ স্বীকার করিয়া কৃষ্ণগুণ গাহিতেন ।
 যে ব্যক্তি নানা প্রকার ক্লেশ পাইয়াও কৃষ্ণের উপর নির্ভর করে,
 সেই কৃষ্ণ পায় । গোপীগণ ত ভগবানকে পাইয়াছিলেন ; কেবল
 আপনাদের দেহ স্মরণ হওয়ায় এবং আপনাদিগকে শ্রেষ্ঠ মনে
 করায় পাইয়াও হারাইলেন । তঁাহারা আপনাদিগকে সমস্ত
 জীবাতির মধ্যে প্রধান বলিয়া মনে করিয়াছিলেন এবং জীরাধাও
 আপনাকে প্রধান মনে করিয়া গর্বভরে দৌর্বল্যের ছলে
 ভগবানের স্কন্ধে আরোহণ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, সেই
 জন্তই সমীপস্থিত কৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন না । অগ্নির উত্তাপ
 না পাইলে, অগ্নিতে দক্ষ না হইলে, স্তবর্ণের মলিনতা অপগত
 হয় না ; এখন গোপীগণ বিলক্ষণ সন্তাপ পাইলেন, কৃষ্ণবিরহানলে
 দক্ষ হইলেন ; তঁাহাদের হৃদয় হইতে দেহগৃহাদি সকল মলিনতা
 দূর হইয়া গেল ॥৩৬

পুনঃ পুলিনমাগত্য কালিন্দ্যাঃ কৃষ্ণভাবনাঃ ।

সমবেতা জগুঃ কৃষ্ণং তদাগমনকাজ্জিকতাঃ ॥৩৭

ইতি শ্রীকৃষ্ণরাসলীলায়াং দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

অস্বপ্নঃ ।—কৃষ্ণভাবনাঃ (তদাগমনকাজ্জিকতাঃ গোপাঃ) পুনঃ
কালিন্দ্যাঃ পুলিনম্ (তীরম্) আগত্য (প্রত্যাগম্য) সমবেতাঃ (মিলিতাঃ
সত্যঃ) কৃষ্ণং জগুঃ (কৃষ্ণশৃণুণান্ অগায়ন্) ॥ ৩৭

ইতি শ্রীকৃষ্ণ-রাসলীলায়্যে দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

টীকা ।—কিঞ্চ, পূৰ্ব্বং যজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণেন সঙ্গতিরাসীৎতদেব কালিন্দ্যাঃ
পুলিনমাগত্য কৃষ্ণং ভাবয়ন্তি ধ্যায়ন্তীতি তথা তাঃ কৃষ্ণস্যাগমনে কাজ্জিকতং
ধাসাং তাঃ মিলিতাঃ সত্যঃ কৃষ্ণমেব জগুঃপ্রতি ॥ ৩৭

ইতি শ্রীকৃষ্ণরাসলীলা-টীকায়াং দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

অনুবাদ ।—কৃষ্ণভাবিনী কৃষ্ণলাভকাজ্জিকগী ব্রজরমণী-
সকলে পুনর্ব্বার কালিন্দী-পুলিনে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক সমবেত
হইয়া কৃষ্ণ-বিষয়ক গান করিতে লাগিলেন ॥ ৩৭

ইতি শ্রীকৃষ্ণ-রাসলীলাশ্রুবাদে দ্বিতীয় অধ্যায় ।

তাৎপর্য্য ।—গোপীগণ কালিন্দী-পুলিনে আসিয়া কৃষ্ণশৃণু
গান করিতে লাগিলেন । এইবার উপযুক্ত কার্য্য করিয়াছেন ;
বৃন্দাবনীয় কালিন্দী-পুলিনেই বৃন্দাবন-বিহারীর দর্শন পাওয়া যায় ।
আমরা শাস্ত্রানুসারে তিন স্থানে কালিন্দীকে দেখিতে পাই । ব্রহ্ম-
সংহতানুসারে প্রকৃতির অতীত চিন্ময় গোলোক ধামে চিন্ময়ী
কালিন্দীর পরিচয় পাই ; গোতমীয় তন্ত্রে সুব্রহ্মন্যাসী হৃদয়স্থ

সাস্তিকী নাড়ীকে কালিন্দী বলিয়াছেন, এবং ভাগবতাদি পুরাণ-
বর্ণিত বৃন্দাবনস্থ জলময়ী কালিন্দীকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই।
এই তিন কালিন্দীই পরমানন্দময় শ্রীকৃষ্ণের লীলা-স্থান। বিশুদ্ধ
সত্ত্বই যে ভগবানের দর্শন পাওয়া যায়, ইহা শাস্ত্র-প্রমিত,
বিষদমুভূত এবং যুক্তিসংগত। অপ্রাকৃত ভগবদ্ধাম বিশুদ্ধ
সত্ত্বময়, প্রাকৃতিক ত্রিগুণ সেখানে নাই; সেখানে অনন্ত বিসারিত
বিশুদ্ধ সত্ত্ব-সরিৎ অনাদি কাল হইতে অনুরূপ প্রবাহিত হইতেছে,
তাহাই অপ্রাকৃত নিত্য-কালিন্দী; তাহা আমাদের স্থায় মলিন
জীবের বুদ্ধির বিষয় নহে, ভাবকের ভাবনার বিষয়। সেখানে
ভগবান্ নিত্য বিরাজিত। সত্যকথা বলিতে হইলে, সাস্তিকী
স্বপ্নানাদী আমরা ধারণা করিতে পারি না; শাস্ত্রানুসারে বেশ
বুঝিতে পারি যে, হৃদয় বিশুদ্ধ সত্ত্বময় হইলে, তাহাতে ভগবদর্শন
হয়;—তাহাই সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক কালিন্দী। আবার পৃথিবীস্থিত
বৃন্দাবনীয়া জলময়ী কালিন্দী ঐ দুই প্রকার গুণাতীত কালিন্দীরই
ত্রিগুণাক্তিত আদর্শ, বা শূন্য দাগা। তাই লীলা-বিগ্রহ-ধারী
লীলাময়ের প্রিয়তম লীলাস্থান—এই কালিন্দী। এখানেও
তিনি নিত্য বিরাজিত,—কখনো প্রকট, কখনো অপ্রকট। এই
খানে বসিয়া জগদ্ বিস্মরণপূর্বক ‘হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ!’ বলিয়া
কাতরচিত্তে কাঁদিতে পারিলেই কৃষ্ণ দর্শন হয়। এখানে দর্শন
পাইবার পর ক্রমে আধ্যাত্মিক কালিন্দীতে, তৎপরে দেহান্তে
নিত্য কালিন্দীতে তাঁহার সহিত নিত্য সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে।
এই স্থানেই গোপীদিগের সহিত ভগবানের প্রথম সাক্ষাৎকার

হয় ; আবার এই স্থানেই সাক্ষাৎকার হইবে । গোলোকস্থিত কালিন্দীই শুদ্ধ জীবের নিত্যস্থান এবং সেইস্থানে উপস্থিত হইলেই জীবের স্বরূপে অবস্থিতি । ইহাই শিক্ষা দেওয়া এই লীলার তাৎপর্য্য । লোকে কথায় বলে—“শস্তার তিন অবস্থা, অর্থাৎ যে সামগ্রী সুলভ হয়,—ইচ্ছা করিলেই পাওয়া যায়, তাহার মর্যাদা থাকে না, তাহাতে মনের অভিপ্রায়ও সিদ্ধ হয় না । এখন বাস্পীয়মানের কল্যাণে শ্রীবৃন্দাবনাদি সুপবিত্র তীর্থ বিলক্ষণ সুলভ হইয়াছে, মনে করিলেই,—যৎকিঞ্চিৎ অর্থব্যয় করিলেই বিনাপরিশ্রমে নিদ্রাসুখ অনুভব করিতে করিতে দুই একদিনের মধ্যেই সেখানে উপস্থিত হওয়া যায় । এখন শ্রীবৃন্দাবনাদি পুণ্যধাম বিষয়কার্য্যের অবসরে আরামের স্থান হইয়া দাঁড়াইয়াছে ; তীর্থে উপস্থিত হইলেও তীর্থোচিত কার্য্য হয় না ;—ভগবন্তাব অনুভূত হয় না । তীর্থে গমন করিতে হইলে, অগ্রে শাস্ত্রবিহিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া, সংযতভাবে যাত্রা করিতে হয়, এখন সে সকল নাই । যখন তাহা ছিল, তখন শ্রীবৃন্দাবনস্থ কালিন্দী-কূলে উপস্থিত হইলেই, কৃষ্ণক্ষুধিত হইত,—হৃদয়ে অপার আনন্দ অনুভূত হইত,—প্রাণ শীতল হইয়া যাইত । এখনও সেই বৃন্দাবনই আছে, সেই কালিন্দীই আছে, কিন্তু থাকিলে কি হইবে ! শস্তা হইয়া বৃন্দাবন মাটি হইয়া গিয়াছে ; কালিন্দীর আর সে মহিমা প্রকাশ পায় না । মানুষের মনই সকলের মূল । কিন্তু গোপীর বিশ্বাস, কালিন্দীতীরেই কৃষ্ণ পাইব ॥৩৭

ইতি শ্রীকৃষ্ণরাসলীলাতৎপর্য্যে দ্বিতীয় অধ্যায় ।

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

—:—

ত্রীগোপিকা উচুঃ ॥

জয়তি তেহধিকং জন্মনা ব্রজঃ,

শ্রয়ত ইন্দিরা শশ্বদত্র হি ।

দয়িত দৃশ্যতাং দিক্ষু তাবকা-

স্বয়িধ্বতাসবস্ত্রাং বিচিহ্নতে ॥ ১

অন্বয়ঃ ।—তে (তব) জন্মনা (উৎপত্ত্যা) ব্রজঃ অধিকং
জয়তি (অতুৎকর্ষণে বর্ধতে) হি (যতঃ) ইন্দিরা (সম্পদ্রূপা লক্ষ্মীঃ)
অত্র (ব্রজে) শশ্বৎ (নিরন্তরং) শ্রয়তে (ব্রজমাপ্রিত্য বর্ধতে) দয়িত
(হে প্রিয়তম) তাবকাঃ (স্বদীয়াঃ গোপীজনাঃ) স্বয়ি (স্বদর্থমেব) ধ্বতাসবঃ
(ধ্বতপ্রাণাঃ সত্যাঃ) দিক্ষু (ইতস্ততঃ) ত্রাং বিচিহ্নতে (মুগয়ন্তি) দৃশ্যতাম্
(নিরীক্ষ্যতাম্) ॥ ১

একত্রিংশে নিরাশাস্তাঃ পুনঃ পুলিনমাগতাঃ ।

কৃষ্ণমেবাহুগায়ন্তাঃ প্রার্থয়ন্তে তদাগমম্ ॥

টীকা ।—জয়তীতি । হে দয়িত তে জন্মনা ব্রজঃ অধিকং যথা স্যাত্তথা
জয়তি উৎকর্ষণে বর্ধতে । হি যস্মাৎ তমত্র জাতঃ । তস্মাৎইন্দিরা লক্ষ্মীরত্র
শ্রয়তে ব্রজমেব অলঙ্কৃত্য বর্ধতে । এবং ব্রজে সর্বস্বিন্ মোদমানে তত্রতু
তাবকাস্বদীয়া গোপীজনাঃ স্বয়ি তদর্থমেব কথঞ্চিদ্ধ্বতাসবঃ ধ্বতাঃ অসবঃ

যৈশ্চে ত্বাং বিচিন্ততে মৃগয়শ্চে অতস্বরা দৃশ্যতাং প্রত্যক্ষীভূয়তামিতি ।
যদা, অস্বাভির্ভবান্ দৃশ্যতামিতি । যদা, এবং ত্বরা দৃশ্যতামেতে
বিচিন্তত ইতি ॥১

অনুবাদ ।—হে কৃষ্ণ ! তুমি এখানে জন্মিয়াছ বলিয়াই
ব্রজভূমি সমুদায় পুণ্যভূমির শীর্ষস্থানীয় হইয়াছে এবং সেই জন্মই
দেবী লক্ষ্মী শোভা ও সম্পদরূপে নিরন্তর এই স্থানে অবস্থান
করিতেছেন । হে প্রিয়তম ! তোমারই গোপীজন তোমারই
নিমিত্ত প্রাণ ধারণ করিয়া তোমাকেই ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতেছে ;
একবার চাহিয়া দেখ (ভগবৎ প্রেম) ॥১

তাৎপর্য্য ।—এই অধ্যায়ের সকল শ্লোকগুলিই গোপীদিগের
খেদোক্তি ; সুতরাং সকল শ্লোকের তাৎপর্য্য একই । অতএব
আমরা অধ্যায়ের শেষেই ইহার তাৎপর্য্য বলিব । তবে কোন
শ্লোকে, আশ্বাদনের উপযুক্ত ভাবভাস থাকিলে তাহাও বলিতে
হইবে । এই শ্লোকে আমরা দেখিতেছি, গোপীগণ ঈশ্বরভাবেই
ভগবানের দর্শন প্রার্থনা করিতেছেন । ব্রজবালারা বলিলেন,
“ত্বয়ি ধৃতাসবত্বাং বিচিন্ততে” অর্থাৎ তোমার জন্মই প্রাণধারণ
করিয়া আছি । শ্রুতি বলিয়াছেন, অরে ! আত্মাই জীবের জন্মব্য,
অর্থাৎ জীবের জীবন কেবল পরমাত্ম-দর্শনের জন্মই । তাহা
হইলেই আমরা বুঝিলাম, গোপীর বাক্য ঐ শ্রুতিরই অভিনয় ।
সাধক মাত্রকেই বুঝিতে হইবে, ভগদর্শনের জন্মই আমার
জীবন ॥১

শরৎদাশয়ে সাধুজাতসং-

সরসিজোদরশ্রীমুখা দৃশা ।

স্বরতনাথ তেহশুদ্ধদাসিকা

বরদ নিয়তো নেহ কিং বধঃ ॥২

অর্থঃ।—স্বরতনাথ (সন্তোগপতে) বরদ (হে অভীষ্টপ্রদ) শরৎদাশয়ে (শরৎকালীনে সরসি) সাধুজাতসংসরসিজোদরশ্রীমুখা (প্রফুল্লপদ্মমধ্যশোভাহারিণ্যা) দৃশা (নেত্রেণ) অন্তুদ্ধদাসিকাঃ (অমূল্যা দাসীঃ অন্নান্) নিয়তঃ (বধতঃ) ইহ (অত্রলোকে) কিং বধঃ ন (কিং হননং ন ভবতি) ॥২

টীকা।—অত্র স্বতন্ত্রাণাং বহুনাং বক্তৃত্বাদপরা আহরিত সৰ্ব-
ল্লোকেষবতারণা । তথাপি সঙ্গতিরুচ্যতে । তত্র বিচিহ্নস্ত নাম মম
কিমিতি চেৎ তত্রাহঃ শরদিতি । শরৎদাশয়ে শরৎকালীনে সরসি সাধুজাত-
সংসরসিজোদরশ্রীমুখা সাধুজাতং সম্যগ্জাতং যৎ সংসরসিঙ্গং সুবিকসিতং
পদ্মং তস্যোদরে গর্ভে যা শ্রীস্তাং মুখ্যতি হরতীতি তথা তয়া দৃশা নেত্রেণ ।
হে স্বরতনাথ সন্তোগপতে বরদ অভীষ্টপ্রদ অন্তুদ্ধদাসিকা অমূল্যা দাসীনঃ
নিয়তো মারয়তন্তে তব ত্বয়া ক্রিয়মাণঃ ইহ লোকে অয়ং বধো ন ভবতি
কিং, কিং শস্ত্রেণৈব বধো বধঃ, কিং দৃশা বধো বধো ন ভবতি ? কিন্তু ভব-
ত্যেব । অতস্তব দৃশাপহৃতপ্রাণপ্রতাপর্পণায় ত্বয়া দৃশ্যতামিতি যথাসম্ভবং
সৰ্বত্র বাক্যশেষঃ ॥২

অনুবাদ।—হে স্বরত-নাথ ! হে বরদ ! শরৎকালীন
প্রফুল্ল পদ্মগর্ভের হ্রায় শোভাশালি নেত্রে দৃষ্টিপাত করিয়া এই
স্বেচ্ছা-সেবিকা দাসীদিগকে বধ করিতেছ ; ইহা কি বধ নয় ॥২

বিষজলাপ্যাদ্যালরাক্ষসাদ্
বর্ষমারুতাদ্বেদ্যতানলাৎ ।

বৃষময়াঅজাদ্ বিশ্বতো ভয়া-

দৃষভ তে বয়ং রক্ষিতা মুহুঃ ॥৩

অনুবাদঃ ।—ঋষভ (হে পরমপুরুষ) তে (ত্বয়া) বিষজলাপ্যাত্
(বিষময়ং জলং বিষজলং তস্মাৎ অপ্যায়ঃ নাশঃ তস্মাৎ) ব্যালরাক্ষসাত্
(সর্পাকারাসুরাত্) বর্ষমারুতাত্ (বায়ুবর্ষাত্) বৈদ্যতানলাৎ (অশনি-
পাতাত্) বৃষময়াঅজাত্ (বৃষাত্ অরিষ্টাত্ ময়াঅজাত্ যোমাত্) বিশ্বতঃ
ভয়াৎ (সর্কেভ্যোহপি ভয়েভ্যঃ) মুহুঃ (পুনঃ পুনঃ) বয়ং রক্ষিতাঃ
(ত্রাতাঃ) ॥৩

টীকা ।—কিঞ্চ, বহুভ্যো মুভ্যভাঃ রূপয়া রক্ষিতা। কিমিতীদানীং দৃশ্য
মন্ত্রণং প্রেষ্য বাতয়সীত্যাহঃ বিবেতি । হে ঋষভ শ্রেষ্ঠ বিষময়াজ্জলাদ্যোহ-
প্যায়ো বিনাশস্তস্মাৎ তথা ব্যালরাক্ষসাত্ অঘাসুবাৎ বর্ষাত্ মারুতাজ্
বৈদ্যতানলাৎ অশনিপাতাত্ বৃষোহরিষ্টস্তস্মাৎ ময়াঅজাত্ যোমাত্ বিশ্বতঃ
অন্তস্মাদপি সর্কেভ্যো ভয়েভ্যঃ কালিয়দমনাদিনা রক্ষিতাঃ কিমিদানীমুপেক্ষস
ইতি ভাবঃ ॥৩

অনুবাদ ।—হে পুরুষোত্তম ! তুমি কালিন্দীর বিষময় জল
হইতে, সর্পাকার অঘাসুর হইতে, ইন্দ্রকৃত বায়ু, বর্ষা ও বজ্রপাত
হইতে, বৃষরূপী অরিষ্ট হইতে, ময়পুত্র যোমাসুর হইতে এবং
আরও শত শত ভয় হইতে আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ রক্ষা
করিয়াছ (ঈশ্বর ভাষের কথা) ॥৩

ন খলু গোপিকানন্দনো ভবা-

নখিলদেহিনামস্তরাগ্নদৃক্ ।

বিখনসার্থিতো বিশ্বগুণ্ডয়ে

সখ উদেয়িবান্ সাত্বতাং কূলে ॥ ৪

অবহ্রঃ ।—সখে (হে বন্ধো) খলু (নিশ্চিতং) ভবান্ গোপিকানন্দনঃ ন (গোপনারীপুত্রঃ ন) অখিলদেহিনাম্ (সর্বপ্রাণিনাম্) অস্তরাগ্নদৃক্ (বুদ্ধিসাক্ষী) বিখনসা (ব্রহ্মণা) বিশ্বগুণ্ডয়ে (জগৎপালনায়) অর্থিতঃ (যাচিতঃ সন্) সাত্বতাং (বৃক্ষীনাং) কূলে (বংশে) উদেয়িবান্ (উদ্ভিতঃ) ॥ ৪

টীকা ।—অপিচ, বিশ্বপালনারাবতীর্ণস্ত তব ভক্তোপেক্ষা অত্যন্ত-মহুচিতেত্যাশয়েনাহঃ ন খল্বিতি । হে সখে ভবান্ খলু নিশ্চিতং যশোদাস্বতো ন ভবতি কিন্তু সর্বপ্রাণিনাং বুদ্ধিসাক্ষী । নহু স কিং দৃষ্টো ভবতি ভদ্রাহঃ । বিখনসা ব্রহ্মণা বিশ্বপালনায় প্রার্থিতঃ সন্ সাত্বতাং কূলে উদেয়িবান্ উদ্ভিত ইতি ॥ ৪

অনুবাদ ।—হে সখে ! নিশ্চয়ই তুমি গোপনারীর পুত্র নও । তুমি সমুদায় জীবের অস্তুর্য্যামী ; জগৎপালনের জন্য ব্রহ্মার প্রার্থনায় যত্নকূলে উদ্ভিত হইয়াছ (ঈশ্বর ভাব স্পর্শে কিন্তু “সখে” বলিয়া সম্বোধন করায় স্পর্শ সখ্যতাবও প্রকাশিত হইয়াছে) ॥ ৪

বিরচিতাভয়ং বৃক্ষধূর্য্য তে

চরণমীযুষাং সংসৃতৈর্ভয়াৎ ।

করসরোরুহং কান্ত কামদং

শিরসি ধেহি নঃ শ্রীকরগ্রহম্ ॥৫

অর্থঃ—বৃক্ষধূর্য্য (হে যদ্রশেষ) কান্ত (হে কমনীয়)
সংসৃতৈঃ (সংসারাৎ) ভয়াৎ (ত্রাসাৎ) চরণম্ ঈযুষাং (আশ্রিতানাং
জনানাং) বিরচিতাভয়ং (দস্তাভয়ং) কামদং (অভিষ্টপ্রদং) শ্রীকরগ্রহং
(কমলা-করস্পর্শ) তে (তব) করসরোরুহং (করপদ্মং) নঃ
(অস্মাকং) শিরসি (মস্তকে) ধেহি (স্থাপয়) ॥৫

টীকা ।—তস্মাৎ তত্ত্বজ্ঞানামস্মাকম্ এতৎ প্রার্থনাচতুষ্টয়ং সম্পাদয়েত্যাহঃ
বিরচিতাভয়মিতাদিচতুর্ভিঃ । হে বৃক্ষধূর্য্য সংসৃতৈর্ভয়াৎ তে চরণমীযুষাং
শরণং প্রাপ্তানাং প্রাণিনাং বিরচিতং দত্তম্ অভয়ং যেন তত্ত্বথা হে কান্ত
কামদং বরদং তথা শ্রিয়ঃ করং গৃহ্ণাতীতি তথা তৎ তব করসরোরুহং নঃ
শিরসি ধেহি ॥৫

অনুবাদ ।—হে যদুকুল-তিলক ! হে কমনীয় পুরুষ !
যাহারা সংসার-ভয়ে তোমার চরণাশ্রয় করে, তুমি যে কর
উত্তোলন পূর্ব্বক তাহাদিগকে অভয় দিয়া থাক, যে করদ্বারা
কমলার করগ্রহণ করিয়া থাক এবং যে করদ্বারা সকলের অভিষ্ট
পূরণ করিয়া থাক, সেই কর-কমল আমাদের মস্তকে অর্পণ
কর (ঈশ্বরভাব আরও স্পষ্ট) ॥৫

ব্রজজনার্তিহন্ বীর যোষিতাং

নিজজনস্বয়ধ্বংসনস্মিত ।

ভজ সখে ভবৎকিঙ্করীঃ স্ম নো

জলরুহাননং চারু দর্শয় ॥ ৬

অনুবাদঃ ।—ব্রজ-জনার্তিহন্ (ব্রজস্থ-জনানাম্ আৰ্তিং হুঃখং হন্তীতি তৎসম্বোধনং হে ব্রজবাসি-হুঃখদারণ) বীর (হে অতুলবিক্রম) সখে (হে বন্ধো) নিজজন-স্বয়ধ্বংসনস্মিত (স্বজনগৰ্ব্বহরহাস্ত) ভবৎকিঙ্করীঃ (ভবতঃ কিঙ্কর্য্যঃ দাস্ত্যঃ তাঃ তাঃ) ভজ স্ম (নিশ্চিতং স্বীকুরু) চারু (সুন্দরং) জলরুহাননং (পদ্মবদনং) যোষিতাং (অবলানাং) নঃ দর্শয় ॥ ৬

টীকা ।—হে ব্রজজনার্তিহন্ হে বীর নিজজনানাং যঃ স্মরো গৰ্ব্বঃ তস্ত ধ্বংসনং নাশকং স্মিতং যস্ত হে তথাভূত হে সখে ভবৎকিঙ্করীর্ন অস্মান্ ভজ আশ্রয় । স্ম নিশ্চিতম্ । প্রথমং তাবৎ জলরুহাননং চারু যোষিতাং নো দর্শয় ॥ ৬

অনুবাদ ।—হে ব্রজ-হুঃখনাশন ! হে বীর ! হে বন্ধো ! তোমার সুমধুর হাস্ত দেখিলেই হৃদীয় স্বজন-সমূহের অহঙ্কার দূর হইয়া যায় । আমরা তোমার দাসী, আমাদিগকে গ্রহণ কর । তোমার মনোহর বদনকমল একবার দেখাও । (এই শ্লোকে শান্ত, দাস্য ও সখ্য তিন ভাবের আভাস আছে । তবে শান্তভাব অস্পষ্ট ভাবে রহিয়াছে, দাস্ত ও 'সখ্য সখে' ও 'কিঙ্করী' শব্দে সুস্পষ্টই প্রকাশিত হইয়াছে ॥ ৬

প্রণতদেহিনাং পাপকর্ষণং,

তৃণচরানুগং ত্রিনিকেতনম্ ।

ফণিফণার্পিতং তে পদানুজং,

কুণু কুচেষু নঃ কৃদ্ধি হৃচ্ছয়ম্ ॥ ৭

অর্থঃ ।—প্রণতদেহিনাং (আশ্রিতজনানাং) পাপকর্ষণং (পাপনাশনং) তৃণচরানুগং (তৃণচরাণাং পশুনাং অনুগং পশ্চাদ্গামি) ত্রিনিকেতনং (কমলালয়ং) ফণিফণার্পিতং (নাগশিরঃস্থাপিতং) তে (তব) পদানুজং (পদকমলং) নঃ (অশ্বাকং) কুচেষু (স্তনেষু) কুণু (কুরু, অর্পয়) হৃচ্ছয়ং (কামং) কৃদ্ধি (ছিদ্ধি) ॥ ৭

টীকা ।—অবিশেষণ প্রণতানাং দেহিনাং পাপকর্ষণং পাপহন্ত তৃণ-
চরান্ পশুপ্যনুগচ্ছতি কৃপয়েতি তথা । সৌভাগ্যেন শ্রিয়ৌ নিকেতনং
বীৰ্য্যাতিরেকেণ ফণিনঃ ফণাশ্বপিতং তে পদানুজং নঃ কুচেষু কুণু কুরু ।
কিমর্থম্ । হৃচ্ছয়ং কামং কৃদ্ধি ছিদ্ধি ॥ ৭

অনুবাদ ।—তোমার যে চরণ প্রণত জনের পাপ নাশ
করে, যে চরণ পশুদিগেরও পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভ্রমণ করিয়া থাকে,
যে চরণ লক্ষ্মীদেবীর বাসস্থান এবং যে চরণ নাগরাজ কালিয়ার
মস্তকে অর্পিত হইয়াছে, সেই চরণ-কমল আমাদের স্তনের উপর
অর্পণ করিয়া হৃদয়স্থ কাম নষ্ট করিয়া দাও । (এখানে মধুর-
মিশ্রিত শাস্ত্যভাব । গোপীগণ বলিলেন, তোমার চরণ শরণ
লইলে পাপক্ষয় হয় । ইহাতে শাস্ত দীপ্তির ভাবের প্রকাশ) ॥ ৭

মধুরয়া গিরা বল্গুবাক্যয়া,

বুধমনোজ্ঞয়া পুষ্করেক্ষণ ।

বিধিকরীরিমা বীর মুহুতী-

রধরসীধুনাপ্যায়স্ব নঃ ॥৮

অবহাট।—পুষ্করেক্ষণ (হে কমললোচন) বীর (হে সমর্থ) মধুরয়া (মিষ্টয়া) বক্তৃবাক্যয়া (মনোহরবাক্যয়া) বুধমনোজ্ঞয়া (বিদ্ব-
দ্ধ্যয়া) গিরা (বাচা) মুহুতীঃ (মোহং প্রাপ্নুবতীঃ) ইমাঃ বিধিকরীঃ
(কিস্করীঃ) নঃ (অস্মান্) অধরসীধুনাপি (অধরামৃতেনাপি) আপ্যায়স্ব
(তর্পরস্ব সংজীবয়) ॥৮

টীকা।—হে পুষ্করেক্ষণ তবৈব মধুরয়া গিরা বল্গুনি বাক্যানি যন্তাঃ
তয়া বুধানং মনোজ্ঞয়া হৃদয়া গন্তীরয়া ইত্যর্থঃ । মুহুতীরিমা নো বিধিকরীঃ
কিস্করীঃ অধরসীধুনা চাপ্যায়স্ব সংজীবয়েত্যর্থঃ ॥৮

অনুবাদ।—হে কমল-লোচন ! হে বীর ! তোমার
সুধাসম্মত মনোহর-পদাঙ্কিত মধুর বাণীতে আমরা মুগ্ধ হইয়াছি ।
অতএব অধরসুধা প্রদান করিয়া ত্বদায় এই কিস্করীদিগকে পরিতৃপ্ত
কর । (এই শ্লোকে আপনাদিগকে বিধিকরী অর্থাৎ কিস্করী বলায়
দাস্যভাব প্রকাশ পাইল এবং অধরসুধায় পরিতৃপ্ত করিতে
বলায় মধুর ভাবও দেখা গেল । কিন্তু অভিনিবেশের সহিত
দেখিলে ইহার অন্তরে অস্পষ্ট ঈশ্বর ভাবও বুঝিতে পারা যায় ।
অতএব ইহাতে তিন ভাবই প্রকটিত হইয়াছে ॥৮

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং,

কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্ ।

শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং,

ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ ॥৯

অন্বয়ঃ ।—ভুবি (পৃথিব্যাং) যে জনাঃ তপ্তজীবনং (তপ্তানাং সংসার-সন্তপ্তানাং জনানাং জীবনং জীবনতুল্যং শাস্তিদং) কবিভিঃ (ব্রহ্মা-দিভিঃ) ঈড়িতং (কীৰ্ত্তিতং) কল্মষাপহং (পাপঘ্নং) শ্রবণমঙ্গলং (শ্রুতি-মাত্রাণেণ শিবদং) শ্রীমং (সুশাস্তং) তব কথামৃতম্ (কথারূপমমৃতম্) ; আততং (বিস্তারেন) গৃণন্তি (কীৰ্ত্তয়ন্তি) তে ভূরিদাঃ (বদাশ্রুতমাতাঃ) ॥ ৯

টীকা ।—কিঞ্চ, অস্মাকং হৃদিরহে প্রাপ্তমেব মরণং, কিন্তু ত্বৎকথামৃতং পায়য়ন্তিঃ স্মৃতিভির্বাঞ্ছিতম্ ইত্যাহন্তবেতি । কথৈবামৃতং তত্র হেতুঃ তপ্তজীবনম্ । প্রসিদ্ধামৃতাদ্ভ্যং কথমাছঃ কবিভির্দ্ধ্বিভির্যপ ঈড়িতং স্তুতং দেবভোগ্যং ত্বমৃতং তৈস্তুচ্ছীকৃতম্ । কিঞ্চ, কল্মষাপহং কামকর্ষনিরসনং ত্বমৃতং নৈবন্তুতম্ । কিঞ্চ, শ্রবণমঙ্গলং শ্রবণমাত্রাণে মঙ্গলপ্রদং তত্ত্বমুষ্ঠা-নাপেক্ষম্ । কিঞ্চ, শ্রীমং সুশাস্তং তত্ত্বমাদকম্ এবন্তুতং ত্বৎকথামৃতম্ আততং যথা ভবতি তথা ভুবি যে গৃণন্তি নিরূপয়ন্তি তে জনা ভূরিদাঃ বহুদাতারঃ জীবিতং দদতীত্যর্থঃ । যদ্বা, এবন্তুতং ত্বৎকথামৃতং যে ভুবি গৃণন্তি তে ভূরিদাঃ পূর্বেজন্মস্বৈ বহু দত্তবন্তুঃ স্মৃতিতন ইত্যর্থঃ । এতদ্বস্তুং ভবতি । যে কেবলং কথামৃতং গৃণন্তি নিরূপয়ন্তি তেহপি তাবদতিথিত্বাঃ কিং পুনর্থে ত্বাং পশ্যন্তি অতঃ প্রার্থয়ামহে ত্বদা দৃশ্যতামিতি ॥৯

অনুবাদ ।—তোমার অপূর্ব কথামৃত সন্তপ্ত জনের জীবন-স্বরূপ ও পাপনাশন । ঐ সুশাস্ত কথামৃত শ্রবণ করিলেই জীবের

মঙ্গল হইয়া থাকে; এই জগৎ ব্রহ্মাদি দেবতার। তোমার কথামৃতই সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। পৃথিবীতে যাঁহারা তোমার কথামৃত কীর্তন করেন, নিশ্চয়ই তাঁহারা পূর্বজন্মে অনেক দান করিয়াছেন (ঈশ্বর ভাব) ॥৯

তাৎপর্য্য।—গোপীগণ বলিলেন, যাঁহারা তোমার অমৃতময়ী লীলা কীর্তন করেন, তাঁহারা পূর্বজন্মে অনেক দান করিয়াছেন। ইহাতে ইহাই বুঝিতে পারা যায়, যাঁহারা দাতা, তাঁহাদেরই কৃষ্ণ-কথায় অনুরাগ হইয়া থাকে। কিন্তু শ্রীধরস্বামী তাঁহার দ্বিতীয়ার্থে লিখিলেন “এবমুতং তৎকথামৃতং যে ভুবি গৃণন্তি তে ভূরিদাঃ পূর্বজন্মসু বহুদত্তবন্তুঃ স্মৃতিম্ ইত্যর্থঃ” অর্থাৎ যাঁহারা তোমার কথামৃত গান করেন, তাঁহারা ই স্মৃতি। অতএব কেবল দান করিলেই যে, কৃষ্ণকথায় অনুরাগ হয়, তাহা নহে; স্মৃতি হইতে হইবে অর্থাৎ সৌভাগ্যশালী হইতে হইবে; তবে কৃষ্ণকথায় রুচি জন্মিবে। কোনো একটি নির্দিষ্ট সদাচরণের ফলে কৃষ্ণকথায় রুচি হয় না। বিরূপ কার্য্য করিলে কৃষ্ণকথায় অনুরাগ জন্মে, তাহার স্থিরতা নাই। পূর্ব পূর্ব বহু বহু জন্মে শত শত সংকল্প করিলে যে শুভাদৃষ্ট জন্মায়, সেই শুভাদৃষ্টের ফলে বহু জন্মের পর কৃষ্ণকথায় রুচি হয়। অতএব এক কথায় বলিতে গেলে, ইহাই বলিতে হয় যে, কোনও এক অনির্দিষ্ট অনির্বচনীয় সৌভাগ্যের উদয় হইলেই যথার্থ কৃষ্ণকথা সংকীৰ্তনে প্রকৃত আশ্রয় হইয়া থাকে। যদি কৃষ্ণকথাই এত দূরে, না জানি কৃষ্ণরূপ কতদূরে ॥৯

প্রহসিতং প্রিয় প্রেমবীক্ষিতং

বিহরণঞ্চ তে ধ্যানমঙ্গলম্ ।

রহসি সন্নিদো যা হৃদিষ্পৃশঃ,

কুহক নো মনঃ ক্ষোভয়ন্তি হি ॥১০

অর্থঃ ।—প্রিয় (হে প্রিয়বকো) কুহক (হে কপট) তে (তব)
প্রহসিতং (প্রকৃষ্টং হাস্যং) প্রেমবীক্ষিতং (প্রণয়দৃষ্টিঃ) ধ্যানমঙ্গলং
(ধ্যানেন সুখপ্রদং) বিহরণং (লীলাচেষ্টিতং) যাঃ হৃদিষ্পৃশঃ (হৃদয়স্পর্শাঃ)
রহসি (একান্তে) সংবিদঃ (নন্দ্যাপাঃ) হি (নিশ্চিতং) নঃ
(অস্বাকং) মনঃ (চিন্তং) ক্ষোভয়ন্তি (আলোড়য়ন্তি) ॥ ১০

টীকা ।—নহু, তর্হি মৎকথাশ্রবণেনৈব নিরুতা ভবত কিং মদর্শনেন
তদ্বিলাসকুভিতচিত্তা বয়ং তত্রাপি শাস্তিঃ ন বিন্দাম ইত্যাহুঃ প্রহসিতমিতি ।
হে প্রিয় কুহক কপট । সন্নিদং সন্ধেতনন্দ্যাপি ॥ ১০ ॥

অনুবাদ ।—হে প্রিয় ! হে ধূর্ত ! তোমার সুমধুর হাস্য,
তোমার সপ্রণয় দৃষ্টিপাত, তোমার ধ্যানাই বিহার এবং নির্জজনে
তোমার সেই হৃদয়স্পর্শী পরিহাস-বাক্য আমাদের মন আকুল
করিয়া তুলিতেছে (লৌকিক ভাব) ॥ ১০

চলসি যদব্রজাচারয়ন্ পশুন্

নলিনসুন্দরং নাথ তে পদম্ ।

শিলভৃগাক্ষুরৈঃ সীদতীতি নঃ

কলিলতাং মনঃ কান্ত গচ্ছতি ॥ ১১

অর্থঃ ।—নাথ (হে স্বামিন) বৎ (যদা) [তং] পশুন্ (গাঃ) চারয়ন্
(গোচরং নয়ন্) ব্রজাং (গোপাবাসাং) চলসি (নির্ধাসি) [তদা] নলিন-
সুন্দরং (পদ্মপেশলং) তে (তব) পদং শিলভৃগাক্ষুরৈঃ সীদতি (ক্লিশ্ণেৎ);
কান্ত (হে কমলীয়) ইতি (এতৎ সম্ভাব্য) নঃ (অস্মাকং) মনঃ (অন্তঃস্বর্দরং)
কলিলতাং (অস্বাস্থ্যং) গচ্ছতি (প্রাপ্নোতি) ॥ ১১

টীকা ।—কিঞ্চ, স্বয়ং বয়মতিপ্রেমার্জচিত্তাঃ স্বং পুনরস্মাহু কেন
হেতুনা কপটমাচরসত্যাহঃ শ্লোকদ্বয়েন । হে নাথ কান্ত বৎ যদা ব্রজাং
চলসি পশুংচারয়ন্ তদা নলিনবৎ সুন্দরং কোমলং তে পদং শিলৈঃ কুলিটৈঃ
ভৃগৈরক্ষুরৈশ্চ সীদতি ক্লিশ্ণেদীতি নো মনঃ কলিলতাম্ অস্বাস্থ্যং গচ্ছতি
প্রাপ্নোতি ॥ ১১

অনুবাদ ।—হে নাথ ! যখন তুমি গোচারণের নিমিত্ত
ব্রজ হইতে বনে প্রস্থান কর, তখন বনস্থ শিলা, তৃণ ও অকুরের
স্পর্শে তোমার সুকোমল পাদপদ্যে অত্যন্ত যাতনা হইয়া থাকে ;
এই চিন্তা করিয়া আমাদের মন অস্থির হইয়া উঠে
(লৌকিক প্রেমরসের ভিতর প্রগাঢ় ভগবৎ-প্রেম) ॥ ১১

দিনপরিক্ষয়ে নীলকুন্তলৈ-

বনরুহাননং বিভ্রদারুতম্ ।

ধনরজশ্বলং দর্শয়ন্ মুছ-

মনসি নঃ স্মরং বীর যচ্ছসি ॥ ১২

অনুবাদঃ—হে বীর ! দিনপরিক্ষয়ে (দিনস্য পরিক্ষয়ঃ অবসানঃ তস্মিন্ সায়াংকালে) নীলকুন্তলৈঃ (সূক্ষ্মকৈশৈঃ) আবৃতং (আচ্ছন্নং) ধনরজশ্বলং (গোরজশ্চুরিতং) বনরুহাননং (বারিজবদনং) বিভ্রং (ধারয়ন্) দর্শয়ন্ (অস্মন্নয়নপথং প্রাপয়ন্) নঃ (অশ্রাকং) মনসি স্মরং (কামং) যচ্ছসি (উদ্যোপয়সি) ॥ ১২

টীকা।—এবমুত্তাত্ত্বদুঃখশঙ্কিতচিত্তা বয়ং, ত্বস্ত দিনপরিক্ষয়ে সায়াংকালে নীলকুন্তলৈরাবৃতং ধনরজশ্বলং গোরজশ্চুরিতং বনরুহাননম্ অলিমালাকুল-পর্যগচ্ছুরিতপদ্মতুল্যমাননং বিভ্রং তচ্চ মুছমুছদর্শয়ন্ নো মনসি কেবলং স্মরং যচ্ছসি অর্পয়সি নতু সঙ্গং দদাসীতি কপটত্বমিতি ভাবঃ ॥ ১২

অনুবাদ।—হে বীর পুরুষ ! দিনাবসানে নীলকুন্তলাবৃত গোধূলি-ধূসরিত বদন-কমল দর্শন করাইয়া তুমি আমাদের মনে পুনঃ পুনঃ কেবল কামোদ্দীপন কারয়া থাক (লৌকিক প্রেমের অভাস) ॥ ১২

প্রণতকামদং পদ্মজার্চিতং,
 ধরণিমগুনং ধ্যেয়মাপদি ।
 চরণপঙ্কজং শস্ত্রমঞ্চ তে,
 রমণ নঃ স্তনেষ্পর্য়াধিহ্ন ॥১৩

অনুবাদঃ ।—আধিহ্ন (আধিঃ মনোবাধাং হত্বীতি তৎসম্বোধনং)
 রমণ (হে পরমানন্দদায়িন্) প্রণতকামদং (শরণাগত-বাঞ্ছাপূরকং) পদ্ম-
 জার্চিতং (পদ্মজঃ ব্রহ্মা তেন অর্চিতং পূজিতং) ধরণিমগুনম্ (ধরণ্যাঃ পৃথিব্যাঃ
 মগুনং ভূষণম্) আপদি (বিপদি মৃত্যুকালে বা ধোয়ং চিন্তনীয়ং) শস্ত্রম-
 (শাস্ত্রিময়ং) তে (তব) চরণপঙ্কজং (পদকমলং) নঃ (অস্মাকং) স্তনেষু
 অর্পয় (স্থাপয়) ॥ ১৩

টীকা ।—অতোহধুনা কপটং বিহার্য এবং কুর্কিতি প্রার্থয়ন্তে শ্লোক-
 দ্বয়েন প্রণতকামদমিতি ! হে আধিহ্ন হে রমণ পদ্মজার্চিতং পদ্মজেনার্চিতং
 আপদি ধোয়ং ধ্যানমাত্রোপাল্লিবর্ভকং শস্ত্রমঞ্চ সেবাসময়েহপি স্থতমঃ
 তব চরণপঙ্কজং কামতাপশান্তরে নঃ স্তনেষ্পর্য়েতি ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ ।—হে রমণ ! হে দুঃখনাশন ! যাহা ভক্তগণের
 অভিষ্ট সিদ্ধি প্রদ, ব্রহ্মাও যাহা অর্চনা করিয়া থাকেন, যাহা
 ধরণীর ভূষণস্বরূপ এবং মরণকালে যাহা জীবের চিন্তনীয়,
 তোমার সেই শাস্ত্রিময় চরণ-কমল আমাদের স্তনের উপর অর্পণ
 কর ॥ (সুস্পষ্ট ভক্তভাব ; স্তনের স্তনহ সমূলে নষ্ট করিবার
 প্রার্থনা,—বেশ বুঝা যায়) ॥ ১৩

স্বরতবর্দ্ধনং শোকনাশনং,
 স্বরিতবেণুনা স্তম্ভ চুস্বিতম্ ।
 ইতররাগবিস্মারণং নৃণাম্,
 বিতর বীর নস্তেহধরামৃতম্ ॥১৪

অর্থঃ ।—(হে) বীর স্বরতবর্দ্ধনং (স্বরতম্ আনন্দং বর্দ্ধয়তীতি তথা তৎ) শোকনাশনং (শোকং নাশয়তীতি তথা তৎ) স্বরিতবেণুনা (শব্দিতবংশিকরা) স্তম্ভ (স্তম্ভরং যথাস্থাৎ তথা চুস্বিতং স্পৃষ্টং) নৃণাম্ (নরাণাম্) ইতররাগবিস্মারণং (অনোচ্ছাবিলোপকং) তে (তব) অধরামৃতং (অধরসুখাং) নঃ (অম্বভ্যাং) বিতব (দেহি) ॥১৪

টীকা ।—অপিচ, হে বীর তে অধরামৃতং নো বিতব দেহি । স্বরিতেন নাদিতেন বেণুনা স্তম্ভ চুস্বিতম্ ইতি নাদামৃতবাসিতমিতি ভাবঃ । ইতররাগ-বিস্মারণং নৃণাম্ ইতরেষু সার্কভৌমাдиষু স্তবেষু রাগমিচ্ছাং বিস্মারয়তি বিলোপয়তীতি তথা তৎ ॥ ১৪

অনুবাদ ।—হে বীর ! যাহা পান করিলে, সকল শোক দূরে যায়, যাহা পান করিলে পরমানন্দ বর্দ্ধিত হয়, এবং যাহা পান করিলে অমৃত সকল প্রকার ভোগ-সুখ ভুলিয়া যাইতে হয়, তোমার মুরলীচুস্বিত সেই অধরামৃত আমাদিগকে প্রদান কর ॥ (তত্ত্বমিশ্রিত মধুর রস) ॥ ১৪

অটতি যন্তুবানহি কাননং,

ত্রুটি যুগায়তে স্বামপশ্যতাম্ ।

কুটিলকুন্তলং শ্রীমুখঞ্চ তে,

জড় উদীক্ষতাং পক্ষ্মকৃদৃশাম্ ॥১৫

অশ্রবঃ ।—ভবান্ অহি (দ্বিবাভাগে) যৎ (যদা) কাননম্ অটতি (ভ্রমতি) [তদা] স্বাম্ অপশ্যতাং (ব্রজবাসিনাং) ত্রুটিঃ (ক্ষণসা সপ্তবিংশতিশত-তমোভাগঃ) যুগায়তে (যুগতুল্যা ভবতি) [দ্বিনাস্তে পুনঃ] কুটিলকুন্তলং (কুটীলাঃ বক্রাঃ কুন্তলাঃ যস্মিন্ তৎ) তে (তব) শ্রীমুখম্ উদীক্ষতাং (সতৃষ্ণমীক্ষমাগানাং তেবাং) দৃশাং (নেত্রাণাং) পক্ষ্মকৃৎ বিধাতা) জড়ঃ (নির্বিবেকঃ) ॥ ১৫

টীকা ।—কিঞ্চ, ক্ষণমপি স্বদর্শনেন দৃঃখমুত্তলং তদর্শনেন তথা সূখঞ্চ দৃষ্ট্৷। সর্বসঙ্গপরিত্যাগেন যত্ন ইব বয়ং স্বায়ুপগতাঃ স্বস্ত কথমস্মান্ ত্যক্ত মুৎসহস ইতি সকরুণমুচুঃ অটতীতি স্বয়েন ! যৎ যদা ভবান্ কাননং বৃন্দাবনং প্রতি অটতি গচ্ছতি তদা স্বামপশ্যতাং প্রাণিনাং ত্রুটিঃ ক্ষণাচ্ছমপি যুগায়তে যুগবত্ত্বাৎ এবমদর্শনে দৃঃখমুত্তলং পুনঃ কথঞ্চিদ্দিনাস্তে তব শ্রীমুখম্ উৎ উচ্চৈর্বাঁক্ষমাগানাং তেবাং দৃশাং পক্ষ্মকৃৎ ব্রজা জড়ো মন্দ এব স্নিগ্ধেযমাত্র-মপ্যস্তরমসহমিতি দর্শনসুখমুক্তম্ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ ।—দিবায় যখন তুমি বৃন্দাবনে ভ্রমণ কর, তখন তোমার অদর্শনে ব্রজবাসীদিগের ত্রুটি-পরিমিত কালও যুগবৎ দীর্ঘ হয়, আবার দিনান্তে যখন ব্রজে আগমন কর, তখন তাহার তোমার কুটিল-কুন্তল শ্রীমুখ নিরীক্ষণ করিয়া চক্ষুর পক্ষ্মকারী ব্রজাকে নির্বোধ মনে করে ॥ (প্রেমের পরাকাষ্ঠা) ॥১৫

পতিস্বতাস্বয়ভ্রাতৃবান্ধব-

নতিবিলজ্য তেহস্ত্যচ্যুতাগতাঃ ।

গতিবিদন্তবোদগীতমোহিতাঃ

কিতব যোষিতঃ কস্ত্যাজেমিশি ॥১৬

অর্থঃ ।—অচ্যুত (হে সত্যবাদিন্) গতিবিদঃ (গতিম্ অশ্রদাগমনং বেদীতি তথা তস্মৈ) তব উদগীতমোহিতাঃ (উচ্চৈঃ গীতেন হতজ্ঞানাঃ) [বয়ঃ] পতিস্বতাস্বয়ভ্রাতৃবান্ধবান্ অতিবিলজ্য (অতিক্রম্য) তে (তব) অস্তি (অস্তিকং) আগতাঃ (আয়াতাঃ) কিতব (হে শঠ) কঃ (স্বদ্বিগ্নঃ কঃ) নিশি (রাত্রে) যোষিতঃ (স্বেচ্ছাগতাঃ কামিনীঃ) ত্যাজেৎ (জহ্যৎ ॥ ১৬

টীকা ।—তস্মাৎ হে অচ্যুত পতীন স্তন্যান্ অশ্রদান্ তৎসম্বন্ধিনঃ ভ্রাতৃন বান্ধবাংশ্চাতিবিলজ্য তব সমীপমাগতা বয়ম্ । কথন্তু তস্মৈ । গতিবিদঃ অশ্রদাগমনং জ্ঞানতঃ গীতগতীর্বা জ্ঞানতঃ গতিবিদো বরমিতি বা । তবোদগীতেন উচ্চৈর্গীতেন মোহিতা, হে কিতব শঠ এবন্ততা যোষিতো নিশি স্বয়মাগতাঃ স্বয়মাহুতা বা ত্বাম্ ঋতে কস্ত্যাজেৎ ন কোহপীত্যর্থঃ ॥ ১৬

অনুবাদ ।—হে অচ্যুত । আমরা তোমার অতুল্য গীতধ্বনি শ্রবণে মোহিত হইয়া পতি, পুত্র, ভ্রাতা, বান্ধব, এমন কি কুল পরিত্যাগ করিয়া, তোমার নিকট আসিয়াছি, তাহা তুমি অবগত আছ । হে শঠ ! তুমি ভিন্ন আর কোন্ পুরুষ রাত্রিকালে স্বয়ং সমাগত কামিনীদিগকে প্রত্যাখ্যান করে ? ১৬ (লৌকিক ভাব)

রহসি সন্নিদং হৃচ্ছয়োদয়ং
 প্রহসিতাননং প্রেমবীক্ষণম্ ।
 বৃহদুরঃ শ্রিয়ো বীক্ষ্য ধাম তে
 মুহুরতিস্পৃহা মুহুর্তে মনঃ ॥১৭

অনুবাদঃ ।—তে (তব) রহসি (একান্তে) সংবিদং (প্রেমালাপং)
 হৃচ্ছয়োদয়ং (কামোদ্রেকং) প্রহসিতাননং (সহাস্তবদনং) প্রেমবীক্ষণং
 (প্রণয়বলোকনং) শ্রিয়ঃ (শোভায়াঃ) ধাম (নিকেতনং) বৃহৎ
 (বিস্তৃতং) বক্ষঃ (উরঃস্থলং) বীক্ষ্য (সংসৃত্য) মুহঃ (পুনঃ পুনঃ) নঃ
 (অস্বাকং) অতিস্পৃহা (অত্যন্তলালসা ভবতি) মনঃ মুহুর্তে (মোহা
 প্রাপ্তোতি) ॥ ১৭

টীকা ।—অতস্তরা তজ্জানামস্বাকং প্রাক্তন-ঐক্যব্রাহ্মণনিদানহৃদ্রোগস্ত
 তৎসঙ্গতৈব চিকিৎসাং কুর্কিত্যাহ্বয়ৈন রহসীতি । শ্রিয়ো ধাম তে বৃহৎ-
 শালং উরশ্চ বীক্ষ্য অতিস্পৃহা ভবতি । তয়াচ মুহুমুহম্নো মুহুর্তি ॥ ১৭

অনুবাদ ।—তোমার সেই নির্জনে প্রেমালাপ,
 সেই কামোদ্রেক, সেই সহাস্ত বদন, সেই প্রণয়নিরীক্ষণ, আর
 সৌন্দর্য্যের আধার সেই বিস্তৃত বক্ষঃস্থল স্মরণ হওয়ায়, বলবতী
 লালসায় আমাদের মন মুগ্ধ হইতেছে ॥ (লৌকিক নায়িকার
 কথা) ১৭

ব্রজবনৌকসাং ব্যক্তিরঙ্গ তে
 বৃজিনহস্ত্র্যলং বিশ্বমঙ্গলম্ ।
 ত্যজ মনাক্চ নস্ত্বৎস্পৃহাস্থনাং
 স্বজনহৃদ্রোজাং যম্মিসূদনম্ ॥ ১৮

অর্থঃ ।—অঙ্গ (হে কৃষ্ণ) তে (তব) ব্যক্তিঃ (অভিব্যক্তিঃ)
 ব্রজবনৌকসাং (ব্রজবনম্ ওকঃ বাসস্থানং যেষাং তেষাং ব্রজবাসিনাং)
 বৃজিনহস্ত্রী (ছুঃখনিরসনী) বিশ্বমঙ্গলং (সর্বমঙ্গলং চ) স্বজনহৃদ্রোজাং
 (স্বজনানাং নিজাপ্রিতজনানাং হৃদ্রোজঃ মনোব্যাধয়ঃ তাসাং) যৎ (যৎকিমপি)
 নিসূদনং (প্রশমনং তৎ) ত্বৎস্পৃহাস্থনাং (ত্বদাসক্তমনসাং ত্বয়ি বা স্পৃহা
 তত্ত্বাম্ আস্থা চিত্তং বাসাং তাসাং) নঃ মনাক্ (জৈবৎ) ত্যজ (মুঞ্চ
 অর্পয়) ॥ ১৮

টীকা ।—তব চ ব্যক্তিরভিব্যক্তি ব্রজবনৌকসাং সর্বেষাম্ অবিশেষেণ
 বৃজিনহস্ত্রী ছুঃখনিরসনী । বিশ্বমঙ্গলং সর্বমঙ্গলরূপাচ । অতত্বৎস্পৃহাস্থনাং
 ত্বৎস্পৃহাক্রটমনসাং নঃ মনাক্ জৈবৎ কিমপি ত্যজ মুঞ্চ কার্পণ্যমকুর্কন্
 দেহীত্যর্থঃ । কিং তৎ স্বজনহৃদ্রোগাণাং বদতিগোপ্যং নিসূদনং
 নিবর্তকমৌষধং তৎ স্বমেব বেৎসীতি গুঢ়াভিপ্রায়ঃ ॥ ১৮

অনুবাদ ।—হে কৃষ্ণ ! তোমার প্রকাশ ব্রজবাসীর ছুঃখ-
 নাশন ও নিখিল মঙ্গল স্বরূপ, অতএব বাহাতে আপন অনুরক্ত
 জনের হৃদয়-রোগ প্রশমিত হয়, এমন কিছু ঔষধ প্রয়োগ কর ;
 তোমাকে পাইবার জন্য আমাদের বলবতী বাসনা ॥ ১৮

যতে স্জজাতচরণাশুরুহং স্তনেষু

ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু ।

তেনাটবীমটসি তদব্যথতে ন কিংস্বিৎ

কূর্পাদিভিঃ ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুধাং নঃ ॥ ১৯

ইতি শ্রীকৃষ্ণরাসলীলায়াং তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

অস্বপ্নঃ ।—প্রিয় (প্রাণাধিক) ভাভাঃ (বয়ঃ শক্তিভাঃ সত্যঃ)
 যৎ তে স্জজাতচরণাশুরুহং (পেশলপদকমলং) কর্কশেষু (কঠিনেষু)
 স্তনেষু শনৈঃ (সাবধানতয়া শনৈঃ শনৈঃ) দধীমহি (ধারয়েম) তেন
 (চরণাশুরুহেণ) অটবীম্ (কাননম্) অটসি (গচ্ছসি) তৎ (চরণাশুরুহং)
 কূর্পাদিভিঃ (সূক্ষ্মপাষণাদিভিঃ) কিংস্বিৎ ন ব্যথতে (ন ক্লেশতি)
 ইতি (এতৎ বিচিন্ত্য) ভবদায়ুধাং (স্বদগত প্রাণানাং) নঃ (অস্ম্যকং)
 ধীঃ (মনঃ) ভ্রমতি (মুহতি) ॥ ১৯

ইতি শ্রীকৃষ্ণরাসলীলায়াং তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

টীকা ।—অতিপ্রেমধৰিতাঃ রুদত্যা আহুঃ বাদতি । হে প্রিয়
 স্কুমারং যন্তে পদাজং কঠিনেষু কূচেষু সম্বর্দনশক্তিভাঃ শনৈঃ শনৈর্দধীমহি
 ধারয়েম বয়ম্ । তেনাটবীমটসি গচ্ছসি । নয়সীতি পাঠে পশুন্ বা কাঞ্চি-
 দন্ত্যং বা আত্মানং বা নয়সি প্রাপয়সি । তন্ততন্তং পদাশুজং কূর্পাদিভিঃ
 সূক্ষ্মপাষণাদিভিঃ কিংস্বিৎ ব্যথতে, কিন্তু ব্যথত ইতি ভবানেব আয়ুজ্যবনং
 যাসাং তাসাং নো ধীর্ভ্রমতি মুহতীতি ॥ ১৯

ইতি শ্রীকৃষ্ণরাসলীলাটীকায়াং তৃতীয়াধ্যায়ঃ ।

অনুবাদ ।—হে প্রাণাধিক ! আমরা অতি সাবধানে
 সশক্তচিত্তে ও ধীরে ধীরে তোমার যে সূক্ষ্মকমল পদকমল কর্কশ

স্তনের উপর রাখিতাম, তুমি সেই চরণে বনে বনে ভ্রমণ করিতেছ;
বনস্থ সূক্ষ্ম পাষণ ও কণ্টকাদি দ্বারা চরণে বেদনা হইতেছে না
কি ? তুমিই আমাদের জীবন ; অতএব ঐরূপ আশঙ্কা করিয়া
আমাদের মন মুক্ত হইতেছে ॥১৯

ইতি শ্রীকৃষ্ণরাসলীলানুবাদে তৃতীয় অধ্যায় ।

তাৎপর্য।—উনবিংশতি শ্লোকে এই অধ্যায় সমাপ্ত
হইল। এই অধ্যায়ের নাম গোপীগীত। গোপীগীতে গোপীদিগের
কেবল অবিশ্রান্ত রোদন ও আকুল অন্তঃকরণে কৃষ্ণদর্শনের
নিমিত্ত প্রার্থনা!—কখনো প্রনম্য নায়কের প্রতি প্রণয়িনী
কামিনীর ভাবে, কখনো বা দৃষ্ট-নষ্ট ভগবানের প্রতি সর্বভাগী
ভগবৎপ্রাণ প্রেমিক ভক্তের ভাবে। যদিও গোপীদিগের উল্লিতে
বিরহিনী নায়িকার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, তথাপি আমরা
দেখিলাম, ভগবৎপ্রেমস্থ ভক্তের ভাবই অধিক এবং সুস্পষ্ট।
সম্বন্ধোচিত সুপবিত্র ভগবৎ-প্রেমের প্রসঙ্গে অতি অলীল কদম্ব
কামিনী ভাব কেন ? আমরা এবিষয় পূর্বের আলোচনা করিয়াছি,
অত্যন্ত দুর্বোধ্য বিষয় বলিয়া আবার আলোচনা করিব।

মুখে ভগবৎপ্রেম প্রেম বলিয়া চীৎকার করা, আর ভগবৎ-
প্রেম শিক্ষা করা সম্পূর্ণ বিভিন্ন বিষয়। ভগবৎপ্রেম শিক্ষা করিতে
হইলে, সংসারের আদর্শেই শিখিতে হইবে। যদি আমরা সংসারের
মধ্যে পুঞ্জস্নেহ, পিতৃভক্তি, সূহৃৎপ্রণয় ও পত্নীপ্রেম না
দেখিতাম, তবে শাস্ত্রে ঈশ্বরানুরাগের কথা পাঠ করিয়া বা গুরু-

মুখে শুনিয়া কিছুই ধারণা করিতে পারিতাম না । অন্ধলোকে
 অশ্বের মুখে লোহিত, শুভ্র, নীল, পীত ইত্যাদি বর্ণের কথা
 যেভাবে শুনে, আমরাও সেই ভাবে শুনিতাম বা পড়িতাম—
 ইহা স্থির । সংসারে ঐ সকল স্নেহাদি অনুরাগের ভাব দেখিয়াছি
 বলিয়াই, ঈশ্বরানুরাগ বা ভগবৎপ্রেমের কথা শুনিলে, আমরা
 কথঞ্চিৎ উহা ধারণা করিতে সমর্থ হই । অতএব সাংসারিক
 অনুরাগই ঈশ্বরানুরাগ বা ভগবৎপ্রেম শিক্ষা করিবার আদর্শ ।
 ইহা কেবল আমাদের বিচারের কথা নহে, ভক্ত মহাজনগণও
 এই কথা বলিয়াছেন,—“যা চিন্তা স্বকলত্র-পুত্র-ভরণ-ব্যাপার-
 সম্প্রসাধনে, যা চিন্তা ধনধান্যভূরিযশসাং লাভে সদা জায়তে ।
 সা চিন্তা যদি নন্দনন্দনপদদ্বন্দ্বারবিন্দে ক্ষণং, কা চিন্তা যমরাজ-
 ভীম-ভবনদ্বার-প্রয়াণে মম ।” অর্থাৎ আমরা স্ত্রী পুত্রাদির ভরণ
 পোষণের নিমিত্ত এবং ধন ধান্য ও প্রভূত বশোলাভের নিমিত্ত
 অনুরাগ যেরূপ চিন্তা করিয়া থাকি, যদি শ্রীনন্দনন্দনের পাদপদ্মে
 ক্ষণকাল সেইরূপ চিন্তা হয়, তবে ভীষণ যমদ্বারে প্রবেশ করিবার
 ভয় কোথা ? এখন আমরা বুঝিতে পারি, সংসারী মানবদিগের
 সংসারের উপর যেরূপ অনুরাগ, ভগবানের প্রতি সেইরূপ অনুরাগ
 হইলেই ভগবদ্ভক্তি হইল এবং ধন ধান্য ও বশোলাভে
 মানবের যেরূপ ব্যাকুলতা, সেইরূপ ব্যাকুলতা ভগবানের
 নিমিত্ত হইলেই তাঁহাকে পাওয়া যায় । আবার সাংসারিক
 অনুরাগের মধ্যে পতি-পত্নীর অনুরাগ গাঢ়তর ; আবার
 কামুক পুরুষের পরনারীর প্রতি এবং কামিনী নারীর

পরপুরুষের প্রতি অনুরাগ গাঢ়তম বা একবারেই অন্ধ ; ইহা আমরা সংসারে দেখিতে পাই । পতিপত্নীর অনুরাগ গাঢ়তর হইলেও তাহাদিগকে সংসারের আয়, ব্যয়, আত্মীয়, স্বজন, ধর্ম, সমাজ প্রভৃতি সকল দিক্ বজায় রাখিয়া চলিতে হয় ; পুরুষ উপ-পত্নীতে এবং নারী উপপতিতে অত্যাশঙ্ক হইলে, কিছুতেই ক্রক্ষেপ করে না । আত্মীয় স্বজন চাহে না, সমাজ চাহে না, আয় ব্যয় দেখিতে চাহে না এবং ধর্মও চাহে না, তাহারা একমাত্র নারীর জগু বা একমাত্র পুরুষের জন্যই উন্মত্ত,—অন্ধ । চিদানন্দঘন সাক্ষাৎ ভগবানকে পাইতে হইলে,—পরমানন্দের সহিত সম্মিলিত হইতে হইলে,—আনন্দ-বিগ্রহের সহিত আলিঙ্গিত হইতে হইলে—জীবকে ঠিক সেইরূপ হইতে হইবে । ঘোর বেশ্যাসক্ত বিশ্বমঙ্গল ঠাকুরের প্রতি চিন্তামণির উপদেশ বোধ হয় অনেকেই জানেন । যেদিন দারুণ দুদ্দিনে বিশ্বমঙ্গল ভীষণ অশনিধ্বনি, মুঘলাকার বর্ষধারা ও প্রথর পবনের প্রতি ক্রক্ষেপ না করিয়া প্রগাঢ় অন্ধকার বিদারণপূর্বক চিন্তামণির গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন এবং ঘররুদ্ধ দেখিয়া ও শত আহ্বানেও চিন্তামণির উত্তর না পাইয়া প্রাচীর-বিলম্বিত বিষধর অবলম্বনে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন; সেই দিন চিন্তামণি তাঁহাকে বলিলেন,—“ঠাকুর ! আমার প্রতি তোমার যেরূপ অনুরাগ, এইরূপ অনুরাগ যদি ভগবানের প্রতি হইত, তবে তুমি চিরদিনের জগু কৃতার্থ হইয়া যাইতে ;—তোমার মানবজীবন সার্থক হইত ।” বেশ্যার মুখে এই কথা শুনিয়া, স্বকৃতিশালী বিশ্বমঙ্গলের চৈতন্য হইল ;—তিনি তাহাই করিলেন,—

চিস্তামণির চিস্তা অগচ্চিস্তামণির চরণে অর্পণ করিলেন । পাছে মায়ার প্রলোভন-পদার্থ নয়নগোচর হয়, সেই ভয়ে চক্ষু পর্যাস্ত উৎপাটন করিলেন । তাহার ফলে কি হইল,—স্বয়ং ভগবান্ স্বহস্তে ঐকান্তিক অন্ধ ভক্তের আহার যোগাইতে লাগিলেন । কৃষ্ণার্পিত বেশ্যাসক্তির ভগবান্কে দাসের দাস করিয়া ফেলিল ।

আমরা এ সম্বন্ধে বৈদান্তিক প্রমাণ পূর্বক উদ্ধৃত করিয়াছি । আবার পৌরাণিক প্রমাণও উদ্ধৃত করিতেছি । পুরাণোক্ত ভক্তের প্রার্থনা,—“যুবতীনাং যথা যুনি যুনাঞ্চ যুবতৌ যথা । মনোহভিরমতে তদ্বন্দ্বনোহভিরমতাং স্বয়ি ॥” অর্থাৎ যুবকে যুবতীদিগের এবং যুবতীতে যুবকদিগের মন যেরূপ আনন্দিত হয়, আমার মন তোমাতে সেইরূপ আনন্দিত হউক । নায়ক নায়িকা ভিন্ন ভগবৎপ্রেমের দৃষ্টান্তস্থল নাই বলিয়াই বেদান্তে ও পুরাণে ঐরূপ দৃষ্টান্ত দিয়াছেন । ভগবান্ও গোপীদিগকে উপলক্ষ্য করিয়া অভিনয় দ্বারা তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন এবং সর্বলোকসুহৃৎ মহর্ষিও কাব্যের ভাষায় উহা আরও বিশদ ও মধুরতর করিয়া রাখিয়াছেন । গোপীগণ একবার শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া পদকমল প্রার্থনা করিতেছেন, আবার প্রিয়তম পুরুষ ভাবে প্রণয়ের ভাব প্রকাশ করিতেছেন । ইহার তাৎপর্য, বিরহিণী উন্মাদিনী কামিনীর ভাব লইয়া সর্বস্ব পরিত্যাগ পূর্বক কৃষ্ণদর্শন প্রার্থনা করিতে হইবে ; তাই আজ কৃষ্ণপ্রাণ গোপী জাতি কুল, লজ্জা ভয়, ধর্ম অধর্ম, গৃহ দেহ আত্মীয় স্বজন সমস্তই পরিত্যাগ করিয়াছেন,—ইহলোক পরলোক

সমস্তই “ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ” বলিয়া, কেবল হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ স্বরে রোদন করিতেছেন ।

গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—তুমি যশোদানন্দন নও, তুমি অখিল জীবের পরমাত্মা সাক্ষাৎ নারায়ণ । আবার বলিলেন,—তোমার কোমল পদে কণ্টক বিদ্ধ হইবে ভাবিয়া আমরা অস্থির হইতেছি । সচ্চিদানন্দস্বরূপ ভগবানের পায়ে কাঁটা ফোটে না, তাহা সকলেই জানেন এবং গোপীগণও জানিতেন । জানিলে কি হইবে ! তাঁহাদের প্রবল প্রেম তাহা জানিতে দিত না । গোপীগণ বলিতেছেন—তুমি ঈশ্বর সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ; আবার তখনি তাঁহাদের প্রগাঢ় মাধুর্য্য প্রেম বলিতেছে, তোমার পায়ে কাঁটা ফোটে । প্রেমিক ভাবুক ভিন্ন এ প্রেমের মহিমা কে বুঝিবে ! প্রেমরূপিণী গোপী সাক্ষাৎ বিগ্রহধারী ভগবানের সহিত ক্রীড়া করিতেছেন, তাঁহাদের ত কণ্টকবেধের আশঙ্কা হইতেই পারে ; গৃহ-প্রতিষ্ঠিত প্রস্তুতময়ী ভগবৎ-প্রতিমার ক্রেশ আশঙ্কা করিয়া, অনেক নৈষ্ঠিক প্রেমিক ভক্তের হৃদয় অধীর হইয়া উঠে ; তাহারা নির্বেদ্য নয়—পাগল নয়,—তাহারা যথার্থ ভগবৎ-প্রেমিক ॥

হরিহর অধিকারী ঐরূপ প্রেমিক ছিলেন । তিনি স্বহস্ত-প্রতিষ্ঠিত প্রস্তুতময় নাড়ু গোপালের সেবা করিতেন ; পিতামাতা যেমন শিশু সন্তানকে লালন পালন করেন ; হরিহর সেইভাবে গোপালের সেবা করিতেন । গোপালের শ্রীমন্দিরে গবাক্ষ ছিল না । পাছে গোপালের ঐশ্বর্য হয় ; পাছে গোপালের নিদ্রা না হয়,

এই আশঙ্কায় গ্রীষ্মকালের রাত্রিতে হরিহর গোপালকে কোলে করিয়া ছাদের উপর উঠিতেন এবং দক্ষিণ হস্তে তালবৃন্ত লইয়া প্রস্তুতময় গোপালকে বীজন করিতেন । হরিহর জানিতেন, গোপাল পাষণময়, গোপালের গ্রীষ্ম হয় না ; কিন্তু তাঁহার বিশুদ্ধ প্রেম তাহা জানিতে দিত না, প্রেম বলিত,—গোপাল সজীব,—গোপালরূপে গোপাল সজীব,—গোপালের গ্রীষ্ম হয় । আমরা শব্দগ্রাহী, আমরা স্পর্শগ্রাহী, আমরা রূপগ্রাহী, আমরা রসগ্রাহী, আমরা গন্ধগ্রাহী ; আমরা এ প্রেমের মহিমা কি বুঝিব ? যাঁহারা প্রেমিক, যাঁহারা ভাবুক, তাঁহারাই বুঝিবেন ; আর বুঝিবেন,—ভাবগ্রাহী জনাৰ্দ্দন ।

প্রেমময়ী গোপা সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ভগবানের চরণেও কণ্টক বেধের আশঙ্কা করিলেন, ইহা আমাদের নিকটে উপহাসজনক হইলেও প্রেমিকের প্রেমোদ্দীপক, পরমানন্দ-দায়ক ও পুলকোৎপাদক । সরলা সুপেশলা শত শত ব্রজবালা সমস্ত ভোগস্থে জলাঞ্জলি দিয়া গভীর রাত্রিতে শ্রীষমুনার তীরে উপবেশন পূর্বক ভগবদর্শনের আশায় অবিশ্রান্ত রোদন করিতেছেন,—কি মনোহর দৃশ্য,—কি পবিত্র ভাব,—কি অলৌকিক সম্মিলন—দেখিলে, শুনিলে, ভাবিলে পাষণও গলিয়া যায় । আমরা পাষণ অপেক্ষাও কঠিন ; তাই এই রূপ গোপীভাবের কথা পড়িয়া শুনিয়া, ভাবিয়াও আমাদের হৃদয় গলিয়া যায় না,—আমাদের অশ্রুপাত হয় না ; আমাদের দেহ লোমাক্ষিত হইয়া উঠে না ।

ইহাই গোপী ভাব এবং ইহাই ভগবৎপ্রাপ্তির অব্যবহিত
 পূর্বাবস্থা । এই স্তুত্বরূপ অথচ অতু্যপাদেয় উপদেশ প্রদানই
 এই গোপী-গীতাধ্যায়ের তাৎপর্য্য । (হরিনাম নিতে পাল্যে হয়,
 শুধু কথার কথা নয়) অনেকে কৃষ্ণসহচরী গোপীদিগের নাম
 শুনিলেই ব্যভিচারিণী গোয়ালিনী-বোধে বিক্রপ বা ঘৃণা করিয়া
 থাকেন । আবার অনেকে গোপীভাব না জানিয়াই গোপীর নামে
 মৃত্যু করিয়া উঠেন । কিন্তু কৃষ্ণসহচরী গোপী যে কাহাকে বলে,
 তাহার অনুসন্ধান রাখেন না । যাঁহারা গোপীর স্বরূপ জানিতে
 ইচ্ছা করেন এবং ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়া পরমানন্দ
 আনন্দের অভিলাষ রাখেন, তাঁহারা মহর্ষি বেদব্যাস-বিরচিত
 শুকদেবোক্ত গোপী-গীতা অস্তুরের সহিত অনুশীলন করিবেন ।
 তখন বুঝিবেন, যিনি ভগবানের জ্ঞাত সর্বব্যাপী হইতে পারেন,
 তিনিই গোপী, এবং গোপীগীতায় গোপীদিগের যেরূপ ভাব বর্ণিত
 হইয়াছে তাহাই গোপীভাব ॥১৯

ইতি শ্রীকৃষ্ণরাসলীলা-তাৎপর্য্যে তৃতীয়াধ্যায় ।

— — —

চতুর্থোধ্যায়ঃ ।

—:—

শ্রীবাদরায়ণিরূবাচ ॥

ইতি গোপ্যঃ প্রগায়ন্ত্যঃ প্রলপন্ত্যশ্চ চিত্রধা ।

রুরুহুঃ স্বস্বরং রাজন্ কৃষ্ণদর্শনলালসাঃ ॥ ১

অস্বস্বঃ —রাজন্ (হে মহারাজ) কৃষ্ণদর্শনলালসাঃ (কৃষ্ণদর্শনা-
ভিলাষিণ্যঃ) গোপ্যঃ (ব্রজবালাঃ) ইতি (অনেন প্রকারেণ) প্রগায়ন্ত্যঃ
(প্রকৃষ্টং গায়ন্ত্যঃ) চিত্রধা (নানাপ্রকারং) প্রলপন্ত্যঃ চ প্রলাপবৎ বদন্ত্যশ্চ
স্বস্বরং (উচ্চৈঃ মধুরং চ) রুরুহুঃ (কদম্ববত্যঃ ॥ ১

ষা ত্রিংশে বিরহালাপবিক্রিয়ন্নহদয়ো হরিঃ ।

তত্রাবিভূর্য গোপীস্তাঃ সাস্ত্রম্যাস মানয়ন্ ॥

স্বপ্রেমামৃতকল্লোলবিহ্বলোকৃতচেতসঃ ।

সদয়ং নন্দয়ন্ গোপীকুটুতো নন্দনন্দনঃ ॥

টীকা ।—ইতি গোপ্য ইতি । এবং প্রভৃতি চিত্রধা অনেকধা ।
স্বস্বরম্ উচ্চৈঃ । কৃষ্ণদর্শনে লালসা অতিস্পৃহা যাসাং তাঃ ॥ ১

অনুবাদ—হে মহারাজ ! কৃষ্ণদর্শনে উৎকণ্ঠিত গোপী-
গণ এইরূপে গান ও নানাপ্রকার বিলাপ করিতে করিতে স্বস্বরে
রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ১

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্বাখ্যায়ের তাৎপর্য্যে আমরা গোপী-
 বিলাপের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের কথা বলিয়াছি। প্রেমতত্ত্বজ্ঞ
 শুকদেবও বলিলেন,—গোপীগণ স্বস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।
 রোদনের স্বর কাহারও মিষ্ট বোধ হয় না ; কিন্তু গোপীদিগের
 রোদন ভক্তযোগী শুকদেবের সুমধুর বলিয়া মনে হইয়াছিল ;
 তাই বলিলেন,—“স্বস্বরং রুরুতুঃ”, অর্থাৎ মধুর স্বরে রোদন
 করিতে লাগিলেন। “স্বস্বর” ভিন্ন আর কি বলিবেন, কোন্ শব্দ
 দ্বারা গোপী-বিলাপের মধুরতা অবিকল প্রকাশ করিবেন ?—সে
 মধুরতা প্রকাশ করিবার উপযুক্ত শব্দ নাই। অতএব শুকদেব
 কেবল “স্বস্বর” বলিয়াই ক্ষান্ত হইলেন। পরন্তু প্রাকৃত মানব
 “স্বস্বর” বলিলে যাহা বুঝে, গোপী-বিলাপের স্বর তদপেক্ষা মধুর,—
 তদপেক্ষা মধুরতর,—তদপেক্ষাও মধুরতম। একব্যক্তি প্রাকৃত
 সংগীতের স্বস্বর শুনিয়া অপরকে তাহা অবিকল অনুভব করাইতে
 সক্ষম হয়েন না। স্ততরাং অপ্রাকৃত গোপীগীতের মধুরতা প্রকাশ
 করিবার শব্দ নাই। কণপ্রিয় কাম্য বস্তুর বিরহে যে রোদন,
 তাহাই অতিকটু ; স্ততরাং অবাঞ্ছনীয় ; কিন্তু নিত্যপ্রিয় প্রেমো-
 চিত্ত পরম বস্তুর অদর্শনে যে রোদন, তাহা সুমধুর ও বাঞ্ছনীয়।
 সে বস্তুর জন্ম যিনি কখনও প্রাণ খুলিয়া রোদন করিয়াছেন বা
 সে রোদন অন্তরের সহিত শুনিয়াছেন, তিনিই তাহার মধুরতা
 বুঝিবেন। শুকদেব বুঝিয়াছিলেন, তাই মধুরতার লোভ দেখাইয়া
 বৃথাক্রপাতক মানবকে গোপীর স্থায় রোদন করিতে বলিতেছেন ॥১

তাসামাবিরভূচ্ছোরিঃ স্বয়মান-মুখান্মুজঃ ।

পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্ময়ময়ঃ ॥ ২

অনুবাদঃ ।—স্বয়মান-মুখান্মুজঃ (স্বয়মানং মুখান্মুজং যন্ত সঃ সস্মিত-
বদনকমলঃ) পীতাম্বরধরঃ (পীতাম্বরং ধরতীতি তথা) স্রগ্বী (বনমালা)
সাক্ষান্ময়ময়ঃ (স্বয়ং ময়ময়ঃ মনঃ মত্ত্বা তীতি তথা, স্বয়ং মদনমোহনঃ)
শোরিঃ (শূরপৌত্রঃ কৃষ্ণঃ) তাসাং (গোপীনাং সমীপে) আবিরভূং
(প্রকটো বভূব ॥ ২

টীকা ।—সাক্ষান্ময়ময়ঃ জগন্মোহনস্তাপি কামস্ত মনহৃদগতঃ কামঃ
সাক্ষাত্তাপি মোহক ইত্যর্থঃ ॥ ২

অনুবাদ—বনমালালঙ্কৃত পীতাম্বর শূরকুলোদ্ভব শ্রীকৃষ্ণ
সাক্ষাৎ মদন-মোহন-রূপে সহস্র-মুখে গোপীদিগের সম্মুখে
আবির্ভূত হইলেন ॥২

তাৎপর্য্য ।—আবার আমাদের সেই শ্রুতি-বাক্য স্মরণ
হইল, “এই আত্মা প্রবচন, অর্থাৎ গুরু, মেধা ও অনেক শাস্ত্র
শ্রবণেও লভ্য হয়েন না ; ইনি যাহাকে চাহেন অর্থাৎ যথার্থ
ভক্ত বলিয়া বুঝেন ; এই আত্মা তাহারই নিকট নিজ তমু প্রকাশ
করিয়া থাকেন ।” ভগবান্ বাসুদেব শ্রুতিমুখে যাহা বলিয়াছেন,
তাহাই জীবহিতার্থ অভিনয় করিয়া দেখাইলেন,—ঐকান্তিক প্রেম-
রূপিণী গোপীদিগের সমীপে নিজ সচ্চিদানন্দ তনু প্রকাশ
করিলেন । গোপীগণ স্তব, স্তুতি, অশ্রু-বিনয় পূর্বক রোদন
করিতে করিতে তন্ন তন্ন করিয়া শ্রীহৃন্দাবন অন্বেষণ করিয়াও

কৃষ্ণ দর্শন পাইলেন না ; এখন ভগবান্ স্বয়ং উপস্থিত,—যাচকের
 গায় হাজীর । অভ্রাস্ত উপনিষদের বর্ণে বর্ণে মিলিত,—স্বস্পষ্ট
 লোলার্থ ত্যাগ করিয়া আমরা যদি দস্তভরে কল্লিতার্থ করিতে
 যাই, তবে আমাদের নিতাস্ত দুর্ভাগ্য ।

ভগবান্ দেখাইলেন,—আমাদের গায় অবিশ্বাসী মানবদিগকে
 অভিনয় করিয়া দেখাইলেন ; আমাকে,—সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহধারী
 আমাকে শাস্ত্রালোচনায় পাইবে না,—মেধায় পাইবে না,—গুরুপ-
 দেশে পাইবে না ; ধ্যানে, ভ্রানে, যোগে, যাগে পাইবে না ; অনন্ত
 ব্রহ্মাণ্ড অনুসন্ধান করিলেও পাইবে না ; পরন্তু সমস্ত সূত্ৰসম্ভোগ
 পরিত্যাগ পূর্বক এক স্থানে উপবেশন করিয়া, গোপীর গায় আমার
 আশাপথ চাতিয়া থাক,—আমার জন্ম প্রাণ খুলিয়া রোদন করিতে
 থাক ; আমি স্বয়ং গিয়া দর্শন দিব,—ঐকান্তিক প্রেমের বলবৎ
 আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া দর্শন দিব, আমি অকপট প্রেমের অধীন ।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের রাস-লীলায় কামগন্ধও নাই, ইহা আমরা
 প্রথমাদ্যায়েই আলোচনা করিয়াছি । প্রকৃত রাস-লীলার সময়
 হইয়াছে ; তাই শুকদেব বলিলেন,—“সাক্ষান্মমুখংমুখঃ” অর্থাৎ
 সাক্ষাৎ মদন-মোহন রূপে আবির্ভূত হইলেন । কাম নিজে যে রূপের
 কাছে মুগ্ধ হইয়া যায়, ভগবান্ সেইরূপ রূপে রাস-লীলা করিতে
 আসিলেন । সে রূপ দেখিলে কামের ক্রিয়া একবারেই থাকে
 না ; কাম নিজে ত্রিভুবন বিজয়ী হইয়াও সেই মদনমোহন রূপ-
 সাগরে ডুবিয়া যায়, মাথা তুলিতে পারে না ; তুলিতে চায়ও না ।
 রাসলীলার শেষে আমরা এই মদনমোহন রূপের যথাসাধ্য

বিস্তারিত আলোচনা করিব ; এখন সঙ্ক্ষেপে বলিয়া রাখি,—
 ত্রিগুণ-সম্বন্ধশূন্য অভূতাবৃত পরমানন্দে যদি কোনো রূপ হয়,
 তাহাই মদনমোহন রূপ । মদন মায়িক রাজ্যের লোক ; সে
 মায়িক ভূতাবৃত পরমানন্দের আভাসই আশ্বাদন করিয়া থাকে,
 স্তুতরাং তৃপ্ত হইতে পারে না ; যেদিন, যেস্থানে নিখিলানন্দের
 মূল-স্বরূপ অনাবৃত পরমানন্দের সাক্ষাৎকার পাইবে, সেই দিন,
 সেই স্থানেই পরিতৃপ্ত বা মুক্ত হইয়া যাউবে । আজ গোপীদিগের
 নিকটে নিখিলানন্দের মূলস্বরূপ সেই পরমানন্দ মুর্ত্তিমান্ ; অতএব
 তিনি মন্থমন্থ অর্থাৎ মদনমোহন । আনন্দময় ঐ অলোক
 রূপরাশি মদনমোহন রূপ ধ্যান করিতে গেলেই, মস্তকে পিচ্ছ,
 কর্ণে মকর কুণ্ডল, নাসায় অগুরুতিলক, অধরে মোহন মুরলী,
 হস্তে মণিময় কেয়ুর ও বলয়, কটিতে পিনক পীতধটী ও চরণে
 রণরণায়মান নুপুর-বিশিষ্ট নটবরোচিত ত্রিভঙ্গ নব-নীরদ-শ্যাম
 গোপ, কিশোর-ভাবুক সন্তুভের হৃদয়ে আপনা আপনিই অনুভূত
 হইয়া থাকেন । পৃথিবীতে যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু সুগন্ধি,
 যাহা কিছু সুশীতল, যাহা কিছু সুস্বর এবং যাহা কিছু সুরস,
 তাহারই মূল তত্ত্ব মিলিত হইয়া মদনমোহন রূপ । পিচ্ছচূড়ায়,
 পীতাস্বরে, বনমালায় ও নুপুরাদি অলঙ্কারে সৌন্দর্য্য, অগুরুচন্দনে
 সুগন্ধ, মোহন মুরলীতে সুস্বর, নব-জলদ-শ্যামে সুশৈত্য এবং
 চিদানন্দময় ত্রিভঙ্গ-বিগ্রহে পরমানন্দরূপ সুরস ; ইহাই মদনমোহন
 রূপ,—ইহাতেই মদন মুক্ত । ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ মদন-
 মোহন রূপে গোপীসম্মিধানে আবির্ভূত হইলেন ॥ ২

তং বিলোক্যাগতং প্রেষ্ঠং শ্রীতুংফুল্লদৃশোহবলাঃ ।

উত্তস্থুয়ুগপৎ সৰ্ব্বাস্তম্বঃ প্রাণমিবাগতম্ ॥৩

অন্তঃস্বঃ ।—সৰ্ব্বাঃ অবলাঃ (ব্রজবালাঃ) তম্বঃ (করচরণাদয়ঃ) আগতং (মৃতদেহে সহসা প্রত্যয়াতং) প্রাণমিব তং প্রেষ্ঠম্ (প্রিয়তমং মদনমোহনম্) আগতম্ (আবিতৃভূতম্) অবলোক্য (দৃষ্ট্ৱ) শ্রীতুংফুল্লদৃশঃ (শ্রীত্যা উৎফুল্লাঃ দৃশঃ বাসাং তাঃ আনন্দবিকশিতনেত্রাঃ) সত্যঃ) যুগপৎ (সমং) উত্তস্থুঃ (উত্থিতবত্যাঃ) ॥ ৩

টীকা ।—তম্বঃ করচরণাদয়ঃ ॥ ৩

অনুবাদ ।—অবলা ব্রজবালাগণ মৃতদেহে সহসা প্রত্য-
গত প্রাণের ন্যায় প্রিয়তমকে সমাগত দেখিয়া শ্রীতি-প্রফুল্লনেত্রে
সকলেই যুগপৎ উত্থিত হইলেন ॥ ৩

তাৎপর্য্য—কৃষ্ণদর্শনে গোপীদের অবস্থা প্রকাশ করাই
এই শ্লোকের তাৎপর্য্য । শ্রুতি বলিয়াছেন—“তিনি প্রাণের
প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, কর্ণের কর্ণ ও মনের মন ।” কৃষ্ণপ্রাণ
গোপীগণ সেই প্রাণের প্রাণ হারাইয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন ;
এখন প্রাণ-প্রিয়তমকে সহসা উপস্থিত দেখিয়া, পুনর্জীবনলাভে
সানন্দে যুগপৎ উত্থিত হইলেন । ঐ শ্রুতিবাক্যের অতিপ্রায়
অবলম্বন করিয়াই ভক্তযোগী শুকদেব মৃতদেহের সহিত গোপী-
দিগের এবং পুনরাগত প্রাণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের উপমা দিলেন ।
ভগবৎপ্রাণ প্রেমিক ভক্ত ! গোপীর অবস্থা বুঝিয়া লও । আমরা
ভক্তিহীন, গোপীদের অবস্থা বুঝাইতে পারিলাম না ॥৩

কাচিৎ করাস্মুজং শৌরেজ্জগ্হেহঞ্জলিনা মুদা ।

কাচিদধার তদ্বাহ্মংশে চন্দনরুষিতম্ ।

কাচিদঞ্জলিনাগৃহ্মাং তস্মী তাম্বুলচর্চিতম্ ।

একা তদজ্জিকমলং সন্তুপ্তা স্তনয়োর্ন্যাধাং ॥ ৪

অনুবাদঃ ।—কাচিৎ (গোপী) মুদা (পরমানন্দেন) অঞ্জলিনা (করপুটেন) শৌরেঃ (শ্রীকৃষ্ণস্ত) করাস্মুজং (করকমলং) জগ্হে (গৃহীত-বতী) ; কাচিৎ (অত্রা) চন্দনরুষিতং (চন্দনেন রুষিতং চন্দনচর্চিতং) তদ-বাহ্ম (তস্ত শ্রীকৃষ্ণস্ত বাহ্ম) অংশে (নিজস্বক্ষে) দধার (স্থাপিতবতী) ; কাচিৎ (অপরা) তস্মী (সুন্দরী) অঞ্জলিনা (করপুটেন) তাম্বুলচর্চিতম্ (চর্চিততাম্বুলম্) অগৃহ্মাং (জগ্রাহ) ; সন্তুপ্তা একা (গোপী) তদজ্জি-কমলং (তস্ত চরণপদ্মং) স্তনয়োঃ ন্যাধাং (দধার) ॥ ৪

টীকা ।—অঞ্জলিনা সংহতহস্তদ্বয়েন ॥ ৪

অনুবাদ ।—কোনো গোপী পরমানন্দে যুক্তকরে শ্রীকৃষ্ণের করকমল ধারণ করিলেন ; কেহ তাঁহার চন্দনচর্চিত বাহ্ম লইয়া নিজস্বক্ষে রাখিলেন ; কোনো সুন্দরী গোপী অঞ্জলি-দ্বারা ভগবানের চর্চিত তাম্বুল-গ্রহণ করিলেন ; অপর এক সন্তুপ্ত গোপী নিজস্তুনের উপর শ্রীকৃষ্ণের পদকমল রক্ষা করিলেন ॥৪

তাৎপর্য্য ।—শুকদেব পূর্ববল্লোকে বলিয়াছেন, গোপীগণ কৃষ্ণদর্শনে পরমানন্দে যুগপৎ উত্তিত হইলেন, এখন পঞ্চ শ্লোকে গোপাদের পরমানন্দের পরিচায়ক আচরণের কথা বলিতেছেন ।

শ্রীবৃন্দাবনে ভগবৎ-প্রিয়তমা শতশত গোপী ছিলেন, সকলের কথা পৃথক্ পৃথক্ বলা সম্ভব নয়, তাই সংক্ষেপে সপ্তগোপার পরিচয় দিতেছেন ।

প্রেমরূপিণী গোপীদিগের মধ্যেও প্রেমের তারতম্য ছিল । প্রেম দুই প্রকার, তদীয়তাময় ও মদীয়তাময় । “আমি ভগবানের” এইরূপ ধারণার নাম তদীয়তাময় প্রেম, আর “ভগবান্ আমার” এইরূপ ভাবই মদীয়তাময় প্রেম । ইহার মধ্যেও আবার অনেক অবাস্তুর ভেদ আছে । “আমি ভগবানের নহি, ভগবান্ আমার”, ইহা সামান্য জোরের কথা নহে ; সূত্রাং মদীয়তাময় প্রেমই যে, শ্রেষ্ঠ এ কথা বলাই বাহুল্য । প্রথমে যিনি অঞ্জলি দ্বারা ভগবানের করগ্রহণ করিলেন, ইহার প্রেম তদীয়তাময়, অর্থাৎ ইনি জানিতেন ; আমি কৃষ্ণের । ইহা তাঁহার আচরণেই প্রকাশ পাইয়াছে । যখন তিনি নিজেই কৃষ্ণের কাছে যাইতেছেন এবং অঞ্জলি বন্ধন করিতেছেন, তখনই বুঝা যাইতেছে যে, তিনি আপনাকে কৃষ্ণের অধীন বলিয়া স্বীকার করেন । যাঁহার অধীনতা স্বীকার করিতে হয়, তাঁহার কাছে বিনয় ও নম্রতা স্বভাবতই আগিয়া পড়ে ; ইনি বিনয় ও নম্রতার ভাব দেখাইয়া আপন তদীয়তাময় প্রেমের পরিচয় দিলেন । যাঁহাদের তদীয়তাময় প্রেম, তাঁহাদের মধ্যে ইনিই শ্রেষ্ঠা । শ্রীচৈতন্য-সহচর প্রেমরসজ্ঞ গোস্বামী প্রভুপাদগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ইনিই চন্দ্রাবলী । অপরা গোপী ভগবানের হস্ত লইয়া আপন স্বন্ধে স্থাপন করিলেন । এই গোপীতে তদীয়তাময় ও মদীয়তাময় দুই ভাবের

প্রেমই দেখা যায় । অনাহৃত হইয়া অবাচিত ভাবে কৃষ্ণসমীপে যাওয়ায় তদীয়তাময় প্রেম প্রকাশিত হইল এবং ভগবানের হস্ত লইয়া আপন স্কন্ধে রক্ষা করায় স্বাধীনতাসূচক মদীয়তাময় প্রেমেরও পরিচয় পাওয়া গেল । উভয়ের সমান ভাব না হইলে সখ্য হয় না ; চন্দ্রাবলীর সহিত ইহাঁর সম্পূর্ণ সমান ভাব না হওয়ায় ইনি চন্দ্রাবলীর সখী হইতে পারিলেন না ; আবার যাঁহাদের মদীয়তাময় প্রেম, তাঁহাদেরও সখী হইবার উপযুক্ত নহেন ; অতএব তটস্থা, অর্থাৎ তদীয়তাময় ও মদীয়তাময় ভাবের মধ্য-বর্ত্তিনী । বৈষ্ণব প্রভুপাদদিগের সিদ্ধান্তানুসারে, ইনি শ্যামলা । ইনি তটস্থা হইলেও মদীয়তাময় ভাব অধিক থাকায় শ্রীরাধারই সখী বলিয়া পরিচিত ।

যিনি ভগবানের চর্বিবত তাম্বুল অঞ্জলি দ্বারা গ্রহণ করিলেন এবং যিনি আপন হৃদয়ে ভগবানের পাদপদ্ম রক্ষা করিলেন ; স্বয়ং কৃষ্ণসমীপে যাওয়ায় এবং অধীনের ন্যায় দৈন্ত্য প্রকাশ করায়, ইহাঁদের উভয়েরই সম্পূর্ণ তদীয়তাময় ভাব প্রকাশিত হইল । সম্পূর্ণ সমান ভাব হওয়ায় ইহাঁরা উভয়েই চন্দ্রাবলীঃ সখী ; ইহাদের একের নাম শৈব্যা অপরের নাম পদ্মা ॥ ৪

একা ভ্রুকুটিমাবধ্য প্রেমসংরম্ভবিহ্বলা ।

দ্বতীবৈক্ৰং কটাক্ষৈপৈর্নির্দষ্টদশনচ্ছদা ॥ ৫

অনুব্রজঃ ।—একা (অপরা) ভ্রুকুটিং (ভ্রুভঙ্গীম্) আবধ্য (কৃত্বা)
 প্রেমসংরম্ভবিহ্বলা (প্রণয়কোপবিবশা) নির্দষ্টদশনচ্ছদা (নির্দষ্টঃ দশনচ্ছদঃ
 যয়া তথা ভূতা নির্দষ্টাধরা স্ত্রী) কটাক্ষৈপৈঃ (তীব্রকটাক্ষপাটৈঃ) দ্বতীব
 (শ্রীকৃষ্ণং তাড়য়ন্তীব) একং (একত) ॥৫

টীকা ।—ভ্রুকুটিমাবধ্য ভ্রবং কুটিলীকৃত্য প্রেমসংরম্ভেণ প্রণয়কোপা-
 বেশেন বিহ্বলা বিবশা নির্দষ্টাধরোষ্ঠা কটাঃ কটাক্ষাঐস্তম্ভে আক্ষেপাঃ পরি-
 ভবাস্তৈস্তাড়য়ন্তীবৈকৃত ॥৫

অনুবাদ ।—অপরা এক গোপী প্রণয়কোপে অধীর
 হইয়া দম্ভ দ্বারা অধর দংশনপূর্বক ভ্রুভঙ্গী-সহকারে এরূপ
 কটাক্ষপাত করিতে লাগিলেন, যেন তিনি ভগবান্কে তাড়না
 করিতেছেন ॥ ৫ ॥

তাৎপর্য ।—ইনিই সর্বগোপী-শ্রেষ্ঠা শ্রীরাধিকা । ইহঁর
 পূর্ণ মদীয়তাময় ভাব, ইহঁাকেই মহাভাব বলে । ইহঁর বিশ্বাস,
 কৃষ্ণ আমার, আমি কৃষ্ণের নহি ; অতএব আমি কৃষ্ণের নিকটে
 যাইব না, কৃষ্ণ আমার নিকটে আসুন । তাই চন্দ্রাবলীকে কৃষ্ণ-
 সমীপে দেখিয়া ইনি অভিমান-ভরে তীব্র কটাক্ষপাত করিতে লাগি-
 লেন । জ্ঞানমার্গ ও যোগমার্গের পক্ষপাতিগণ বাহাই বলুন,
 আমরা বলিব, পূর্ণ ব্রহ্ম স্বয়ং ভগবান্ শ্রীরাধিকার সম্পূর্ণ অধীন ।

যেখানে গাঢ়তম প্রেম, সেইখানেই ভগবান্ ; প্রেমের অধীন ভগবান্,—ভগবানের অধীন প্রেম নহে ; তাই প্রেমময়ী রাধার অধীন ভগবান্ ; ভগবানের অধীন রাধা নহেন । যিনি শ্রীরাধার জ্বায় মহাতাবরূপ প্রগাঢ় প্রেমে হৃদয় গঠিত করিতে পারিবেন, তিনি ভগবানের কৃপা ভিক্ষা করিবেন না ; তিনি গৃহে বসিয়া আহ্বান করিলেই ভগবান্কে উপস্থিত হইতে হইবে । তিনি ভগবানের উপর অভিমান করিতে পারিবেন,—জোর করিতে পারিবেন ;—কৃপা চাহিবেন না । জগতে আমার কিছুই নাই এবং কেহই নাই ; যদি “আমার” বলিবার কিছু থাকে এবং কেহ থাকে, তবে একমাত্র ভগবান্ই আমার ; এইরূপ ধারণার নাম ভগবৎপ্রেম, এ কথা আমরা পূর্বের বলিয়াছি । মানবের মধ্যেও যদি কেহ কাহাকেও অনুরাগভরে একান্তঃকরণে “আমার” বলে, তবে সে তাহারই হইয়া থাকে । ঐকান্তিক অনুরাগের শক্তিই এইরূপ । ভগবান্কেও যদি কেহ প্রেমভরে অকপটে অন্তরের সহিত “আমার” বলিতে পারে, তবে তিনি তাহারই হইবেন, তাহার ইচ্ছায় চলিবেন, আপনিই তাহার কাছে যাইবেন,—তাহার অধীন হইবেন । . প্রেমের মূর্তি শ্রীরাধা ; ভগবান্ তাঁহার হইবেন, স্বয়ং তাঁহার কাছে যাইবেন, ইহা আবার বিচিত্র কি ? শ্রীরাধাই হাই দেখাইবার জ্ঞান স্বয়ং কৃষ্ণ-সমীপে গেলেন না । প্রেমিক ভক্তের ভগবদ্-বিজয়ী মহিমা প্রদর্শনই এই শ্লোকের তাৎপর্য ॥ ৫

অপরানিমিষদৃগ্ভ্যাং জুবাণা তন্মুখাস্থজম্ ।

আপীতমপি নাতৃপ্যৎ সন্তুস্তচরণং যথা ॥৬

অবহাঃ ।—অপরা (অহা গোপী) অনিমিষদৃগ্ভ্যাং (অনিমীল-
য়নাভ্যাং) তন্মুখাস্থজম্ (তস্ত শ্রীকৃষ্ণস্ত মুখপদ্মম্) আপীতমপি (সম্যক্
দ্রাবাদিতমপি) সন্তুঃ (সাধবঃ) যথা তচরণং [তথা] জুবাণা (পুনঃ
পুনঃ আদ্রাবদয়ন্তা) ন তৃপ্যৎ (তৃপ্তিং নাপ) ॥৬

টীকা ।—অনিমিষদৃগ্ভ্যাম্ অনিমীলস্তীভ্যাং দৃগ্ভ্যাম্ আপীতমপি
সম্যক্ দৃষ্টমপি পুনঃ পুনঃ জুবাণা নাতৃপ্যৎ ॥৬

অনুবাদ ।—অপর এক গোপী অনিমেষ নয়নে শ্রীকৃষ্ণের
যদন-কমল দর্শন করিয়াও পুনঃ পুনঃ দর্শন করিতে লাগিলেন,
তথাপি তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না ; যেমন সাধুগণ কৃষ্ণ-চরণ
দর্শন করিয়াও তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন না ॥ ৬

তাৎপর্য্য ।—ইনি ভগবানের নিকটে গেলেন না, দৈন্ত্যও
দখাইলেন না, অথচ দুই দিকই বজায় রাখিলেন । কৃষ্ণসমীপে
॥ গিয়া অভিমানভরে মদীয়তাময় প্রেম প্রদর্শন করিলেন এবং
যতৃপ্ত-নয়নে কৃষ্ণমুখ নিরীক্ষণ করিয়া কৃষ্ণানুরাগের পরাকাষ্ঠা
দখাইলেন । অতএব ইনি শ্রীরাধার সমভাবাপন্ন, স্তুরতাং
গাহার প্রধানা সখী বা সহচরী ; ইহারই নাম ভক্ত-পরিচিত
লিতা । সাধক ভক্তগণ দৃষ্টান্তভাগ লক্ষ্য করিবেন,—“সন্তুস্ত-
চরণং যথা” কৃষ্ণ-চরণদর্শী সাধুগণের হ্যায় তিনি তৃপ্তিলাভ

করিতে পারিলেন না। ইহাতেই বুঝা যায়, শাস্ত্র ও দাস্যভাবে ভগবানের চরণে অধিকার কিন্তু সখ্য বাৎসল্য ও মাধুর্য্যভাবে শ্রীমুখে। ললিতা মাধুর্য্যভাবে মূর্ত্তি, তাই ভগবানের মুখপদ্মেই তাঁহার নয়ন নিমগ্ন রহিল,—আর উঠিতে পারিল না। সে মুখ যে দেখিবে, তাহারই নয়ন তাহাতেই ডুবিয়া থাকিবে।

আমরা ভক্তিশাস্ত্রে ললিতার চিত্র দেখিয়া বুঝিতে পারি, ইনি বড়ই প্রখরা ছিলেন। প্রখরা হইলেও কর্কশ-প্রখরা ছিলেন না,—ললিত-প্রখরা ছিলেন। ইনি ভগবান্কে বিন্দুমাত্রও ভয় করিতেন না। ভগবানের উপর ইহার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল। স্বয়ং ভগবান্ ইহাকে ভয় করিতেন, এবং ইহার অল্প-মধুর ব্যঙ্গোক্তি অস্থির হইতেন। রাধাকৃষ্ণ সন্মিলনের প্রধান সহকারিণীই ললিত। ললিত ভগবৎপ্রেমে শ্রীরাধার অব্যবহিত নিম্নবর্ত্তিনা, প্রায় সমান বলিলেও অত্যাুক্তি হয় না। এই শ্রীরাধার যেমন ভগবানের প্রতি প্রগাঢ় মদীয়তা-ভাব, ললিতারও প্রায় সেইরূপ। সেই জন্ত ললিতাও শ্রীরাধার স্থায় স্বয়ং ভগবানের নিকট না গিয়া কেবল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। এ নিরীক্ষণের ভিতর আনন্দই অসীম। মদনমোহনরূপ দেখিয়া তাঁহার নয়ন মুদ্রিত করিতে ইচ্ছা হয় না। তিনি অনিমেষ নয়নে আনন্দময়ের মুখকমল দর্শন করিতে লাগিলেন। অস্তুরের অভিলাষ, ভগবান্ আমার কাছে আসুন ; আমি একবার ভগবানের উপর ভক্তের স্বাধীনতা এবং ভক্তের নিকট ভগবানের অধীনতা জগৎকে দেখাই ॥ ৬

তং কাচিম্নেত্ররঙ্গেণ হৃদিকৃত্য নিমীল্য চ ।

পুলকাজ্জ্যপগুহ্যাস্তে যোগীবানন্দসংপ্লুতা ॥৭

অর্থঃ ।—কাচিং (গোপী) নেত্ররঙ্গেণ (নয়নচ্ছিন্নদ্বারা) তং (শ্রীকৃষ্ণং) হৃদিকৃত্য (হৃদয়ং নীচ্য) নিমীল্য চ (নেত্ররঙ্গং পিধায় চ) পুলকাজ্জ্য (লোমাঙ্কিতগাত্রা) সতী (যোগীব) সমাধিস্থ ইব (আনন্দসংপ্লুতা (পরমনির্কৃতিনিমগ্না) আস্তে (অবতিষ্ঠতে) ॥৭

টীকা ।—হৃদিকৃত্য হৃদয়ং নীচেত্যর্থঃ ॥৭

অনুবাদ ।—কোনো গোপী নেত্ররঙ্গ দ্বারা ভগবানকে হৃদয়ে লইয়া নয়ন নিমীলন পূর্বক যোগীর স্থায় পরমানন্দে পুলকিত হইয়া রহিলেন ॥ ৭ ॥

তাৎপর্য ।—ইহঁর আচরণ ললিতারই স্থায় ; অতএব ইহঁর ভাবও মদীয়তাময় ; এই নিমিত্ত ইনিও শ্রীরাধার সুপ্রসিদ্ধ সখী ; ইহঁর নাম বিশাখা । বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের ভক্ত টীকাকারগণ পৌরাণিক মতানুসারে বলেন,—শ্রীবৃন্দাবনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগভাজন তিনশত কোটি গোপী ছিলেন । ইহা আপাততঃ অতীব অসম্ভব বলিয়া মনে হয় ; কিন্তু মূল শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও গোপী-তত্ত্ব চিন্তা করিলে, অসম্ভাবনার অবকাশ থাকে না ; বরং ইহা অপেক্ষা অধিক বলিলে বা অসংখ্য বলিলেও সম্ভবপর হয় । আমরা যথাবসরে এ বিষয়ের যথাসাধ্য আলোচনা করিব ।

পূর্বে বলা হইয়াছে, গোপীদিগের অনেক যুথ বা সম্প্রদায় বা

দল ছিল । এক এক যুথের প্রত্যেক যুথেশ্বরী ছিলেন এবং এক এক যুথেশ্বরীর অষ্ট অষ্ট সখী ছিলেন । সমস্ত যুথেশ্বরীর ও সমস্ত সখীর পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয় ; এই নিমিত্ত এখানে কেবল প্রধান দুই যুথেশ্বরী ও পাঁচ সখীর কথা বলা হইয়াছে । প্রকৃত-কৃষ্ণোপাসনা আমাদের শ্রায় মন্দাধিকারীর উপযুক্ত নয় । প্রকৃত বৈরাগ্য জন্মিলে এবং পরমানন্দলাভের পিপাসা বলবতী হইলে, সদগুরুর উপদেশে আপন অধিকারানুসারে ঐ সকল সখীদিগের একতমের অনুবর্তী হইতে হয় । সখীর অনুবর্তী হওয়া আর ভাবের অনুবর্তী হওয়া একই কথা ; কারণ সখীদিগের ভাবময়ী মূর্তি । কৃষ্ণপ্রয়া গোপী আমাদের বাড়ীর স্ত্রীলোকদের শ্রায় মেয়েমানুষ নহেন এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও আমাদের শ্রায় মন্দ-মানুষ নহেন । অতএব মেয়ে সাজিয়া মহাভাব-রূপিণী শ্রীরাধার সখী হইতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র, বরং তাহাতে হিতে বিপরীত হইয়া দাঁড়ায় । আপনার হৃদয় গোপীভাবে ভাবিত করিতে হইবে ; এই জন্তই গোপীভাবে কৃষ্ণোপাসনার ব্যবস্থা । যে সখীর ভাবে উপাসনা করিবে সেই সখী অপর উচ্চতর সখীর নিকট পৌঁছাইয়া দিবে । ইহার পর আরও উচ্চতর বা সূক্ষ্মতর ভাব আছে, তাহাকে মঞ্জরী বলে । সখীগণ সাধককে মঞ্জরীর নিকটে লইয়া যাইবে, এবং মঞ্জরীগণ মহাভাবরূপ শ্রীরাধার নিকট লইয়া যাইবে ; তখনই পরিপূর্ণ আনন্দ-বিগ্রহের সহিত আলিঙ্গন হইবে । প্রেমের মূর্তি সখী এবং ভাবের মূর্তি মঞ্জরী । “প্রেমের বিশদ অর্থ ভালবাসা, সেই ভালবাসার অভ্যর্থনা-বিশেষের নাম ভাব ।

যেমন এক ব্যক্তিকে তাহার মা ভাল বাসে, পত্নী ভালবাসে এবং ভগিনী ভালবাসে ; ঐ তিন জনের ভালবাসা একই প্রকার ; কিন্তু ভাব ভিন্ন ভিন্ন । ভগবানের প্রতি ভক্তের প্রেম ও ভাবের বিভিন্নতাও সেইরূপ । ইহাই প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত ভক্তি-শাস্ত্রে সখী ও মঞ্জরীর বিভাগ । যাঁহারা ছান্দোগ্য উপনিষদের পঞ্চম প্রপাঠক এবং ভগবতুপনিষদের অষ্টমাধ্যায়স্থ চতুর্বিংশ ও পঞ্চবিংশ শ্লোক পাঠ করিয়াছেন এবং বুঝিয়াছেন, তাঁহারা কৃষ্ণলাভের সোপান-স্বরূপ সখী হইতে সখ্যস্তুর বা ভাব হইতে ভাবান্তর-প্রাপ্তি অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন । উপনিষদে এবং ভগবদগীতায় যে, অর্চিরাদি আতিবাহিকী দেবতার কথা আছে, ভক্তিশাস্ত্রে সখী ও মঞ্জরীর কথা ঠিক সেইরূপ । সেখানে যেমন এক এক দেবতার সাহায্যে দেবতান্তরে যাওয়া, এখানে সেইরূপ এক এক ভাবের সাহায্যে ভাবান্তরে যাওয়া । তথাপি গোপী-দিগের যে, রূপ নাই এমন নহে ; যাঁহারা ভাবের রূপ ভাবনা করিতে পারেন, তাঁহারাই গোপীর রূপ ধারণা করিতে সমর্থ । বরং নিরাকার ব্রহ্মের ধারণা কথঞ্চিৎ সাধ্য, কিন্তু আনন্দের ও ভাবের রূপ ধারণা করা বড়ই দুঃসাধ্য ॥ (সে বড় শক্ত ঠাই, গুরুশিষ্যে দেখা নাই) ॥ ৭

সর্বাস্তাঃ কেশবালোকপরমোৎসবনির্বৃতাঃ ।

জহ্বিরহজং তাপং প্রাজ্ঞং প্রাপ্য যথা জনাঃ ॥৮

অনুবাদঃ ।—কেশবালোকপরমোৎসবনির্বৃতাঃ (কেশবস্ত আলোকঃ
তেন যঃ পরমোৎসবঃ তেন নির্বৃতাঃ কৃষ্ণদর্শনানন্দতৃপ্তাঃ) সর্বাঃ তাঃ
(গোপাঃ) জনাঃ (জীবাঃ) প্রাজ্ঞং (সুযুক্তিসাক্ষিণং) প্রাপ্য যথা [তথা]
বিরহজং (কৃষ্ণদর্শনসম্ভবং) তাপং (মনোব্যথাং) জহ্বঃ (তত্যাভূঃ) ॥৮

টীকা ।—প্রাজ্ঞম্ ঈশ্বরং প্রাপ্য যথা মুমুক্শবো জনাঃ । যথা, প্রাজ্ঞং
প্রাপ্য যথা সংসারিণঃ । যথা, প্রাজ্ঞং সৌযুগ্যং প্রাপ্য যথা বিশ্বতৈক্যসাবস্থা
জীবাঃ ॥৮

অনুবাদ ।—জীবগণ সুযুক্তি অবস্থায় প্রাজ্ঞ নামক চৈতন্য
প্রাপ্ত হইয়া যেমন সম্ভাপশূন্য হয়, গোপীগণ কৃষ্ণদর্শন-জনিত
পরমানন্দে পরিতৃপ্ত হইয়া সেইরূপ বিরহ-সম্ভাপ পরিত্যাগ
করিলেন ॥৮

তাৎপর্য্য ।—প্রাকৃত জীবের অবস্থা তিন প্রকার জাগ্রৎ,
শ্বপ্ন ও সুষুপ্তি । ঐ তিন অবস্থাতে দেহান্তর্গত চৈতন্য সমভাবেই
থাকে । যখন জীব জাগিয়া থাকে, যখন শ্বপ্ন দেখে এবং যখন
গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হয়, তখন জীবগত বুদ্ধিরই অবস্থান্তর হয়
এবং বুদ্ধির অধীন দেহ ও ইন্দ্রিয়গণের অবস্থান্তর হইয়া থাকে ;
কিন্তু জীব দেহাভিমানী ; এই নিমিত্ত উহা জীবেরই অবস্থান্তর
বলিয়া প্রতীয়মান হয় । যেমন নাট্যশালায় অভিনয়ের সময়ে, কেহ
নাচিতেছে, কেহ গাইতেছে, কেহ হাসিতেছে, কেহ কাঁদিতেছে
কেহ বা ঘুমাইতেছে, কিন্তু নাট্যশালাস্থ প্রদীপ বিভিন্নাবস্থাপন্ন

অভিনেতাদিগকে প্রকাশ করিয়া নিজে সমভাবেই প্রকাশিত থাকে, সেইরূপ দেহান্তর্গত চৈতন্য অহঙ্কার-সংবলিত দেহেন্দ্রিয়ের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা প্রকাশ করিয়া স্বয়ং সমভাবেই প্রকাশিত থাকে । সাধক-সুস্থ ৩ শাস্ত্রকারগণ উপাসকদিগের সুবিধার নিমিত্ত ঐ তিন অবস্থার অন্তর্গত একই প্রকার চৈতন্যের তিন প্রকার নাম করণ করিয়াছেন । জাগ্রদবস্থার সাক্ষিস্বরূপ চৈতন্যের নাম বিশ্ব, স্বপ্নাবস্থার সাক্ষিস্বরূপ চৈতন্যের নাম তৈজস এবং সুষুপ্তি অবস্থার সাক্ষিস্বরূপ চৈতন্যের নাম প্রাজ্ঞ । যাঁহারা শাস্ত্রলাভের জন্ত সাধনা করিবেন, তাঁহাদের এ বিষয় অবগত থাকা নিতান্ত আবশ্যক । যেমন দেহের অন্তর্গত শিরামাত্রেরই সাধারণ নাম শিরা, কিন্তু চিকিৎসা-শিক্ষা করিতে হইলে প্রত্যেক শিরার বিশেষ বিশেষ নাম জানিতেই হইবে, সেইরূপ সকল অবস্থার চৈতন্যের সাধারণ নাম চৈতন্য হইলেও সাধকদিগকে বিশেষ বিশেষ অবস্থাতে চৈতন্যের বিশেষ বিশেষ নাম জানিতেই হইবে ।

জাগ্রদবস্থায় জীব, স্থূল দেহ ও হস্তপদাদি স্থূল কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম করে এবং কর্ণ-নেত্রাদি স্থূল জ্ঞানেন্দ্রিয়দ্বারা শব্দরূপাদি স্থূল বিষয় ভোগ করিয়া তাৎকালিক আনন্দলাভ করে, আবার অভিলষিত বিষয়াভাবে দুঃখিত হয় । বিশ্বনামক চৈতন্য জাগ্রদবস্থার সাক্ষী । স্বপ্নাবস্থায় স্থূল দেহ ও স্থূল ইন্দ্রিয় নিশ্চেষ্ট থাকে, তখন জীব সূক্ষ্মদেহে সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়দ্বারা সংস্কার-কল্পিত কার্য্য করে এবং সংস্কার-কল্পিত বিষয় ভোগ করিয়া ক্ষণিক আনন্দ অনুভব করিয়া থাকে, তদভাবে দুঃখিতও হয় । ঐ অবস্থায় তৈজস-নামক

চৈতন্য সমভাবেই সাক্ষিস্বরূপে প্রকাশমান থাকে। সুষুপ্তি-
অবস্থায় স্থূল সূক্ষ্ম উত্তীর্ণবিধ ইন্দ্রিয়ই বিলীন হইয়া যায় ; এমন
কি, মন-বুদ্ধিরও বৃত্তি বিলুপ্ত হইয়া থাকে। মথো বিক্ষেপ-
স্বভাব মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের ব্যবধান না থাকায়, জীব তখন
সুষুপ্তিসাক্ষী প্রাজ্ঞের সহিত মিলিত হইয়া, অবাধ শাস্তিসুখ অনু-
ভব করে। সুষুপ্তি-অবস্থায় কোনও দুঃখের অনুভূতি থাকে না ;
ইহা সর্বজন-বিদিত, আর নিঃশূল শাস্তিসুখের আনন্দান থাকে,
ইহা শাস্ত্র-সম্মত এবং সুধীগণের অনুমিত। যন্নি দেহাস্তুর্যামৌ
প্রাজ্ঞানামক চৈতন্য প্রাপ্ত হইলে জীবের পরম শাস্তিলাভ হয়,
তবে যিনি প্রাজ্ঞচৈতন্যের মূলস্বরূপ, তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে কিরূপ
আনন্দ হইয়া থাকে, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাत्रেই বুঝিতে পারেন।

গোপীগণ গৃহ ভুলিয়াছিলেন, দেহ ভুলিয়াছিলেন এবং
তাঁহাদের বাহ্য বিষয়ে ইহা যের আসক্তি ছিল না ; সুতরাং প্রথমে
অন্তরস্থ প্রাজ্ঞের সহিত মিলিত হইয়া প্রেমনেত্র উন্মোচনপূর্বক
বাহিরেও সবিগ্রহ প্রাজ্ঞের দর্শন পাইলেন ; অতএব তাঁহাদের
আনন্দ সুষুপ্ত জীবের আনন্দ অপেক্ষা শতগুণে অধিক,—তাঁহাদের
অন্তরে নিরাকার আনন্দের আনন্দান এবং বাহিরে সবিগ্রহ
আনন্দের দর্শন। পরঃ আনন্দময় মদনমোহন-রূপ-দর্শনে ভক্তের যে
আনন্দ হয়, তাহার অনুরূপ দৃষ্টান্ত নাই ; এজন্ত মহর্ষি নিরূপায়
হইয়া প্রাজ্ঞানন্দের সহিত দৃষ্টান্ত প্রদর্শনপূর্বক কৃষ্ণানন্দের
কেবল ইঙ্গিত মাত্র করিয়াছেন।

মহর্ষি বলিলেন,—“জহবিরহজং তাপম্” অর্থাৎ গোপীগণ

কৃষ্ণ-বিরহ-জন্ম সন্তাপ পরিত্যাগ করিলেন। এ কথা শুনিয়া আমাদের লাভ কি ? আর গোপীগণ কৃষ্ণবিরহে সন্তপ্ত হইলেই বা আমাদের ক্ষতি কি ? তাঁহারা কৃষ্ণ-দর্শন পাইয়া সন্তাপ ত্যাগ করিলেই বা আমাদের বৃদ্ধি কি ? ফলতঃ গোপী মরুক আর বাঁচুক, আমাদের তাহাতে কিছুই ক্ষতি বা বৃদ্ধি নাই। আমরা গোপীর কাছে যদি কিছু শিক্ষা পাই, তবেই তাহাদের অবস্থা আমাদের শুনিলার বিষয়। কিন্তু প্রাণিধান-পূর্বক বিবেচনা করিলে, গোপীদিগের অবস্থায় আমাদের চরম শিক্ষা রহিয়াছে। বস্তুতঃ গোপীর কৃষ্ণবিচ্ছেদ নাই, গোপী ভগবানের সহিত একাত্মা ; সুতরাং তাঁহাদের কৃষ্ণ বিরহ-জন্ম সন্তাপও নাই। গোপী সাধারণ মানবকে শিক্ষা দিতেছেন যে, আনন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইলেই জীবের চিরশান্তি।

বাস্তবিক, যদি আমরা কৃষ্ণ-স্বরূপ স্মরণ রাখিয়া ভাবিয়া দেখি, তবে বেশ বুঝিতে পারি ; আমরা আনন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনেই এত দুঃখ ভোগ করিতেছি। আমরা প্রতিদিন প্রাতঃকাল হইতে পুনরায় প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত এবং জন্মাবধি মরণ পর্য্যন্ত যে পরিমাণে অশান্তি অনুভব করি, তাহার শতাংশের একাংশও শান্তিসুখ প্রাপ্ত হই না। তাহার কারণ যে, কেবল কৃষ্ণ-বিরহ, সেইটিই আমরা বুঝিতে পারি না। আমরা দুঃখকেই সুখ ভাবিয়া বসিয়া আছি। বহু কাল বা বহুজন্ম সাংসারিক সন্তাপ সহ করিয়া সন্তাপ আমাদের অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে ; সুতরাং পরিত্রাণের চেষ্টাও নাই। যে ব্যক্তি কোন

অপরোধে বশতঃ এক বার মাত্র অতি অল্প দিন কারারুদ্ধ হইয়াছে, সে সর্বদাই বিষন্ন থাকে ; কিন্তু যে ব্যক্তি কারাগারে বহুদিন প্রবেশ করিয়াছে, তাহার কারাবন্ধনা অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে। দেখিতে পাই, সে বিনা বেতনে অনিচ্ছায় অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিতেছে ; ক্ষণকাল গুপ্ত বিরামে প্রাণান্তকর প্রহারও লাভ করিতেছে ; আবার অবসর মতে সম-বৃত্তি ভ্রাতৃগণের সহিত হাস্ত পরিহাসেও বিরত নহে। তাহার নিজ গৃহ ও নিজ জন স্মরণেই আইসে না। আমাদের অবস্থাও ঠিক সেইরূপ। আমরা বহু জন্ম সংসার-কারাগারের অসহ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া আসিতেছি ; আমাদের এ যন্ত্রণা অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে ; তাই অবিরাম যন্ত্রণার মধ্যেও আবার সময়ে সময়ে স্ত্রীপুত্র-নামক স্বকর্মভোগী কারাবাসী দিগের সহিত আমোদ-প্রমোদও করিয়া থাকি। আমরা নিজ ভবন ও নিঃস্বার্থ রক্ষকে ভুলিয়া গিয়াছি,—আনন্দময়কে হারাইয়াছি—তাই আমাদের এই দুর্দশা। যেদিন গোপীর স্নায় প্রাণের বন্ধুর নিমিত্ত রোদন করিতে পারিব, সেই দিন দেখিব, সম্মুখে মদন-মোহনরূপ,—সেই দিন আমাদের সকল সন্তাপ বিদূরিত হইবে ॥ ৮

তাভিবিধূতশোকাভিভগবান্চ্যাতো বৃতঃ ।

ব্যরোচতাধিকং তাত পুরুষঃ শক্তিভির্যথা ॥৯

অম্বস্বঃ ।—তাত (হে বৎস) ভগবান্ অচ্যুতঃ (সত্যস্বরূপঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) বিধূত-শোকাভিঃ (বিধূতঃ শোকঃ যাসাং তাঃ তাভিঃ অপগত-সন্তাপাভিঃ) তাভিঃ (গোপীভিঃ) বৃতঃ (পরিতো বেষ্টিতঃ সন্) পুরুষঃ (ঈশ্বরঃ) শক্তিভিঃ (ঐশ্বর্যাদিময়স্বরূপশক্তিভিঃ) যথা (যৎ রোচতে ইত্যর্থঃ তথা) অধিকং (নিরতিশয়ং) ব্যরোচত (শুভতে) ॥৯

টীকা ।—পুরুষঃ পরমাত্মা শক্তিভিঃ সত্যাদিভির্যথা । যদ্বা, উপাসকঃ পুরুষো জ্ঞানবলবীৰ্য্যাদিভিঃ । যদ্বা, পুরুষোহমুশাসী প্রকৃত্যাত্ম্যপাশিভি-বৃত্তো যথা বিরোচতে তৎ ॥৯

অনুবাদ ।—যেমন ঈশ্বর ঐশ্বর্যাদিময় নিজ স্বরূপ-শক্তি দ্বারা শোভিত হয়েন সেইরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শোকশূন্য গোপীগণে পরিবৃত্ত হইয়া নিরতিশয় শোভিত হইলেন ॥৯

তাৎপর্য্য ।—ব্রহ্ম সৎ, চিৎ ও আনন্দমাত্র; সূতরাৎ নির্বিশেষ । শোভার কথা দূরে থাকুক, নির্বিশেষ বস্তুর ধারণাই হয় না । সেই নির্বিশেষ পরব্রহ্মের ঘনীভূত, অপ্ৰাকৃত বিগ্রহ-বিশিষ্ট ও হলাদিনীপ্রভৃতি স্বরূপ-শক্তিগণে সমাপ্তিষ্ট যে প্রকাশ, তাহাই ভক্ত-সাধকের পরমানন্দ-দায়ক । সেরূপের তুলনা নাই । ভক্তগণকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণাবনে সেই অতুলনীয় অপ্ৰাকৃত আনন্দময় রূপেরই বিকাশ ॥ ৯

তাঃ সমাদায় কালিন্দ্যা নির্বিশ্য পুলিনং বিভুঃ ।

বিকসৎকুন্দমন্দারস্বরভ্যানিলঘটপদম্ ॥ ১০

শরচ্চন্দ্রাংশুসন্দোহধ্বস্তদোষাতমঃ শিবম্ ।

কৃষ্ণায়া হস্ততরলাচিতকোমলবালুকম্ ॥ ১১

অনুবাদঃ — বিভুঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) তাঃ (গোপীঃ) সমাদায় (নীত্বা)

বিকসৎ-কুন্দমন্দার-স্বরভ্যানিল-ঘটপদং শরচ্চন্দ্রাংশু-সন্দোহ-ধ্বস্ত-দোষাতমঃ
(শরচ্চন্দ্রাংশুনাং সন্দোহৈঃ ধ্বস্তম্ অপনীতং দোষায়াঃ রাত্রেঃ তমো যত্র
তৎ) কৃষ্ণায়াঃ (যমুনায়াঃ) হস্ত-তরলাচিত-কোমলবালুকং (হস্তরূপৈঃ
তরলৈঃ তরঙ্গৈঃ আচিতাঃ আভূতাঃ বালুকাঃ যস্মিন্ তৎ) শিবং (সুখদং)
কালিন্দ্যাঃ (যমুনায়াঃ) পুলিনং (তটবিশেষং) নির্বিশ্য (প্রবিষ্ট) [বভৌ-
ইতি শেষঃ] ॥ ১০ ॥ ১১

টীকা । — বিকসৎকুন্দমন্দারৈঃ স্বরভির্যোহনিলস্তম্রাং ঘটপদা যাম্
তৎ শরচ্চন্দ্রাংশুনাং সন্দোহৈঃ সমুদৈধ্বস্তং দোষাতমঃ রাত্রিগতং তমো যস্মিন্
তৎ । অতঃ শিবং সুখকরং কালিন্দ্যা হস্তরূপৈস্তরলৈস্তরঙ্গৈরাচিতা আভূতাঃ
কোমলা বালুকা যস্মিন্ তৎ । এবমুতং পুলিনং তাঃ সমাদায় নির্বিশ্য
তত্র তাভিবৃতো হৃষিকং ব্যমোচত ইতি পূর্বেণৈব সম্বন্ধঃ ॥ ১০

অনুবাদ । যমুনা পুলিনের যে স্থানে শরচ্চন্দ্রের সুবিল
আলোকে নৈশ তিমির বিদূরিত হইয়াছিল, যে স্থানের সুকোমল
বালুকাসকল যমুনার তরঙ্গরূপ হস্ত দ্বারা সমভাবে আভূত
হইয়াছিল, যে স্থানের প্রফুল্ল কুন্দ ও মন্দারপুষ্প বায়ু-সহকারে
সুগন্ধ বিস্তার করিতেছিল, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগকে সেই
পরম সুখকর স্থানে লইয়া গেলেন ॥ ১০ ॥ ১১

তদর্শনাহ্লাদবিধূতহৃদ্রজো, মনোরথাস্তং শ্রুতয়ো যথা যযুঃ ।
স্বৈরুত্তরীয়েঃ কুচকুক্ষুমাচিঠৈ, -রচীকুপমাসনমাত্মবন্ধবে ॥১২

অন্বয়ঃ ।—তদর্শনাহ্লাদ-বিধূত-হৃদ্রজঃ (তস্ত ভগবতঃ দর্শনে
ব আহ্লাদন্তেন বিধূতা অপগতা হৃদো হৃদরস্ত মনসঃ রুক্ সজ্জাপঃ বাসাং তাঃ
(গোপাঃ) শ্রুতয়ঃ যথা (বেদা ইব) মনোরথাস্তং (মনোরথঃ কামঃ তস্ত
অস্তং সমাপ্তিং) যযুঃ (প্রাপুঃ) আত্মবন্ধবে (স্বম্বহদে) কুচকুক্ষুমাচিঠৈঃ
(তনু-কুক্ষু-মনে রঞ্জিতৈঃ) স্বৈঃ (স্বকীয়ৈঃ) উত্তরীয়েঃ (উত্তরীঃ বস্ত্রৈঃ)
আসনম্ অচীকুপন্ (রচয়ামাসুঃ ॥ ১২

টীকা ।—তাচ্চ মনোরথানামস্তং যযুঃ পূর্ণকামা বভূবুঃ শ্রুতয়ো যথৈ-
তত্তমর্থঃ । যথা কর্মকাণ্ডে শ্রুতয়ঃ পরমেশ্বরমপশ্যন্ত্যন্তত্ত্বং কামাত্মবন্ধৈরপূর্ণা
ইব ভবন্তি । জ্ঞানকাণ্ডেতু পরমেশ্বং দৃষ্ট্বা তদাহ্লাদপূর্ণাঃ কামাত্মবন্ধং
জহতি তদ্বৎ । আপ্তকামা অপি প্রেম্না তমভজারিত্যাহ স্বৈরিতি ।
অচীকুপন্ রচয়ামাসুঃ । আত্মবন্ধবে অন্তর্ধামিণে ॥ ১২

অনুবাদ ।—কৃষ্ণ-দর্শনজন্তু আনন্দে গোপীদিগের মনস্তাপ
দূর হইল ; শ্রুতির দ্বারা তাঁহাদের মনোরথ শাস্তি লাভ করিল ।
তাঁহারা আত্মবন্ধুর উপবেশনের জন্য নিজ নিজ উত্তরীয় দ্বারা
আসন নির্মাণ করিয়া দিলেন ॥ ১২

তাৎপর্য্য ।—বেদ জীবের হৃদয়েই আছে । সমস্ত জীবের
সমষ্টিই ব্রহ্মা ; অতএব ব্রহ্মা হইতে যখন বেদের উৎপত্তি
হইয়াছে, তখন ব্রহ্মাংশ জীবের হৃদয়ে বেদ অবশ্যই থাকিবে ।
যখন কোনো মনুষ্য আপনাকে সমষ্টিরূপে ধারণা করিতে পারিবে,
তখন তাহার হৃদয়ে সমস্ত বেদ ঈশ্বরপ্রসাদে আপনা আপনিই

উদিত হইবে । এখনো আমরা এই অবস্থাতেই ক্ষুদ্র হইয়াও যদি ক্ষণকালের জ্ঞান, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ, শত্রু ও মিত্র, ভাল ও মন্দ প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাব ভুলিয়া অন্তঃকরণকে অন্তর্মুখ করিতে পারি, তখনই দেখিব, আমাদের হৃদয়ে সমস্ত বেদ চিদাকরে লিখিত রহিয়াছে । তখন মনের সম্ভাপ ও শাস্তির হেতু আপনা আপনিই বুঝিতে পারিব । বেদ শব্দময়, শব্দই বেদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ; অতএব যে পর্য্যন্ত শব্দের সামর্থ্য, সেই পর্য্যন্তই বেদের অস্তিত্ব ; যেখানে শব্দ চলেনা, সেই খানে বেদের নিবৃত্তি । আমরাও যতক্ষণ শব্দ লইয়া বিচার বিতণ্ডা করিব, ততক্ষণ নিবৃত্তি পাইব না ; নানার্থ-বাচক শব্দ ছাড়িলেই নিবৃত্তি পাইব । ইহা আমরা ক্ষণকালের জ্ঞানও প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে পারি । ভগবান্ বলিয়াছেন,—“যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধিবিঘ্নিতরিষাতি । তদা গন্তাসি নির্বেদঃ শ্রোতব্যস্ত শ্রুতশ্চ ॥” অর্থাৎ যখন তোমার বুদ্ধি নানান্দ্রম অতিক্রম করিবে, তখন তোমার শ্রুত ও শ্রোতব্য বিষয়ে নির্বেদ উপস্থিত হইবে ।

শুকদেব বলিলেন, গোপীগণ কৃষ্ণদর্শনে শ্রুতির স্থায় অর্থাৎ বেদের স্থায় মনোরথের অর্থাৎ কামরূপ মনশ্চাক্ষুণ্যের পরপার প্রাপ্ত হইলেন,—তাহারা সম্পূর্ণ নিবৃত্তি পাইলেন । বেদ কর্ম-কাণ্ডে ইন্দ্রাদি-শব্দ-বাচ্য নানা দেবতার রূপ বর্ণন করিলেন, যাগ যজ্ঞাদি নানা প্রকার ক্রিয়া-কলাপের ব্যবস্থা দিলেন এবং সেই ক্রিয়া-কলাপের নানা প্রকার মনোলোভন ফলেরও পরিচয় দিলেন ; কিন্তু নিবৃত্ত হইতে পারিলেন না ; —বেদের আকাঙ্ক্ষা

মিটিল না। পরে জ্ঞানকাণ্ডে “অভিন্নিরাস” করিয়া অর্থাৎ শব্দবাচ্য সমস্ত প্রাকৃত পদার্থের ও সমস্ত ক্রিয়া-কলাপের নিষেধ করিয়া, চরম লক্ষ্য “অশব্দ” পদার্থের সমর্থনপূর্বক নিবৃত্ত হইলেন। ব্রজ-গোপীগণও কাত্যায়নী পূজা করিয়া এবং কায়িক কৰ্ম্ম দ্বারা সমস্ত বৃন্দাবন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিয়াও প্রাপ্তব্য পাইলেন না,—নিবৃত্ত হইতেও পারিলেন না। পরিশেষে কায়ক্রিয়ায় অনাদরপূর্বক সমস্ত জগৎ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া, পরমাত্মার জগৎ ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন এবং তখনই দেখিলেন, বেদের লক্ষ্য অশব্দ, পদার্থ মুর্ত্তিমান্ হইয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান। শ্রুতি অভিন্নিরাস দ্বারা যে বস্তুকে নির্দেশ করিয়া নিবৃত্তি পাইলেন : গোপী সেই বস্তু স্বচক্ষুতে দর্শন করিলেন ; স্তুতরাং গোপীর আকাজক্ষা মিটিয়া গেল; গোপী ব্রহ্মনির্দেশিনী শ্রুতির গায় পরম নিবৃত্তি প্রাপ্ত হইলেন। শ্রুতি অশব্দ পরব্রহ্ম লক্ষ্য করিয়া আর শব্দ যোগাইতে পারিলেন না ;—স্তুতরাং নিবৃত্ত হইলেন। গোপীর মনোরথ, বেদশ্রুতিপাণ্ড পবত্রক্ষের আশ্বাদন পাইয়া চরিতার্থ হইয়া গেল।

আমরা ব্রহ্ম বুঝি নাই, তাই শব্দদ্বারা অপরকে ব্রহ্ম বুঝাইতে যাই এবং শব্দদ্বারা বিভিন্ন মতের খণ্ডন করিয়া নিজমত সমর্থন করিতে কটিবন্ধন করি ; কিন্তু ইহা স্থির, যেখানে শব্দের নিবৃত্তি, সেইখানেই ব্রহ্মজ্ঞান এবং যেখানে ব্রহ্মজ্ঞান সেইখানেই মনো-রথের নিবৃত্তি। ইহাই এই শ্লোকের তাৎপর্য এবং ইহাই বেদের চরম অভিপ্রায়।

শুকদেব বলিলেন, গোপীগণ মনোরথের অন্ত প্রাপ্ত হইলেন ;

আবার বলিতেছেন, “আত্মবন্ধুর উপবেশনের জন্য আসন রচনা করিলেন ।” মনোরথের সমাপ্তি হইলে আবার ক্রিয়া কেন ?— আবার সেবা কেন ? প্রেমের স্বভাবই এইরূপ । প্রেম ত নিজের প্রয়োজন বুঝে না । প্রেম সেবা না করিয়া থাকিতে পারে না ;—প্রয়োজন না থাকিলেও সেবা না করিয়া থাকিতে পারে না । শ্রুতিও বলিয়াছেন,—“মুক্ত পুরুষেরাও স্বেচ্ছায় বিগ্রহ-ধারণ-পূর্বক ভগবানের সেবা করিয়া থাকেন ” ইহা জ্ঞানী ও যোগীর অনুমোদিত না হইলেও প্রেমিকের সম্পূর্ণ স্বাভাবিক । কারণ সেবাই প্রেমের স্বভাব । আত্মমর্যাদা, আত্মস্থ অঙ্ক-সেবার দিকে প্রেমের লক্ষ্যই থাকে না । প্রেম-পাত্রের সেবা করিয়াই প্রেম পরিতুষ্ট । কামনামক সাংসারিক মলিন প্রেমেও ইহার আভাস পাওয়া যায় ; জননীর কাছে পাওয়া যায়, পতিরতা পত্নীর কাছে পাওয়া যায় এবং অকণ্ট বন্ধুর কাছেও পাওয়া যায় । অতএব প্রেমিক ভক্তের যে, ভগবৎসেবা স্বাভাবিক, ইহা বলাই বাহুল্য । সেবার জন্য ভক্তের ব্যাকুলতা দেখিয়াই ত ভগবান বিগ্রহ ধারণ করিয়া স্বয়ং সেবাগ্রহণ-পূর্বক ভক্তের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া থাকেন । বাহুরা সাক্ষাৎ ভগবদ্দর্শন না পায়, তাহারা ভগবৎ-প্রতিমার সেবা করিয়াও কথঞ্চিৎ শান্তিলাভ করে ॥ ১২

তদ্রোপবিষ্টো ভগবান্ স ঈশ্বরো

যোগেশ্বরাস্তুহঁদি কল্পিতাসনঃ ।

চকাশ গোপীপরিষদাতোহর্চিত-

ত্রৈলোক্যালক্ষ্যেকপদং বপুর্দধৎ ॥ ১৩

অম্বস্তঃ ।—যোগেশ্বরাস্তুহঁদি-কল্পিতাসনঃ (যোগেশ্বরৈঃ সিদ্ধসমা-
ধিতঃ অস্তুহঁদি একাগ্রচিত্তে কল্পিতং রচিতম্ আসনং যন্ত সঃ)
ঃ ঈশ্বরঃ (সর্বাস্তুর্ধ্যামী) ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণঃ) তত্র (গোপী-কল্পিতে
মাসনে) উপবিষ্টঃ (আসীনঃ) গোপীপরিষদগতং (গোপীনাং পরিষৎ
ভা তস্যাং গতঃ) অর্চিতঃ (সম্মানিতঃ সন্) ত্রৈলোক্যালক্ষ্যেকপদং
ত্রৈলোকে ত্রিভুবনে যাঃ লক্ষ্ম্যঃ সৌন্দর্য্যাণি তাসাম্ একম্ অসাধারণং
পদম্ আঙ্গাদবরূপম্) বপুঃ (শ্রীবিগ্রহং) দধৎ (ধারয়ন্) চকাশ
শুভে ॥ ১৩

টীকা ।—গোপীসভাগতস্তাভিঃ অর্চিতঃ সম্মানিতঃ সন্ চকাশ শুভে ।
ত্রৈলোকে যা লক্ষ্মীঃ শোভা তস্যাঃ একমেব পদং স্থানং তৎ বপুর্দধৎ
দর্শয়ন্ ॥ ১৩

অনুবাদ ।—সমাধিসিদ্ধ যৌগগণ আপন আপন হুৎপদ্যে
বাহার আসন কল্পনা করিয়া থাকেন, সেই সর্বাস্তুর্ধ্যামী ভগবান্
শ্রীকৃষ্ণ গোপীসভামধ্যে তাঁহাদের উত্তরীয়াসনে উপবিষ্ট ও
সম্মানিত হইয়া ত্রিভুবনস্থ সমস্ত সৌন্দর্য্যের অসাধারণ আঙ্গাদ-
বরূপ রূপ ধারণপূর্বক শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ১৩ ॥

তাৎপর্য্য ।—শুকদেব বলিলেন,—যিনি যোগীর হৃদয়াসনে
উপবেশন করিয়া থাকেন, তিনি গোপীর উত্তরীয়াসনে উপবেশন-

পূর্বক ত্রিভুবনের সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। বাস্তবিকই যোগীর হৃদয়াসনে ভগবানের একশো শোভা হয় না। শোভা দুই প্রকার,—বাহ্য শোভা ও অন্তঃশোভা। বাহ্যশোভা রূপে, অন্তঃশোভা গুণে। যাহাদের কেবল বহির্দৃষ্টি, তাহারা দৈহিকরূপ, অলঙ্কার ও বেশভূষার চাকচিক্য দেখিয়া প্রশংসা করে, কিন্তু যাহাদের অন্তর্দৃষ্টি আছে, তাহারা দয়া দাক্ষিণ্যাদিগুণেই মুগ্ধ হন। একজন প্রভূত-বিভবশালা নরপতি আপন সমকক্ষ নরপতির নিমন্ত্ৰণে তাঁহার সমলঙ্কৃত সৌখ্যে গমনপূর্বক স্বযোগ্য স্বর্গাসনে উপবেশন করিলে, বাহ্য শোভা হয়; কিন্তু তাহাতে অন্তঃশোভার পরিচয় পাওয়া যায় না। সেই বিভবশালী নরপতি যদি এক দরিত্রের সম্বন্ধ আহ্বানে তাহার পর্ণকূটীরে গমনপূর্বক তদন্ত তৃণাসনে উপবেশন করেন, তবেই তাঁহার শোভা,—তবেই তাঁহার সমুদয় ভাবের সুসময় দিগন্ত উদ্ভাসিত হইয়া যায়। শুদ্ধ ও বুদ্ধস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যোগীর সমাধিধোত স্বযোগ্য বিশুদ্ধ হৃদয়াসনে অন্তর্ধ্যামিক্রমে উপবেশন করেন, ইহাতে তাঁহার তাদৃশ শোভা হয় না; ইহা ত স্বাভাবিক, ইহাতে দেখিবার বা শুনিবার কিছুই নাই। যখন তিনি সর্ব-ত্যাগিনী বনবাসিনী গোপকামিনীদিগের সাক্ষরূপে আহ্বানে ষমুনা-পুলিনে উপস্থিত হইয়া, তাহাদের ব্যবহৃত পুরাতন উত্তরীয়াসনে সবিগ্রহে উপবেশন করিলেন, তখনই তাঁহার “দীনবন্ধু” নাম উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল,—তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত “সমোহং সর্ব-ভূতেষু”র পরিচয় পাওয়া গেল,—তখনই তাঁহার নিজ বাক্যের,—

“যে যথা মাং প্রপত্ত্বন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্” এই বাক্যের সার্থকতা সম্পাদিত হইল,—তখনই তাঁহার “দয়াময়” নামের জয়ডঙ্কা বাজিয়া উঠিল । সে শোভায় কেবল যমুনা-পুলিন নয়,—কেবল শ্রীবৃন্দাবন নয়,—কেবল ভারতবর্ষ নয়,—সে শোভায় ত্রিভুবন আলোকিত হইয়া গেল । অদ্যাপি ভক্তগণ সেই আলোকের সাহায্যে সাধন-মार्গের দিগ্‌নির্ণয় করিতেছে । যদি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রাজা দুৰ্য্যো-
নের সগুর্ন্ব নিমন্ত্রণে স্বর্ণপাত্রস্থ নানাবিধ সুসাদু রাজভক্ষ্য ভোজন করিতেন, তবে এত দিনে সে কথা কাছুরও স্মৃতিপথেই থাকিত ॥ ; কিন্তু সুদীন বিদুরের খুদ তাঁহাকে চিরকালের জন্য দীপ্য-
ন করিয়া রাখিয়াছে । অতএব সারজ্ঞ শুকদেব ঠিকই বলিয়া-
ছেন,—“যিনি যোগীর হৃদয়াসনে উপবেশন করেন, তিনি গোপ-
রীর উত্তরীয়াসনে উপবিষ্ট হইয়া সুশোভিত হইলেন ।”
।। আমাদের পাষণ-হৃদয়ও শিহরিয়া উঠিল ; ব্রজবালার বসনাসীন
মুনাপুলিনস্থ পরমেশ্বরকে আবার প্রণাম করি ।

“হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধো দীনবন্ধো জগৎপতে ।

গোপেশ গোপিকাকান্ত রাধাকান্ত নমোহস্তুতে” ॥ ১৩

সভাজয়িত্বা তমনঙ্গদীপনং

সহাস-লীলেক্ষণ-বিভ্রমভ্রবা ।

সংস্পর্শনেনাঙ্ককৃতাজ্জি হস্তয়োঃ

সংস্তুত্বা ঈষৎকুপিতা বভাষিরে ॥ ১৪

অনুবাদঃ ।—ঈষৎকুপিতাঃ (অসমাগুরুষ্টাঃ) [গোপ্যঃ] অনঙ্গদীপনং (কামবর্দ্ধনং) তং (শ্রীকৃষ্ণং) সহাস-লীলেক্ষণ-বিভ্রমভ্রবা অঙ্ককৃতাজ্জি-হস্তয়োঃ (অঙ্কে ক্রোড়ে কৃতৌ ধৃতৌ অজ্জিহস্তৌ পদকরৌ তয়োঃ) সংস্পর্শনেন (সম্মর্দনেন চ) সভাজয়িত্বা (সম্মাঞ্জ) সংস্তুত্বা (স্তুত্বা চ) বভাষিরে (উচুঃ) ॥ ১৪

টীকা ।—সহাসলীলেক্ষণেন বিভ্রমো বিলাসো বস্যাং তস্মা ভ্রবা উপ-লক্ষিতাঃ । সংস্পর্শনেন সম্মর্দনেন ॥ ১৪

অনুবাদ ।—গোপীগণ ভগবানের অপ্রিয়াচরণে ঈষৎ কুপিত হইয়াছিলেন এবং সহসা দর্শনদানে আনন্দিতও হইয়া ছিলেন ; এই নিমিত্ত সন্মিতমুখে ভ্রুকুটিকুটিল দৃষ্টিপাত দ্বারা প্রণয়-কোপের ভাব এবং অঙ্কে স্থাপিত হস্তপদের সম্মর্দন দ্বারা সন্তোষের ভাব প্রদর্শনপূর্বক সেই কামোদ্দীপক শ্রীকৃষ্ণকে এই-রূপ বলিলেন ॥ ১৪

তাৎপর্য্য ।—উপরে পরিহাস-প্রচ্ছন্ন প্রণয়ী নায়কের দর্শনে অভিমানিনী প্রণয়িনী স্বভাব বর্ণন, আর অন্তরে, চিরকালিঙ্কিত ভগবদর্শনে উচ্চতম প্রেমিকের উচ্চতম ভাব প্রদর্শিত হইয়াছে ॥ ১৪

শ্রীগোপ্য উচুঃ ॥

ভজতোহনু ভজন্ত্যেক এক এতদ্বিপর্যায়ম্ ।

নোভয়াংশচ ভজন্ত্যন্য এতমো ক্রহি সাধু ভোঃ ॥ ১৫

অবহাঃ ।—ভোঃ (হে কৃষ্ণ) একে (কেচিৎ জনাঃ) ভজতঃ (সেবমানান্ জনান্) অনু (অনুক্রপং) ভজন্তি (সেবন্তে) ; একে (কেচিৎ) এতদ্বিপর্যায়ং (এতদ্বিপর্যায়ং যথা স্যাত্তথা) [ভজন্তি] ; অন্যে চ (কেচিচ্চ) উভয়ান্ (ভজতঃ অভজতশ্চ) ন ভজন্তি (ন সেবন্তে) ; এতৎ (আচরণত্রয়ং) নঃ (অস্তভ্যাং) সাধু (সুস্পষ্টং যথা স্যাত্তথা) ক্রহি ব্যাখ্যাহি ॥ ১৫

টীকা ।—তত্র ভগবতোহনুভজতাং তদ্বচনেনৈবোপপাদয়িতুকামা তু ভিপ্রায়া লোকবৃত্তান্তমিব পৃচ্ছন্তি ভজত ইতি । ভজতঃ প্রাণিনঃ অনু মনস্তরং কেচিদ্ধজনানুসংগেণ ভজন্তি, কেচিদেতদ্বিপর্যায়ং যথা ভবতি ষো তদ্বজনানপেক্ষম্ অভজতোহপি ভজন্তি অগ্রেতু নোভয়ানিতি ॥ ১৫

অনুবাদ ।—গোপীগণ বলিলেন,—কৃষ্ণ ! সংসারে এক-প্রকার কতকগুলি লোক আছে, তাহারা ভজনা করিলে ভজনা করে অর্থাৎ ভাল বাসিলে ভাল বাসে ; কেহ কেহ না ভজিলেও ভজনা করে ; আবার কেহ কেহ ভজিলেও ভজে না, না ভজিলেও ভজে না ; তুমি এই বিষয়টি আমাদেরকে বিশদভাবে বুঝাইয়া যাও অর্থাৎ ইহাদের মধ্যে তুমি কোন্ শ্রেণীর লোক, তাহা বলিয়া দাও ॥ ১৫

তাৎপর্য্য ।—বাহিরে পরিহাসময়ী চতুরতায় শ্রীকৃষ্ণের নৈজমুখ দিয়াই তাঁহার অসদব্যবহারের কথা বাহির করিবার

ইচ্ছা ; এবং অন্তরে ভগবান্ কেন ভক্তের নিকট আত্মগোপন করেন এবং কেনই বা কাহারো কাহারো নিকট প্রকট হইয়া চিরবিরাজিত থাকেন, ইহা তাঁহারই শ্রীমুখ হইতে জগতে প্রচারিত করিবার বাসনা । ইহাতে যেমন চাতুরী, তেমনি মাধুরী ।

ভগবান্ অন্তর্হিত হওয়ায় কৃষ্ণপ্রাণা গোপী অত্যধিক অভিমানে অন্তর্দগ্ধ, নিদারুণ দুঃখে সন্তপ্ত ও প্রণয়কোপে অধীর হইয়াছিলেন । কৃপাময় ভগবান্ পুনর্ব্বার আপনা আপনি আবির্ভূত হওয়ায় তাঁহাদের দারুণ দুঃখ বিদূরিত হইয়াছে ; তাঁহাদের আনন্দের সীমা নাই । সম্মুখে সচ্চিদানন্দ মদনমোহন-রূপ দর্শনে তাঁহাদের অসীম আনন্দ হইলেও অভিমান ও ক্রোধের ভাব এখনও হৃদয়ে অক্ষুটরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে । অতএব কঠিনপ্রাণ ভগবান্কে দুই কথা শুনাইয়া না দিলে, তাঁহাদের হৃদয় স্থির হইতে পারিতেছে না । প্রণয়াভিমানে এরূপ হইয়াই থাকে । প্রাকৃত-প্রণয়ে যে এরূপ হয়, তাহা সকলেই জানেন এবং আমরাও জানি ; কিন্তু অপ্রাকৃত ভগবৎপ্রেমে এরূপ অভিলাষ হইতে পারে কিনা, তাহা আমরা অবগত নহি । ভগবানের উপর যাঁহাদের অকপট 'প্রেম জন্মিয়াছে, যাঁহারা প্রেমভরে ভগবান্কে আপনার বলিতে পারিয়াছেন, ভগবানের নিকট যাঁহাদের ভয় বা সঙ্কোচের গন্ধমাত্রও নাই, তাঁহারাই ইহার মঞ্চ বুঝিবেন ॥ ১৩

শ্রীভগবান্মুবাচ ॥

মিথো ভজন্তি যে সখ্যঃ স্বার্থেকান্তোত্তমা হি তে ।

ন তত্র সৌহৃদং ধর্ম্যঃ স্বাত্মানং তদ্ধি নান্বথা ॥ ১৬

অনুব্রূহঃ ।—সখ্যঃ (হে সহচর্য্যঃ) যে (জনাঃ) মিথঃ (পরস্পরং) ভজন্তি (সেবন্তে) স্বার্থেকান্তোত্তমাঃ (স্বপ্রয়োজনৈকচেষ্টিতাঃ) তে (জনাঃ) হি (নিশ্চিতং) স্বাত্মানং (স্বমেব) [ভজন্তি] তং (মিথো ভজনং) অন্বথা ন (স্বার্থাভিলাষব্যতিরেকেণ ন) [ভবতি] ; তত্র (মিথোভজনে) সৌহৃদং (নিঃস্বার্থামুরাগঃ) ধর্ম্যঃ [চ] ন (নাস্তি) ॥ ১৬

টীকা ।—বিদিতাভিপ্রায় উত্তরমাহ মিথ ইতি । হে সখ্যঃ উপকার-প্রতুপকারতয়া যে মিথো ভজন্তি তে অন্যং ন ভজন্তি, কিন্তু আত্মানমেব, কুতঃ হি সখ্যং স্বার্থ এবেকান্ত উদ্যমো যেবাং তে, তত্রচ ন সৌহৃদম্ অতো ন স্বং নচ ধর্ম্যঃ দৃষ্টোদ্দেশাদেগামহিষাদিভজনবদিতার্থঃ ॥ ১৬

অনুবাদ ।—ভগবান্ উত্তর করিলেন,—সখীগণ ! যাহারা পরস্পর ভজনা করে অর্থাৎ ভালবাসিলে ভালবাসে ; তাহাদের আচরণ কেবল স্বার্থের জন্ম ; অতএব তাহারা আপনাকেই আপনি ভজনা করে অর্থাৎ আপনাকেই আপনি ভালবাসে, সে ভজনায় সৌহার্দ নাই,—ধর্ম্যও নাই । কারণ, সে ভজন স্বার্থ ব্যতিরিক্ত নয় ॥ ১৬

তাৎপর্য্য ।—ভগবানের প্রতি গোপীদিগের প্রশ্ন তিনভাগে বিভক্ত ; (১) ভজিলে ভজে, (২) না ভজিলেও ভজে (৩) ভজিলেও ভজেনা, না ভজিলেও ভজেনা ; ইহাদের মধ্যে তুমি কোন্ প্রকৃতির লোক । ভগবান্ ক্রমানুসারে প্রথম প্রশ্নের উত্তর করিতেছেন ।

পরমাশ্রয় স্বরূপ সচ্চিদানন্দ-মূর্তি ভগবান্‌ই শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তি-শাস্ত্রের বাচ্য ও প্রতিপাদ্য । সেই ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হইতে হইলে, অকপট ধর্ম্ম অর্থাৎ অহৈতুকী ভক্তির প্রয়োজন । ইহা ভাগবতের প্রথমস্কন্ধস্থ প্রথমাধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে উক্ত হইয়াছে । দ্বিতীয় শ্লোকে বলিয়াছেন—“ধর্ম্মঃ প্রোঙ্খিতকৈতবো-
হত্র পরমো নিশ্চ্যুৎসরাণাং সতাং, বেদাং বাস্তুবমত্র বস্তু শিবদং
তাপত্রয়োন্মূলনম্ । শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিরূতে কিংবা পরৈরীশ্বরং,
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেহত্র কৃতিভিঃ শুশ্রুষুভিস্তৎক্ষণাৎ ॥”

অর্থাৎ মহামুনি বেদব্যাস-বিরচিত এই শ্রীমদ্ভাগবতে নিশ্চ্যুৎসর
সজ্জনের সাধনোপযোগী অকপট পরম ধর্ম্ম নিরূপিত হইয়াছে
এবং ইহাতে জীবের অবশ্যবেদ্য ত্রিতাপনাশন মঙ্গলপ্রদ পরম
সত্য বস্তু প্রদর্শিত হইয়াছে । অতএব অহা শাস্ত্রের প্রয়োজন
নাই ; অনুরাগের সহিত এই শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিলেই
অবিলম্বে তৎক্ষণাৎ ভগবান্‌কে হৃদয়ে ধারণ করা যায় । যে
ধর্ম্মের মূলে লৌকিক ফলাকাঙ্ক্ষা আছে, তাহা সর্কৈতব অর্থাৎ
কপট ধর্ম্ম,—তাহা ধর্ম্মই নহে । সেই নিমিত্ত ভগবান্‌ বলিতেছেন,
—যাহারা পরস্পর ভজনা করে অর্থাৎ ভজনা করিলে ভজনা করে,
উপকার করিলে উপকার করে, ভাল বাসিলে ভালবাসে, তাহাতে
সৌহার্দ্য নাই,—ধর্ম্মও নাই । সে ত ভজনের আদান প্রদান, উপ-
কারের বিনিময়, ভালবাসার ক্রয়-বিক্রয় । দেবোপাসনা কিংবা
ভগবদুপাসনাতেও যদি ফলাভিলাষ থাকে, তবে তাহা সকপট
উপাসনা,—তাহা উপাসনাই নয় । যে ধনপুত্রের কামনা ঈশ্বরের

উপাসনা করে, কিংবা স্বর্গকামনায় উপাসনা করে, সে উপাসনার ভিত্তিই ধনপুত্র,—লক্ষ্যই ধনপুত্র, ঈশ্বর তাহা লক্ষ্য করেন। সে উপাসনায় যদি ভক্তি থাকে, তবে সে ধনপুত্রাদির প্রতি,—দেবতা বা ঈশ্বরের প্রতি নহে। সে উপাসনাও ক্রেতা ও বিক্রেতার ক্রয়-বিক্রয় মাত্র। যেমন বস্ত্রাদি-বিক্রেতা রজত মুদ্রা লইয়া বস্ত্রাদি বিক্রয় করে এবং ক্রেতা বস্ত্রাদির বিনিময়ে রজত মুদ্রা না পাইলে বস্ত্রাদি প্রদান করে না এবং ক্রেতাও বস্ত্রাদি না পাইলে মুদ্রা প্রদান করে না ; সেইরূপ দেবতা ধনপুত্রাদি দিবেন, তবে মনুষ্য তাঁহার অর্চনা করিবে এবং মনুষ্য অর্চনা করিবে, তবে দেবতা ধনপুত্রাদি দিবেন ; ইহা ত পরিষ্কার ক্রয়-বিক্রয়। এরূপ ভজনের ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নাই। কৃষ্ণ-ভজনে আদান প্রদান নাই,—নেনা দেনা নাই।

আমরা প্রচলিত দেবদেবীর প্রতিমায় দেখিতে পাই, কেহ বর দিতেছেন, কেহ অভয় দিতেছেন, কেহ বা শত্রু বিনাশ করিতেছেন ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণমূর্তিতে সে সকল নাই ; আনন্দময় শ্রীকৃষ্ণ ত্রিভুজ-ভজিতে দাঁড়াইয়া, কেবল মোহিনী মুরলীতে গান করিতেছেন ! অকপটে তাঁহাকে ভজন করিলেই তাঁহাকে পাইবে, তদ্বিন্ন আর কিছুতেই পাইবে না ;—অন্য কোনো প্রকার কামনা থাকিলে, তাঁহাকে পাইবে না। ক্ষয়-স্বভাব নশ্বর পদার্থে অক্ষয় অনশ্বর আনন্দ নাই ; নশ্বর পদার্থের সহিত আন্তরিক সম্বন্ধ ত্যাগ করিলেই নিত্যানন্দ, ইহা তত্ত্বদর্শী

ব্যক্তি মাত্রেই জানেন, ইহাও সেই কথা । যেখানে অশ্রু কামনা আছে, সেখানে কৃষ্ণ নাই ; যেখানে অশ্রু কামনা নাই, সেইখানেই নিত্যানন্দ মূর্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ । যাহারা ভজিলে ভজে, উপকার করিলে উপকার করে, ভাল বাসিলে ভাল বাসে, তাহাদের মধ্যে ভগবান্ গণনীয় নহেন,—ইহাই ভগবনের অভিপ্রায় । কিন্তু আমরা শাস্ত্রে দেখিতে পাই, ভজনা না করিলে ভগবান্কে পাওয়া যায় না ; অতএব শাস্ত্রের অভিপ্রায়ে ভজনা করিলেই তিনি ভজনা অর্থাৎ কৃপা করেন । তিনি নিজ মুখেই বলিয়াছেন,—“যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তুধৈব ভজাম্যহম্ ।” অর্থাৎ যাহারা আমাকে যে অভিপ্রায়ে ভজনা করে, আমি তাহাদিগকে সেই ভাবে কৃপা করি । ইহা ভগবানেরই কথা বটে ; কিন্তু যাহারা ভগবান্ ভিন্ন অশ্রু কিছুই অভিলাষ করে, তাহাদের নিমিত্তই একথা বলিয়াছেন, গোপীদিগের লক্ষ্য ভগবৎপ্রাপ্তি ; অশ্রু কিছু নহে । যদিও ভগবৎপ্রাপ্তিও ভজনা ভিন্ন হয় না, ইহাও সত্য, কিন্তু ভগবান্ ভজনের অপেক্ষা রাখেন না,—ভজনের প্রত্যাশা করেন না ।

লৌকিক ভজন আব লৌকিক ভগবদ্ভজনে বিভিন্নতা এই যে, লৌকিক ভজনে উভয় পক্ষই ভজনের অর্থাৎ উপকার-প্রত্যা-পকারের অভিলাষ করে ; আর ভগবদ্ভজনে শুদ্ধ ও ভগবান্ উভয় পক্ষেরই কোনোরূপ প্রত্যাশা নাই । অতএব যদিও শুদ্ধ ভজিলেই তবে ভগবান্ আত্মদান করেন, তথাপি এ ভজন লৌকিক ভজন হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন । যেমন একটি স্ফটিক ও একটি মৃৎপিণ্ডের মধ্যস্থলে একটি জ্বাপুস্প রাখিলে, স্বচ্ছ স্ফটিকে জ্বা

পুষ্প প্রতিবিম্বিত হইয়া যায়, মলিন মৃৎপিণ্ডে হয় না, সেইরূপ যে ব্যক্তি গুণময় পদার্থে অভিনিবেশ পরিত্যাগ করিবে, তাহারই নির্মল হৃদয়ে আনন্দময়ী মূর্তি প্রতিবিম্বিত হইবে, গুণময় হৃদয়ে হইবে না । এই নিমিত্তই ভগবান্ বলিলেন,—দেখ সখীগণ ! ভক্ত ভজিলেই আমি কৃপা করি, এ কথা সত্য ; কিন্তু ইহা লৌকিক স্বার্থাপেক্ষ কপট ভজন নয় এবং লৌকিক কপট প্রতিদানও নয় । অতএব আমি ভজনানুরূপ কৃপা করিয়াও তোমাদের প্রথম প্রশ্নের অন্তর্গত ব্যক্তিদিগের মধ্যে গণনীয় নহি ।

আনন্দই ব্রহ্মের রূপ, ইহা ঐতিবাক্য ; এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও আনন্দমূর্তি, ইহাও আমরা গীতা, মহাভারত ও পুরাণের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি । অতএব ভগবান্কে প্রাপ্ত হওয়া আর অবিচ্ছিন্ন পরমানন্দ আন্বাদন করা, একই কথা । যেখানে কাম্য বিষয়-স্ব্থের কামনা আছে, সেখানে নিত্যানন্দ নাই,—যেখানে কামনা নাই, সেইখানেই নিত্যানন্দ । ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন,—“দুঃখং কাম্যস্ব্থাপেক্ষা স্ব্থং দুঃখ-স্ব্থাত্মকং ।” অর্থাৎ কাম্য স্ব্থের কামনাই দুঃখ এবং স্ব্থ দুঃখের অনুসন্ধান না রাখাই স্ব্থ । অতএব বিষয়স্ব্থের কামনা থাকিতে কৃষ্ণ পাইবার আশা দূরপর্যাহত । তাহাই ভগবান্ গোপীদিগকে উপলক্ষ্য করিয়া সাধারণ মানবকে জানাইলেন ॥ ১৬

ভজন্ত্যভজতো যে বৈ করুণাঃ পিতরৌ যথা ।

ধর্মো নিরপবাদোহত্র সৌহৃদঞ্চ স্তমধ্যমাঃ ॥ ১৭

অনুবাদঃ ।—স্তমধ্যমাঃ (স্ত স্তম্ভরঃ স্তম্ভঃ মধ্যমঃ দেহমধ্যমভাঃ
কটিদেশঃ যাসাং তাঃ হে তস্তমধ্যমাঃ) যে বৈ করুণাঃ (দয়ালবঃ), পিতরে
(পিতা চ মাতা চ তৌ) যথা [তথা] অভজতঃ (অসেবমানান্) ভজা
(সেবন্তে), তত্র (তস্মিন্ ভজনে) নিরপবাদঃ (নির্দোষঃ) ধর্মঃ সৌহৃদ্য
(অমুরাগশ্চ) [অস্তি] ॥ ১৭

টীকা ।—যেতু অভজতো ভজন্তি তে দ্বিবিধাঃ করুণাঃ স্নেহশ্চ । তত্র
যথাক্রমে ধর্মকামৌ ভবত ইত্যাহ ভজন্ত্যভজত ইতি ॥ ১৭

অনুবাদ ।—হে স্তম্ভরীগণ ! দয়ালু ব্যক্তি এবং পিতা
মাতা ভজনা না করিলেও ভজনাকরেন । একরূপ ভজনে নির্দোষ
ধর্ম আছে, সৌহার্দ্যও আছে ॥ ১৭

তাৎপর্য্য ।—সংসারের ভজন বা ভালবাসা মাত্রই যে সকলটি
অর্থার্থ স্বার্থপূর্ণ, ইহা শাস্ত্রসম্মত এবং প্রত্যক্ষদৃষ্ট । তবে,
এই সংসারের মধ্যেই অতি অল্পসংখ্যক এমন দয়ালু লোক
আছেন, তাঁহারা ভাল বাসার অপেক্ষা না রাখিয়া এবং প্রত্যা-
পকারের প্রত্যাশা না করিয়াও অপরকে ভাল বাসিয়া থাকেন
এবং অপরকে উপকার করিয়া থাকেন । আবার সংসারের
মধ্যেই যদি নিঃস্বার্থ ভালবাসা কোথাও থাকে, তবে জন্মদাতা
পিতা ও গর্ভধারিণী জননীর হৃদয়েই আছে । পুত্র ভক্তি না
করিলেও পিতা মাতা পুত্রকে ভাল বাসিয়া থাকেন এবং যত্ন
করিয়া থাকেন । ঐ দুই সম্প্রদায়ের ভজনে বা ভালবাসায় ধর্ম

আছে, সৌহার্দ্য আছে । দয়ালুর পরোপকার জন্ম ধন্য আছে, এবং পিতামাতার পুত্রস্নেহ জন্ম সৌহার্দ্য আছে । ভগবান বলিতেছেন,—এই দয়ালুর ভজন ও পিতা মাতার ভজন ভাল বটে, কিন্তু ইহার মধ্যে আমি নাই । প্রথমতঃ যখন আমি ভজনা না করিলে ভজনা করিনা, তখন ইহাদের মধ্যে আমি ত নাইই ; দ্বিতীয়তঃ দয়ালুর দয়া এবং পিতা মাতার স্নেহ হইতে আমার দয়া এবং আমার স্নেহ সম্পূর্ণ পৃথক্ । দয়ালুর দয়া সত্ত্বগুণের বিকারমাত্র । একজনের দুঃখ দেখিলে দয়ালুর কোমল হৃদয় কাঁদিয়া উঠে, তাই তিনি দয়া করিয়া নিঃস্বার্থভাবে দুঃখীর দুঃখ দূর করিতে চাহেন । কিন্তু আমি প্রাকৃত গুণের অতীত ও নিত্যানন্দ স্বরূপ ; স্মৃতির অশ্রুর দুঃখে আমার দুঃখ হয় না, অথচ দয়া করিয়া থাকি । আর পিতা মাতার স্নেহ কেবল পুত্রনামক নির্দিষ্ট ব্যক্তির উপরেই হইয়া থাকে, কিন্তু আমার স্নেহ ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া । ফলতঃ আমার দয়া ও আমার স্নেহ কোনো নিমিত্তের অপেক্ষা করিয়া হয় না ; আমি দয়াময়,—আমি স্নেহময়,—সকলের প্রতি আমার দয়া,—আমার স্নেহ, সমভাবে হইয়াই রহিয়াছে ; লইতে পারিলেই হইল ।

“সমোহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষোহস্তি ন প্রিয়ঃ ।

যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥”

অতএব, না ভজিলে ভজে, এই যে তোমারে দ্বিতীয় প্রশ্ন, ইহার মধ্যেও আমি নাই ॥ ১৭

ভজতোহপি ন বৈ কেচিদ্ভজন্ত্যভজতঃ কুতঃ ।

আত্মারামা হ্যাপ্তকামা অকৃতজ্ঞা গুরুদ্রহঃ ॥ ১৮

অবহ্রঃ ।—কেচিৎ (কেচন জনাঃ) আত্মারামাঃ (আত্মনি আরম্ভে ইতি তথা স্বস্থনিভূতাঃ অবাহদৃশঃ) আপ্তকামাঃ (আপ্তঃ কামঃ যৈঃ লক্ষ্মনোরথাঃ) অকৃতজ্ঞাঃ (ন কৃতং জানন্তি ইতি তথা কৃতজ্ঞাঃ) গুরুদ্রহঃ (গুরবে দ্রহন্তি ইতি গুরুদ্রহঃ উপকার্য-পকারিণঃ) হি (নিশ্চিতং) ভজতোহপি (সেবমানানপি) ন বৈ ভজন্তি, অভজতঃ কুতঃ (অভজতঃ ন ভজন্তীত্যত্র কা কথ্য) ॥ ১৮

টীকা ।—তৃতীয়প্রশ্নোত্তরং ভজতোহপীতি । অর্থমর্থঃ । তে চতুর্বিধা একে আত্মারামাঃ অপরাগদৃশঃ, কেচিদাপ্তকামা বিষয়দর্শনেহপি পূর্ণকাম-যেন ভোগেচ্ছারহিতাঃ, অন্যে অকৃতজ্ঞা মূঢ়াঃ, অন্যেচ গুরুদ্রহঃ অতিকঠিনাঃ । স পিতা যন্ত পোষক ইতি ন্যায়াদ্ভপকর্তা গুরুত্বাঃ তেষে দ্রহন্তীতি তথা তে ॥ ১৮

অনুবাদ ।—কেহ কেহ আত্মারাম অর্থাৎ বহির্দৃষ্টিশূন্য, কেহ কেহ আপ্তকাম অর্থাৎ পূর্ণমনোরথ, কেহ কেহ অকৃতজ্ঞ অর্থাৎ কৃতজ্ঞ এবং কেহ কেহ গুরুদ্রোহা অর্থাৎ উপকারীরও অপকারী ; ইহারা ভজিলেও ভজেনা ; অতএব না ভজিলে তজে না ইহার আর কথা কি ? ॥ ১৮

তাৎপর্য্য ।—গোপীদিগের তৃতীয় প্রশ্ন ছিল, যাহারা ভজিলেও ভজেনা, না ভজিলেও ভজেনা, ইহাদের মধ্যে তুমি আছ কি না ? গোপীদের বিশ্বাস, ইহাদের মধ্যে ভগবান্ও একজন । ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহা বুঝিয়াছেন ; তিনি তাহা বুঝিয়াই বলিতে-

ছেন, আমি উহাদের মধ্যে নাই । উহাদের মধ্যে যাহারা আত্মারাম, তাহারা আত্মানন্দেই অনন্তমুখ হইয়া থাকে, তাহাদের বহির্দৃষ্টি নাই । আমিও আত্মারাম বটে, কিন্তু আত্মারাম হইলেও আমাকে সকলই দেখিতে হয় ; আমি প্রতিনিয়তই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত জীবের অন্তর বাহির দেখিতেছি ; অতএব উহাদের সঙ্গে আমার সাদৃশ্য নাই । যাহারা আপ্তকাম, তাহাদের বহির্দৃষ্টি থাকিলেও কিছুতেই ইচ্ছা নাই, সেই জন্ম কাহাকেও ভালবাসে না । আমিও আপ্তকাম বটে, কিন্তু ভক্তের ইচ্ছায় আমাকে বলপূর্বক ইচ্ছা করায় ; অতএব উহাদের সঙ্গেও আমার তুলনা হইতে পারে না । যাহারা অকৃতজ্ঞ তাহাদের মধ্যেও আমি গণনীয় নহি ; কারণ, আমি ভক্তের ভজ্ঞানামুরূপ ফল প্রদান করিয়া থাকি । আর যাহারা গুরুদ্রোহী অর্থাৎ উপকারীর প্রত্যুপকার না করিয়া প্রত্যুত অপকার করিয়া থাকে, সেই সকল পাষণ্ডদিগের সহিত আমার তুলনা হইতেই পারে না, আমি পাষণ্ডের শমন ।

ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ এই তিন শ্লোকে চতুরচূড়ামণি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের চতুরতাময় বাগ্জালের তিন গ্রন্থি হইতেই আপনাকে মুক্ত করিয়া লইলেন । তিনি দেখাইলেন, মন্দ হউক আর ভালই হউক, মানব-প্রকৃতির সঙ্গে আমার সাদৃশ্য নাই,—আমি স্থিতিছাড়া ॥ ১৮

নাহন্ত সখ্যা ভজতোহপি জন্তুন্
ভজাম্যমীষামমুত্তিবৃত্তয়ে ।

যথাধনো লব্ধধনে বিনষ্টে

তচ্চিস্তয়াত্ত্বমিভূতো ন বেদ ॥ ১৯

অনুবাদ ।—সখাঃ (হে সহচর্য্যঃ) অহন্ত (সাক্ষাৎ পরমেশ্বরঃ) যথা
অধনঃ (দরিদ্রঃ) লব্ধধনে (প্রাপ্তবিত্তে) বিনষ্টে [সতি] তচ্চিস্তয়া (তদ্বন-
ভাবনয়া) নিভূতঃ (পূর্ণঃ সন্) অত্বে (ধনভিন্নঃ কিমপি) ন বেদ (ন
জানাতি) [তথা] অমীষাম্ (ভজতাং জীবানাং) অমুত্তিবৃত্তয়ে (অমুত্তিঃ
নিরন্তরধ্যানং তস্তা বৃত্তয়ে প্রবৃত্তয়ে) ভজতোহপি (ভক্ত্যা নাম্ অমুত্তি-
মানানপি) জন্তুন্ (জীবান্) ন ভজামি (ন অমুত্তে ; আত্মানং সৰ্ব্বদর্শয়িত্বা
গোপন্যমীতর্য্যঃ ॥ ১৯

টীকা ।—অত্র চরমকোটীগতমাত্মানং মত্বা অক্ষিনিকোটৈঃ পরস্পরং
গূঢ়স্বিতমুখীস্তা দৃষ্ট্বাহ নাহন্তিতি । হে সখ্যঃ অহং তেবাং মধ্যে ন কোহপি
কিঞ্চ পরমকারুণিকঃ পরমস্বচ্ছ কথম্ অমীষাং ভজতাম্ অমুত্তিবৃত্তয়ে
নিরন্তরধ্যানপ্রবৃত্ত্যর্থং তান্ ন ভজামি ? এতৎ সদৃষ্টান্তমাহ যথেন্তি ।
তস্য ধনসৈব চিস্তয়া নিভূতঃ পূর্ণো ব্যাপ্ত ইতি যাবৎ । অন্যৎ কুৎপিপাসা-
দ্যপি ন বেদ ॥ ১৯

অনুবাদ ।—হে সখীগণ ! দরিদ্র ব্যক্তি, দৈবলব্ধ ধন
বিনষ্ট হইলে, যেমন সেই ধনচিস্তায় নিমগ্ন হইয়া অল্প কিছুই
জানিতে পারে না ; আমার ভক্ত যাহাতে সেইরূপ নিরন্তর
আমার ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া জগৎ বিস্মৃত হইতে পারে, সেই
নিমগ্নই আমি ভক্তকেও ভজনা করি না অর্থাৎ দর্শন দিয়া
অন্তর্হিত হই ॥ ১৯

তাৎপর্য্য।—এতক্ষণে রাসলীলায় যাহা কিছু প্রাকৃত প্রণয়ের আবরণ ছিল, তাহাও উন্মোচিত হইল ; ভগবানের নিজ মুখ হইতেই নিজ ভগবত্তা প্রকাশিত হইয়া গেল। ভগবান্ কেবল আপনার দোষ প্রক্ষালন করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না ; প্রত্যুত ক্লেশপ্রদানের মধ্যেও আপন অসীম স্নেহস্বভাবের পরিচয় দিলেন। সংসার-যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ পাইয়া চিরদিনের জন্য ভগবান্কে পাইতে হইলে, নিরন্তর ভগবচ্চিন্তা চাই।—অনুতপ্ত-চিত্তে, কাতরপ্রাণে অবিচ্ছেদে ভগবচ্চিন্তা চাই। তাই অনুরূপ দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাইলেন। আমরা পূর্বে এই ধনতৃষ্ণার কথা বলিয়াছি, এখন ভগবান্ নিজেই তাহা বলিতেছেন। আমরা একটি পয়সাকে পরমার্থ মনে করি, অথচ মানবের নেত্রে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া, কেবল তিলক মালায় ভক্ত সাজিয়া, পথে ঘাটে হরিনামের বুলি হাতে করিয়া মনে মনে কেবল পয়সা পয়সাই জপ করি। ভগবান্কে পাইতে হইলে, তিলক-মালার প্রয়োজন হয় না ; কেবল মনের প্রয়োজন ; কেবল নিরন্তর ধ্যানের প্রয়োজন। সেই নিরন্তর ধ্যান করূপ, ভগবান্ তাহাই বলিয়া দিতেছেন। তিনি অন্তর্ধ্যামী,—তিনি আমাদের মনের ভাব অবগত আছেন ; তাই তিনি বলিতেছেন,—হে বিষয়াসক্ত মানবগণ ! ধনের প্রতি তোমাদের যেমন উৎকট অনুরাগ, সেইরূপ অনুরাগ আমার প্রতি করিতে হইবে এবং প্রাপ্তধন হারাইলে যেমন আহার নিজ্রা ত্যাগ করিয়া অনুক্ষণ তাহাই চিন্তা করিয়া থাক, সেইরূপ কাতর-প্রাণে নিরন্তর আমাকে ধ্যান করিতে হইবে। কিন্তু ধন পাইয়া

হারাইলেই নিরন্তর চিন্তা হইয়া থাকে ; আমাকেও যদি কেহ পাইয়া হারায়, তবেই তাহার নিরন্তর আমার ধ্যান হইতে পারে। তাই আমি যাহাকে কৃপা করিব বলিয়া মনে করি, তাহাকে একবার দর্শন দিয়া অস্তিত্বিত হই। অনন্তকালের জন্য ভগবানকে পাইতে হইলে কিরূপ ধ্যানের প্রয়োজন, জীবকে তাহাই শিক্ষা দেওয়া এই শ্লোকের তাৎপর্য ; গোপী উপলক্ষ্য মাত্র।

যাঁহারা অশ্লীলবোধে রাসলীলার প্রতি অবজ্ঞা করিয়া থাকেন, তাঁহারা ভগবানের কথিত কথা শুনুন এবং যাঁহারা রাসলীলার নাম শুনিয়া নাচিয়া উঠেন, অর্থগতপ্রাণ তাঁহারাও শুনুন। সংসারের প্রতি অমুরাগ আমূল উৎপাটন করিয়া, ভগবৎ-পাদপদ্মে বসাইতে হইবে। ইহা শুনিয়াও যদি অশ্লীল বোধ হয়, তবে অনতিক্রম দুর্ভাগ্য এবং ইহা শুনিয়াও,—সংসারের কীট হইয়াও—ধনতৃষ্ণা পাগল হইয়াও—যদি কৃষ্ণ পাইবার প্রত্যাশা জানাও, তবে নিতান্ত দুর্বুদ্ধি অথবা লোক-বঞ্চনা। ভগবান্ যে, সংসার-সাগরের অপর পারে ; এখানকার সহিত যৎকিঞ্চিৎ সম্বন্ধ থাকিতে তাঁহাকে পাওয়া যায় না। যিনি পাইতে চাহেন, চেষ্টা করুন ; কিন্তু আমাদের আশা একবারেই নাই ॥ ১৯ .

এবং মদর্থোজ্জ্বিত-লোকবেদ-

স্থানাং হি বো মযানুরত্তয়েহবলাঃ ।

ময়া পরোক্ষং ভজতা তিরোহিতং

মাসূয়িতুং মার্হত তৎ প্রিয়ং প্রিয়াঃ ॥ ২০

অন্বয়ঃ ।—অবলাঃ (হে মদনুগতাঃ গোপাঃ) এবং (অনেন প্রকারেণ) মদর্থোজ্জ্বিত-লোকবেদস্থানাং বঃ (যুগ্মাকং) ময়ি (পরমানন্দ-রূপে) অনুরত্তয়ে (নিরন্তরধ্যানায়) পরোক্ষং (অদর্শনং যথাস্যাত্তথা) ভজতা (যুগ্মান্ পশুতা যুগ্মকথাঃ শৃণ্বতা) ময়া তিরোহিতম্ (অন্তর্দ্বানেন স্থিতং) ; তৎ (তস্মাৎ) প্রিয়াঃ (মৎপ্রাণাধিকাঃ যুগ্মং) প্রিয়ং (হিতকারিণং) মা (মাং) অসূয়িতুং (দোষারোপণেন দ্রষ্টুং) মা অর্হত (ন যোগ্যাঃ ভবত) ॥ ২০

টীকা ।—এবং মদর্থোজ্জ্বিতলোকবেদস্থানাং মদর্থমুজ্জ্বিতো লোকে যুক্তাযুক্তাপ্রতীক্ষণং বেদশ্চ ধন্দ্বাধর্ম্যাপরীক্ষণং স্বা জ্ঞাতম্শ্চ স্নেহত্যাগাৎ যাভিস্তাসাং বো যুগ্মাকং পরোক্ষম্ অদর্শনং যথা ভবতি তথা ভজতা যুগ্ম-প্রেমালাপান্ শৃণ্বতৈব তিরোহিতম্ অন্তর্দ্বানেন স্থিতং ততস্মাৎ হে অবলাঃ হে প্রিয়াঃ মা মাং অসূয়িতুং দোষারোপণেন দ্রষ্টুং যুগ্মং মার্হত ন যোগ্যাঃ হ ॥ ২০

অনুবাদ ।—হে অবলাগণ ! তোমরা আমারই নিমিত্ত লোকাচার, বেদাচার ও আত্মীয়স্বজন পরিত্যাগ করিয়াছ । আমিও তোমাদিগকে ত্যাগ করিয়া কোথাও যাই নাই ; কেবল আমার প্রতি তোমাদের অনুরাগবৃদ্ধির নিমিত্ত অদৃশ্যভাবে ছিলাম ; তোমাদিগকে দেখিতেছিলাম এবং তোমাদের বিলাপ-বাক্য শুনিতেছিলাম ; তোমরা আমার প্রিয়তমা এবং আমিও তোমাদের

পরম হিতৈষী ; অতএব আমার উপর দোষারোপ করা তোমাদের উচিত নয় ॥ ২০

তাৎপর্য্য।—গোপীদিগের সহিত প্রথম সন্মিলনের পর যখন ভগবান্ অদৃশ্য হইয়াছিলেন, তখন শুকদেব বলিয়াছিলেন—“তত্রৈবাস্তুরধীয়ত” অর্থাৎ ভগবান্ গোপীদিগের গর্ব্ব দেখিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন,—অদৃশ্য হইলেন। এখন ভগবান্ নিজেই সেই কথা বলিলেন। আমরা সেই সময়ে অন্তর্দ্বানের বিষয় আলোচনা করিয়াছি।

ভগবান্ বলিলেন,—অদৃশ্যভাবে থাকিয়া তোমাদিগকে দেখিয়াছি এবং তোমাদের সকল কথা শুনিয়াছি। এ কথা কেবল গোপীদিগের প্রতি নহে ; এ কথা তোমার প্রতি, আমার প্রতি এবং জগৎ জুড়িয়া সমস্ত মানবের প্রতি। তিনি সর্ব্বাস্তুর্য্যামী ও সর্ব্বব্যাপী ; সর্ব্বদা সকলের নিকট থাকিয়া সকলেরই ক্রিয়া-কলাপ দেখিতেছেন, সকলেরই কথা শুনিতেছেন এবং সকলেরই মন বুঝিতেছেন। তাঁহার অগোচরে কেহ কিছু করিতে পারে না, কিছু বলিতে পারে না, কিছু ভাবিতেও পারে না। গোপীদিগের সরলাচার দেখিলেন, অকপট কথা শুনিলেন এবং ঐকান্তিক ভাব বুঝিলেন—তাই দর্শন দিলেন। আমাদের কুটীলাচার দেখিতেছেন, কপট বাক্য শুনিতেছেন এবং সংসারময় মন বুঝিতেছেন ; তাই নিকটে থাকিয়াও দর্শন দিতেছেন না। ইহা প্রেমমার্গের কথা, প্রেমমার্গে ভক্তের সাক্ষাৎ ভগবদ্দর্শন হয়,

তাই এইরূপ কথা হইতেছে ; কিন্তু জ্ঞানমার্গে ও যোগমার্গে দৃশ্য, দর্শন ও দ্রষ্টা নাই ; আছে উপাসক ও উপাস্তে একাকারতা । জ্ঞানীর ব্রহ্মানন্দ, যোগীর আত্মানন্দ এবং প্রেমিক ভক্তের ভগবদানন্দ । ব্রহ্মানন্দে ও আত্মানন্দে যদিও আনন্দমাত্রের সহিত উপাসকের একাকারতা, তথাপি ভগবান্ যাহা বলিলেন, জ্ঞানী ও যোগীরও অনুরাগ বৃদ্ধি ঐক্যপেই হইয়া থাকে । আরক্ত জ্ঞানীর প্রথমাবস্থায় এক একবার বিদ্যুত্তের স্থায় ব্রহ্মানুভূতি হইয়া আবার লয় প্রাপ্ত হয় এবং লয়প্রাপ্ত হইলেই পূর্বানুভূতি পাইবার জন্য লালসা বৃদ্ধি হইতে থাকে । যোগীরও সমাধি অবস্থায় আত্মানন্দ আনন্দান করিতে করিতে এক একবার ব্যুত্থান অর্থাৎ বহির্দৃষ্টি হয় এবং সেই পূর্বানুভূতি আত্মানন্দ পাইবার জন্য অধিকতর ব্যাকুলতা হইয়া থাকে । এইরূপ হইতে হইতে ক্রমে মুক্তাবস্থা স্থির হইয়া দাঁড়ায় । আরক্ত ভক্তেরও প্রথমাবস্থায় এক এক বার অত্যন্ত অভিনিবেশ প্রাপ্ত ভগবদর্শন হয়, আবার অভিনিবেশ বিচলিত হইলেই, সারের স্মরণ হয় এবং পূর্বদৃষ্ট আনন্দমূর্তি না দেখিয়া মন রিপর নাই ব্যাকুল হইয়া পড়ে ; ঐ ব্যাকুলতা বলবতী হইলেই চিরদিনের জন্য ভগবৎপ্রাপ্তি হইয়া থাকে । সেই নিমিত্ত ভগবান্ গোপীদিগকে বলিতেছেন, “আমার প্রতি দোষারোপ করিওনা, আমি তোমাদের মঙ্গলের জন্যই তোমাদিগকে ক্রোশ করিয়াছি অর্থাৎ চিরদিনের জন্য আত্মদান করিব বলিয়া কণকালের জন্য অদৃশ্য হইয়াছি । সকল শাস্ত্রের সার কথা ॥ ২০

ন পারয়েহহং নিরবদ্যসংযুজাং

স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ ।

বা মাভজন্ দুর্জরগেহশৃঙ্খলাঃ

সংব্রশ্য তদ্বঃ প্রতিষাতু সাধুনা ॥ ২১

ইতি শ্রীকৃষ্ণরাসলীলারাম চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

অম্বস্বঃ ।—বাঃ দুর্জরগেহশৃঙ্খলাঃ (দুঃশ্চেদ্যামারাবন্ধনানি) সংব্রশ্য
সম্যচ্ছিত্বা) মা (মাং) অভজন্ (আশ্রিতবত্যঃ) ; অহং নিরবদ্যসংযুজাং
(নিকাম-মদাশ্রয়াণাং তাসাং) বঃ (যুগ্মকং) স্বসাধুকৃত্যং (নিজসাধ্বা-
চরণং) বিবুধায়ুষাপি (বিবুধানাং দেবানাম্ আয়ুঃ তেনাপি) [কর্তুং] ন
পারয়ে (ন শক্লোমি) ; বঃ (যুগ্মকং) সাধুনা (সৌশীল্যেন) তৎ (যুগ্ম-
সাধুকৃত্যং) প্রতিষাতু (প্রতিকৃতং ভবতু) ॥ ২১

ইতি শ্রীকৃষ্ণরাসলীলায়াম্ চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

টীকা ।—আস্তামিহং পরমার্থস্ত শৃণুত্বেত্যাহ নেতি । নিরবদ্যসংযুজাং
নিরবদ্য সংযুক্ত সংযোগো বাসাং তাসাং বঃ, বিবুধানাম্ আয়ুষাপি চির-
কালেনাপি স্বীয় সাধুকৃত্যং কর্তুং ন পারয়ে ন শক্লোমি । কথং তানাম্
বা ভবত্যো দুর্জরা অজরা বা গেহশৃঙ্খলাস্তাঃ সংব্রশ্য নিঃশেষং ছিত্বা মা
অভজন্ তাসাম্ । মচ্চিন্তস্ত বহুষ্ প্রেমযুক্ততরা নৈবমেকনিষ্ঠং তস্যাং
বো যুগ্মকমেব সাধুনা কৃতোন তৎ যুগ্মসাধুকৃত্যং প্রতিষাতু

প্রভুপকৃতং ভবতু, যুযৎসৌনীল্যোনেব মমান্গ্যং নতুমৎকৃতপ্রভূপক-
রেণেত্যর্থঃ ॥ ২১

ইতি শ্রীকৃষ্ণরাসলীলা-টীকায়াং চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

অনুবাদ ।—তোমরা দুঃশ্চেষ্ট গৃহশৃঙ্খল নিঃশেষে ছেদন
করিয়া সমস্ত পরিত্যাগ পূর্বক নিষ্কামভাবে একমাত্র আমাকে
আশ্রয় করিয়াছ । আমি দেবতাদিগের পরমায়ু পাইলেও তোমা-
দের এই সদাচারের প্রতিশোধ দিতে পারিব না । অতএব
তোমরাই আপন আপন উদারতার গুণে আমার ঋণ পরিশোধ
করিয়া লও ॥ ২১

ইতি শ্রীকৃষ্ণরাসলীলাশ্রুবাদে চতুর্থ অধ্যায় ।

তাৎপর্য ।—ভগবান্ ব্রজগোপীদিগের নিকট ঋণী রহিলেন ।
তিনি সর্বভ্যাগিনী গোপীদিগের নিকট অনুণী হইতে পারিতেছেন
না । এ কথা শুনিলে, আপাততঃ অসংগত বলিয়াই মনে হয় ;
কিন্তু কথাটা সত্য;—অভিনিবেশের সহিত চিন্তা করিলে বুঝা যায়,
কথাটা পূর্ণমাত্রায় সত্য । যাঁহারা নিষ্কামভাবে সর্বস্ব পরিত্যাগ
করিয়া ভগবান্কে আশ্রয় করিয়া থাকেন, তাঁহাদের নিকট অখিল-
স্বামীও ঋণী হইয়া থাকেন, এ কথা পরম সত্য । ভক্ত
জ্ঞানীর জ্ঞায় ব্রহ্মে লীন হইয়া আপন পৃথক্ সত্তা নষ্ট করিতে
চাহেন না ; চিন্ময় নিত্যদেহ ধারণ করিয়া অনন্তকাল অতৃপ্ত-
অন্তঃকরণে ভগবদানন্দ আন্বাদন করিতে চাহেন । ভক্তাধীন

ভগবান্কেও ভক্তের অভিলাষ পূর্ণ করিতেই হয় । অপ্রাকৃত ভগবদানন্দ আন্বাদন করিয়া ভক্তের অলং-বুন্দি হয় না এবং অসীম অনন্ত স্বরূপ ভগবানের পরমানন্দ নিঃশেষও হয় না ; অতএব ঋণ পরিশোধের কার্য্য চিরকালই চলিয়া থাকে । ভক্ত ভগবান্কে প্রীত করিতে পারেন, কিন্তু ভগবান্ ভক্তকে পরিতৃপ্ত করিতে পারেন না । এই নিমিত্তই তিনি গোপীদিগের নিকট আপনাকে ঋণী বলিয়া স্বয়ং স্বীকার করিতেছেন । দ্বিতীয়তঃ ভগবান্কে ‘ভগবান্’ বলিয়া কে চিনিত ! ভক্তইত ভগবান্কে ভগবান্ করিয়া রাখিয়াছে । ভক্তই সমস্ত সংসারসুখ তুচ্ছ করিয়া,—সংসারের সহিত সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া,—পরিপূর্ণ ভগবৎসুখ আন্বাদন-পূর্ব্বক জগতে প্রচার করে এবং সেই জন্মই, সেই পূর্ণানন্দের লোভেই নিখিল মানবকুল তাঁহার অর্চনা করিয়া থাকে । ভক্ত যদি তাঁহার শোক-তাপশূন্য, আধিব্যাধি-বিরহিত, নিত্যানন্দময় নিত্যধামের কথা জগতে প্রচার না করিতেন, ভক্ত যদি তাঁহার অসীম অহৈতুকী দয়ার কথা উচ্চস্বরে ঘোষণা না করিতেন এবং ভক্ত যদি তাঁহার অসীম মহিমার কথা উচ্চকণ্ঠে সংকীৰ্ত্তন না করিতেন, তবে তাঁহাকে কে চিনিত ? কে তাঁহার গুণগান করিত ? কেই বা তাঁহাকে অর্চনা করিত ? ঐকান্তিক ভক্ত সকলের সহিত সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে চিনিলেন,—তাঁহার মহিমা প্রচার করিলেন,—তাই তিনি অখিলেশ্বর বলিয়া পরিচিত, সমাদৃত ও অর্চিত হইলেন ; কিন্তু অখিলপতি কাহাকেও পরিত্যাগ করিতে পারেন না । ভক্ত, অভক্ত, জ্ঞানী অজ্ঞানী, জীব অজীব সমস্তই

তাঁহাকে পরিদর্শন করিতে হয়, সুতরাং তিনি ঐকান্তিক ভক্ত-
মাত্রেরই নিকট অনন্তকালের জন্য ঋণী ; ভগবৎপ্রাণা গোপী-
দিগের নিকট যে তিনি ঋণী, এ কথা বলাই বাহুল্য মাত্র । লোকে
তাঁহাকে সর্ববশক্তিমান্ ও সর্বসমর্থ বলিয়া জানে, অথচ তিনি
ভক্তের ঋণ পরিশোধ করিতে পারেন না ! আবার তিনি
সত্যস্বরূপ, সুতরাং অলীক অক্ষমতার ভান করিয়া তাঁহার
ইনসলভেন্ট লইবারও উপায় নাই ; কাষে কাষেই তাঁহাকে
উদারচিত্ত উত্তমর্গের শরণাগত হইতেই হইল এবং বলিতে হইল,
তোমাদের নিজগুণেই আমার ঋণ পরিশোধ হউক । (ধন্য
ব্রজগোপী—ধন্য ঐকান্তিক ভক্ত ! !)

এখন আমরা শাস্ত্রানুমোদিত, সর্ববাস্তুভূত ও আমাদের অভি-
প্রেত প্রকৃত সিদ্ধান্ত বলিব । প্রকৃত সিদ্ধান্ত, ভগবান্ ভক্তের
নিকট চিরঋণী এবং ভক্তও ভগবানের নিকট চিরঋণী । পৃথিবীর
ব্যাপার দেখিয়াই অপার্থিব বিষয় বুঝিয়া লইতে হয় । পার্থিব
রাজা প্রজার নিকট ঋণী এবং প্রজাও রাজার নিকট ঋণী ;
অসি-চর্ম্মহীন গজারাম সর্দারের স্থায় প্রজাহীন রাজা হস্তরসের
আলম্বনমাত্র । বস্তুতঃ প্রজা লইয়া রাজা এবং রাজা লইয়াই
প্রজা ; রাজা প্রজাকে রক্ষা করেন, প্রজাও রাজাকে রক্ষা করে ।
এইরূপ ঋণের আদান প্রদানেই পার্থিব রাজ্য চলিয়া থাকে ।
এক পক্ষ এই ঋণ হইতে মুক্ত হইলেই রাজ্য উঠিয়া যায় ।
মপ্রাকৃত অনশ্বর আনন্দময় রাজ্যও প্রেমময় শুদ্ধ জীবের এবং
আনন্দময়-ভগবানের প্রেমানন্দের পরম্পর ঋণ-বন্ধনেই

অনাদিকাল প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। আনন্দলিপ্সু ভক্ত ভগবৎ-প্রদত্ত অবিচ্ছিন্ন বিমলানন্দলাভে ভগবানের নিকট ঋণী এবং প্রেমপ্রিয় পুরুষোত্তমও ভক্তদত্ত অকৈতব প্রেমাশ্বাদনে ভক্তের নিকট ঋণী। কোন পক্ষেরই কখনও এ ঋণ পরিশোধ হইবে না; উভয় পক্ষেরই এ ঋণ অনাদিকাল হইতে চলিতেছে এবং অনন্তকাল পর্য্যন্ত চলিবে, কখনও কিছুমাত্র উন্মূলও যাইবেনা। এই উভয়তঃ অকারণ ঋণের বন্ধনেই গোলোকাদি ভগবদ্ধাম নিত্য প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এক পক্ষের ঋণ পরিশোধ হইলেই নিজ ধাম নামমাত্র হইয়া যায়। প্রজাহীন রাজার ন্যায় ভক্তহীন ভজনীয় ভগবান্ও কেবল নামমাত্র। ভক্ত লইয়াই ভগবান্ এবং ভগবান্ লইয়াই ভক্ত। উভয়েই পরস্পর রক্ষা করিতেছেন। এস্থলে কমলাপতি গোপীদিগকে বলিলেন,—“চিরজীবনেও তোমাদের ঋণ পরিশোধ করিতে পারিব না।” আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি, কৃষ্ণ-কৃপা-ভাজন গোপীগণও মনে মনে বলিয়াছিলেন,—“দয়াময় তোমার শ্রীপদাশ্রিত এই দাসীগণ অনন্তকালের জন্ত তোমার কৃপাময় পদকমলেব নিকট ঋণী রহিল।” অপ্রাকৃত ধামে এই এক অপ্রাকৃত রহস্য,—কোনো পক্ষেরই অভাব নাই অথ উভয় পক্ষই চিরঋণী, কোনো পক্ষই ঋণ পরিশোধ করিতে চাহে না, ঋণ যত বাড়ে ততই প্রীতি। আমরা কিন্তু, অঋণী অপ্রবাসী—আমরা ভগবানের ধার ধারি না,—বেশ আছি !!

সংসার-নিরসন ও পরমানন্দ-দায়িনী শ্রীকৃষ্ণ-রাসলীলা প্রথম অধ্যায়ে ঐকান্তিক ভক্তের সাময়িক ভগবদর্শন ও ক্ষণিক

অগ্ন্যভিনিবেশ জগৎ অদর্শন, দ্বিতীয় অধ্যায়ে আনন্দমূর্ত্তির অদর্শন-
জগৎ ভক্তের অনুতাপ, আত্মগ্নানি, দিদৃক্ষা, তন্নিষ্ঠতা ও তদাকারতা;
তৃতীয় অধ্যায়ে, সমস্ত সংসার-সম্বন্ধ-বিস্মরণপূর্ব্বক অনুক্ষণ
ভগবচ্চিস্তনে ও আলাপনে কৃষ্ণানুরাগের পরিপাক এবং চতুর্থ
অধ্যায়ে পুনর্ভগবৎপ্রাপ্তি । চারি অধ্যায়ে উত্তম ভক্তের
ভগবৎপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত প্রদর্শন ॥ ২১

ইতি শ্রীকৃষ্ণরাসলীলা-তাৎপর্য্যে চতুর্থ অধ্যায় ।

পঞ্চমোধ্যায়ঃ ।



শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ ॥

ইথং ভগবতো গোপ্যঃ শ্রুত্বা বাচঃ স্থপেশলাঃ
জহুर्वিরহজং তাপং তদঙ্গোপচिताশিষः ॥ ১

অন্বয়ঃ।—তদঙ্গোপচিতাশিষঃ (কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গসমৃদ্ধোৎসবাঃ) গোপ্যঃ
ভগবতঃ (শ্রীকৃষ্ণস্ত) ইথং (এবভূতাঃ) স্থপেশলাঃ (মনোহারিণীঃ)
বাচঃ (বাক্যানি) শ্রুত্বা (আকর্ষ্য) বিরহজং (ভগবদদর্শনজনিতং)
তাপং (মনোব্যথাং) জহুঃ (ততাক্রুঃ) ॥১

ত্রয়স্ত্রিংশে ততো গোপীমণ্ডলীমধ্যাগো হরিঃ ।

প্রিয়ান্তা রম্যামাস হৃদীনীবনকেলিভঃ ॥

টীকা।—তত্তদা হে অঙ্গ রাজন্ ! যদ্বা, তস্য ভগবতোহঙ্গেন বপুষা
করচরণাদ্যবয়বৈর্বা উপচিভাঃ সমৃদ্ধাঃ আশিষো মাসাং তাঃ ॥ ১

অনুবাদ।—ভগবানের অঙ্গসঙ্গলাভে পরমানন্দিত গোপী-
গণ ভগবানের শ্রীমুখ-নিঃসৃত এইরূপ মনোহারিণী বাণী শ্রবণ
করিয়া বিরহজন্ত সন্তাপ পরিত্যাগ করিলেন ॥১

তত্রারভত গোবিন্দো রাসক্ৰীড়ামনুভ্রতৈঃ ।

স্রীরত্নৈরম্বিতঃ স্রীতৈরন্যোন্মাবদ্ধবাহুভিঃ ॥২

অম্বস্রঃ ।—গোবিন্দঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) তত্র (তস্মিন্ স্থানে) অনুভ্রতৈঃ (অনু অনুরূপং স্বাভিপ্রায়ানুসারি ব্রতম্ আচরণং যেষাং তৈঃ) স্রীতৈঃ (আনন্দিতৈঃ) অন্যোন্মাবদ্ধবাহুভিঃ (পরস্পরগৃহীতহস্তৈঃ) স্রীরত্নৈঃ (স্রীষু রত্নানি রত্নতুল্যানি শ্রেষ্ঠানি তৈঃ গোপীজনৈঃ সহ) অম্বিতঃ (মিলিতঃ সন্) রাসক্ৰীড়াং (রাসাখ্যাং লীলাং) আরভত (কৰ্ত্তুং প্রববুতে) ॥২

টীকা ।—রাসক্ৰীড়াঃ রাসো নাম বহুনর্তকীয়ুক্তো নৃত্যবিশেষঃ । তাং ক্ৰীড়াম্ অন্যান্যামাবদ্ধাঃ সংগ্রথিতা বাহবো যেষ্টৈঃ সহ ॥ ২

অনুবাদ ।—সেই স্থানে ভগবান্ গোবিন্দ পরমানন্দিত নিজামুবর্তী নারীকুল-শিরোমণি গোপীগণের সহিত মিলিত হইয়া রাসলীলা আরম্ভ করিলেন ॥ ২

তাৎপর্য্য ।—এই শ্লোকে প্রকৃত রাসলীলার কথা আরম্ভ হইল । রাসলীলাই আমাদের বুঝিবার বিষয় । এবিষয় আমাদের সামান্য বোধের অতীত ; সুতরাং এই শ্লোকের তাৎপর্য্যে অনেক কথা বলিতে হইবে । কিন্তু এ শ্লোকের তাৎপর্য্যে আমরা কিছুই না বলিয়া ইহার পরবর্তী শ্লোকে বলিতেছি ; কারণ সেই শ্লোকেই প্রকৃত রাসের অভিনয় প্রদর্শিত হইয়াছে ॥ ২

রাসোৎসবঃ সংপ্রবৃত্তো গোপীমণ্ডলমণ্ডিতঃ ।

যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে দ্বয়োদ্ধয়োঃ ॥

প্রবিষ্টেন গৃহীতানাং কণ্ঠে শ্বনিকটং স্ত্রিয়ঃ—॥ ৩

—যং মন্যেরন্, নভস্তাবদ্বিমানশতসঙ্কুলম্ ।

দিবৌকসাং সদারাগামত্যোৎসুক্যভূতান্ম ।

ততো হুন্দুভয়ো নেহুনিপেতুঃ পুষ্পবৃক্ষয়ঃ ।

জগুর্গন্ধর্বপতয়ঃ সস্ত্রীকাস্তদ্যশোহমলম্ ॥ ৪

অম্বস্বঃ ।—কণ্ঠে গৃহীতানাং (কৃষ্ণেন উভয়তঃ আলিঙ্গিতানাং)
তাসাং (গোপীনাং) দ্বয়োদ্ধয়ো মধ্যে প্রবিষ্টেন যোগেশ্বরেণ (অচিন্ত্য-
যোগবলেন) কৃষ্ণেন গোপীমণ্ডলমণ্ডিতঃ (গোপীনাং মণ্ডলেন মণ্ডিতঃ
শোভিতঃ) রাসোৎসবঃ (রাসাধ্যাত্মধময়লীলাবিশেষঃ) সংপ্রবৃত্তঃ
(সম্যক্ প্রবর্তিতঃ, প্রারম্ভঃ) স্ত্রিয়ঃ (গোপ্যঃ) যং (শ্রীকৃষ্ণঃ) শ্বনিকটঃ
(নিজানিকট এব স্থিতঃ) মন্যেরন্ (নিশ্চিতবত্যঃ) ॥ ৩

তাবৎ (তৎক্ষণম্বেব) নভঃ (আকাশঃ) অত্যোৎসুক্যভূতান্ম
(অত্যোৎসুক্যেন পরমবৈয়গ্র্যেণ ভূতঃ পূর্ণঃ আত্মা চিত্তং যেষাং তে
তেষাং) সদারাগাং (সস্ত্রীকাণাং) দিবৌকসাং (দ্যৌঃ স্বর্গঃ ওকঃ বাসস্থানঃ
যেষাং তে তেষাং দেবানাং) বিমানশতসঙ্কুলং (বিমানানাং ব্যোমযানানাং
শতানি তৈঃ সঙ্কুলং সমাচ্ছন্নম্) [অভূৎ] ।

ততঃ (তদনন্তরং) হুন্দুভয়ঃ (দিব্যবাদ্যযন্ত্রবিশেষাঃ) নেহুঃ (শব্দায়-
মানাঃ বভূবুঃ) ; পুষ্পবৃক্ষয়ঃ নিপেতুঃ ; সস্ত্রীকাঃ (সপত্নীকাঃ) গন্ধর্বপতয়ঃ
(গন্ধর্বাণাং পতয়ঃ শ্রেষ্ঠাঃ) অমলং (পবিত্রং) তদ্যশঃ (তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণত-
বশঃ কীর্ত্তিং) জগুঃ (গীতবন্তঃ) ॥ ৪

টীকা ।—তৎসাহিত্যমভিনয়েন দর্শয়তি রাসোৎসব ইতি অক্ষরচতুষ্টয়া-
ধিকেন সাক্ষেন * । তাসাং মণ্ডলরূপেণাবস্থিতানাং দ্বয়োদ্বয়োর্মধ্যে প্রবিষ্টেন
তেনৈব কণ্ঠে গৃহীতানামুভয়তঃ সমালিঙ্গিতানাম্ । কথন্তু তেন যঃ সর্বাঃ
জিহ্বাঃ স্বনিকটং যঃ মেবাশ্লিষ্টবানিতি মন্যেয়ন্ । তেন তদর্থং দ্বয়োদ্বয়োর্মধ্যে
প্রবিষ্টেনেত্যর্থঃ । নব্বেকস্ত কথং তথা প্রবেশঃ সর্বসম্মিহিতে বা কুতঃ
স্বৈকানিকটস্থত্বাভিমানস্তাসামিত্যত উক্তং যোগেশ্বরেণেতি অচিন্ত্যশক্তি-
নেত্যর্থঃ ॥ ৩

টীকা ।— তাবৎ তৎক্ষণমেব অতোৎসুক্যমনসাং দেবানাং সস্ত্রীকাণাং
বিমানশব্দৈঃ সঙ্গীর্ণং নভো বভূব ॥ ৪

অনুবাদ ।—ব্রজগোপীগণ পরম শোভাময় মণ্ডলাকারে
দাঁড়াইলেন ; যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডলস্থ দুই দুই গোপীর মধ্যস্থলে
প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের সকলেরই কর্ণধারণ-পূর্বক রাসোৎ-
সব আরম্ভ করিলেন । গোপীদিগের প্রত্যেকেই মনে করিলেন,
“কৃষ্ণ আমারই কাছে আছেন, অন্মু কাহারও কাছে নাই ।” তৎ-
ক্ষণাৎ রাসদর্শনোৎসুক সস্ত্রীক সুরগণের শত শত বিমানে
আকাশ আচ্ছন্ন হইয়া গেল ; তাহার পর চন্দ্রভিধ্বনি ও পুষ্প-
বৃষ্টি হইতে লাগিল এবং প্রধান প্রধান গন্ধর্বগণ আপন আপন
পত্নীদিগের সহিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র মহিমা গান করিতে
লাগিলেন ॥ ৩।৪

তাৎপর্য্য ।—রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ প্রেমময়ী ব্রজগোপীদিগকে
লইয়া মহারাস আরম্ভ করিলেন । রাস কাহাকে বলে, “রাস”

শব্দের প্রকৃত অর্থ কি, এখন আমরা শাস্ত্র ও যুক্তি অনুসারে, যথামতি তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। রাসলীলার তাৎপর্য অতিগভীর; সূতরাং দুৰূহ। বেদাদি শাস্ত্র এবং মহামুভব টীকাকারদিগের অভিপ্রায় অবলম্বন করিয়াই ইহার প্রকৃত তথ্য আবিষ্কার করিতে হইবে।

রাসক্ৰীড়ার সামান্য লক্ষণ রসশাস্ত্রে বিবৃত হইয়াছে, “নটৈর্গৃহীতকণ্ঠীনামগ্ৰোহান্তকরশ্চিয়াম্। নর্তকীনাং ভবেদ্রাসো মণ্ডলীভূয় নর্তনম্॥” অর্থাৎ নট ও নর্তকীগণ মণ্ডলাকারে দাঁড়াইলে, নটগণ নর্তকীদিগের কণ্ঠ ধারণ করিলে, নর্তকীগণ পরস্পর করধারণ করিয়া তাহাদের সহিত যে নৃত্য করে, তাহার নাম “রাস”। শ্রীমদ্ভাগবতের সর্বপ্রধান টীকাকার শ্রীধরস্বামী ঐ লক্ষণ ধরিয়াই বলিলেন,—“রাসো নাম বহুনর্তকীযুক্তো নৃত্য-বিশেষঃ” অর্থাৎ বহু নর্তকীযুক্ত নৃত্য-বিশেষের নাম রাস। আবার এই শ্রীধরস্বামীই রাসলীলার প্রথম শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন,— “তস্মাদ্রাসক্ৰীড়াবিড়ম্বনং কামজয়াধ্যাপনায়েতি তত্ত্বম্” অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কামজয় প্রদর্শনের নিমিত্তই রাসলীলার অনুকরণ করিয়াছেন, ইহাই প্রকৃত তত্ত্ব। শ্রীধর স্বামীর অভিপ্রায়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নর্তকীযুক্ত প্রাকৃত রাসলীলার অনুকরণ করিয়া ছিলেন, প্রাকৃত নটনটীর অনুকরণে অপ্রাকৃত প্রকৃত রসতত্ত্বই প্রচার করিয়াছেন। আমরাও পুনঃপুনঃ বলিয়াছি, প্রাকৃত ভগবতের দৃষ্টান্তেই অপ্রাকৃতধামের আভাস গ্রহণ করিতে হইবে, ভগবান্ও প্রাকৃত নটনটীর স্থায় লীলা করিয়া দুর্গম তত্ত্বগণ সূগম করিয়া

দিলেন । প্রাকৃত রঙ্গভূমিতে পুরুষ নারী সাজিয়া, সুশীল চোর সাজিয়া এবং মূৰ্খও পণ্ডিত সাজিয়া অভিনয় করে ; অর্থাৎ যে বাহা নয়, সে তাহারই অনুকরণ করে । তবেই আমরা স্বামীর ব্যাখ্যায় আপাততঃ বুঝিলাম, ভগবানের রাসলীলায় প্রাকৃত রাসলীলার অনুকরণ অর্থাৎ রাসবিহারী শ্রীকৃষ্ণ প্রাকৃত মানব নট নহেন এবং রাসেশ্বরী গোপীরাও প্রাকৃত মানবী নর্তকী নহেন ; নট ও নর্তকীর ন্যায় সাজিয়া তাহাদের অনুকরণ করিয়াছিলেন মাত্র ।

ভগবানের লীলা তিন প্রকার ; নিগূর্ণে অর্থাৎ অপ্রাকৃতগুণে নিত্য চিন্ময় অপ্রাকৃত ধামে নিত্যলীলা, প্রত্যেক জীবের হৃদয়াস্তরে আধ্যাত্মিক লীলা এবং অপ্রাকৃত হইয়াও প্রাকৃতের ন্যায় প্রতীত দাদাচিত্রক পার্শ্বিক লীলা । এই পার্শ্বিক লীলা শ্রীবৃন্দাবনে, শ্রীমথুরা গমে এবং শ্রীদ্বারকাধামেই হইয়া থাকে । এই তিন লীলার মধ্যে শ্রীবৃন্দাবন-লীলাই প্রধান এবং সমস্ত বৃন্দাবন-লীলার মধ্যে রাসলীলাই প্রধান ; কারণ, রাসলীলাই নিত্যানন্দময়ী নিত্যলীলার প্রদর্শন । কিন্তু এখনো আমরা তাহা বুঝিতে পারিলাম না । আরও অনুসন্ধান করিয়া দেখি ।

গৌরানুচর প্রভু সনাতন গোস্বামী তাঁহার তোষণীনাস্ত্রী গৈকায় লিখিয়াছেন,—“রাসঃ পরম-রসকদম্বময় ইতি যৌগিকার্থঃ” অর্থাৎ রাস শব্দের যৌগিক অর্থ পরম-রসময়ী লীলা । ভক্তিরসানুভূত মহানুভব বিশ্বনাথ চক্রবর্তী তাঁহার সারার্থদর্শিনী-নাস্ত্রী গৈকায় লিখিয়াছেন,—“নৃত্য-গীত-চুম্বনালিঙ্গনাদীনাং রসানাং সমূহো

রাসৈক্যশ্রী ক্রোড়া” অর্থাৎ যে লীলায় নৃত্য, গীত, চুম্বন ও আলিঙ্গনাদি রস-সমূহ আছে তাহাই রাসলীলা ।

/ তত্ত্ব-বিচার ও রাসাস্বাদন এক সঙ্গে হয় না । অগ্রে তত্ত্ববিচার করিয়া পরমতত্ত্ব স্থির করিতে হয় ; তাহার পর লীলারসের আস্বাদন । কৃষ্ণলীলা ভাবুক ও ভক্তের আস্বাদনের সামগ্রী,— বিচারের বস্তু নয় । ভোজন করিতে বসিয়া, এঁ তণ্ডুল কোথায় জন্মে,— কেমন করিয়া জন্মে,—ইহার মূল্য কত,—ইহার গুণ কি ; এইরূপ বিচার আরম্ভ করিলে, আহারে সুখ হয় না, অল্পের আস্বাদন পাওয়াও যায় না । যদি তণ্ডুলের তথ্য জানিতে হয়, তবে অগ্রে জানিয়া আহারে উচ্ছত হও, আস্বাদন পাইবে । রোগাক্রান্ত ব্যক্তি বৈজ্ঞানিক ঔষধ সেবন করিবার সময়ে যদি ঔষধের তত্ত্ববিচারে প্রবৃত্ত হয়, তবে আরোগ্যলাভ করা দূরে থাকুক, সে জীবন হারাইবে । শ্রীকৃষ্ণ-লীলা আস্বাদ্য বস্তু ও ভবরোগীর অব্যর্থ মহৌষধ । মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম হইতেই নবমস্কন্ধ পর্য্যন্ত ভগবত্তত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, মায়াতত্ত্ব ও অবতারতত্ত্ব প্রভৃতি সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয়, বেদান্তের ভাষ্য স্বরূপে বিচার করিয়া বুঝাইয়া দিলেন । তাহার পর আস্বাদ্য ও ভবৌষধ ভগবলীলা আরম্ভ করিলেন । শ্রীধরস্বামী প্রভৃতি লোকহিতৈষী রসজ্ঞ টীকাকারগণও সাধক শ্রোতৃবর্গের ও পাঠকবর্গের সুখানুভবের জন্য ব্যাসবর্ণিত লীলারসই পরিস্ফুট করিয়া দিলেন,— লীলা ব্যাখ্যায় তত্ত্ববিচার করিলেন না । কিন্তু আমরা সাধক নহি, সাধন করিবার বাঞ্ছাও রাখি না, ভগবলীলা শুনিয়াই চরিতার্থ

হইব, এ বিশ্বাস আমাদের নাই ; সুতরাং দুর্বোধ রাস-সম্বন্ধীয় তত্ত্ববিচারে দুঃসাহস করিতে হইল ।

১ ‘রস’ শব্দের উত্তর ‘ঘণ্’ প্রত্যয় করিলে ‘রাস’ শব্দ নিষ্পন্ন হয় এবং তাহাতে অর্থ হয় রস-সম্বন্ধীয় বা সকল রসের সমূহ । সাহিত্যদর্পণ-নামক অলঙ্কার শাস্ত্রে ‘রস’ শব্দের ব্যুৎপত্তি দেখাইয়াছেন, “রস্তুতে আশ্বাজ্ঞতে অসৌ রসঃ” অর্থাৎ যাহা আশ্বাদন করা যায়, তাহাই রস । আবার ঐ গ্রন্থেই বলিয়াছেন, “বিভাবেনামুভাবেন ব্যক্তঃ সঞ্চারিণা তথা । রসতামেতি রত্যাদিঃ স্থায়ী ভাবঃ সচেতনাম্ ।” শৃঙ্গারাদি রসের রত্যাদি স্থায়ী ভাব বিভাব, অমুভাব ও সঞ্চারী ভাবদ্বারা অভিব্যক্ত হইয়া রসতা (অশ্বাজ্ঞতা) প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ আশ্বাদনের সামগ্রী হইয়া দাঁড়ায় । অলঙ্কার শাস্ত্রের মতে রস নয় প্রকার ; শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত ও শাস্তরস । তাহা হইলে আমরা বুঝিলাম, শৃঙ্গারের স্থায়ী ভাব রতির মধ্যে রস আছে এবং হাস্যের স্থায়ী ভাব হাস্যের মধ্যে, করুণের স্থায়ী ভাব শোকের মধ্যে, রৌদ্রের স্থায়ী ভাব ক্রোধের মধ্যে, বীরের স্থায়ী ভাব উৎসাহের মধ্যে, ভয়ানকের স্থায়ী ভাব ভয়ের মধ্যে, বীভৎসের স্থায়ী ভাব ঘৃণার মধ্যে, অদ্ভুতের স্থায়ী ভাব বিস্ময়ের মধ্যে এবং শাস্ত্রের স্থায়ী ভাব শাস্তির মধ্যে রস অর্থাৎ আশ্বাদ্য বস্তু আছে । ঐ সকল রসের বাস্তব ঘটনায় বা অভিনয়ে কিংবা শ্রবণকীৰ্ত্তনে আমরা আশ্বাদন করি কেবল আনন্দ । প্রগাঢ় অভিনিবেশের সহিত চিন্তা করিলে, আমরা বেশ বুঝিতে পারি, আনন্দ ভিন্ন আমাদের আশ্বাদ্য বস্তুই

নাই । শৃঙ্গারের মধ্যে ও হান্তের মধ্যে আনন্দ সুস্পষ্টই আছে ; শান্তের মধ্যেও আনন্দ বৃদ্ধিতে পারা যায় ; করুণাদি অপরা সকল রসেরও আশ্চর্য আনন্দ । যে ব্যক্তি প্রিয়জনের বিরহে কাতর-প্রাণে রোদন করে, অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে বৃদ্ধিতে পারা যায়, সেই শোকাত্মক রোদনের অন্তস্তলে অশ্রুট আনন্দ রহিয়াছে ; বৃদ্ধিতে পারা যায়, রোদনের আধারই আনন্দ । সেইরূপ রোদ্র, বীর, ভয়ানক এমন কি ঘৃণাত্মক বীভৎস রসের অন্তরেও আনন্দের অনুসন্ধান পাওয়া যায় । যে বাহাতে আনন্দ পায়না, তাহার মন সে কার্যে প্রবৃত্ত হয় না, ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য । যে কাঁদিতে যায়, সেও কাঁদিয়া আরাম পায়, যে যুদ্ধ করে সে তাহাতে আনন্দ পায়, যে ক্রুদ্ধ হইয়া অশ্রুর অনিষ্ট করিতে উদ্যত হয়, সেও আনন্দ প্রণোদিত হইয়াই তাহাতে প্রবৃত্ত হয় । আবার কটু, তিক্ত, অম্ল, কষায়, লবণ ও মধুর এই ছয় রসনাস্বাদ রসের মধ্যেও আশ্চর্য কেবল আনন্দ । একজন মিষ্ট খাইতে ভালবাসে, আবার একজন কটু অর্থাৎ ঝাল ভিন্ন কোনো ব্যঞ্জনই ভক্ষণ করিতে পারে না । ঝালে জিহ্বা জ্বালা করে, কিন্তু যে ঝাল ভালবাসে, সে তাহাতেই আনন্দ পায় । একজন দাতা নিজধন অশ্রুকে দান করে, এক জন চোর অশ্রুর ধন অপহরণ করে, একজন বিলাসী আপন সঞ্চিত ধন নানা প্রকারে ভোগ করিয়া ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধন করে, আবার একজন কৃপণ কাহাকেও কিছু না দিয়া এবং নিজেও ভোগ না করিয়া মঞ্জুষা মধ্যে ধন আবদ্ধ করিয়া রাখে । ইহারা সকলেই সম্পূর্ণ বিভিন্ন

আচরণ করে বটে কিন্তু সকলেরই লক্ষ্য বা আশ্রয় সেই আনন্দ । আনন্দের জগুই সমস্তজীব দিবানিশি ছট্‌ফট্‌ করিয়া বেড়াইতেছে এবং ছট্‌ফট্‌ করিয়াই আনন্দ পাইতেছে । ফলতঃ পণ্ডিত মুখ, ধনী দরিদ্র, সাধু অসাধু, বালক বৃদ্ধ, জ্ঞী পুরুষ প্রভৃতি সকলেই সেই এক আনন্দের অনুসন্ধান করিতেছে, এবং অনুসন্ধান করিয়াই কথঞ্চিৎ আনন্দ আশ্বাসন করিতেছে । সাধু চোরকে নিন্দা করে, চোর সাধুকে নিন্দা করে, দাতা কৃপণকে নিন্দা করে, কৃপণ দাতাকে নিন্দা করে, ধার্মিক মাতালকে নিন্দা করে, মাতাল ধার্মিককে নিন্দা করে ভোগী বিরাগীকে নিন্দা করে, বিরাগী ভোগীকে নিন্দা করে বটে, কিন্তু সকলেরই উদ্দেশ্য এক,—লক্ষ্য এক,—আশ্রয় এক,—সেই আনন্দ । মানবের কথা দূরে থাকুক, পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ প্রভৃতি সমস্ত ইতর জীবেরও উদ্দেশ্য ও আশ্রয়—সেই এক আনন্দ ।

এক স্থানে যাত্রা হইতেছে,—গায়ক ‘তানা নানা’ করিয়া গান গাইতেছে,—টোলক ‘তেরে খেটে তা’ করিয়া বাজিতেছে,—বেহালা ‘কাঁ কাঁ’ করিতেছে,—মন্দিরে ‘টুং টাং’ করিতেছে এবং তম্বুরা ‘ম্যাও ম্যাও’ করিতেছে ; সকলেরই বাহিরের স্বর ভিন্ন ভিন্ন ; কিন্তু সবই যে, এক নুরে বাঁধা আছে, ইহা সংগীতজ্ঞ লোক বুঝিতে পারে । সেইরূপ জগৎ-যাত্রাতেও কেহ হাসিতেছে, কেহ কাঁদিতেছে, কেহ দান করিতেছে, কেহ হরি করিতেছে, কেহ চাকরী করিতেছে, কেহ চাকর

রাখিতেছে, কেহ বেচিতেছে, কেহ কিনিতেছে, কেহ খাইতেছে, কেহ মাখিতেছে ইত্যাদি নানা জীব নানা কার্যে ব্যাপ্ত আছে । সকলেরই বাহিরের কার্য দেখিলে মনে হয়, ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির উদ্দেশ্য ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে ; সকলেরই মূল উদ্দেশ্য,—আসল আশ্বাচ্ছ এক,—সেই আনন্দ । অতএব জগৎ-যাত্রাতেও সেই এক সুর,—সেই এক আনন্দের সুরেই জগৎ বাঁধা রহিয়াছে ।

শ্রুতিও বলিয়াছেন,—“আনন্দ হইতে জীব উৎপন্ন হয়, আনন্দেই জীবিত থাকে এবং আনন্দেই লয় প্রাপ্ত হয় ।” এখন আমরা বুঝিলাম, আনন্দই জীবের উদ্দেশ্য এবং আনন্দই জীবের একমাত্র আশ্বাচ্ছ । পূর্বে আমরা দেখিয়াছি, যাহা আশ্বাচ্ছ, তাহারই নাম রস । যদি আশ্বাচ্ছ বস্তুর নাম রস হইল এবং যদি আনন্দই সকলের একমাত্র আশ্বাচ্ছ হইল, তবে আনন্দই রস । এই রস যিনি বুঝিতে পারেন অর্থাৎ এক সুরে, এক আনন্দে, একই রসে জগৎ বাঁধা রহিয়াছে, ইহা যিনি অবগত হইতে পারেন, তিনিই রসিক ।

১ আবার এক রহস্য,—সকলেই রসের অনুসন্ধান করিতেছে,—রসের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিতেছে, কিন্তু কেহই আসল রস পাইতেছে না । রসের অর্থাৎ আনন্দের অনুসন্ধানকেই রস অর্থাৎ আনন্দ মনে করিতেছে এবং তাহাতেই কথঞ্চিৎ ক্ষণিক শান্তিবোধ করিতেছে । জীব যাহাকে রস অর্থাৎ আনন্দ বলিয়া মনে করিতেছে, তাহা প্রকৃত রস অর্থাৎ আনন্দ নহে ; তাহা রসে

অর্থাৎ আনন্দের আভাস মাত্র । সেই জন্মই জীব স্থির শান্তি পাইতেছেন ; বরং ক্রমে ক্রমে অধিকতর অশান্তিই অনুভব করিতেছে । আসল রস বা আনন্দ পাইলেই জীবের চিরশান্তি । রসের বা আনন্দের এই আভাস কোথা হইতে আসিল ? নকল থাকিলে আসল আছেই,—প্রতিবিশ্ব থাকিলে বিশ্ব আছেই এবং আভাস থাকিলে ভাস আছেই ।

শ্রীমত বলিয়াছেন,—“তিনিই রস, সেই রস পাইলেই জীব আনন্দময় হয় ।” আবার বলিয়াছেন,—“আনন্দই ব্রহ্মের রূপ, সেই আনন্দেরই মাত্রা অর্থাৎ আভাস মাত্রই সমস্ত জীবের উপজীব্য ।” এখন আমরা বুঝিলাম, ব্রহ্মই আনন্দ এবং ব্রহ্মই রস । সমস্ত জীব সেই ব্রহ্মানন্দের বা ব্রহ্ম-রসেরই আভাস মাত্র আশ্বাসন করিয়া থাকে । জীব যে বিষয়ানন্দ ভোগ করে, তাহা ব্রহ্মানন্দ হইতে বা ব্রহ্মরস হইতে ভিন্ন নহে ; অথচ প্রকৃত ব্রহ্মরসও নহে । তাহা ত্রিগুণাবৃত বা ত্রিগুণ-মিশ্রিত রস, স্তবরাং রস হইয়াও বিরস । যেমন তৃষ্ণাতুর ব্যক্তি শীতল জলপূর্ণ নিশ্চিহ্ন কুম্ভ প্রাপ্ত হইলে, অগত্যা তাহার শীতল গাত্র-মাত্র লেহন করে অথবা নিজ গাত্রে ঘর্ষণ করিতে থাকে, তাহাতে তাহার তৃষ্ণা ত দূর হয়ই না, অধিকন্তু উত্তরোত্তর ব্যাকুলতাই বৃদ্ধি পায় ; জীবের দশা ঠিক সেইরূপই হইয়াছে । এই ত্রিগুণময় জগতের অন্তরেই ব্রহ্মরস রহিয়াছে ; জীব তাহা বাহির করিতে না পারিয়া, কেবল উহার উপরি ভাগ পঞ্চেন্দ্রিয়ে ব্লাইতেছে ; স্তবরাং শক্তির পরিবর্তে তাহার চাকলাই বাড়িতেছে ।

সেই অমিশ্রিত আসল রস বাহির করিতে পারিলেই শাস্তিঃ
শাস্তিঃ শাস্তিঃ ॥

এখন দেখা গেল, ব্রহ্মই আনন্দ এবং ব্রহ্মই রস ; অতএব রসের
অর্থাৎ পরব্রহ্মের লীলার নাম “রাসলীলা” । সেই সচ্চিদানন্দ-
স্বরূপ পরব্রহ্মই বিগ্রহবান্ শ্রীকৃষ্ণ । ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং
বলিয়াছেন,—“ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্” অর্থাৎ আমি ব্রহ্মের
প্রতিষ্ঠা,—ঘনোভূত ব্রহ্ম । সেই ঘনোভূতব্রহ্মের রাসলীলা প্রকৃতির
বাহিরে অপ্রাকৃত ধামে নিতাই হইতেছে । রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ আপন
অংশ বা শক্তিস্বরূপ শুদ্ধ জীবগণকে লইয়া প্রতিনিয়তই রসময়
লীলা করিতেছেন । জীব ভগবানের স্বরূপানন্দ আনন্দন
করিতেছে এবং ভগবান্ স্বয়ং আনন্দস্বরূপ হইয়াও প্রেম-স্বভাব
শুদ্ধ জীবের সহজ প্রেমে পরানন্দ পাইতেছেন । সেই অনাদিসিদ্ধ
নিত্য রাসলীলাই, জীবের সুখবোধের জন্ম শ্রীবৃন্দাবনে, প্রাকৃত
রাসলীলার আকারে অভিনীত হইয়াছে । এখন আমরা সেই
নিত্যধামস্থ নিত্যরাসলীলার আলোচনা করিয়া, বৃন্দাবনস্থ রাস-
লীলা আরও বিশদ ভাবে বুঝিবার চেষ্টা করিব ।

আমাদের শাস্ত্রমুসারে সৃষ্টির আদি অন্ত নাই । তবে,
সৃষ্টি হইতেছে যাইতেছে, এরূপ আদি আদি অন্ত আছে ; এক
বারে ছিলনা, এইবার নূতন হইল, এরূপ আদি নাই ; স্মৃতরাং
অন্তও নাহ । যখন প্রাকৃতিক মহাপ্রলয়ে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড লয়
প্রাপ্ত হয়, তখন একমাত্র ব্রহ্মই থাকেন, আর কিছুই থাকে না ।
ব্রহ্ম সৎ, চৎ ও আনন্দ স্বরূপ । ব্রহ্মাণ্ডস্থ সমস্ত জীব তাঁহাতে

লীন হইয়া থাকে,—একবারে নাশপ্রাপ্ত হয় না । আবার সৃষ্টি-কালে নিজ নিজ বাসনামুরূপ অদৃষ্টানুসারে পূর্বের স্থায় ভিন্ন ভিন্ন আকারে ও ভিন্ন ভিন্ন স্বভাবে বহির্গত হয় । শ্রুতি বলিয়াছেন,—“যাঁহা হইতে সমস্ত ভূত উৎপন্ন হয়, যাঁহাতে জীবিত থাকে এবং যাঁহাতে লীন হয়, তিনিই ব্রহ্ম ।” বাসনা-বিশিষ্ট জীব শুদ্ধ ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হয় না,—ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিতেই লীন হইয়া থাকে । আবার প্রকৃতি পরব্রহ্মে লীন হইয়া অবস্থান করে । যদিও তখন সকলই একাকার, তথাপি প্রকৃতিস্থ সমস্ত জীব সূক্ষ্মাকারে পৃথক্ পৃথক্ থাকে এবং প্রকৃতিও ততোহধিক সূক্ষ্মাকারে সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম ব্রহ্মে পৃথক্ ভাবেই থাকে । সমস্ত জীবের বাসনা ভিন্ন ভিন্ন ; সুতরাং সকলেই আপন আপন সূক্ষ্ম বাসনার সূক্ষ্ম বেষ্টিনীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া অবস্থান করে ।

তখন পরব্রহ্ম গন্ধবণিকের পুটুলীর স্থায় হইয়া থাকেন । গন্ধ-বণিক প্রথমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুটুলী (মোড়ক) বাঁধে, তাহার পর কতকগুলি ক্ষুদ্র পুটুলীতে একটি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ পুটুলী প্রস্তুত করে ; আবার ঐরূপ দুইচারিটি পুটুলীতে একটি বৃহত্তর পুটুলী বন্ধন করে । আপাতত দেখিলে মনে হয়, একটি পুটুলী ; কিন্তু ভিতরে সব ভিন্ন ভিন্ন রহিয়াছে । শ্রলয়ের অবস্থা ঠিক সেইরূপ । প্রথমে ভিন্ন ভিন্ন বাসনাবদ্ধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য জীব, তাহার পর অপেক্ষাকৃত বৃহৎ প্রকৃতি, তৎপরে অনন্ত অপরিসীম পরব্রহ্ম । সৃষ্টির সময় সকলই বাহির হইয়া পড়ে ; কিন্তু যে জীব জ্ঞানাত্মে বাসনার বেষ্টিনী ছেদন করিতে পারে, সে আর

বাহির হয় না ; সে নিরবচ্ছিন্ন পরব্রহ্মের সমভাব প্রাপ্ত হইয়া প্রকৃতির আবরণ ছেদনপূর্বক পরব্রহ্মে মিশিয়া যায় । যাঁহারা শ্রুতি, বেদান্ত ও গীতার আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা এ বিষয় অবগত আছেন । এই যে, সৃষ্টির ব্যাপার, ইহা পর ব্রহ্মের একপাদ বিভূতি,—সিকিংশ অর্থাৎ অতি অল্পমাত্র বিকাশ । ইহার পরে অর্থাৎ প্রকৃতির বাহিরে, তাঁহার ত্রিপাদ বিভূতি,—বারোআনা অংশ অর্থাৎ অনন্ত অসীম বিকাশ । এ কথাও শ্রুতি এবং গীতায় আছে । শ্রুতি বলিয়াছেন,—“সমস্ত ভূত তাঁহার একপাদ এবং স্বর্গ অর্থাৎ প্রকৃতির বাহিরে তাঁহার ত্রিপাদ ।” শ্রীমদগীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন,—“বিষ্ণুভ্যাহমিদং কৃৎস্ন-মেকাংশেন স্থিতো জগৎ ।” আমরা এই ত্রিপাদ বিভূতির মধ্যেই রাসলীলার অনুসন্ধান করিব ।

শ্রুতি বলিয়াছেন,—“এক পরব্রহ্ম অনেকের কামনা পূর্ণ করেন ।” শ্রীমদগীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন—“যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্ ।” অর্থাৎ যাঁহারা যে অভিপ্রায়ে আমার ভজনা করে, আমি তাঁহাদের সেই অভিপ্রায় পূর্ণ করিয়া থাকি ।” সর্বলোক-বিদিত মহাজন-বাক্য আছে,—“ষাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী ।” অর্থাৎ যাঁহার যেরূপ ভাবনা, তাঁহার সিদ্ধিও সেইরূপ হইয়া থাকে । সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম প্রকৃতির বাহিরেও অনন্ত-স্বরূপে নিত্যই আছেন । জ্ঞানিগণ ব্রহ্মের নির্বিশেষ অনন্ত সত্তায় আপন সত্তা মিলাইতে চাহেন ; সুতরাং তাঁহাদের সেই অভিপ্রায়ই সিদ্ধ হয় ; তাঁহারা নির্বিশেষ

ব্রহ্মসত্তায় মিশ্রিত হইয়া যান । যোগিগণ ব্রহ্মের চিদংশের সহিত একাকার হইতে ইচ্ছা করেন ; স্মৃতরাং তাঁহাদের সেই ইচ্ছাই ফলবতী হয় ; তাঁহারা চৈতন্য স্বরূপেই অবস্থান করেন । ভক্তগণ পরব্রহ্মকে আনন্দ-প্রধান বলিয়া দেখেন এবং অনন্তকাল পৃথক ভাবে ব্রহ্মানন্দ আশ্বাদন করিতে বাসনা করেন ; স্মৃতরাং শ্রুতি, গীতা ও মহাজন-বাক্যানুসারে তাঁহাদেরও সে অভিলাষ অবশ্যই সিদ্ধ হয় । ভক্তের ভাব পাঁচ প্রকার,—শাস্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য্য । মাধুর্য্য ভাবই যে সর্বশ্রেষ্ঠ, ইহা পূর্বে আলোচিত হইয়াছে । এই রাসলীলার প্রসঙ্গে মাধুর্য্য ভাবই আমাদের আলোচ্য ।

পঞ্চদশী-নামক বেদান্তগ্রন্থে আছে,—“ইয়মাত্মা পরানন্দঃ পরপ্রেমাস্পদত্বতঃ ।” অর্থাৎ এই জ্ঞানস্বরূপ আত্মা আনন্দময়, যে-হেতুক আত্মাই পরমপ্রেমের বিষয় । আত্মা আনন্দময় বলিয়াই আমাদের আত্মার প্রতি স্বাভাবিক প্রেম হইয়া থাকে । তাহা হইলেই বুঝিতে হইল, আমরা প্রেমদ্বারাই আত্মানন্দ আশ্বাদন করি । আবার শ্রুতি বলিয়াছেন,—“অগ্রে একমাত্র আত্মাই ছিলেন, আর কিছুই ছিলনা ।” ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন,—“অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ ।” আমি সর্বভূতের অন্তরে আত্মস্বরূপে আছি । তাহা হইলে আমরা দুই প্রকার আত্মা পাইলাম ; এক অনন্ত অসীম আনন্দস্বরূপ মূল আত্মা এবং অপর সর্বজীবের অন্তরস্থ অংশাত্মা । সেই অংশাত্মাই আমি,—প্রকৃত আমি ; অতএব আমি আমাকেই প্রেম করি ;

আমাকেই ভাল বাসি। আমরা অনেকবার বলিয়াছি, অংশের স্বভাব দেখিয়া রাশির স্বভাব অনুমান করা যায়। যেমন অগ্নিকণার দাহিকা শক্তি দেখিয়া অগ্নিরাশির দাহিকা শক্তি অনুমিত হইয়া থাকে। মূল অনন্ত আনন্দস্বরূপ আত্মার অংশ জীব যখন আপনিই আপনার প্রতি প্রেম করিয়া আপনিই আত্মমুখ অনুভব করে, তখন সেই মূল অনন্ত আনন্দ-স্বরূপ আত্মাও নিজ-প্রেমে নিজানন্দ আশ্বাদন করিয়া থাকেন। তিনি আপন প্রেমে আপনাকেই আশ্বাদন করেন। যখন প্রেমদ্বারা নিজানন্দ আশ্বাদন করেন, তখন আনন্দাশ্বাদনী শক্তির নামই “প্রেম”। ঐ আনন্দাশ্বাদনী শক্তি আনন্দকেও আনন্দ আশ্বাদন করাইয়া থাকেন। সেই জন্ম উহার অপর নাম “হ্লাদিনী শক্তি”। তবেই বুঝিলাম, তিনি আপন প্রেমাংশদ্বারা আপন আনন্দাংশ আশ্বাদন করেন। শক্তি শক্তিমানকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না এবং শক্তিমানও শক্তিকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না, ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য; অথচ শক্তি ও শক্তিমান পরস্পর বিভিন্ন বস্তু, তাহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং পরব্রহ্ম বা মূল আত্মা এক হইয়াও দুই এবং দুই হইয়াও এক,—ঐত্যাধৈত বা বিশিষ্টাধৈত।

প্রেমের অন্তরে আবার ভাব; প্রেম এক, ভাব নানা প্রকার। প্রেমের প্রকৃতি অনুরাগ বা ভালবাসা। একই ব্যক্তিকে, তাহার মা ভাল বাসে, তাহার স্ত্রী ভালবাসে, তাহার ভগিনী ভাল বাসে; সকলেরই ভালবাসা বা প্রেম এক, কিন্তু বিভিন্ন প্রকার। পত্নী পতিকে মধুর ভাবে ভাল বাসে; ঐ মধুর ভাবও সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম

অবাস্তব-ভেদে শত শত প্রকার । সুতরাং আনন্দ-স্বরূপ রসস্বরূপ পরব্রহ্মের প্রেমাংশ অসংখ্য ভাগে বিভক্ত হইয়া অসংখ্য ভাবে আনন্দাংশ আনন্দন করিতেছে । ভিন্ন ভিন্ন ভাবের অসংখ্য প্রেমাংশ আপন আপন ভাবের সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম বেষ্টিতর মধ্যে বা গুণীর মধ্যেই আবদ্ধ ; এক ভাবের প্রেম অপর ভাবের প্রেমের সহিত মিশিতে পারে না । ইহা আমরা আমাদের জ্ঞান প্রাকৃত বদ্ধ জীবের অবস্থা আলোচনা করিলেও বুঝিতে পারি । পৃথিবীস্থ সমস্ত মনুষ্যই যেমন বাহ্যিকারে পরস্পর বিভিন্ন, সেইরূপ হৃদয়ের ভাবে বা প্রবৃত্তিতে বা স্বভাবে বা বাসনাতেও ভিন্ন ভিন্ন । সকল জীব চৈতন্যস্বরূপ ; সুতরাং একই প্রকার হইলেও ভিন্ন ভিন্ন ভাবের গুণীতে আবদ্ধ থাকিয়া সকলেই পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন । সেই জন্তই মৃত্যুর পর দেহস্থ চৈতন্য বা জীব মহাচৈতন্যে মিশিতে পারেনা । ঐ ভাবের বেষ্টিতর না থাকিলে, সকলেই মৃত্যুর পরই মুক্ত হইয়া যাইত । ব্রহ্মাণ্ডের মহাপ্রলয়েও সমস্ত জীব ঐ ভাবের বা ভাবাসুরূপ অদৃষ্টের বেষ্টিতর আবদ্ধ হইয়া পৃথক পৃথক থাকে, ইহা আমরা পূর্বে আলোচনা করিষাছি । কিন্তু ত্রিগুণময় ভাবের বেষ্টিতর বা ব্যবধান জ্ঞানে, যোগে এবং প্রেমে বিচ্ছিন্ন হয় ; স্বাভাবিক ভগবৎপ্রেমের বেষ্টিতর কখনও বিচ্ছিন্ন হয় না ; উহা নিত্যই আছে এবং থাকিবে ; কারণ উহা আদ্যন্তহীন পরব্রহ্মেরই অংশ বা শক্তি । ঐ বেষ্টিতর বা ব্যবধান এত সূক্ষ্ম ও স্বচ্ছ যে, মানবী বুদ্ধির ধারণায় আইসে না ; সেই জন্তই পর ব্রহ্মকে নির্বিশেষ বলা হয় । বস্তুতঃ তিনি নির্বিশেষ ও সবিশেষ

দুইই,—জ্ঞানের নিকট নির্বিশেষ, প্রেমের নিকট সর্বিশেষ। প্রাকৃত ভূতময় ব্যবধানও অত্যন্ত স্বচ্ছ হইলে নেত্রগোচর হয় না, ইহা আমরা মহাভারত পাঠে জানিতে পারি এবং নিজের এক এক সময়ে অনুভব করিয়াছি। মহাভারতের সভাপর্বে যুধিষ্ঠিরের ময়দানব-নির্মিত সভায় কাচনির্মিত কৃত্রিম দ্বারে দুর্যোধনের মাথা ঠুকিয়া যাইতে দেখিয়াছি। ভূতময় ব্যবধান স্বচ্ছ হইলে, যখন নয়ন গোচর হয় না, তখন সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম ও স্বচ্ছাদপি স্বচ্ছ প্রেমের বা ভাবের ব্যবধান যে মনেরও অগোচর হইবে, ইহা বিচিত্র নয়।

প্রেম ও আনন্দ যে পরস্পর নিত্য সহচর, ইহা আমরা আলোচনা করিয়াছি এবং প্রেম যে প্রকৃতি স্বভাব, তাহাও বলিয়াছি, অতএব ঐ সকল ভিন্ন ভিন্ন প্রেমকে আনন্দময়ের সহচরী বলা যায়। ভগবান্ শ্রীমদগীতায় বলিয়াছেন,—“অপরেয়মিতত্ত্বাত্মাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্। জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ।” অর্থাৎ ভূম্যাদি অষ্ট পদার্থ আমার নিকৃষ্টা প্রকৃতি এবং জীব আমার পরা অর্থাৎ উৎকৃষ্টা প্রকৃতি; যে হেতুক জীব নিজ নিজ কৰ্ম্মদ্বারা জগৎপ্রবাহ রক্ষা করিতেছে। অতএব জীবও প্রকৃতি, প্রেমও প্রকৃতি। এই কৰ্ম্মাধীন জীব ভগবদ্ভজনে কৰ্ম্মক্ষয় করিয়া প্রেমরূপা নিত্য প্রকৃতিতে মিশ্রিত হইতে পারে। ঐ প্রেমরূপা প্রকৃতি আনন্দরূপ পরম রসের সহিত নিত্য জড়িত, নিত্য আলিঙ্গিত, নিত্য মাখামাখি। এই যে অসংখ্য প্রেমরূপা প্রকৃতি বা সহচরাদিগের সহিত পরমানন্দের বা

পরমরসের নিত্য মিলন বা নিত্য আলিঙ্গন বা নিত্য বিহার, ইহারই নাম “রাসলীলা” ।

এই প্রকৃত রাসলীলা যেমন নিত্য—তেমনি অনন্ত অসীম । পরব্রহ্ম-স্বরূপ দয়াময় ভগবান্ এই সমস্ত সংসার-সমুপ্ত জীবকে ঐ নিত্যরাসের পরম রস আন্বাদন করাইবার জগ্জী শ্রীকৃষ্ণরূপে শ্রীবৃন্দাবনে প্রাকৃতির শ্রায় রাসলীলা করিয়াছেন । আপনি সেই আনন্দ-স্বরূপেই নটবর বেশ ধারণ করিয়া এবং অসংখ্য নিত্য সহচরীদিগকে গোপী সহচরী সাজাইয়া মণ্ডলাকারে নাচিয়াছেন, গাইয়াছেন ও আলিঙ্গনাদি করিয়াছেন । নিত্যরাসের অনন্ততা দেখাইবার জগ্জী মণ্ডলাকারে দাঁড়াইয়া ছিলেন । অনন্তভাব দেখাইতে হইলে, মণ্ডলের শ্রায় দেখাইতেই হয় ; কেননা মণ্ডলের আদি অন্ত নাই,—অনন্তেরও আদি অন্ত নাই । আমরা পরব্রহ্মকে কেবল মুখেই ‘অনন্ত অনন্ত’ বলিয়া থাকি ; অনন্ত ভাবিতে জানি না,—ধারণা করিতে পারি না । কিন্তু এক বস্তুকে অনন্তস্বরূপে ভাবিতে গেলেই যে, মণ্ডলাকার হইয়া পড়ে, তাহা বুঝিতে পারি । মহাসাগরের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া চারি দিকে ফিরিয়া ঘুরিয়া দেখিলে, মণ্ডলাকার দেখা যায়,—অপার জলরাশিও মণ্ডলাকার, এবং অনন্ত বিসারিত আকাশও মণ্ডলাকার বলিয়া প্রতীয়মান হয় । অতএব, যঁাহারা আমাদের শ্রায় কেবল মুখেই ব্রহ্ম অনন্ত, ব্রহ্ম অনন্ত বলেন, তাঁহাদের কথা পৃথক্ ; কিন্তু যঁাহারা ভাবুক, যঁাহারা চিন্তাশীল, তাঁহারা অনন্ত ভাবিতে গেলেই দেখিবেন—মণ্ডলাকার ঐ বাহার মধ্যস্থলে

দাঁড়াইয়া সকলদিকেই সমাস্তুরাল দেখা যায়, তাহাই মণ্ডল ; অনন্তরও যেখানে দাঁড়াইয়া দেখিবে, সকল দিকেই সমাস্তুরাল দেখিতে পাইবে ; অতএব অনন্তকে বুঝাইতে হইলে, মণ্ডলাকারেই বুঝাইতে হইবে । আমরা যে, গোলাকার শালগ্রাম শিলায় বিশ্বব্যাপী বিষ্ণুর পূজা করিয়া থাকি, তাহাও অনন্ত সত্ত্বাস্বরূপ নির্বিশেষ ব্রহ্মের আদর্শ । পৃথিবীর চিত্রাঙ্কিত একটি ক্ষুদ্র গোলক অবলম্বন করিয়া যখন বিপুল পৃথিবীর ধারণা করা যায়, তখন বৃন্দাবনের রাসমণ্ডল অবলম্বনে অনন্ত প্রেমানন্দের মণ্ডলও কথঞ্চিৎ ধারণা করা যাইতে পারে ।

আমরা পূর্বের বলিয়াছি শ্রীবৃন্দাবনে ভগবৎ-প্রিয়তমা গোপী অসংখ্য ; এখন সে কথা মিলিয়া গেল । অনেকে বলিবেন,— অসংখ্য গোপী সীমাবদ্ধ বৃন্দাবনে স্থান পাইল কিরূপে ? তাহার উত্তরে আমরা বলিব,—যেমন অনন্ত বুঝিবার উপায় নাই, বৃহৎ মণ্ডল দেখিয়াই বুঝিতে হয়, সেইরূপ অসংখ্যও বুঝিবারও উপায় নাই, বহুসংখ্যক ধরিয়াই বুঝিতে হইবে ।

আমরা মূল শ্লোকে দেখিলাম, প্রত্যেক গোপীর বামে দক্ষিণে উভয় পার্শ্বেই রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ দুই হস্তে প্রত্যেক গোপীর কণ্ঠ ধারণ করিয়া আছেন । মণ্ডলের শোভা দেখাইবার জন্ত আপাততঃ ঐরূপ বলা হইয়াছে ; কিন্তু বস্তুরূপে কৃষ্ণপ্রিয়াদিগের বামে, দক্ষিণে, সম্মুখে, পশ্চাতে উর্দ্ধে, নিম্নে সকল দিকেই কৃষ্ণ । নিত্যরাস স্মরণ করিলে, আমরা ইহা বুঝিতে পারি । যেমন জলমগ্ন ব্যক্তির সকল দিকে, সকল অঙ্গই জল-সংলগ্ন,

সেইরূপ যে যে ভাবের মূর্তি সেই অনন্ত আনন্দ সাগরে নিমগ্ন
আছেন, তাঁহাদেরও সকল দিকেই সকল অঙ্গই আনন্দালিঙ্গিত ।
বৃন্দাবনীয় রাসমণ্ডল হইতে তাহাই বুকিয়া লইতে হইবে ।

আমরা ভাবের মূর্তি বলিলাম, ইহাতে সজ্জনগণের অসন্তোষ
উৎপাদন করা হইল কিনা বলিতে পারি না । কিন্তু আমাদের
বিশ্বাস, ভাবের রূপ আছে, আনন্দেরও রূপ আছে ; ভাবনা
করিলে বুঝি পারা যায় এবং সাধন করিলে প্রত্যক্ষ অনুভব
করাও যায় । আমরা দেখিলাম, চিদানন্দময় পরব্রহ্মের অর্দ্ধাংশ
প্রেম এবং অর্দ্ধাংশ চিদানন্দ ; স্মৃতরাং প্রেমাংশও চিন্ময় । যখন
ঐ সকল চিন্ময় প্রেমাংশ আপন আপন পৃথক্ অস্তিত্ব অনুভব
করেন, তখন আপন আপন রূপও অনুভব করেন, ইহা স্থির ।
তাঁহারা নিজে নিজে আপনাদের যেরূপ রূপ অনুভব
করেন, সেই রূপই তাঁহাদের রূপ । তবে, মে রূপ কিরূপ,
তাহা আমরা বলিতে পারি না—কেহই বলিতে পারেন
না । আমরা মানব ও মানবী ; স্মৃতরাং পরম সুন্দর মানব
ও মানবীর মূর্তি অবলম্বন করিয়াই আমরাগিকে উহা বুঝিতে
হইবে । তাহার পর যিনি সাধনবলে অনুভব করিতে পারিবেন,
তিনিই প্রকৃত রূপ অবগত হইবেন, কিন্তু ভাষায় প্রকাশ করিতে
পারিবেন না ।

মূল শ্লোকে শুকদেব বলিয়াছেন,—মণ্ডলস্থ প্রত্যেক গোপীই
শ্রীকৃষ্ণকে আপনার নিকটেই দেখিলেন, অগ্নোর নিকটে দেখিতে
পাইলেন না । ইহাও সেই মূল অনন্ত প্রেমানন্দ-মণ্ডলেরই

আদর্শ। সেখানে অসংখ্য প্রেমময় ভাবরূপের যে রূপ অনন্ত আনন্দ স্বরূপের যে অংশে নিমগ্ন আছেন, তিনি সেই অংশই পূর্ণ মনে করিতেছেন এবং সেই অংশই আশ্বাদন করিয়া আপনাকেও পূর্ণ বলিয়া পরিতৃপ্ত আছেন। তাঁহার সকল দিকে আনন্দময় রূপ,—সকল দিকেই কৃষ্ণ; স্মৃতরাং তিনি আর কিছুই দেখিতে পাইতেছেন না। মানবের মধ্যেও যদি শত শত ভক্ত একত্র উপবেশন করিয়া ভগবদ্ভাবে তন্ময় হন, তবে তাঁহাদেরও প্রত্যেকেই দেখিবেন, আমারই কাছে ভগবান্ রহিয়াছেন,—অন্তের কাছে তাঁহাকে দেখিতে পাইবেননা। অতএব আমরা শ্রীকৃষ্ণাবনের রাসলীলায় বহুগোপী ও বহুকৃষ্ণ দেখিয়া এবং প্রত্যেক গোপীর বামে ও দক্ষিণে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া হৃদয়স্থ আধ্যাত্মিক রাসলীলা ও নিত্য-ধামস্থ নিত্য-রাসলীলার তত্ত্ব অবগত হইতে পারি।

এখন গোপীর কথা।—আমরা যেরূপ আলোচনা করিলাম, পরমানন্দময় পরব্রহ্ম অনাদিকাল হইতে আপনিই আপন প্রেমে আপনাকে আশ্বাদন করিতেছেন। তাঁহার প্রেমাংশ আবার অসংখ্য ভাব ভেদে অসংখ্য এবং তিনিও এক হইয়াও প্রত্যেকভাবে আলিঙ্গিত হইয়া অসংখ্য। ঐ সকল প্রেমাংশই তাঁহার প্রকৃতি অর্থাৎ সহচরী। ঐ সকল সহচরীই শ্রীকৃষ্ণাবনলীলায় গোপী। গোপীগণ ভাবভেদে এবং প্রেমের তারতম্য অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন। তন্মধ্যে বাহ্যতে প্রেমের ও ভাবের পূর্ণতা, তিনিই রাধা; তন্নিম্ন সকলের ললিতা বিশাখা প্রভৃতি বহু নাম নির্দিষ্ট হইয়াছে।

আমরা পূর্বের যে নিত্যসিদ্ধা গোপীর কথা বলিয়াছি, এখন তাহা বুঝিলাম। এই সমস্ত বন্ধ জীব যদি নিত্যলীলার নিত্যানন্দ আন্বাদন করিতে চাহে, ঐ সকল নিত্যসিদ্ধা গোপীদিগের অশ্রুগত হইতে হইবে অর্থাৎ যিনি যে ভাবে ভগবানকে পাইতে বাসনা করেন, তিনি সেই ভাবের গোপীকে আশ্রয় করিয়া অর্থাৎ সেই ভাব লইয়া সাধন করিবেন। ঐ সকল ভাবই মঞ্জরী নামে অভিহিত। ভক্তি শাস্ত্রানুসারে কেহই সাধন-বলে রাধা হইতে পারিবেন না; তবে যদি কখনও কেহ ঠিক রাধার ভাবে পূর্ণ হইতে পারেন, তিনি নিত্য-রাধায় সাযুজ্য পাইবেন। ঐরূপ যিনি যে গোপীর ভাবে পরিপূর্ণ হইবেন, তিনি সেই গোপীতে সাযুজ্য লাভ করিবেন।

আমরা পূর্বের দেখিয়াছি বিভিন্ন ভাবের বেষ্টিতভাবে ব্যবহৃত হইয়া সকল ভাবই পৃথক্ পৃথক্ রহিয়াছে; সুতরাং দুই ভাবে ঠিক এক রকম হইলেই মিশিয়া যাইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা মহাভারত পাঠেও এ বিষয়ের আভাস পাইয়াছি। মহাভারতের মহাপ্রস্থানপর্বের দেখিতে পাই, শাপভ্রষ্ট ধর্ম বিহুর ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের শরীরে মিশিয়া গেলেন। ইহাও ঠিক ঐ কথা। শাস্ত্রে আছে,—“আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ” অর্থাৎ পিতাই পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে; অতএব যে পিতা, সেই পুত্র। বিহুর স্বয়ং ধর্ম এবং যুধিষ্ঠির ধর্মের ঔরসপুত্র, অতএব উভয়েই অন্তরে অন্তরে এক; সুতরাং যখন বিহুর মাংসময় আবরণ নষ্ট হইল, তখন তাঁহার অন্তরস্থ সূক্ষ্ম ধর্মময় দেহ যুধিষ্ঠিরের অন্তরস্থ ধর্মময় দেহের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া গেল। এখন আমরা বুঝিতে

পারি, দুই তিন রাধা, দুই তিন ললিতা বা দুই তিন বিশাখা হইতে পারেন না । জীব সাধনবলে নিত্যলীলাস্থ অনন্ত সখীভাবের অন্তিম এক ভাবে মিশিয়া থাকে ।

এই সখীর কথা আর একবার আলোচনা করিব ।—শ্রুতি বলিয়াছেন,—“দুটি পক্ষীতে পরস্পর পরম সখ্য ; দুটিতে একই বৃক্ষে বাস করে, কখনও পৃথক থাকেনা ; একটি পক্ষী বৃক্ষের ফল আশ্বাদন করে, অপরটি কেবল সাক্ষি-স্বরূপে অবলোকন করে ।” অর্থাৎ একই দেহে পরমাত্মা ও জীবাত্মা নিত্যই অবস্থান করেন, উভয়ে পরম সখ্য । জীবাত্মা দেহকৃত পাপপুণ্যের ফলস্বরূপ দুঃখ ও সুখ ভোগ করে, পরমাত্মা সাক্ষিস্বরূপে দেখেন । তাহা হইলে আমরা বুঝিলাম, পরমাত্মা ও জীবাত্মা পরস্পরের সখা । আমরা পূর্বে বলিয়াছি, প্রেম প্রকৃতি-স্বভাব ; সুতরাং জীব চৈতন্য-প্রধান হইলেই পরমাত্মার সখা এবং প্রেমপ্রধান হইলেই সখী । শ্রুতি বলিলেন,—যেখানে জীবাত্মা সেইখানেই পরমাত্মা ; আমরাও পূর্বে আলোচনা করিয়াছি, যেখানে প্রেম, সেইখানেই আনন্দ ; সুতরাং যেখানে প্রেমময়ী রাধা, সেইখানেই আনন্দময় শ্রীকৃষ্ণ । যে জীব চৈতন্যরূপে চৈতন্যময় অন্তর্য্যামী পরমাত্মার নিত্যসখা, সেই চৈতন্যস্বরূপ জীবই প্রেমস্বভাবে চিদানন্দঘন বিগ্রহবান্ সেই পরমাত্মারই নিত্যসখী । দেহভেদে জীবও অসংখ্য, পরমাত্মাও অসংখ্য এবং ভাবভেদে সখীও অসংখ্য ; বিগ্রহবান্ পরমাত্মাও অসংখ্য । যিনি চিহ্নজড় ব্রহ্মাণ্ডরূপে বহু হইতে পারেন, তিনি বিশুদ্ধ চিদানন্দ স্বরূপেও বহু হইতে অবশ্যই পারেন ।

সেই পরমানন্দ চিদানন্দ-স্বরূপে বহু হইয়া আপনিই আপন প্রেমে আপন রস নিত্যই আশ্বাদন করিতেছেন ; তাহারই নাম “রাস” ।

শুকদেব বলিলেন,—শত শত দেবতা বিমানারোহণে আকাশ হইতে ভগবানের রাসলীলা দেখিতে লাগিলেন । ইহার তাৎপর্য কি ? আমরা স্বর্গস্থ দেবতা বিশ্বাস করি ; সুতরাং আমাদের অভিপ্রায়ে ইহা বিচিত্র নয় । তন্ত্ৰিগ্ন অধ্যাত্মলীলা আলোচনা করিলে, ইহা স্পর্শই বুদ্ধিতে পারা যায় । আমাদের শাস্ত্রানুসারে মানবদেহের প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরই এক এক অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন । সেই ইন্দ্রিয়স্থ দেবতারাই গ্রহণাদি পঞ্চ ভ্রুতান্দ্রিয়ের সাহায্যে বাহিরের শব্দাদি পঞ্চ বিষয় ভোগ করিয়া ক্ষণস্থায়ী আনন্দের আশ্বাদন করেন ; আবার পাণি প্রভৃতি পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের সাহায্যে গ্রহণাদি বাহ্যক্রিয়ায় অনুক্ষণ ব্যাপ্ত আছেন । কিন্তু যখন যোগী সমাধিস্থ থাকেন, তখন তাঁহার কোন ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতা বাহিরের কোন কার্যই করেন না ; সকলেই অন্তর্মুখ হইয়া থাকেন । এরূপ হয় কেন ? ঐ রাসলীলার জন্তই হয় । সমাধি অবস্থায় যোগীর জীবাত্মা আপন নিত্য সখা পরমাত্মার সহিত আলিঙ্গিত হইয়া পরমানন্দ—পরম রস আশ্বাদন করিতেছে ; অর্থাৎ তখন যোগীর হৃদয়-বৃন্দাবনে আধ্যাত্মিক রাসলীলা হইতেছে ; তাই সমস্ত ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতাই বাহিরের ভুচ্ছানন্দ পরিত্যাগ করিয়া, জীবের সহিত সেই পরমানন্দ আশ্বাদনেই মোহিত হইয়া থাকেন ॥৪

বলয়ানাং নুপুরাণাং কিঙ্কিণীনাঞ্চ যোবিতাম্ ।

সপ্রিয়াণামভূচ্ছবস্তমুলো রাসমণ্ডলে ॥ ৫

তত্রাতিশুশুভে তাভির্ভগবান্ দেবকীমৃতঃ ।

মধ্যে মণীনাং হৈমানাং মহামরকতো যথা ॥ ৬

অনুবাদঃ—রাসমণ্ডলে সপ্রিয়াণাং (সক্কাণাং) যোবিতা
(ব্রজাঙ্গনানাং) বলয়ানাং (করালঙ্কারবিশেষাণাং) নুপুরাণাং (পদালঙ্কার
বিশেষাণাং) মঞ্জীরাণাং (কিঙ্কিণীনাং) (কাঞ্চিহ-সুসম্প্রসিক্তানাং) তুমুল
(সকীর্ণঃ মিশ্রিতঃ) শব্দঃ (ধ্বনিঃ) অভূৎ (বভূব) ॥

তত্র (তস্মিন্ রাসমণ্ডলে) ভগবান্ (যদৈশ্বর্য্যপূর্ণঃ) দেবকীমৃতঃ
(ঐক্যঃ) তাভিঃ (স্বর্ণবর্ণাভিঃ গোপীভিঃ) হৈমানাং (সৌবর্ণানাং)
মণীনাং মধ্যে (মধ্যে মধ্যে) মহামরকতঃ (মহানীলকান্তমণিঃ) যথা
[যথা] অতিশুশুভে (নিরতিশয়মশোভত) ॥ ৫ ৬

টীকা—সপ্রিয়াণাং ঐক্যসহিতানাম্ । তুমুলঃ সকীর্ণঃ ॥ ৫

মহামরকতো নীলমণিরিব হৈমানাং মণীনাং মধ্যে মধ্যে ভা
স্বর্ণবর্ণাভিরাসিষ্টাভিঃ শুভে । গোপীদৃষ্টাভিপ্রায়েণ বা বিনৈব ম
গদ্যবৃত্তিমেকবচনম্ (তাসাং মধ্যেই ইত্যর্থঃ) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—রাসমণ্ডলে বহুরূপী ভগবান্ ঐক্য-সমষ্টি
শত শত ব্রজবালাদিগের বলয়, নুপুর ও কিঙ্কিণীর তুমুল মিশ্রিত
ধ্বনি হইতে লাগিল ॥ ৫

ঐ রাসমণ্ডলে নবজলদশ্যাম্ ভগবান্ দেবকীনন্দন স্বর্ণবর্ণ

গোপীগণের মধ্যে মধ্যে, স্বর্ণময় মণিমালার মধ্যে মধ্যে নীলকান্ত মণির ছায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৬

তাৎপর্য—শুকদেব বলিলেন, রাসমণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণ ও গোপী-
নিগের বলয়াদি অলঙ্কারের মিশ্রিত ধ্বনি হইতে লাগিল এবং
শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের মধ্যে মধ্যে নীলকান্ত মণির ছায় সুশোভিত
হইলেন। ভূষণ ধ্বনির সম্বন্ধে বলিবার কথা বিশেষ কিছুই নাই ;
ব্রজবাসীদিগের মধ্যে অশ্রু কেহই বৃন্দাবনীয় রাসলীলা দেখেন
নাই,—অলঙ্কারের ধ্বনিও শুনে নাই এবং পুরাণকর্তা মহর্ষিও
তথায় উপস্থিত ছিলেন না। মহর্ষি সর্ববজ্রতা-সাধক যোগবলেই ঐ
সকল দেখিয়াছিলেন এবং শুনিয়াছিলেন। ভগবান্‌ও যে প্রাকৃত
নট-নটীর অনুকরণেই বৃন্দাবনে রাসলীলা করেন, এ কথা পূর্বে
বলা হইয়াছে ; অতএব বৃন্দাবনের রাসলীলাতেই অলঙ্কারের শব্দ
হইয়াছিল ; আধ্যাত্মিক লীলায় ও নিত্যলীলায় এ সকল নাই।

ভগবান্‌ যে শ্যামবর্ণ এবং ব্রজবালারা যে স্বর্ণবর্ণা, তাহা
মহর্ষি স্বচক্ষুতেই দেখিয়াছিলেন। সেই ব্রজ স্বর্ণমালার মধ্যে
মধ্যে অবস্থিত নীলকান্ত-মণির দৃষ্টান্তে ভগবানের শোভা
দেখাইয়াছেন। ইহার পারমার্থিক অভিপ্রায় অনুসন্ধান করিলেও
আমরা বুঝিতে পারি, ভগবান্‌ নিত্যশ্যাম এবং গোপী নিত্যগৌরী।
আনন্দ ও প্রেম উভয়েরই পরস্পর প্রকাশ প্রকাশক সম্বন্ধ।
প্রেমেই আনন্দের বিকাশ এবং আনন্দেই প্রেমের তৃপ্তি; সুতরাং
উভয়েই উভয়ের উপকারক। ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ আনন্দঘন এবং
গোপী প্রেমের মূর্তি ; সুতরাং গোপীকে লইয়াই কৃষ্ণের শোভা

এবং কৃষ্ণকে লইয়াই গোপীর শোভা । আমরা ভাবনা করিলে
 বুদ্ধিতে পারি, আনন্দ যেন স্নিগ্ধ-মধুর এবং প্রেম যেন সুন্দর-
 সমুজ্জ্বল; অতএব প্রেম স্নিগ্ধমধুর শ্রীকৃষ্ণকে সমুজ্জ্বল করিয়া
 রাখিয়াছে এবং নিজেও কৃষ্ণমাধুর্য্যে পরিতৃপ্ত ও উজ্জ্বলতর
 হইতেছে । আনন্দঘন ভগবানের ও প্রেমঘন গোপীর বর্ণকিরূপ,
 তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না; তবে পরম্পর প্রকাশ্য-প্রকাশক
 সম্বন্ধ ধরিয়া, মরকত-মণি ও স্বর্ণমালার দৃষ্টান্ত দিয়া আপাততঃ
 ইঙ্গিত মাত্র করা হইয়াছে । শ্যামবর্ণ ও পীতবর্ণ পরম্পর প্রকাশ্য-
 প্রকাশক; কারণ, শ্যামবর্ণের নিকট পীতবর্ণ থাকিলে শ্যাম
 সন্নিধানে পীত উজ্জ্বল দেখায় এবং পীত-সন্নিধানে শ্যামও উজ্জ্বল
 হইয়া উঠে, ইঙ্গা সকলেই জানেন; সেই জন্মই ঐরূপ দৃষ্টান্ত
 দেওয়া হইয়াছে । বস্তুতঃ গোপীকৃষ্ণের সন্মিলনে কিরূপ শোভা
 হয়, তাহা প্রেমিক ভক্তেরই অনুভবনীয়,—ভাষায় বর্ণনা করিবার
 বা প্রাকৃত দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইবার বিষয় নহে । শ্রুতিও বলিয়া
 ছেন, “তিনি অস্থূল ও অনণু, স্থূল ও অণু এবং তিনি অবর্ণ অথবা
 শ্যামবর্ণ ।” অতএব আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্মের বা ভগবানের
 শ্যামবর্ণ শ্রুতিরও অভিপ্রেত । আমরা যদিও প্রেমের বর্ণ
 কোথাও পাই নাই, তথাপি যখন প্রেমই আনন্দময় জলদশ্যাম
 ভগবানের প্রকাশক, তখন প্রেমের সমুজ্জ্বল পীতবর্ণ ভাবন
 করাই উচিত ও স্বাভাবিক ॥ ৫।৬

পাদস্থানৈভূ জবিধুতিভিঃ সন্মিতৈজ্জ বিলাসৈ-
ভজ্যাম্যৈশ্চলকুচপটৈঃ কুণ্ডলৈর্গণ্ডলোলৈঃ ।

স্বিত্যম্মুখ্যঃ কবররসনাগ্রহয়ঃ কৃষ্ণবধো
গায়ন্ত্যন্তং তড়িত ইব তা মেঘচক্রে বিরেজুঃ ॥ ৭

অনুবাদঃ ।—স্বিত্যম্মুখ্যঃ (স্বর্ণাজবদনাঃ) কবর-রসনাগ্রহয়ঃ
(দৃঢ়বন্ধকেশকটিবদনাঃ) তাঃ (মণ্ডলস্থাঃ) কৃষ্ণবধো (ভগবৎপ্রিয়াঃ)
তঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) গায়ন্ত্যঃ (উচ্চৈঃ কীর্ত্তয়ন্ত্যঃ সত্যঃ) পাদস্থানৈঃ (সতাল-
পদবিক্ষেপৈঃ) জবিধুতিভিঃ (করচালনৈঃ) সন্মিতৈঃ জবিলাসৈঃ
(সহঃস্তৈঃ জভজিভিঃ) ভজ্যাম্যৈঃ (ভগ্নপ্রায়-কটিদেশৈঃ) চলকুচ-
পটৈঃ (অলংকৃতবসনৈঃ) গণ্ডলোলৈঃ কুণ্ডলৈঃ (কপোলচক্লৈঃ
কর্ণালঙ্কারৈঃ) মেঘচক্রে (জসদমণ্ডলে) তড়িত ইব (বিদ্যাতইব)
বিরেজুঃ (শুভতিরে) ॥ ৭

টীকা ।—স বধা তাভিঃ শুভভে, তথা তা অপি তেন বিরেজুরিত্যাহ-
পাদস্থানৈস্মিতি । জবিধুতিভিঃ করচালনৈঃ ভজ্যাম্যনৈম্যৈশ্চলন্তিঃ
কুচৈশ্চ পটৈশ্চ গণ্ডলোলৈর্গণ্ডেব লোলৈশ্চক্লৈঃ । স্বিত্যম্মুখ্যঃ স্বিত্যন্তি
স্বেদমুদগিরন্তি মুখানি বাসাং তাঃ । কবরেযুঃ রসনাগ্রহয়ঃ হৃদা বাসাং
তাঃ । বধা, তেবু তাস্মৈ অগ্রহয়ঃ শিখিলগ্রহয় ইত্যর্থঃ । তজ্জ নানামূর্ত্তিঃ
শ্রীকৃষ্ণো মেঘচক্রমিব তান্ত বহুবিধান্তড়িত ইব যেমন্ত আসার ইব গীতং
গজিতমিবেতি বথাসম্ভবম্ ॥ ৭

অনুবাদ ।—কৃষ্ণপ্রিয়া ব্রজবালারা মস্তকের কেশ ও
কটিদেশের বসন দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া, পদবিছাশ, করচালন ও

শ্রীকৃষ্ণ-রাসলীলা ।

সহস্র জুভলিসহকারে কৃষ্ণ গান করিতে লাগিলেন । তাঁহাদের বক্ষঃস্থলের বসন শিথিল হইয়া পড়িল ; গণ্ডস্থলে কুণ্ডল ছুলিতে লাগিল এবং বদনকমল ঘর্ষাক্ত হইয়া আসিল । ঐ সময়ে তাঁহার শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বে পার্শ্বে থাকিয়া মেঘমণ্ডলস্থ চপলার দ্বায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৭

তাৎপর্য্য ।—ভগবান্ গোপীদিগকে লইয়া প্রাকৃত রাসের অনুকরণে ঘেরূপ অভিনয় করিয়াছিলেন, তাহাই কাব্যাকারে অবিকল বর্ণনা করা ভিন্ন এ শ্লোকের অন্য তাৎপর্য্য নাই । তবে পূর্ব্বশ্লোকে গোপীমধ্যগত শ্রীকৃষ্ণের শোভাবর্ণনা করা হইয়াছে ; এ শ্লোকে কৃষ্ণমধ্যগত গোপীর শোভা দেখাইলেন । ভগবান্ শ্যামবর্ণ এবং গোপী স্বর্ণবর্ণা ; অতএব সেখানে হৈমমণির মধ্যে মধ্যে অবস্থিত মরকতমণির দৃষ্টান্তে ভগবানের শোভা বর্ণিত হইয়াছে । এখানেও ঐ কারণেই মেঘচক্রস্থ তড়িতের দৃষ্টান্তে গোপীর শোভা প্রদর্শিত হইয়াছে । কেবল কৃষ্ণ-শোভা বর্ণনা করিয়া নিরস্ত থাকিলে কাব্যরস অসম্পূর্ণ থাকিত ; ইহা কাব্যরসিকমাত্রেই বুঝিতে পারেন । তন্নিম্ন পরমার্থেও গোপী-কৃষ্ণের শোভা দৃষ্টান্ত দ্বারা বর্ণনা করা অতীব প্রয়োজনীয় । কারণ, কৃষ্ণলীলা কেবল কোঁহুল চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত পাঠের বিষয় নহে ; ইহা তত্ত্বসাধকের ধ্যানের বস্তু । মন্দাধিকারী তত্ত্ব প্রেমানন্দের সুসুক্ষ্মলীলা ধ্যান করিতে সমর্থ নহে ; অতএব পরম কারুণিক মহর্ষিবর ঐ সকল মন্দাধিকারী তত্ত্বদিগের আপাততঃ ধ্যানসৌকার্য্যার্থে ঐরূপ বর্ণনা করিলেন ॥ ৭

শ্রীকৃষ্ণ-রাসলীলা ।

উচ্চৈর্জগন্তু নৃত্যমানা রক্তকণ্ঠ্যা রতিপ্রিয়াঃ ।

কৃষ্ণাভিমর্ষমুদিতা যদগীতেনেদমাবৃতম্ ॥ ৮

কাচিৎ সমং মুকুন্দেন স্বরজাতীরমিঞ্জিতাঃ ।

উম্নিজে পূজিতা তেন প্রীয়তা সাধু সাধ্বিতি ॥ ৯

তদেব ধ্রুবমুনিযে তস্মৈ মানঞ্চ বহুদাৎ ॥ ১০

অশ্বস্ত্যঃ ।—নৃত্যমানাঃ (নৃত্যন্তাঃ) রক্তকণ্ঠাঃ (মধুরস্বরাঃ)
রতিপ্রিয়াঃ (সদানন্দরতাঃ) কৃষ্ণাভিমর্ষমুদিতাঃ (কৃষ্ণসংস্পর্শজাতানন্দাঃ)
[গোপাঃ] উচ্চৈঃ (তারস্বরেণ) জগন্তুঃ (অগায়ন) যদগীতেন ইদং (বিশ্বং)
আবৃতম্ (ব্যাপ্তম্) ॥ ৮

কাচিৎ (গোপী) মুকুন্দেন (শ্রীকৃষ্ণেন) সমং (সহ) অমিঞ্জিতা
(অসঙ্কীর্ণাঃ) স্বরজাতীঃ (বড়জাদি-স্বরমালাপ-গতীঃ) উম্নিজে (উৎকৃষ্ট
বধাস্যাংতথা নীতবতী) তেন (কৃষ্ণেন) সাধু সাধু ইতি পূজিতা
(সম্মানিতা) ॥ ৯

তদেব (বড়জাদিহ্রদয়নমেব) ধ্রুবং (ধ্রুবাখ্যাতালবিশেষঃ কৃষ্ণা
উম্নিজে (উন্নীতবতী) [কৃষ্ণচ্চ] তস্মৈ (উন্নয়নকারিণ্যে) বহু (ভুরি
মানম্ প্রাশংসাম্) অদাৎ (দদৌ) ॥ ১০

টীকা ।—নৃত্যমানা নৃত্যন্তাঃ । রক্তকণ্ঠাঃ নানারাগৈরম্বরজিতকণ্ঠা
কৃষ্ণাভিমর্ষেণ সংস্পর্শেন মুদিতাঃ । ইদং বিশ্বম্ ॥ ৮

মুকুন্দেন সমং স্বরজাতীঃ বড়জাদিস্বরমালাপগতীঃ অমিঞ্জিতা
শ্রীকৃষ্ণেনীতাভিরসঙ্কীর্ণাঃ । প্রীয়তা প্রীয়মাণেন সম্মানিতা ॥ ৯

তৎ বড় জাদিহ্রদয়নমেব ধ্রুবং ধ্রুবাখ্যং তালবিশেষঃ কৃষ্ণা উম্নিজে
উন্নীতবতী ॥ ১০

অনুবাদ। গোপীগণ স্বভাবতই আনন্দপ্রিয় এবং তাঁহাদের কণ্ঠস্বর অতি মধুর তাঁহারা মুক্তিদাতা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গস্পর্শে অধিকতর আনন্দিত হইয়া নৃত্য করিতে করিতে অতি উচ্চ ও মধুরস্বরে গান করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের ঐ সংগীতে বিশ্বসংসার প্রতিধ্বনিত হইল ॥৮

সংগীতশাস্ত্রে স্বরালাপ-বিশেষের নাম জাত। “ষাড়্ জ্যার্বভী চ গাঙ্কারী মধ্যমা পঞ্চমী তথা। ধৈবতী চাথ নৈবাঙ্গী শুদ্ধা এতাস্ত জাতয়ঃ” অর্থাৎ ষাড়্ জী, আর্বভী, গাঙ্কারী, মধ্যমা, পঞ্চমী, ধৈবতী ও নৈবাঙ্গী এই সাতটির নাম জাতি। রাসমণ্ডলস্থ কোনো গোপী মুক্তিদাতা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত অতি মধুরস্বরে ঐ স্বরজাতির আলাপ করিতে লাগিলেন। উহা অমিশ্রিত অর্থাৎ অতি বিশুদ্ধ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ঐ স্বরালাপ শ্রবণে সাতিশয় প্রীত হইলেন এবং সাধু সাধু বলিয়া ঐ গোপীকে পুনঃ পুনঃ প্রশংসা করিতে লাগিলেন ॥ ৯

সংগীত-শাস্ত্রে একপ্রকার তালবিশেষের নাম ধ্রুব। পূর্বোক্ত গোপী পূর্বোক্ত ঐ অমিশ্রিত স্বর-জাতি ধ্রুবতালের সহিত গান করিতে লাগিলেন। তাহা শ্রবণে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অধিকতর প্রীত হইলেন এবং ঐ গানকারিণী গোপীকে পুনর্ব্বার অধিকতর সন্মানের সহিত প্রশংসা করিলেন ॥ ১০

তাৎপর্য্য—এ সকল বর্ণনামাত্র, ইহা বিশেষ তাৎপর্য্য কিছুই নাই; কেবল গোপীকৃষ্ণের নৃত্যসম্বন্ধে

আমাদের বাহা মনে হয়, তাহাই বলিতেছি । প্রেম ও আনন্দই গোপীকৃষ্ণের স্বরূপ ; সুতরাং ভক্ত ও ভগবানের মূল তত্ত্ব । এক একটি মানবহৃদয়ে জীবাত্মা আছেন, পরমাত্মাও আছেন ; সুতরাং ভক্তও আছেন, ভগবানও আছেন, অর্থাৎ প্রেমও আছে, আনন্দও আছে । যখন কোনো প্রাকৃত প্রেমিক ভক্ত হরিনাম সঙ্কীৰ্ত্তন করিতে করিতে বিবশ হইয়া নৃত্য করেন, তখন আমরা দেখিতে পাই, তাঁহার কেবল হস্তপদাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-বিশিষ্ট স্থূল দেহই নৃত্য করিতেছে ; কিন্তু নিবির্ঘটিতে চিন্তা করিলে বুঝিতে পারি যে, অগ্রে সেই দেহের অন্তর্গত প্রেমানন্দ-স্বরূপ জীবাত্মা ও পরমাত্মায় স্পন্দন হইয়াছে ; সেই স্পন্দনের প্রতিঘাতে জড়দেহও নাচিয়া উঠিয়াছে । এ ত প্রকৃত প্রেমানন্দের মিলন ; ইহাতে দেহ ত নাচিবেই ; সাংসারিক অত্যধিক আনন্দেও অন্তরে বাহিরে নৃত্য হইয়া থাকে । বাহ্য প্রাতি আমাদের অত্যধিক প্রেম, বাহ্যকে আমরা প্রাণের সহিত ভালবাসি, তাহাকে বহুদিনের পর সহসা সন্মুখে দেখিলে আনন্দ স্ফীত হইয়া উঠে ; তাহারই স্পন্দনে অঙ্গরাঙ্গা অন্তরে অন্তরে নৃত্য করিতে থাকে এবং দেহও সেই স্পন্দনের প্রেরণায় বিনা চেষ্টায় উত্তিত হইয়া পড়ে । তখন নিশ্চয়ই আমাদের জীবাত্মা আনন্দ সম্মিলনে নৃত্য করিতে থাকেন এবং দেহও যে, বিনা চেষ্টায় উত্তিত হইয়া প্রিয়জনকে ধরিতে যায়, — আলিঙ্গন করিতে যায়, তাহাও দেহের নৃত্য ভিন্ন আর কি !

অঙ্গ প্রসঙ্গে প্রতিও এই কথাই বলিয়াছেন । প্রতি বলিয়াছেন, — “সহসা আগত ব্যোমবৃক্ষ ব্যক্তিকে দেখিলে যুবকের

শ্রীকৃষ্ণ দর্শনোপনিষৎ ।

প্রাণ উচ্ছ্বসিত হয়, যথোচিত সংবন্ধনের পর আবার প্রকৃতিস্থ হইয়া থাকে ।” অতএব উপবিষ্ট যুবক পূজ্য ব্যক্তিকে দেখিয়া যে উঠিয়া দাঁড়ায়, তাহার প্রণালীও এইরূপ । অগ্রে তত্ত্বজ্ঞান আনন্দে ত্রিভাষ্যক প্রাণ উচ্ছ্বসিত হয়, সেই উচ্ছ্বাসে দেহ আপনা আপনিই উঠিয়া পড়ে । অতএব প্রথমে আনন্দজ্ঞান জীবের স্পন্দন, তৎপরে প্রাণের উচ্ছ্বাস, তৎপরে দেহের উত্থান ।

অতএব যখন সামান্য সাংসারিক আনন্দে অন্তরাঙ্গার স্পন্দন অর্থাৎ নৃত্য হইয়া থাকে এবং সেই নৃত্যের প্রতিঘাতে দেহও নৃত্য করিতে থাকে, তখন প্রকৃত যে প্রেমাস্পদ পরমানন্দের সাক্ষাৎকারে জীবাত্মা পরমোন্মাদে নৃত্য করিবে এবং সেই নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে দেহও নাচিয়া উঠিবে, ইহা আর বিচিত্র কি ? যেমন তরঙ্গায়িত সাগরবক্ষে ভাসমান জলধান নৃত্যশীল তরঙ্গের বশেই নৃত্য করিতে থাকে, সেইরূপ আনন্দসাগরে নর্তনশীল প্রেমতরঙ্গের বশেই স্থূল দেহ আপনা আপনিই নাচিয়া উঠে । অথবা যেমন অর্দ্ধপূর্ণ জলকুন্ডের অন্তর্গত জল আন্দোলিত হইলে, কুন্ড আন্দোলিত বা স্পন্দিত হয়, সেইরূপ দেহান্তর্গত জীবাত্মা ও পরমাত্মার নর্তনেই দেহও নাচিয়া উঠে । হরিনাম-সঙ্কীর্ণনে এবং হরিনাম-শ্রবণে ভক্ত যে নৃত্য করিতে থাকেন, তাহার কারণও এই । অবশ্য, আমরা আমাদের স্থায় ভক্তের কথা বলিতেছি না ; চৈতন্যের স্থায় ভক্তাবতারের কথাই বলিতেছি । হরিনামে আমাদের অন্তরাঙ্গা নাচে না ; আমরা বলপূর্বক দেহকেই নাচাই ।

এখন আমরা বুঝিলাম, প্রেমানন্দের সম্মিলনে উভয়েরই স্পন্দন বা নৃত্য সম্পূর্ণ স্বাভাবিক । প্রেম ও আনন্দ উভয়ে নিত্য-মিশ্রিত ; সুতরাং একটি স্পন্দিত হইলে বা নাচিয়া উঠিলে, অপরটি নাচিয়া উঠিবেই । পরন্তু প্রথমে আনন্দ দর্শনে প্রেমের নৃত্য, তাহার পর আনন্দের নৃত্য, কিংবা প্রথমে প্রেমদর্শনে আনন্দের নৃত্য, তাহার পর প্রেমের নৃত্য, তাহা ঠিক বলা যায় না । উভয়ের নৃত্যই পরস্পর সাপেক্ষ । প্রেমের স্পন্দনে আনন্দের স্পন্দন, আর আনন্দের স্পন্দনে প্রেমের স্পন্দন ; প্রেম যত নাচে, আনন্দ ততই নাচে এবং আনন্দ নত নাচে, প্রেম ততই নাচে ; উভয়ে বেন প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া নাচিতে থাকে । আজ রাসমণ্ডলে প্রেমের পুত্তলি গোপী যত নাচিতেছেন, আনন্দের বিগ্রহ কৃষ্ণও তত নাচিতেছেন এবং কৃষ্ণও যত নাচিতেছেন, গোপীও ততই নাচিতেছেন । রসিক, ভাবুক, প্রেমিক, চিন্তাশীল, সজ্জনগণ ! একবার ভাবনা-দৃষ্টিতে গোপীকৃষ্ণের নৃত্য অবলোকন কর, পরমানন্দ পাইবে ।

আমরা যে, অপ্রাকৃত ধামে অনন্ত নিত্য-রাসের কথা বলিয়াছি, তাহাতে এইরূপ প্রেমানন্দের নৃত্য অনাদিকাল হইতে চলিতেছে । সেখানেও অতীন্দ্রিয় মূর্তিমান প্রেমানন্দের রাসলীলা নিত্যই হইতেছে । সেখানে হইতেছে বলিয়া জীবহৃদয়ে জীবাশ্মা ও পরমাত্মার নৃত্য হইয়া থাকে । সংসার-সমুদ্র জীবগণকে তাহাই বুঝাইবার জন্য এবং সেই পরমানন্দময় নিত্য রাসে লইয়া যাইবার জন্য, ঐ দুই লীলার নির্দেশ-স্বরূপ শ্রীবৃন্দাবনে প্রেমময়ী

গোপী ও আনন্দময় শ্রীকৃষ্ণের নৃত্য। আপনি নৃত্য না করলে, অপর কাহাকেও নৃত্য শিক্ষা দেওয়া হয় না। তত্বদর্শী সুবুদ্ধি লাম্বক অবশ্যই বুঝিবেন, এই প্রাকৃত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডেও তিনি আপনি নাচিয়া অনুক্ষণ অসংখ্য জীবগণকে নাচাইতেছেন; তবে মন্দবুদ্ধি জীব তাঁহার তালে তাল দিয়া নাচিতে পারিতেছে না। বুঝিয়া দেখিবেন, পৃথিবী জুড়িয়া সমস্ত মানব-সমাজ যে, প্রতিনিয়ত শৃঙ্গার হাশ্ব করুণাদি নবরসের নাট্যাভিনয় করিতেছে, ইহাও নৃত্যবিশেষ। তবে, প্রেমানন্দের উচ্ছ্বাসে ভক্ত ও ভগবানের নৃত্য; আর কামানন্দের উচ্ছ্বাসেই সংসারাসক্ত মানবের নৃত্য। সংসারী মানব যে, জন্মাবধি মরণ পর্য্যন্ত এবং প্রাতঃকাল হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত অনুক্ষণ অন্তরে বাহিরে ধা ধা করিয়া নাচিয়া বেড়াইতেছে; এ নৃত্য কোথায় হইতেছে? এ নৃত্যের মূল কোথায়? অগ্রে অভিলষিত পদার্থ পাইবার জন্য তাহাদের অন্তরস্থ কাম-কুশাগু উদ্ধৃত হইয়া উঠে; তাহাতেই অলীক আনন্দের উচ্ছ্বাস হয়, সেই কামামোদের উচ্ছ্বাসেই প্রাণ বায়ু স্ফীত হইয়া পড়ে; স্তবরাং বায়ুর প্রতিঘাতে বা প্রেরণায় দেহ স্থির থাকিতে পারে না,—নাচিয়া উঠে অর্থাৎ ইতস্ততঃ ধাবমান হয়। আমরা পূর্বে বলিয়াছি, সকলেই সর্বদা নাচিতেছে; কিন্তু ভগবানের প্রদর্শিত তালে পা ফেলিতে পারিতেছে না ॥ ১০

কাচিদ্ভাসপরিপ্রাস্তা পার্শ্বস্থ্য গদাভূতঃ ।
 জগ্রাহ বাহুনা কৃষ্ণং ল্লধদ্বলয়মল্লিকা ॥ ১১
 তত্রৈকাংসগতং বাহুং কৃষ্ণশ্চোৎপলসৌরভম্ ।
 চন্দনালিপুমাভ্রায় হৃষ্টরোমা চুচুষ হ ॥ ১২
 কস্মাশ্চিমাট্যবিক্শিপ্ত-কুণ্ডলদ্বিমগ্নিতম্ ।
 গণ্ডং গণ্ডে সন্দধত্যাঃ প্রাদান্তাস্মূলচর্কিতম্ ॥ ১৩
 নৃত্যতী গায়তী কাচিৎ কূজম্পুরমেখলা ।
 পার্শ্বস্থ্যচ্যুতহস্তাজং প্রান্তাধাৎ স্তনয়োঃ শিবম্ ॥ ১৪

অনুব্রজঃ ।—কাচিৎ (গোপী) রাসপরিপ্রাস্তা (নৃত্যগীতান্নিনা
 ক্রান্তা) ল্লধদ্বলয়মল্লিকা [সতী] বাহুনা (নিজহস্তেন) পার্শ্বস্থ্য (বামে
 দক্ষিণেচ স্থিতস্ত) অস্যা গদাভূতঃ (গদাধরস্য কৃষ্ণস্য) কৃষ্ণং জগ্রাহ
 (শিশিরে) ॥ ১১

তত্র (রাসমণ্ডলে) একা (অপরাগোপী) অংসগতং (নিজহস্তস্থিতং)
 চন্দনালিপুম্ (উৎপলসৌরভং) বাহুং আভ্রায় হৃষ্টরোমা (পুলকিতাদী সতী)
 চুচুষ হ (চুষতিস্ম) ॥ ১২

নাট্যবিক্শিপ্তকুণ্ডলদ্বিমগ্নিতম্ (নৃত্যচঞ্চল-কুণ্ডল-প্রোভাসিতং) গণ্ডং
 (স্বকপোলে) গণ্ডে (কৃষ্ণকপোলে) সন্দধত্যাঃ (সন্দধতৌ) কস্মাশ্চিৎ
 (কস্মৈচিদিতিার্থঃ) [গোট্য] তাস্মূলচর্কিতং (চর্কিত-তাস্মূলং) প্রাদাৎ
 (প্রদদৌ) [শ্রীকৃষ্ণ ইতি শেষঃ] ॥ ১৩

কূজম্পুরমেখলা নৃত্যতী (নৃত্যতী) গায়তী (গায়তী) কাচিৎ
 (গোপী) প্রান্তা (ক্রান্তা সতী) শিবং (শৈত্যসৌগন্ধ-মাদিববৃত্তং)

পার্শ্বহ্যচ্যুতহস্তাজং (পার্শ্বহস্য অচ্যুতন্য হস্তাজং পার্শ্বহৃকৃষ্ণকরকমলং)
স্তনয়োঃ (স্তনদ্বয়োপরি) অধাৎ (স্থাপরাসাস) ॥১৪

টীকা। - এবং নৃত্যগীতাদিনা শ্রীকৃষ্ণসন্মানিতানাং তাসাম্ অতিপ্রীতি-
বিলসিতং বৃত্তমাহ কাচিদিতি। স্পথস্তি বলয়ানি মল্লিকাশ্চ বস্তাঃ সা ॥১১

উৎপলস্ত সৌরভমিব সৌরভং বস্ত তং বাহম্ ॥ ১২

নাট্যেন নৃত্যেন বিকিপ্তয়োশ্চকলয়োঃ কুণ্ডলয়োঃস্বিষেণ শ্ৰিবা মণ্ডিতঃ
গণ্ডং কপোলং তথাভূতে স্বগণ্ডে সংদধত্যাঃ সংযোজয়ন্ত্যাঃ ॥ ১৩

কুঞ্জন্তী নুপুরে মেখলাচ বস্যাঃ সা ॥ ১৪

অনুবাদ।—নৃত্যজ্ঞ কোনো গোপীর বলয় দুলিতেছিল
এবং মস্তকের মল্লিকামালা বিগলিত হইতেছিল। তিনি পরিশ্রান্ত
হইয়া নিজ বাহুদ্বারা পার্শ্বস্থিত গদাধরের স্কন্ধ অবলম্বন
করিলেন ॥ ১১

ঐ স্থানে কোনো গোপী আপন স্কন্ধস্থিত কমলগন্ধি চন্দন-
চর্চিত কৃষ্ণবাহু আশ্রয় করিয়া লোমাঙ্কিত-শরীরে চুম্বন করিতে
লাগিলেন ॥ ১২

নাট্যজ্ঞ দোলায়মান কুণ্ডলের প্রভায় কোনো গোপীর
কপোলতল সমুজ্জ্বল হইয়াছিল। তিনি কৃষ্ণকপোলে আপন
কপোল সংলগ্ন করিলে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার মুখে চর্কিত তাম্বুল অর্পণ
করিলেন ॥ ১৩

কোনো গোপী নুপুর ও মেখলাধনি সহকারে নৃত্য ও গান
করিতে করিতে পরিশ্রান্ত হইয়া পার্শ্বস্থ শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শকর কর-
কমল আপন স্তনের উপর স্থাপন করিলেন ॥ ১৪

গোপো লব্ধাচ্যুতং কান্তং শ্রিয় একান্তবল্লভম্ ।
গৃহীতকণ্ঠ্যস্তদোর্ভ্যাং গায়ন্ত্যস্তং বিজহিরে ॥ ১৫

অর্থঃ—(অত্ৰা অপি কাস্চিৎ ব্রজাবনাঃ গোপাঃ শ্রিয়ঃ
(লব্ধাঃ) একান্তবল্লভম্ (অত্যন্ত-প্রিয়ম্) অচ্যুতং (পূর্ণস্বরূপং শ্রীকৃষ্ণং)
কান্তং (পতিং) লব্ধা (প্রাপ্য) তদোর্ভ্যাং (তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য দোর্ভ্যাং
বাহুভ্যাং) গৃহীতকণ্ঠ্যঃ (ধৃতকন্ঠাঃ) তং (শ্রীকৃষ্ণং) গায়ন্ত্যঃ
(তদংগান কীর্তয়ন্ত্যঃ) বিজহিরে (খেলন্তিস্ম) ॥ ১৫

টীকা—এবমন্যা অপি গোপো যথাযথং নানাবিভ্রমৈর্বিজহুরিত্যাহ
গোপ্য ইতি ॥ ১৫

অনুবাদ—কোন গোপী রম্যপ্রিয় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে
পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়া এবং তাঁহারই বাহুদ্বারা বেষ্টিতকণ্ঠী হইয়া
তাঁহারই গুণ গান করিতে করিতে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন ॥ ১৫

তাৎপর্য্য।—একাদশ হইতে পঞ্চদশ শ্লোক পর্য্যন্ত পাঁচ
শ্লোকে বিশেষ তাৎপর্য্য কিছুই নাই। কেবল যথাযথতঃ বিষয়
বর্ণনা করিয়া প্রাকৃত শৃঙ্গার-রসের পুষ্টিসাধন করা হইয়াছে।
যখন শ্রীকৃষ্ণরাসলীলার প্রাকৃত শৃঙ্গার-রসের ছলেই অপ্রাকৃত
পদ্য রস প্রদর্শন করা হইয়াছে, তখন প্রাকৃত রসের পুষ্টিসাধনেই
অপ্রাকৃত রসও পরিপুষ্ট হইবে। এই জন্যই ভগবান্ ঐরূপ লীলা
করেন এবং এই জন্যই ঐরূপ বর্ণিত হইয়াছে ॥ ১৫

কর্ণোৎপলালকবিটঙ্ককপোলঘর্ষ-

বস্ত্র শ্রিয়ো বলয়নুপুরঘোষবাঠেঃ ।

গোপাঃ সমং ভগবতা ননৃতুঃ স্বকেশ-

অস্ত্রঅজো ভ্রমরগায়করাসগোষ্ঠ্যাম্ ॥ ১৬

অনুব্রতঃ ।—ভ্রমরগায়ক-রাসগোষ্ঠ্যঃ স্বকেশঅস্ত্রঅজঃ (স্বকবর-বিগলিতমালাঃ) কর্ণোৎপলালকবিটঙ্ককপোলঘর্ষবস্ত্র শ্রিয়ঃ গোপাঃ বলয়নুপুরবাঠেঃ ভগবতা সমং ননৃতুঃ (নৃত্যস্তিম্) ॥ ১৬

টীকা ।—তত্র বাদকেষু গায়কেষু সঙ্গীকেষু গন্ধর্ব্বকিন্নরাদিষু রসাবেশেন মুহুৎসু নৃত্যৎসু চাত্তামেব বাজাদিসম্পত্তিঃ দর্শয়ন্ রাসসজ্জমাহ কর্ণোৎপলেতি । কর্ণোৎপলেচ্চ অলকবিটঙ্কৈরলকালঙ্কতৈঃ কপোলৈশ্চ ঘর্ষৈশ্চ বস্ত্রেষু শ্রীঃ শোভা যাসাং তাঃ । ঘোষাঃ কিঙ্কিণাঃ বলয়নুপুর-ঘোষৈর্বাদ্যৈর্বাদিতৈঃ । কেশেভ্যঃ অস্ত্রাঃ অজো যাসাং তাঃ । এতেন তালগতিসঙ্কষ্টাঃ কেশাঃ অশিরঃকম্পং পাদেষু পুষ্পরুচিমিবাকুর্কন্ ইত্যুৎ-প্রেক্ষিতম্ । ভ্রমরা এব গায়কা যস্যাত্তস্যাত্ত রাসসভারাম্ ॥ ১৬

অনুবাদ ।—গোপীগণ যখন ভগবানের সহিত নৃত্য করেন, তখন তাঁহাদের কবরস্থ পুষ্পমালা বিগলিত হইতে লাগিল এবং তাঁহাদের বদন কর্ণস্থ রক্তকমলে অলকালঙ্কৃত কপোলে ও ঘর্ষবিন্দুসমূহে অপূর্ব শোভা ধারণ করিল । ঐ সময়ে ভ্রমর-গণই গায়ক এবং বলয় ও নুপুরনিকরই বাদক হইয়াছিল ॥ ১৬

তাত্পর্য্য ।—এ শ্লোকেও সুস্পষ্ট পারমার্থিক তাত্পর্য্য নাই; তথাপি ভ্রমর-গায়কের কথায় আমাদের হৃদয়ে বেরূপ একটি

ভাবের উদয় হইল, তাহা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। যিনি অদূরবর্তী কলাশয়স্থ বিকসিত কমল-মালার মধুলোভে আমোদিত শত শত ঘটপদের সম্মিলিত গুণগুণ ধ্বনি শুনিয়াছেন এবং কণকালের অল্প সংসার বিস্মরণ-পূর্বক নিৰ্জ্জনে ভগবচ্ছ্যানে নিমগ্ন হইয়া অন্তরে অন্তরে প্রণব সাধন করিয়াছেন, তিনি এই রাসলীলায় ভ্রমরগানের তাৎপর্য্য বুঝিবেন। ভগবচ্ছ্যানে নিমগ্ন হইয়া অনন্যচিত্তে প্রণবসাধন করিলেই অদূরবর্তী ভ্রমর-নিকরের সম্পৃক্ত অঞ্চল স্রমধুর সম্মিলিত সূক্ষ্ম গুণগুণ ধ্বনির ন্যায় নাতি হইতে হৃদয় পর্য্যন্ত স্থানে যুগল-সূত্রের ন্যায় স্রুক্ষ্ম নাদ অনুভূত হইয়া থাকে। ভগবচ্ছ্যানে নিমগ্ন হইলেই হৃৎপদ্মস্থ ভগবানের সহিত জীবের সম্মিলন বা আলিঙ্গন হয়; তাই ত আধ্যাত্মিক রাসলীলা। ঐ রাসলীলায় প্রণবের উৎপত্তি ও লয়-স্থান-নাদই ভ্রমরধ্বনি। ইহা ধ্যানযোগীর প্রত্যক্ষ অনুভূত।

মায়াভীত চৈতন্যময় বৈষ্ণবধামে অর্থাৎ অপ্রাকৃত নিত্য রাসলীলাতেও এইরূপ ভ্রমরধ্বনি নিত্যই হইতেছে। তাহাও ভাবুক ভাবিয়া দেখিবেন। শব্দ ও অর্থ নিত্য সম্পৃক্ত; যেখানে শব্দ, সেইখানেই অর্থ এবং যেখানে অর্থ, সেইখানেই শব্দ; অতএব শব্দ-ব্রহ্ম ও পরব্রহ্মও নিত্য-সম্পৃক্ত। যেখানে শব্দময় প্রণব, সেইখানেই অর্থস্বরূপ ব্রহ্ম এবং যেখানে ব্রহ্ম, সেইখানেই প্রণব। এই নিমিত্ত প্রকৃতিতে প্রণব ও পরব্রহ্মকে অভিন্নস্বরূপ বলিয়াছেন। ভক্তিশাস্ত্রেও নাম নামীর অভেদ স্বীকৃত হইয়াছে। অতএব নামরা একরূপ হইতে পারি। অপ্রাকৃত নিত্য রাসেও ভ্রমরধ্বনি

হইতেছে। সেখানে প্রেমাম্বলের স্পন্দনে অপুরী নাদধ্বনি
 নিত্যই সমুখিত হইতেছে,—প্রেমময়ী সখীদিগের সহিত আনন্দ-
 ময় শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-নৃত্যে স্তম্ভুর নাদরূপ জ্বরগান নিত্যই
 হইতেছে। নিভৃতে বসিয়া তন্ময় হইয়া শুনিলে, এখান হইতেও
 শুনা যায়। আমরা বধির; বৃন্দাবনের গান শুনিতে পাই না!—
 আপন হৃদয়ের গান শুনিতে পাই না! মায়াভীত ধামের গান
 শুনিব কিরূপে?

গ্রন্থকারের মনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করা সহজ কথা নহে।
 বিশেষতঃ ঋষি-প্রণীত ভক্তি ও জ্ঞান-বিষয়ক অধ্যাত্ম-শাস্ত্রের
 প্রকৃত তথ্য নিরূপণ করা সাধারণ মনুষ্যের সাধ্যাতীত। তাহার
 উপর আবার শৃঙ্গার-রসাবৃত পরমতত্ত্ব নিত্যই দুর্বোধ্য।
 তবে, যেমন ভগবানের স্বরূপরূপ কিরূপ, তাহা জানিবার উপায়
 না থাকিলেও ভক্তগণ আপন হৃদয়-কল্পিত রূপেই আনন্দ পাইয়া
 থাকেন, সেইরূপ তাঁহার লীলাকথারও স্বাভিপ্রের্ত অর্থ করিয়াই
 আপনাকে চরিতার্থ মনে করিয়া থাকেন। আমরা ভক্ত ন
 হইয়াও কেবল চপল-স্বভাব মনের আকাঙ্ক্ষা মিটাইবার জগৎ
 জ্বরগানের কথা লিখিলাম। আমরা প্রথমেই বলিয়াছি
 আমাদের হৃদয়ে যে রূপ ভাবের উদয় হইয়াছে—তাহা
 বলিতেছি। শুকদেবের অভিপ্রায় তিনিই জানেন ॥ ১৬

এবং পরিষদ-করাভিমর্ষ-

স্নিগ্ধকণোদ্যম-বিলাসহাসৈঃ ।

রেমে রমেশো ব্রজসুন্দরীভি-

ধর্থাভকঃ স্বপ্রতিবিশ্ববিভ্রমঃ ॥ ১৭

অনুবাদঃ ।—স্বপ্রতিবিশ্ববিভ্রমঃ (স্ব-চ্ছায়াক্রীড়ঃ) অর্ভকঃ যথা (বালকঃ যথা) [তথা] রমেশঃ (লক্ষ্মীপতিঃ) এবং পরিষদকরাভিমর্ষ-স্নিগ্ধ-কণোদ্যম-বিলাসহাসৈঃ (পরিষদঃ আলিঙ্গনং করাভিমর্ষঃ করগ্রহণং স্নিগ্ধকণং সপ্রেমদৃষ্টিঃ উদ্যমবিলাসঃ প্রকুণ্ঠপ্রমোদঃ হাসচ্চ হাস্যঞ্চ তৈঃ) ব্রজসুন্দরীভিঃ (ব্রজবালাভিঃ সহ) রেমে (অরমত) ॥ ১৭

টীকা ।—যথা গোপ্যো নানাবিভ্রমৈর্ভগবতা সহ বিজহুঃ, এবং ভগবানপি স্ববিলাসৈস্তাভিঃ সহ রেমে ইত্যাহ এবমিতি । তদ্বিলাসান-ভিছুতস্যৈব রতো দৃষ্টান্তঃ যথার্ভক ইতি । স্বপ্রতিবিশ্ববিভ্রমঃ ক্রীড়া বস্যা স ইব । অনেনৈতদ্বশিতম্—স্বীয়মেব সর্বকলাকৌশলং সৌগন্ধলাবণ্য-মাধুর্যাদিচ তাহু সঞ্চাৰ্য্য তাভিঃ সহ রেমে যথার্ভকঃ স্বপ্রতিবিশ্ববিভ্রমিতি ॥ ১৭

অনুবাদ ।—বালক যেমন আপন প্রতিবিশ্ব অর্থাৎ ছায়ার সহিত ক্রীড়া করিয়া থাকে, সেইরূপ ভগবান্ মাধব আলিঙ্গন, প্রণয়-নিরীক্ষণ, করগ্রহণ, পরমামোদ ও হাস্তসহকারে ব্রজগোপী-দিগে র সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন ॥ ১৭

ভাষ্য ।—ভাগবতবক্তা সর্বলোকহিতৈষী শুকদেবের কি অগুরু কৌশল ! সুচতুর পাঠক তাহা অবশ্যই লক্ষ্য করিয়াছেন । তিনি লোকহিতৈষী সুচতুর চিকিৎসকের ন্যায়

অতিশুখকর কাব্যরসের প্রলোভনে অতদ্বন্দ্বী কোমলমতি মানব-
গগকে ধীরে ধীরে দুর্বোধ পরমার্থ-তত্ত্ব আশ্বাদন করাইতেছেন।
তিনি প্রাকৃত নটনটীর ন্যায় গোপীকৃষ্ণের নৃত্যগীতাদি অতি মধুর
ভাষায় বর্ণনা করিয়া, পাছে মানবের মন প্রাকৃত রসেই আবিস্ট
হইয়া যায়, এই আশঙ্কায় দৃষ্টান্ত দ্বারা কৌশলে গোপীকৃষ্ণের
স্বরূপ তত্ত্ব স্মরণ করাইয়া দিলেন। তিনি বলিলেন,—“বালক
যেমন আপন প্রতিবিশ্বের সহিত ক্রীড়া করে, সেইরূপ ভগবান্
মাধব গোপীদিগের সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। অতএব
শুকদেবের দৃষ্টান্তে বুঝিতে পারা যায় যে, ভগবান্ অন্য কোনো
নারীর সহিত ক্রীড়া করেন নাই; তিনি আপন প্রতিবিশ্ব বা
ছায়ার সহিত ক্রীড়া করিয়াছিলেন।” আমরা গোপীকৃষ্ণের নৃত্য-
প্রসঙ্গে বলিয়াছি, আনন্দলাভে প্রেম যত স্ফীত হয়, প্রেমস্পর্শে
মানন্দও ততই স্ফীত হয় অর্থাৎ উভয়ে যেন প্রতিবন্ধিভাবে
নৃত্য করিতে থাকে। বালক নাচিলে তাহার প্রতিবিশ্ব অর্থাৎ ছায়া
তাহারই শক্তিতে তাহার অধীন হইয়া তাহারই অনুকরণে নাচিতে
থাকে; আবার ছায়ার নৃত্য দেখিয়া বালক যতই অধিকতর
উৎসাহের সহিত নাচিতে থাকে, তাহার ছায়াও তদনুরূপ নৃত্য
করে। অতএব শুকদেব অতি সুন্দর উপমা দিয়া প্রেমানন্দের
অর্থাৎ গোপীকৃষ্ণের ক্রীড়া বুঝাইয়া দিলেন। ভগবানের নারীদল
বা পরনারীসঙ্গের আশঙ্কা অপনীত হইল। পরীক্ষিতের প্রমোদনের
এ বিষয় আরও পরিকৃত হইবে।

এই বালক ও তাহার প্রতিবিশ্বের দৃষ্টান্তে গোপীকৃষ্ণের

স্বরূপ দেখাইলে একটু প্রতিবাদ উপস্থিত হয় । আনন্দ ও প্রেম, ভগবান ও জীব বিশ্ব-প্রতিবিশ্বস্বরূপ হইলে, প্রতিবিশ্ববাদই সমর্থিত হইল । তাহাতে নব্য বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত প্রকৃপিত হয় । প্রতিবিশ্ব জড় ও মিথ্যাপদার্থ ; জীবকে ঈশ্বরের প্রতিবিশ্ব বলিলে, জীবও জড় ও মিথ্যাপদার্থ হইয়া পড়ে ; অতএব চৈতন্যস্বরূপ সত্য-পদার্থ জীব ঈশ্বরের অংশ,—সূর্য্য ও সূর্য্যাকিরণের ন্যায় অথবা অগ্নিরাশি ও অগ্নিকণার ন্যায় জীব ঈশ্বরের অংশ,—প্রতিবিশ্ব নহে । বৈষ্ণবগণ ঐরূপ আশঙ্কায় এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে চাহেন । আমরা বলি, জীবকে ঈশ্বরের প্রতিবিশ্ব বলিলে, কোনোও দোষ হয় না । মূল পদার্থের নাম বিশ্ব এবং ঐ মূল পদার্থের বা বিশ্বের প্রতিক্রিয়া, প্রতিচ্ছবি বা প্রতিকৃতির নাম প্রতিবিশ্ব । বিশ্ব যে জাতীয়, প্রতিবিশ্বও সেই জাতীয় হইবে । সূর্য্যমণ্ডল জড় এবং শাস্ত্রানুসারে মায়াকল্পিত মিথ্যা ; সুতরাং জলস্থ সূর্য্য-প্রতিবিশ্বও জড় এবং সত্যের ন্যায় প্রতীয়মান মিথ্যা । বালকের দেহও জড় এবং শাস্ত্রানুসারে সত্যের ন্যায় প্রতীয়মান মিথ্যা ; সুতরাং তাহার প্রতিবিশ্ব বা ছায়াও সেই জাতীয় পদার্থ, অর্থাৎ তাহার জড় ও মিথ্যা দেহের প্রতিবিশ্বও জড় ও সত্যের ন্যায় প্রতীয়মান মিথ্যা । ব্রহ্ম বা ভগবান বা ঈশ্বর সত্যস্বরূপ, চৈতন্য-স্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ ; সুতরাং যেমন জড়ের প্রতিবিশ্ব জড় এবং মিথ্যার প্রতিবিশ্ব মিথ্যা, সেইরূপ চৈতন্যের প্রতিবিশ্ব চৈতন্য, সত্যের প্রতিবিশ্ব সত্য এবং আনন্দের প্রতিবিশ্ব আনন্দই হইবে, ইহা নিশ্চয় । অতএব ভগবান যে-জাতীয় বস্তু, তাহার প্রতিবিশ্ব

জীবও সেই জাতীর বস্তু ; সুতরাং জীবকে প্রতিবিম্ব বস্তুনে দোষের
আপত্তি হয় না। বেদে ও পুরাণে ভূরি ভূরি ঐ দৃষ্টান্তই
আছে।

দৃষ্টান্ত বা উপমা সর্ববাংশে হয় না, ইহা সকলেই জানেন।
গোপীগণ যে ভগবান্ হইতে অত্যন্ত অসংযুক্ত অপর পদার্থ নহে,
ইহাই দেখাইবার জন্য পরস্পর সংযুক্ত বালক ও তাহার প্রতিবিম্বের
সহিত উপমা দেওয়া হইয়াছে। বালকের প্রতিবিম্ব স্বয়ং
নাচিতে পারে না এবং তাহার দেহও স্বয়ং নাচিতে পারে না।
অথচ তাহার চৈতন্য-সংবলিত ক্রিয়াক্সক প্রাণ নাচিয়া উঠে,
তাহারই উচ্ছ্বাসে দেহ-পুতুলি নাচিয়া উঠে এবং পুতুলির
অঙ্গভঙ্গির অধীনে ছায়ারও অঙ্গভঙ্গি হইয়া থাকে। কিন্তু
জীব-ব্রহ্মের বা গোপী-কৃষ্ণের ক্রীড়ায় সেরূপ নহে। কারণ,
উভয়েই চৈতন্যস্বরূপ ; অতএব উভয়েরই ক্রীড়া করিবার স্বত্ত্ব
ইচ্ছা আছে। অথচ উভয়ের ইচ্ছা পরস্পর-সাপেক্ষ। ফলতঃ
জীবব্রহ্মের বা গোপী-কৃষ্ণের যুগপৎ একত্ব ও পৃথকত্ব প্রদর্শনই
শুক-বাক্যের তাৎপর্য্য ॥ ১৭

তদঙ্গসঙ্গ-প্রমুদাকুলেন্দ্রিয়াঃ

কেশান্ দৃকূলং কুচপটিকাং বা ।

নাঙ্গঃ প্রতিবোঢ়ুমলং ব্রজেন্দ্রিয়ো

বিস্তস্তমালাভরণাঃ কুরুদবহ ॥ ১৮

অশ্বত্থঃ ।—কুরুদবহ (হে কুরুকুলগৌরব) তদঙ্গসঙ্গ-প্রমুদাকুলেন্দ্রিয়াঃ (কৃষ্ণাঙ্গস্পর্শানন্দাকুলচিত্তাঃ) বিস্তস্তমালাভরণাঃ (বিগলিতমালালঙ্কারাঃ) ব্রজেন্দ্রিয়ঃ (ব্রজরমণাঃ) কেশান্ দৃকূলং (পরিধেয়কৌমবস্ত্রং) কুচপটিকাং বা (কঙ্কালিকাং বা) অঙ্গঃ প্রতিবোঢ়ুং (যথোচিতং প্রতিবন্ধুং) ন জলম্ (ন সমর্থাঃ বভূবুঃ) ॥ ১৮

টীকা ।—তাস্ত ভগবদ্বিলাসৈরাকুলা বভুবুরিভ্যাহ তদভেতি । তস্যাক-
সঙ্গেন প্রকৃষ্টা মুং প্রীতিস্তরা আকুলানি অবশানি ইন্দ্রিয়ানি বাসাং তাঃ ।
বিস্তস্তমালান্ কেশাদীন অঙ্গসা প্রতিবোঢ়ুং যথা পূৰ্ব্বং ধৰ্ত্তুং নালং
সমর্থ্য বভূবুঃ । বিস্তস্তা মালা আভরণানিচ বাসাং তাঃ ॥ ১৮

অনুবাদ ।—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ ! ব্রজরমণীগণ
ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গস্পর্শে আনন্দবশে এত আকুলচিত্ত
হইয়াছিলেন যে, তাঁহাদের মস্তকস্থ পুষ্পমালা ও অঙ্গস্থ অলঙ্কার
বিগলিত হইতে লাগিল এবং তাঁহারা আলুলায়িত কেশ, প্লথ
পরিধেয় ও স্থানচূত কঙ্কালি যথোচিতভাবে প্রতিবন্ধ করিতে
সমর্থ হইলেন না ॥ ১৮

তাৎপৰ্য্য ।—কৃষ্ণসঙ্গে-গোপীদের আনন্দ-চিহ্ন ॥ ১৮

কৃষ্ণবিক্রীড়িতং বীক্ষ্য ব্যমুহ্যন্ খেচরজিয়ঃ।

কামাদ্বিতাঃ শশাঙ্কশ্চ সগণো বিন্মিতোহভবৎ ॥ ১৯

অনুবাদঃ।—খেচরজিয়ঃ (দেবকামিন্যঃ) কৃষ্ণবিক্রীড়িতং (কৃষ্ণ-
ক্রীড়াং) বীক্ষ্য (বিমানাদবলোক্য) কামাদ্বিতাঃ (কৃষ্ণবিষয়কেন কামেন
অমুরাগেন অর্দ্বিতাঃ ব্যাকুলীকৃতাঃ) ব্যমুহ্যন্ (মোহং প্রাপুঃ) সগণঃ
(সগ্রহনক্ষত্রঃ) শশাঙ্কশ্চ (চন্দ্রশ্চ) বিন্মিতঃ (বিন্ময়ান্বিতঃ উদ্ভ্রান্তঃ)
অভবৎ (বভূব) ॥ ১৯

টীকা।—ন কেবলং তা এব আকুলেজিয়াঃ কিঞ্চ দেব্যোহপীতাহ
কৃষ্ণবিক্রীড়িতমিতি। কিঞ্চ, শশাঙ্কশ্চেত্যেনেনৈতৎ স্মৃতিতম্—শশাঙ্কেন
বিন্মিতেন গর্তো বিন্মতান্নাং ততঃ প্রাপ্তানাঃ সর্বে গ্রহান্তজ তত্রৈব তদ্ব্যু-
ততশ্চাতিদীর্ঘান্ন রাত্রিষু বধাসুখং বিজহুরিতি ॥ ১৯

অনুবাদ।—দেব-কামিনীগণ বিমান হইতে ব্রজগোপী-
দিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের ঐরূপ ক্রীড়া দেখিয়া, তাহাই পাইবার
কামনায় মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন এবং নিশাকরও তদদর্শনে গ্রহ-
নক্ষত্রাদির সহিত বিন্মিত হইলেন ॥ ১৯

তাৎপর্য।—প্রেমময়ী গোপীদিগের সহিত মদনমোহনের
পরমানন্দময় রাসলীলা দেখিলে, বেদ-বিধাতা ব্রহ্মারও মন
মোহিত হয় এবং কন্দর্প-দাহক জ্ঞানরূপী মহাদেবও মোহিত
হইয়া যান; স্বর্গস্থ দেবীগণ যে মুগ্ধ হইবেন, ইহা আর বিচিত্র
কি? প্রাকৃত জগতে সর্বত্রই শৃঙ্গার-রসের ক্রীড়ায় কামের

সহিতই ক্রীড়া হইয়া থাকে ; কিন্তু ভগবানের রাসলীলায় প্রাকৃত শৃঙ্গার-রসের ক্রীড়ার স্থায় সকলই আছে, অথচ কাম নাই ; কাম-ভাবে চিত্তও নাই । ইহাই দেবদেবীদিগের মোহিত হইবার কারণ । বিধাতা আপন কন্যাদর্শনে কামের বশীভূত হইয়াছিলেন এবং মহাদেব কন্দর্পকে দক্ষ করিয়া তাহার হস্তে হইতে পরিব্রাজ্য পাইয়াছিলেন ; তাই মূর্ত্তিমতী মহামায়াকে লইয়া নিলিপ্তভাবে সংসার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন । কিন্তু পরমানন্দময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কন্দর্পকে না মারিয়া, সজীবনে মোহিত করিয়া, অনাসক্ত-ভাবে ব্রহ্মসুন্দরীদিগের সহিত ক্রীড়া করিতেছেন, ইহা দেখিলে কাহার মোহ না হইয়া থাকিতে পারে ? কলঙ্কী শশাঙ্কও তারা দর্শনে আত্মহারা হইয়াছিলেন ; অতএব তিনিও কামের প্রভাব বিলক্ষণ অবগত আছেন । তাই আজ ভগবানের রাসলীলায় মদনকে মুগ্ধ দেখিয়া, কাষে কাষেই তিনি আশ্চর্য্যাব্বিত হইলেন । বলা বাহুল্য যে, এস্থলে “শশাঙ্ক” শব্দের অর্থ চন্দ্রমণ্ডল নয় ; মণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী চৈতন্যময় চন্দ্রদেবই এই শ্লোকে লক্ষিত হইয়াছেন । যেমন সবিতৃ-মণ্ডল মধ্যবর্ত্তী দেব নারায়ণ প্রসিদ্ধই আছেন, সেইরূপ চন্দ্রমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী দেবও অবশ্যই আছেন, সন্দেহ নাই । গ্রহনক্ষত্রাদির অর্থও তাহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ।

এই শ্লোকস্থ “শশাঙ্কশ্চ সগণো বিন্মিতোহভবৎ” এই অংশের টীকায় শ্রীধর স্বামী লিখিয়াছেন,—“শশাঙ্কেন বিন্মিতেন গভৌ বিন্মুতায়াম্ ততঃ প্রাক্তনাঃ সর্ব্বৈঃ গ্রহা স্তত্র তত্রৈব তস্তুঃ ।

ততশ্চাতিদীর্ঘান্সু রাত্রিষু যথাস্থখং বিজহুরিতি ।” অর্থাৎ রাস-
 দর্শনে শশাঙ্ক বিস্মিত হইয়া আপন গতি ভুলিয়া গিয়াছিলেন ;
 সুতরাং তদনুবর্তী গ্রহগণও একস্থানে অবস্থিত ছিল ; অতএব
 সেই রাত্রি অত্যন্ত দীর্ঘ হওয়ায়, ভগবান্ গোপীদিগকে লইয়া
 স্বচ্ছন্দে বিহার করিয়াছিলেন । বস্ত্রহরণের সময় ভগবান্
 গোপীদিগকে বলিয়াছিলেন,—“যাতাবলা ব্রজং সিন্ধা ময়েমা
 রংস্থখ ক্রপাঃ” অর্থাৎ হে অবলাগণ ! তোমরা সিন্ধ হইয়াছ,
 কিন্তু এখন ব্রজে যাও, আগামিনী এই সকল রাত্রিতে আমার
 সহিত বিহার করিবে । এখানে এই রাত্রিবাচক “ক্রপা” শব্দে বহু-
 বচনের বিভক্তি আছে । ইহার পরেও শুকদেব বলিবে,—“এবং
 শশাঙ্কাস্তুরিরাজিতা নিশাঃ, স সত্যকামোহনুরতাবলাগণঃ ।”
 অর্থাৎ ভগবান্ গোপীদিগকে লইয়া চন্দ্রালোকিত সেই সকল
 নিশায় বিহার করিলেন । এখানেও রাত্রিবাচক “নিশা” শব্দে
 বহুবচনের বিভক্তি দেখিতে পাওয়া যায় । বোধ হয়, সেই জন্মই
 শ্রীধর স্বামী বহুরাত্রি রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে ঐরূপ ব্যাখ্যা
 করিয়াছেন । তোষণীকার প্রভু সনাতন স্বামীর এই ব্যাখ্যায়
 অনুমোদন করেন নাই । তিনি বলিয়াছেন,—“গতিস্বগিতত্ব-
 স্তূৎপ্রেক্ষামাত্রম্”, অর্থাৎ স্বামিপাদ যে, বলিয়াছেন, চন্দ্রের
 গতি রহিত হইয়াছিল, তাহা উৎপ্রেক্ষা মাত্র । কিন্তু অচিন্ত্য শক্তি
 সত্যসকল স্বয়ং ভগবানের ইচ্ছায় সকলই সম্ভব ; অতএব
 শব্দসমাদৃত স্বামিপাদ প্রগাঢ় ভক্তি ও অটল বিশ্বাসের সহিত
 ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন, তাহা আমাদের অবশ্যই শিরোধার্য । ১৯

কৃষ্ণা তাবস্তমান্নানং যাবতীর্গোপযোষিতঃ ।

ররাম ভগবাংস্তাভিরাআরামোহপি লীলয়া ॥ ২০

অনুব্রূয়ঃ ।—ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণঃ) আআরামোহপি (স্বানন্দপূর্ণোহপি)
 যাবতীঃ (যাবত্যাঃ ৪৭ সংখ্যাকাঃ) ব্রজযোষিতঃ (ব্রজরমণ্যঃ) আআনং (স্বং)
 তাবস্তং (তৎসংখ্যকং) কৃষ্ণা (দর্শয়িত্বা) তাভিঃ (ব্রজযোষিদ্ভিঃ সহ)
 লীলয়া (স্বচ্ছন্দেন) ররাম (অক্রীড়ৎ) ॥ ২০

টীকা ।—কিঞ্চ কুৎসেতি । অয়ং ভাবঃ । কাত্যায়নি মহামায়ে
 ইতি শ্লোকেন প্রত্যেকং তাভিঃ প্রার্থনাং ভগবতাপি যাতাবলা ব্রজমিত্যা-
 দিনা তথৈব প্রতিশ্রুত্যা তাবস্তমান্নানং কৃষ্ণা তাভীরেম ইতি ।
 যাবতীর্ষাবতঃ ॥ ২০ ॥

অনুবাদ ।—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আআরাম হইয়াও, যত
 গোপী তত রূপ ধারণ করিয়া, তাঁহাদের সহিত স্বচ্ছন্দে বিহার
 করিতে লাগিলেন ॥ ২০

তাৎপর্য্য ।—ইহা ভক্তের ও ভাবুকের প্রত্যক্ষ অনুভূত
 এবং রাসমণ্ডলের প্রসঙ্গে এ কথা'র সমালোচনা করা হইয়াছে ।
 বস্ত্ততঃ তিনি বহু হয়েন না ; বহু ভক্তের প্রেম ও ভাব
 তাঁহাকে বহু করিয়া লয় । নিত্যধামের নিত্য রাসেও তিনি অসংখ্য
 ভাব-মূর্ত্তির সহিত অসংখ্য রূপে অধিষ্ঠিত হইয়া নিত্যই বিহার
 করিতেছেন । বিশেষতঃ গোপীগণ কাত্যায়নী পূজার সময়ে
 সকলে একই স্থানে, একই সময়ে, একই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া

প্রার্থনা করিয়াছিলেন,—“কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিষ্ঠাধীশ্বরী, নন্দগোপনুতং দেবি পতিং মে কুরু তে নমঃ ॥” অর্থাৎ মহামায়ে মহাযোগিনি অধীশ্বরী দেবি কাত্যায়নি ! শ্রীনন্দনন্দনকে আমার পতি কর। কাষে কাষেই ভক্তাধীন ভগবানকেও একই স্থানে, একই সময়ে, একই ভাবে, সমস্ত গোপীর পৃথক পৃথক পতি হইয়া ক্রীড়া করিতে হইল। তিনি ভক্তের অভিলাষ অশ্রুত করেন না বা করিতে পারেন না। যিনি অচিন্ত্য-শক্তি-প্রভাবে ত্রিগুণ-সংযোগে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডরূপে পরিণত হইতে পারেন, অসংখ্য ভক্তের অভিলাষে অসংখ্য সচ্চিদানন্দরূপে পরিণত হওয়াও তাঁহার পক্ষে বিচিত্র নহে। ব্রহ্ম-সম্বন্ধে বা ভগবৎ-সম্বন্ধে তর্ক নাই। তর্ক করিয়া কিংবা বিচার করিয়া ভগবলীলা বুঝিবার চেষ্টা করায় কোনও ফল নাই। যাহা বাক্যের ও মনের অগোচর, বাক্য তাহা কিরূপে প্রকাশ করিবে ? এবং মনই বা কিরূপে চিন্তা করিবে ? বেদ পুরাণাদি মূল গ্রন্থে বিচার নাই, কেবল স্বরূপ বর্ণনাই আছে। তাহাও ব্রহ্ম বা ভগবৎসম্বন্ধে যথেষ্ট নহে। তাহাই দেখিয়া ষাঁহার। বিশ্বাসের সহিত উপাসনা করেন, তাঁহারাই চতুর। যখন বেদপুরাণাদি শাস্ত্রের ভাষা ছিল না, টীকা ছিল না, টিপ্পনী ছিল না, তখনই বথার্থ উপাসনা ছিল ; এখন ক্রমে যতই ভাষা ও টীকা টিপ্পনীর প্রসার হইল, অমনি উপাসনার স্থলে বাগাড়ম্বর আসিয়া বসিল ॥ ২০

তাসাং রতিবিহারেণ শ্রাস্তানাং বদনানি সঃ ।

প্রামুজং করুণঃ প্রেমা শস্ত্রমেনাক্র পাগিনা ॥ ২১

অনুবাদঃ ।—অক (হে রাজন্) করুণঃ (কৃপাময়ঃ) সঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ)
 প্রেমা (প্রীত্যা) রতিবিহারেণ (রাসক্রীড়য়া) শ্রাস্তানাং (ক্লান্তানাং)
 তাসাং (গোপীনাং) বদনানি (মুখানি) শস্ত্রমেণ (স্তম্ভস্পর্শেন) পাগিনা
 (স্বহস্তেন) প্রামুজং (মুক্তিতম) ॥ ২১

টীকা ।—কৃপাতিশয়মাহ তাসামিতি ॥ ২১

অনুবাদ ।—অধিককৃপণ নৃত্যগীতে গোপীগণ ক্লাস্ত হইয়া
 পড়িলে, কৃপাময় শ্রীকৃষ্ণ স্বকীয় স্ত্রকোমল করে তাঁহাদের বদন
 মার্জিত করিয়া দিলেন ॥ ২১

তাৎপর্য্য ।—শ্রীধরস্বামী এই শ্লোকের আভাসে লিখিয়াছেন,
 —“কৃপাতিশয়মাহ” অর্থাৎ শুকদেব এই শ্লোকে গোপীদিগের
 প্রতি ভগবানের সাত্ত্বিক কৃপার কথা বলিতেছেন। ইহা অপেক্ষা
 আবার কৃপা কি হইতে পারে ? অখিল ব্রহ্মাণ্ডের জৈশ্বর স্বয়ং
 ভগবান্ স্বহস্তে ভক্তের সেবা করিতেছেন। ধন্য কৃপা ! তাঁহার
 লাঘব নাই,—অপমান নাই ; বরং এই জগুই তিনি ‘ভক্তাধীন’
 ‘ভক্তবৎসল’ প্রভৃতি যশস্কর নামে গৌরবাগ্নিত হইয়াছেন।
 কিন্তু আমাদের ইহা বলিতে, লিখিতে বা ভাবিতেও শরীর
 সিহরিয়া উঠে—অপরাধের আশঙ্কা হয়। আশঙ্কা হয় বটে,
 কিন্তু প্রেমের লোভে রাখালের উচ্ছ্রিষ্ট খাওয়া, রাখালগণকে
 কঁকে বহন করা, ইহা অপেক্ষাও বিন্দুস্বরূপ ॥ ২১

গোপ্যঃ ক্ষুরৎপুৰটকুণ্ডলকুন্তলদ্বিভ্-

গণ্ডশ্ৰিয়া সুধিতহাসনিরীক্ষণেন ।

মানং দধত্য ঋষভস্য* জগুঃ কৃতানি

পুণ্যানি তৎকররহস্পর্শপ্রমোদাঃ ॥ ২২ ॥

অম্বস্বঃ ।—তৎকররহস্পর্শপ্রমোদাঃ (শ্রীকৃষ্ণনথাবাতক্ৰষ্টাঃ) গোপ্য
ক্ষুরৎপুৰটকুণ্ডলকুন্তলদ্বিভ্গণ্ডশ্ৰিয়া সুধিতহাসনিরীক্ষণেন ঋষভস্ত (ভগৎ
পতেঃ) মানং দধতাঃ (আনন্দং বর্দ্ধয়ন্তাঃ) পুণ্যানি (জগৎপাবনানি
কৃতানি (কৃষ্ণচরিতানি) জগুঃ (অগায়ন্) ॥ ২২

টীকা ।—ততোহতিক্ৰষ্টানাং গোপীনাং চরিতমাহ গোপ্য ইতি ।
ক্ষুরতাং সুবর্ণকুণ্ডলানাং কুন্তলানাঞ্চ দ্বিবা গণ্ডেষু বা শ্রীস্তয়া সুধিতে:
অমৃতাস্নিতেন হাসসহিতেন নিরীক্ষণেনচ ঋষভস্ত পতু্য: শ্রীকৃষ্ণস্ত মানঃ
দধতাঃ পূজাং কুর্ক্যত্যন্তংকন্দাগি জগুঃ । তস্ত করকর্হৈর্নৈধৈ: স্পর্শেন
প্রমোদো বাসাং তা: ॥ ২২

অনুবাদ ।—কৃষ্ণাঙ্গস্পর্শে পরমানন্দিত গোপীগণ কপোল-
দোলায়মান মনোহর স্বর্ণ কুণ্ডলের ও অকোমল কেশ-কলাপের
সৌন্দর্য্যে এবং সুধাময় বাক্যে ও সপ্রেম নিরীক্ষণে ভগবানের
আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া তাঁহারই পবিত্র চরিত্র গান করিতে
লাগিলেন ॥ ২২

তাৎপর্য্য ।—এ শ্লোকে বিশেষ তাৎপর্য্য কিছুই নাই ।
কেবল আনন্দময়ের আনন্দবর্দ্ধনের কথা ॥ ২২

তাভিযুতঃ শ্রমমপোহিতুমঙ্গসঙ্গ-

স্বকৃৎসজঃ স কুচকুঙ্কমরঞ্জিতায়াঃ ।

গন্ধর্বপালিভিরনুদ্রুত আবিশদ্বাঃ

শ্রান্তো গজীভিরিভরাড়িব ভিন্নসেতুঃ ॥ ২৩

অনুবাদঃ ।—সঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) কুচকুঙ্কমরঞ্জিতায়াঃ অঙ্গসঙ্গস্বকৃৎসজঃ
সঙ্গীভিঃ] গন্ধর্বপালিভিঃ অনুদ্রুতঃ (অনুগতঃ) [সন্] শ্রমম্ অপোহিতুং
(বিবেতুং) তাভিঃ (গোপীভিঃ) যুতঃ (মিলিতঃ) বাঃ (কালিন্দীজলং
আবিশং (বিবেশ) ভিন্নসেতুঃ (বিদারিতবধঃ) শ্রান্তঃ ইভরাট্
গজেশ্বঃ) গজীভিঃ ইব (হস্তিনীভিঃ ইব) ॥ ২৩

টীকা ।—অথ জলকেলিমাহ—তাভিরিতি । তাসামঙ্গসঙ্গেন সৃষ্টা
সঙ্গীদিতা যা অকৃ তস্তাঃ । অতস্তাসাং কুচকুঙ্কমেন রঞ্জিতায়াঃ সঙ্গীভিঃ
গন্ধর্বপালিভির্গন্ধর্বপাঃ গন্ধর্বপত্য ইব গায়ন্তি যেহময়ন্তৈরনুদ্রুতঃ অনুগতঃ
স শ্রীকৃষ্ণঃ বাঃ উদকম্ আবিশং । ভিন্নসেতুর্বিদারিতবধঃ । স্বয়ং
চাতীক্ৰান্তলোকবেদমর্থ্যাদঃ ॥ ২৩

অনুবাদ —যেমন গজরাজ শৈলসেতু বিদারণ পূর্বক
ক্লান্ত হইয়া গজীদিগের সহিত জলাশয়ে নিমগ্ন হয়, সেইরূপ
ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পরিশ্রম অপনয়নের নিমিত্ত গোপীদিগের সহিত
যমুনা জলে অবগাহন করিলেন । ঐ সময়ে পূর্বোক্ত সংগীত-
কারী ভ্রমরগণ ব্রজবালাদিগের আলিঙ্গনে ঘৃষ্ণ ও কুচ-কুঙ্কমে
রঞ্জিত কৃষ্ণকণ্ঠ মালার গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার অনুগমন
করিতে লাগিল ॥ ২৩

তাৎপর্য্য ।—বধাঘটিত বিষয় বর্ণনা করাই তাৎপর্য্য ॥ ২৩

সোহস্তস্যালং যুবতিভিঃ পরিষিচ্যমানঃ

প্রেনোক্ষিতঃ প্রহসতীভিরিতস্ততোহঙ্গ ।

বৈমানিকৈঃ কুহুমবর্ষিভিরীড্যমানো

রেমে স্বয়ং স্বরতিরত্ন গজেন্দ্রলীলঃ ॥ ২৪

অম্বহুঃ—অদ (হে রাজন্) অত্র অস্তসি (অগ্নি জলে)
 গজেন্দ্রলীলঃ (গজেন্দ্রস্য লীলেব লীলা ইত্য সঃ) স্বরতিঃ (স্বয়ং
 রতির্ভ্য সঃ আশ্বারামঃ) সঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) প্রহসতীভিঃ (সহাস্যমুখীভিঃ)
 ইতস্ততঃ (সর্বাসু দিকু) অলং (ইত্যত্যন্তং) পরিষিচ্যমানঃ প্রেনা (প্রীত্যা)
 উক্ষিতঃ (সিক্তঃ) কুহুমবর্ষিভিঃ (পুষ্পবৃষ্টিকারিভিঃ) বৈমানিকৈঃ
 (বিমানহৃদেবৈঃ) ইড্যমানঃ (স্ততঃ সন্) স্বয়ং রেমে (অরমত) ॥ ২৪

টীকা—স্বরতিরাস্বারামোহপি । তত্র গোপীমণ্ডলেহস্তসি বা ॥ ২৪

অনুবাদ ।—হে মহারাজ ! আশ্বারাম ভগবান, শ্রীকৃষ্ণ
 গজেন্দ্রের ন্যায় যমুনা জলে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন । ব্রজবালাগণ
 সহাস্ত মুখে চতুর্দিক হইতে তাঁহার গাত্রে বারি নিক্ষেপ ও প্রীতির
 সহিত তাঁহাকে অভিষিক্ত করিতে আরম্ভ করিলেন এবং বিমানস্থ
 দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি সহকারে ভগবানের স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ২৪

তাৎপর্য্য ।—অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়৷ জলে, স্থলে, অস্ত-
 রীক্ষে, প্রেমানন্দের ক্রীড়াই চলিতেছে ; বিবেকিগণ তাহা অনু-
 ভব করিতে পারেন । তাহাই প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত সর্বব্যাপী
 ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, স্থল ক্রীড়ার পর প্রেমময়ী গোপীদিগকে লইয়া
 জলক্রীড়া করিলেন । বাহুলীলাভেও ইহা রসপোষক ॥ ২৪

ততশ্চ কৃষ্ণোপবনে জলস্থল-

প্রসূনগন্ধানিলজুষ্টিদিক্তটে ।

চচার ভৃঙ্গপ্রমদাগণাবৃত্তো

যথা মদচ্যুত্বিরদঃ করেণুভিঃ ॥২৫

অনুবাদঃ ।—ততঃ (জলক্রীড়ানন্তরং) করেণুভিঃ (করিণীভিঃ যুতঃ) মদচ্যুৎ (মদানাত্ চ্যুৎ করণং যস্য সঃ মদপ্রাবী) বিরদঃ (ঘৌ রদৌ দন্তৌ যস্য সঃ হস্তী) যথা [তথা] ভৃঙ্গপ্রমদাগণাবৃত্তঃ (অলিগোপবালাসংযুতঃ) কৃষ্ণঃ জলস্থলপ্রসূনগন্ধানিলজুষ্টিদিক্তটে কৃষ্ণোপবনে (কৃষ্ণায়াঃ যমুনাসাঃ উপবনে তটস্থকাননে) চচার (লীলয়া বভ্রাম) ॥ ২৫

টীকা ।—স্থলজলক্রীড়ে দর্শিতে বনক্রীড়াং দর্শয়তি ততশ্চেতি । যমুনায় উপবনে জলস্থলপ্রসূনানাং গন্ধো যস্মিন্ তেনানিলেন জুষ্টীনি দিশাং তটানি অস্তা যস্মিন্, যদ্বা, দিশশ্চ তটং স্থলঞ্চ যস্মিন্ বনে ভৃঙ্গাণাং প্রমদানাঞ্চ গঠৈরাবৃত্তঃ ॥ ২৫

অনুবাদ ।—যমুনাতটস্থ উপবনের চারিদিকে সুশীতল বায়ু জলপুষ্প ও স্থলপুষ্পের সুগন্ধ বহন করিয়া মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতেছিল । ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জলক্রীড়ার পর সেই সুখময় উপবনে, করিণীসংযুত মদমত্ত মাতঙ্গের শ্রায় অনুবর্ত্তী ভ্রমর ও গোপীদিগের সহিত বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৫

তাৎপর্য্য ।—আমাদের মনে হয়, এই শ্লোকে প্রেমানন্দের অন্তরীক-লীলারও ইঙ্গিত করা হইয়াছে । বোধ হয়, শ্রীধর স্বামীরা অভিপ্রায়ও ঐরূপ । সেই জন্ত তিনি আপন প্রথমার্ধে পরিতুষ্ট

না হইয়া বিতীয়ার্থে বলিলেন,—“নিশ্চয় তুচ্ছ হইলক বস্মিন্
তস্মিন্ বনে” অর্থাৎ যে উপবনে সমস্ত দিক আছে, ও হইল আছে,
সেই উপবনে ক্রীড়া করিতে করিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন।
সকল স্থানেই ত সমস্ত দিক আছে, তবে আবার “যে বনে সমস্ত
দিক আছে” এ কথা বলিবার প্রয়োজন কি? অতএব শ্রীধ-
রামীর অভিপ্রায় এই যে, ভগবান্ দশ দিক ব্যাপিয়া বিচরণ
করিতে লাগিলেন। ইহারই কলিতার্থে অন্তরীক্ষ-লীলাই অনুমিত
হয়। সুতরাং ইহা যে অন্তরীক্ষ লীলারই ইঙ্গিত, তাহাতে সন্দেহ
নাই। বাহ্যলীলায় কেবল লালার্যোক্ত ব মাত্র প্রদর্শিত হইয়াছে।

আমরা শাস্ত্রমুক্তি দেখাইয়া অনেকবার বলিয়াছি, ব্রহ্মাণ্ড
জুড়িয়া অন্তরে অন্তরে কেবল প্রকৃতি পুরুষের অহৈতুকী
নিত্যক্রীড়া বা নিত্যবিহার অনুক্ষণ চলিতেছে। উহাই সমষ্টি-
ভাবে এবং ব্যষ্টিভাবে আধ্যাত্মিক ভগবল্লীলা। ব্রহ্মাণ্ডে
বাহিরে, যেখানে ভগবানের ত্রিপাদ বিভূতি, সেখানেও চিদাকারে
প্রকৃতি-পুরুষের বা প্রেমানন্দের লীলা নিত্যই হইতেছে। ত্রিগুণ
সংশ্রবে ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে সুখদুঃখ অনুভূত হইতেছে; কিন্তু সকলই
আনন্দময়ের রাজ্য, এখানে সুখদুঃখ নাই, ব্রহ্মাণ্ড আনন্দে ভরা।
অতি-ব্যাক্যামুসারে ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মময় হইলে, নিশ্চয়ই ব্রহ্মাণ্ড
আনন্দময়। অতএব বহির্দৃষ্টি পরিত্যাগ পূর্বক অন্তর্দৃষ্টিতে
দেখিলে বুঝা যায়, জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে কেবল প্রেমানন্দের
ক্রীড়া হইতেছে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে ক্রীড়া
করিয়া তাহাই দেখাইলেন ॥ ২৫

এবং শশাঙ্কান্ডবিরাজিতা নিশাঃ

স সত্যকামোহমুরতাবলাগণঃ ।

সিবেব আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতঃ

সৰ্ব্বাঃ শরৎকাব্যকথারসপ্রয়াঃ ॥ ২৬

অম্বহঃ ।—এবং (অনেন প্রকারেণ) সত্যকামঃ (সত্যসম্বলঃ) অমুরতাবলাগণঃ (অমুরতঃ অবলানাং গণঃ সমূহঃ যস্য সঃ) সঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) আত্মনি (স্বাত্মন) অবরুদ্ধসৌরতঃ (নিরুদ্ধশুভ্রঃ সন্) শশাঙ্কান্ড-বিরাজিতাঃ (শশাঙ্কস্ত চন্দ্রস্য অংশুভিঃ কিরণৈঃ বিরাজিতা উদ্ভাসিতাঃ) সৰ্ব্বাঃ নিশাঃ (দীর্ঘরাত্রীঃ) রসপ্রয়াঃ (রসঃ শৃঙ্গাররসঃ আশ্রয়ঃ বাসাং তাঃ) শরৎকাব্যকথাঃ (শরৎকালোচিতকাব্যকথাঃ) সিবেবে (অসেবত ॥ ২৬

টীকা ।—রাসকৌড়ানিগমনম্ এবমিতি । সঃ শ্রীকৃষ্ণঃ সত্যসম্বলঃ অমুরাগিজীকদমঃ । এবং সৰ্ব্বা নিশাঃ সেবিতবান্ শরৎকাব্যকথা-রসপ্রয়াঃ শরদি ভবাঃ কাব্যেষু কথ্যমানা যে রসান্তেষামাশ্রয়ত্বা নিশাঃ । যদ্বা, নিশা ইতি দ্বিতীয়াত্যন্তসংযোগে । শৃঙ্গাররসপ্রয়াঃ শংদি প্রসিদ্ধাঃ কাব্যেষু বাঃ কথাস্তাঃ সিবেব ইতি । এবমপ্যাত্মন্তেব অবরুদ্ধঃ সৌরতঃ চরমধাতুঃ নতু স্থলিতো যন্তেতি কামম্ময়োক্তিঃ ॥ ২৬

অমুবাদ ।—এইরূপে সত্যসংকল্প ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আপন শরীরেই শুক্রাবরোধনপূর্বক অমুরক্ট অবলাগণের সহিত কবি-প্রসিদ্ধ শরৎকালোচিত শৃঙ্গার-রসের অভিনয়ে চন্দ্রালোকিত সেই সুদীর্ঘ শৰ্ব্বরী অতিবাহিত করিলেন ॥ ২৬

তাৎপর্য্য ।—এই শ্লোকে কলিত সিদ্ধান্তের সহিত রাস-
লীলার উপসংহার হইল । এই শ্লোকের টীকার শ্রীধর স্বামী
লিখিলেন,—‘এবমপি আত্মশ্চেব অবরুদ্ধঃ সৌরভঃ চরমধাতুঃ নতু
‘অলিতো যস্যোতি কামজয়োক্তিঃ’, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ গোপৌদিগকে
লইয়া শৃঙ্গার-রসের অভিনয় করিলেও তাঁহার ধাতু-অলন হয়
নাই, ইহাতেই কামজয় প্রদর্শিত হইল । স্বামিপাদ রাসলীলার
উপক্রমেই বলিয়াছিলেন,—“তস্মাত্ৰাস-ক্ৰীড়া-বিড়ম্বনং কাম-
জয়াধ্যাপনায়েতি তত্ত্বম্” অর্থাৎ রাসলীলার অনুকরণে কাম-জয়
প্রদর্শনই প্রকৃত তত্ত্ব । এখন তিনি আপন পূর্ব্বকথা উপসংহারের
সহিত মিলাইয়া দিলেন । স্বামিপাদের কথা কিরূপে মিলিল
অর্থাৎ কেমন করিয়া কামজয় প্রদর্শিত হইল, আমরা তাহার
অনতিবিস্তার আলোচনা করিব ।

কামের জন্ম মনে এবং বিকাশ ইন্দ্রিয়ে । জীব কোনো
বিষয় ভোগ করিবার কামনা করিলেই সেই বিষয়গ্রাহী ইন্দ্রিয়ের
উত্তেজনা হইয়া থাকে এবং বিষয় ভোগ পরিসমাপ্ত হইলেই সেই
উত্তেজনায় নিবৃত্তি হয় । কি জ্ঞানেন্দ্রিয়, কি কৰ্ম্মেন্দ্রিয় সকল
ইন্দ্রিয়েরই এইরূপ স্বভাব । কোনো বিষয় ভোগ করিবার পূর্বে
জীবের মনে একটা অভাব বোধ হয় ; সেই অভাব পূরণের
কামনাই কাম । শুকদেব পুনঃ পুনঃ শ্রীকৃষ্ণকে ‘আত্মারাম’,
‘পূর্ণকাম’, ‘আত্মরতি’ প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করিয়া তাঁহার
পূর্ণতার পরিচয় দিয়াছেন । যদি তিনি পূর্ণ হইলেন, তবে তাঁহার
কিছুই অভাব নাই ; অতএব তাঁহার বিষয়-ভোগের কামনা বা

কামও হইতে পারে না ; কাম না হইলে ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা অসম্ভব, আবার উত্তেজনা না হইলে ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াও সম্ভবপর নহে ; পক্ষান্তরে ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া না হইলে ধাতুস্থলনও হইতে পারে না । ধাতুস্থলনের মূল কারণই কাম ; অতএব যখন তাঁহার ধাতুস্থলন হয় নাই, তখন তাঁহার মনে কামও জন্মে নাই ; সুতরাং ধাতুস্থলনের নিষেধ করাতেই কামজয় প্রদর্শিত হইল ।

প্রভু সনাতন, শ্রীজীব ও চক্রবর্তী মহাশয় “অবরুদ্ধসৌরভঃ” শব্দের ঐরূপ স্বামি-পাদের সম্মত অর্থ স্বীকার করেন নাই । তাঁহারা আপন আপন অভিপ্রেত অর্থই ব্যাখ্যা করিয়াছেন । আমরা যদিও নগণ্য, তথাপি আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে লজ্জাবোধ করিব না ।

আমরা দেখিয়াছি, রাসলীলার যে যে স্থানে শ্রীকৃষ্ণের বিহারের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, শুকদেব সেই সেই স্থানেই ‘ভগবান্’, ‘আত্মারাম’ ‘স্বাত্মরত’ প্রভৃতি বিশেষণে তাঁহার পূর্ণতা ও নিষ্কামতার পরিচয় দিয়াছেন । রাসের প্রথম শ্লোকেই বলিলেন—“ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ । বীক্ষ্য রম্যং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ ।” অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ঐশ্বর্য্যে, বীর্ঘ্যে, যশে, সম্পত্তিতে, জ্ঞানে ও বৈরাগ্যে পরিপূর্ণ হইয়াও যোগমায়াশ্রয়ে রমণের ইচ্ছা করিলেন । ইহার ভাবার্থ এই যে, তাঁহার ইচ্ছা হইতে পারে না ; তথাপি মায়াশ্রয়ে রমণেচ্ছার স্থায় দেখাইলেন । রাসলীলার প্রথমাধ্যায়ে উনচত্বারিংশ শ্লোকে বলিলেন,—“ইতি বিক্লবিতং ভাসাং শ্রদ্ধা যোগে-

স্বয়ংক্রিয়ঃ । প্রহস্য সমরং গোপীরাঙ্গারামোহপ্যরীক্ষমঃ ।” অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ আঙ্গারাম অর্থাৎ পূর্ণ স্বরূপ হইয়াও গোপাদিগকে রমণ করাইলেন । এ শ্লোকেও শুকদেব দেখাইলেন,—শ্রীকৃষ্ণের রমণেচ্ছা নাই । রাসের দ্বিতীয়াধ্যায়ে ত্রিংশ শ্লোকে বলিলেন,—
 “রমে তয়া স্বাস্তুরত আঙ্গারামোহপ্যখণ্ডিতঃ । কামিনাং দর্শয়ন্
 দৈন্তং স্ত্রীণাঞ্চৈব দুরাক্সতাম্ ।” অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ স্বতন্ত্র, অনাসক্ত ও আঙ্গারাম হইয়াও কামুক পুরুষের কীনতা ও কামিনীর মৌরাখ্যা দেখাইবার জন্য তাঁহার (রাধার) সহিত রমণ করিতে লাগিলেন । তাঁহার নিজের রমণেচ্ছা নাই, যে হেতুক তিনি পূর্ণ । আবার রাসের পঞ্চমাধ্যায়ে বিংশ শ্লোকে বলিলেন,—“কৃষ্ণা তবস্তুমাস্ত্রানং
 বাবতী গোপবোধিতঃ । ররাম ভগবাংস্তাভিরাঙ্গারামোহপি
 লীলয়া ।” অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ আঙ্গারাম অর্থাৎ নিত্যানন্দ-পূর্ণ হইয়াও, যত গোপী তত রূপে বিভক্ত হইয়া তাঁহাদের সহিত রমণ করিলেন । এখন আমরা বুঝিতে পারি যে, যেখানে যেখানে ভগবানের রমণের কথা হইতেছে, সেই সেইখানেই শুকদেব পাঠক ও শ্রোতৃগণকে সাবধান করিয়া বাইতেছেন—
 পাছে রমণের কথা শুনিয়া পাঠক ও শ্রোতার মনে কামোদ্ভূত প্রাকৃত রমণের ভাব আসিয়া পড়ে ; সেইজন্য পুনঃপুনঃ স্মরণ করাইয়া দিতেছেন,—শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ তিনি আঙ্গারাম, তিনি স্বাস্তুরত, তিনি নিজানন্দ-পূর্ণ, তাঁহার রমণ-কামনা হইতে পারে না ; কেবল বোগমায়াভ্রমে ঐরূপ দেখাইয়াছিলেন ।

এই শ্লোকে আবার সেই রমণের কথা আসিয়াছে ।

সেই ক্ষণে শুকদেব এখানেও বলিলেন,—“আত্মগুবরু-সৌরতঃ।” অতএব আমাদের অতিপ্রায়ে, “ভগবান্” “আত্মারাম” ও “আত্মরত” প্রভৃতি শব্দের যে অর্থ “আত্মগুবরু-সৌরতঃ” পদটিরও সেই অর্থ। বিশেষতঃ “স্বাত্মরত” আর “আত্মগুবরু-সৌরতঃ” এই দুই শব্দ আকারেও সমান,—অর্থেও সমান। ‘সুরত’ শব্দের অর্থ উত্তম রতিক্রিয়া। ‘রত’ শব্দের আভিধানিক অর্থ রতিক্রিয়া, তদ্বিত্তি যাঁহারা নৈষধ পড়িয়াছেন। তাঁহারা জানেন,—‘তদাত্মতাধ্যাতথবা রতেচ কা, চকার বা ন স্বমনোভবোন্তবম্’ এই শ্লোকস্থ ‘রত’ শব্দের অর্থ রতিক্রিয়া। অত্যন্ত অশ্লীল হয় বলিয়া ঐ শ্লোকাক্ষেপে ব্যাখ্যা করিলাম না। কেবল প্রয়োজনীয় রতশব্দের অর্থই করিলাম। ‘রত’ শব্দের অর্থ রতিক্রিয়া হইলে, ‘সু-রত’ শব্দের অর্থ সুতরাং উত্তম রতিক্রিয়া। সেই সুরতের অর্থাৎ উদ্দাম রতিক্রিয়ার যে ভাব অর্থাৎ সু-রত-জগ্গ যে আনন্দ, তাহারই নাম সৌরত। সেই সৌরত অর্থাৎ সুরত-জগ্গ আনন্দ যাঁহাতে নিতাই অবরুদ্ধ রহিয়াছে, তিনিই “আত্মগুবরু-সৌরতঃ।” অতএব আমাদের অতিপ্রায়ে এই শ্লোকের অর্থ, যাঁহাতে সুরত জগ্গ আনন্দ নিতাই রহিয়াছে, যিনি নিজেই আনন্দস্বরূপ, তিনিই গোপাদিগকে লইয়া শৃঙ্গার-রসের অনুকরণ করিলেন।

আমরা ভগবানের বিহারে “কাম-জয়” না বলিয়া ‘কাম-লয়’ বলিতে ইচ্ছা করি। কারণ যেখানে বিপদের আক্রমণ আছে, সেইখানেই জয়-পরাজয়ের কথা উঠিতে পারে; যেখানে আক্রমণ

নাই, সেখানে জয়-পরাজয়ের কথা উঠিতেই পারে না । সচ্চিদানন্দ মুক্তি ভগবানের মদনমোহন রূপে মদন আপনা আপনিই মুক্ত; সুতরাং ভগবান্ কামকে জয় করিয়াছেন বলিলে, “মড়ার উপর খাঁড়ার ঝা” হইয়া পড়ে । মনুষ্যের মধ্যে যিনি যোগবলে ইন্দ্রিয় দমন করিতে পারেন, তাঁহাকেই বলা যাইতে পারে “অমুক ব্যক্তি কামজয় করিয়াছেন ।” কারণ, তাঁহার উপর কামের আক্রমণ ছিল ; কিন্তু তিনি যোগবলে তাহাকে জয় করিয়াছেন । আনন্দময় মদনমোহনের কাছে কাম যাইতেই পারে না; তবে তাঁহার আবার জয় করা কি ? তবে শ্রীধর স্বামী বে, “কামজয়োক্তি” লিখিয়াছেন, তাহাও অসংলগ্ন হয় নাই ; কেননা তিনি প্রথমেই বলিয়াছেন,—ভগবান্ রাসলীলার অনুকরণ করিয়াছেন । অতএব, ভগবানের বৃন্দাবনস্থ রাসলীলা যেমন প্রাকৃত রাসের অনুকরণ, সেইরূপ তাঁহার রমণও অনুকরণ এবং কামজয়ও অনুকরণ মাত্র । অর্থাৎ তিনি প্রাকৃত নরনারীর স্থায় রমণও করেন নাই এবং তাঁহাকে কামজয়ও করিতে হয় নাই ; সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহে শুক্রই নাই ; শুক্রপাত কিরূপে হইবে ? ফলতঃ রাসলীলা পাঠে বা শ্রবণে আপাততঃ যেরূপ প্রতীয়মান হয়, তাঁহাতে তাহার কিছুই ছিল না ; কেবল যোগমায়া-প্রভাবে তিনি ঐরূপ দেখাইয়া ছিলেন মাত্র । কেন তিনি ঐরূপ দেখাইয়াছিলেন ; এ কথা পরীক্ষিত জিজ্ঞাসা করিবেন, এবং শুকদেবই তাহার উত্তর দিবেন ; আমরাও সেই অবসরে শুক-বাক্যের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়া দেখাইব ॥ ২৬

শ্রীপরীক্ষিতুবাচ ॥

সংস্থাপনায় ধর্মস্য প্রশমায়ৈতরশ্চ চ ।

অবতীর্ণো হি ভগবানংশেন জগদীশ্বরঃ ॥

স কথং ধর্মসেতুনাং বক্তা কর্তাভিরক্ষিতা ।

প্রতীপমাচরদ্ ব্রহ্মন্ পরদারাভিমর্ষণম্ ॥ ২৭

অনুবাদঃ—ব্রহ্মন্ (হে ব্রহ্মস্বরূপ) জগদীশ্বরঃ (অধিলনিয়ন্তা)
ভগবান্ হি (নিশ্চিতং) ধর্মস্য (সদাচারস্য) সংস্থাপনায় (রক্ষণায়)
ইতরস্যচ (অধর্মস্যচ) প্রশমায় (দমনায়) অংশেন অবতীর্ণঃ
(আবিভূতঃ) ধর্মসেতুনাং (ধর্মমধ্যাদানাং) বক্তা (উপদেষ্টা) কর্তা
(প্রণেতা) অভিরক্ষিতা (সর্বতঃ পালয়িতা) সঃ (ভগবান্) কথং
(কিমর্থং) প্রতীপং (ধর্মবিপরীতং) পরদারাভিমর্ষণম্ (পরস্ত্রীসংসর্গম্)
আচরৎ (কৃতবান্ ॥ ২৭

টীকা ।—প্রতীপং প্রতিকূলম্ অধর্মমিত্যর্থঃ । আচরৎ কৃতবান্ ।
নচৈদমধর্মমাত্রং কলঞ্জভক্ষণাদিবৎ কিছু মহাসাহসমিত্যাহ পরদারা-
ভিমর্ষণমিতি ॥ ২৭

অনুবাদ ।—হে ব্রহ্মন্ । সমস্ত জগতের নিয়ন্তা স্বয়ং
ভগবান্ নিশ্চয়ই ধর্মরক্ষার নিমিত্ত এবং অধর্ম নাশের নিমিত্ত
অংশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন । তিনি ধর্মের বক্তা, কর্তা ও রক্ষিতা
হইয়া এ রূপ ধর্ম-বিরুদ্ধ পরস্ত্রী-সংসর্গ করিলেন কেন ? ॥ ২৭

তাৎপর্য্য—ইহা পরীক্ষিতের জিজ্ঞাসামাত্র, অতএব

শ্রীকৃষ্ণসঙ্গীতঃ।

ইহাতে তাৎপর্য কিছুই নাই ; কিন্তু “অংশ” শব্দের উপর কিছু বলিবার আছে। প্রায় সকল ধর্মসম্প্রদায়ী লোকেই আপন আপন উপাস্য দেবতাকে পূর্ণ ও অপরকে অংশ বলিয়া বিভণ্ডা করেন এবং আপন আপন উপাস্যকে পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত শাস্ত্র কল্পতরুর সাহায্য ও শব্দগত নানা প্রকার কলকৌশল অবলম্বন করিয়া থাকেন। মহর্ষি বেদব্যাস শ্রীমদ্ভাগবতের অধিকাংশ স্থলেই শ্রীকৃষ্ণকে বিষ্ণুর অংশ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। দশমস্কন্ধের প্রথমেই পরীক্ষিৎ বলিতেছেন, “তত্রাংশেনা-বতীর্ণস্ত বিষ্ণোর্বীর্ষাণি শংসনঃ।” দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান্ নিজেই যোগমায়াকে বলিতেছেন, “অথাহমংশভাগেন দেবক্যাঃ পুত্রত্যাং শুভে। প্রাপ্যামি হং নন্দ পত্ন্যাং যশোদায়াং ভবিষ্যসি।” ঐ দ্বিতীয় অধ্যায়েই দেবতাগণ দেবকীকে বলিতেছেন, “দিক্ষ্যাম্ তে কুক্ষিগতঃ পরঃ পুমান্, অংশেন সাক্ষাদ্ভগবান্ ভবায় নঃ।” ঐ অধ্যায়েই শুকদেব বলিতেছেন, “ভগবানপি বিশ্বাত্মা ভক্তানাম ভয়প্রদঃ। আবিবেশাংশভাগেন মন আনক দুন্দুভেঃ,” ঐ স্থানে আবার তিনিই বলিতেছেন, ততো জগন্মজ্জলমচ্যুতাংশং সমাহিতং শূরশ্রুতেন দেবী। দধার সর্বাত্মকমাত্মভূতং, কাষ্ঠা যথানন্দকরং মনস্তঃ।” আরও অনেক স্থলে অংশ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে ; এবং এখানেও পরীক্ষিৎ শ্রীকৃষ্ণকে অংশই বলিতেছেন। এতদ্ভিন্ন অনেক স্থলে তাঁহাকে পূর্ণ বলিয়াও নির্দেশ করা হইয়াছে। পূর্বোক্ত যে যে স্থলে শ্রীকৃষ্ণকে অংশ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে, সেই সেই স্থলে বৈকব টীকাকারগণ, এমন কি শ্রীধর-

স্বামীও আপন আপন পাণ্ডিত্য-বলে দূরায়, শব্দ-বিশ্লেষ ও অর্থসঙ্কোচ প্রভৃতি কষ্ট-কল্পিত উপায়ান্তর অবলম্বন করিয়া পূর্ণার্থে পর্য্যবসান করিতে চেষ্টা করিয়াছেন । তন্মধ্যে শ্রীধরস্বামী পরীক্ষিতের উক্তির ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন, “অংশেনেতি প্রতীত্যভি-প্রায়োগোক্তম্” অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে যে, অংশে অবতীর্ণ বলা হইয়াছে, তাহা কেবল জনসাধারণের ধ্বংস প্রতীতি হয়, তদভি-প্রায়েই বলিয়াছেন ।, এই অর্থটিই আমাদের ভাল লাগে । এখানেও যে, পরীক্ষিত বলিলেন, “অংশেন জগদীশ্বরঃ” ইহার অর্থও ঐরূপ বুঝিতে হইবে ।

অচিন্ত্যশক্তি ভগবানে সকল অসম্ভবই সম্ভবে । তিনি লোক-লোচনে অংশের দ্বারা প্রতীয়মান হইলেও অন্তরে পূর্ণ । কিন্তু সে পূর্ণতা কেহ বুঝাইয়া দিতে পারিবেন না ; অতএব যে কোনো দেবতাকে পূর্ণ বলিয়া বুঝিতে হইলে বিশ্বাস ভিন্ন উপায় নাই । অতএব উহা লইয়া বিবাদ করা কেবল সময়ক্ষেপ মাত্র । বস্তুতঃ পূর্ণে আমাদের প্রয়োজন নাই ; আমরা নিজে কিরূপে পূর্ণ হইব, তাহাই আমাদের প্রয়োজন । আমরা যদি পূর্ণের এক বিন্দু রও আশ্বাসন পাই, তাহা হইলেই আমরা পূর্ণ হইয়া যাইব । বর্জমানের রাজার টাকা অধিক, কিংবা দ্বারভাজার রাজার টাকা অধিক, তাহা লইয়া তর্ক করা অপেক্ষা নিজের আপন প্রয়োজন মত অর্থ উপার্জন করিয়া দরিদ্রের কৰ্ত্তব্য । যদি তোমার তৃষ্ণা হইয়া থাকে, গঙ্গায় গিয়া এক অঞ্জলি, দুই অঞ্জলি, তিন অঞ্জলি পান করিয়া লও, তোমার তৃষ্ণা দূর হইল, চলিয়া যাও, গঙ্গা যেমন

আছেন, ভেমনি থাকুন। গজার দৈর্ঘ্য বিস্তার লইয়া বিচারের প্রয়োজন নাই। অতএব বাহাতে কৃষ্ণভক্তি হয়, বিশ্বাসের সহিত তাহারই চেষ্টা করা উচিত।

শাস্ত্রানুসারে সকলই পূর্ণ এবং পূর্ণের অংশও হয় না; অংশেরই অংশ হইয়া থাকে, ইহা বিবেচক মাত্রেই বুঝিতে পারেন। কিন্তু একটি বিশিষ্ট নাম কিংবা একটি বিশিষ্ট রূপ অথবা একটি বিশিষ্ট ভাবের কথা বলিলেই অংশ হইয়া গেল। অস্তুরে পূর্ণ থাকিয়াও অংশ রূপে পরিণত হইল। যাঁহারা স্ব স্ব অভীষ্টদেবকে নির্দিষ্ট কোনও একটি নামে, রূপে বা ভাবে নির্দেশ করিয়াও পূর্ণ বলিয়া চীৎকার করেন, ফলতঃ তাঁহাদের সে চীৎকার বিফল হইয়া যায়। পরব্রহ্মের বা ভগবানের নির্দিষ্ট স্থান, নির্দিষ্ট কাল, নির্দিষ্ট নাম, নির্দিষ্ট রূপ, নির্দিষ্ট ভাব ও নির্দিষ্ট শক্তি উল্লেখ করিলে অংশ বলিয়া প্রতীতি হইবেই। যাঁহাদের চিস্তাশীলতা আছে এবং যাঁহারা মনকে বঞ্চনা করিয়া কথা কহেন না, তাঁহারা ইহা অবশ্যই স্বীকার করিবেন। অতএব শ্রীধর যে, বলিয়াছেন, “অংশেনেতি প্রতীত্যভিপ্রায়েণ” ইহাই ঠিক। আমরা শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণ বলিয়াই অস্তুরের সহিত বিশ্বাস করি, কিন্তু টানাটানি করিয়া “অংশ” শব্দের পূর্ণার্থ করিতে চাহি না। পুরাণকার মহর্ষিরও ঐরূপ অভিপ্রায় বলিয়া আমাদের মনে হয় না ॥ ২৭ ॥

আপ্তকামো যদুপতিঃ কৃতবান্ বৈ জুগুপ্সিতম্ ।

কিমভিপ্ৰায় এতন্নঃ সংশয়ং ছিন্ধি স্তত্রত ॥ ২৮ ॥

অনুব্রজঃ ।—আপ্তকামঃ (পূর্ণমনোরথঃ) যদুপতিঃ (যদুশ্রেষ্ঠঃ
শ্রীকৃষ্ণঃ) কিমভিপ্ৰায়ঃ (কঃ অভিপ্রায়ঃ যন্ত সঃ) জুগুপ্সিতম্
(নিম্নিতং কৰ্ম্ম) কৃতবান্ (অকরোৎ) স্তত্রত (হে ব্রহ্মনিষ্ঠ) নঃ
(অস্মাকং) এতং সংশয়ং (সন্দেহং) ছিন্ধি (অপনয়) ॥ ২৮

টীকা ।—আপ্তকামস্য নারদমৰ্ম্ম ইতি চেৎতাহ কামাভাবান্নিতং
কেনাভিপ্ৰায়েণ কৃতবানিতি পৃচ্ছতি আপ্তকাম ইতি ॥ ২৮

অনুবাদ ।—কামনাশূন্য যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ কি অভিপ্রায়ে
এইরূপ লোকবিগর্হিত কার্য্য করিলেন ? হে ব্রহ্মন্ ! আমার
এই সংশয় দূর করিয়া দিন ॥ ২৮

তাহপর্শ্য ।—ইহাও পরীক্ষিতের প্রশ্ন । পূর্ববল্লোকে
বাহা ভিজ্ঞান করিয়াছেন, ইহাতেও তাহাই ; তথাপি কিছু
বিশেষ আছে । পূর্বপ্রশ্ন শুনিলে মনে হয় যেন পরীক্ষিত
ভগবান্কে অসদাচারী বলিয়াই মনে করিয়াছেন । এ লোকের
ভাবে বুঝিতে পারা যায় যে, পরীক্ষিত বুঝিয়াছেন, ইহার
মধ্যে কোনও সদ্ভিত্তিপ্রায় আছেই ; সেই সদ্ভিত্তিপ্রায় কি, তাহাই
জানিতে চাহিতেছেন । অতএব অনর্থক এক কথা দুইবার
বলা হয় নাই ॥ ২৮

শ্রীশুক-উবাচ ॥

ধর্মব্যতিক্রমো দৃষ্টে দৈশ্বর্যপাঞ্চ সাহসম্ ।

তেজীয়সাং ন দোষায় বহেঃ সর্বভুজো যথা ॥ ২৯

অনুবাদঃ ।—দৈশ্বর্যপাঞ্চ (জিতেশ্বর্যপাঞ্চ) ধর্মব্যতিক্রমঃ
(অবিহিতাচরণং) দৃষ্টে সাহসং চ (দৃষ্টং) যথা সর্বভুজঃ : সর্বং ভুঙক্তে
ইতি সর্বভুক্ তস্ত) বহেঃ (অনলস্ত যথা তথা) তেজীয়সাং (তেজস্বিনাং)
দোষায় (ন ভবতি) ॥ ২৯

টীকা ।—পরমেশ্বরে কৈমুতান্ত্র্যেন পরিহর্তুং সামান্ততো মহতাঃ
বৃত্তিমাহ ধর্মব্যতিক্রম ইতি । সাহসঞ্চ দৃষ্টং প্রজাপতীশ্রমোর্বাস্বামিজা-
তীনাং তচ্চ তেবাং তেজস্বিনাং দোষায় ন ভবতীতি ॥ ২৯

অনুবাদ ।—শুকদেব উত্তর করিলেন, মহারাজ !
তেজস্বী ব্যক্তিদিগের ধর্মের ব্যতিক্রম ও দুঃসাহস দেখিতে
পাওয়া যায় । কিন্তু যেমন অগ্নি সর্বভোজী হইয়াও তেজো-
হীন বা অপবিত্র হয় না, সেইরূপ তেজস্বী পুরুষদিগের ধর্মব্যতি-
ক্রম ঘটিলেও তাহা দোষের নহে ॥ ২৯

তাৎপর্য্য ।—বিপক্ষের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার
জন্ত প্রথমে ফাঁকা আওয়াজ করিয়া দেখিতে হয় । যদি
তাহাতেই বিপক্ষ প্রতিনিবৃত্ত হয়, তবে আর গুলি গোলায়
প্রয়োজন হয় না । বাগ্‌বিশারদ শুকদেব পরীক্ষিতের প্রশ্ন-
সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্ত প্রথমে ফাঁকা আওয়াজ

করিয়া দেখিতেছেন । তিনি কেবল গর্হিত'চারী অথচ অদোষ-
স্পৃষ্ট অন্তের দৃষ্টান্তে ভগবানের দোষাপনয়ন করিবার চেষ্টা
করিতেছেন । তিনি বলিতেছেন, যাঁহারা ঈশ্বর, তাঁহাদের
অধর্ম্যাচরণও দোষের হয় না ; কারণ, তাঁহারা তেজস্বী ।
তেজস্বীদিগের অধর্মের দোষ নাই । বড়ই বিষম কথা ; ঈশ্বর ও
তেজীয়ান্ বলিলে আমরা কি বুঝিব ? শ্রীধর স্বামী ঐ ছই
শব্দের অর্থ না করিয়া নামোল্লেখ পূর্বক বলিলেন, “প্রজা-
পতীন্দ্রসোমবিশ্বামিত্রাদীনাম্” অর্থাৎ ব্রহ্মা, ইন্দ্র, চন্দ্র ও
বিশ্বামিত্রাদি তেজস্বীদিগের অধর্মের পাপ হয় নাই । সনাতন-
গোস্বামী লিখিলেন “কর্মাদি-পারতন্ত্র্যরহিতানাং,” অর্থাৎ যাঁহারা
কর্মের পরতন্ত্র নহেন, তাঁহাদের অধর্মের দোষ হয় না । তিনিও
ব্রহ্মাদির নাম উল্লেখ করিলেন । জীব গোস্বামীও ঐ কয় জনের
নাম লিখিয়া ক্ষান্ত হইলেন । বিশ্বনাথ চক্রবর্তী অন্তের উচ্ছিন্ন-
নাম গ্রহণ না করিয়া লিখিলেন, “রুদ্রাদীনাম্ অর্থাৎ রুদ্রাদি”
তেজস্বীদিগের অধর্মের দোষ নাই ।

এক জন নয়, তিন জন টীকাকারেরই এক রা ; কিন্তু সত্যের
অনুরোধে বলিতেছি, আমাদের অতিস্থূল ও মলিন বুদ্ধি ইহাতে
পরিতৃপ্ত হইল না । শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় এবং আমরাও
বুঝিতে পারি, কামনাশূন্য হইয়া অনাসক্ত-চিত্তে কর্তব্য-
বোধে কর্ম করিলে, তাহাতে পাপ বা পুণ্য হয় না । সেই
জন্মই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অজ্ঞানকে অনাসক্ত-চিত্তে কত্রিয়োচিত-
নরহত্যা করিতেও আদেশ দিয়াছিলেন ; মহানুভব টীকাকারগণ

ব্রহ্মা, ইন্দ্র, চন্দ্র, বিশ্বামিত্র ও বৃহস্পতিকে ঈশ্বর ও ভেদস্বীর মধ্যে পরিগণিত করিলেন। কিন্তু কি ব্রহ্মা, কি ইন্দ্র, কি চন্দ্র, কি বৃহস্পতি সকলেই ত কামোদ্ভূত হইয়া কাম্যা নারীর সনির্বন্ধ নিবারণে উপেক্ষা প্রদর্শনপূর্বক অবধাচরণ করিয়াছিলেন; তবে ইহাদের যে অধর্ম্য হইবে না কেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। আমাদের মনে হয়, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, চন্দ্র ও বৃহস্পতির নাম না করিয়া বেদব্যাসের নাম করিলে সংগত হইত। বেদব্যাস মাতৃবাক্যের অনুরোধে যে ভাবে ভ্রাতৃবধূতে উপগত হইয়াছিলেন, তাহা পাঠ বা শ্রবণ করিলে, আনন্দে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। ঐ ভাবে ভ্রাতৃবধু-গমনেও যে অধর্ম্য হয় না, তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি এবং বোধ হয় অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাতেই স্বীকার করিবেন। আমাদের মতে ঘাঁহার আত্মাভিমান রাখেন না এবং ইন্দ্রিয়ের অধীন হইয়া সকাম-ভাবে কোনও কার্য্য করেন না, তাঁহারাই ঈশ্বর, তাঁহারাই ভেজীয়ান, তাঁহাদের লোক-বিগহিত কার্য্যেও অধর্ম্য হয় না। ‘ঈশ’ ধাতুর অর্থ পরিচালন করা বা প্রভুত্ব করা; অতএব ঘাঁহার ইন্দ্রিয়ের অধীন না হইয়া, ইন্দ্রিয়ের উপর প্রভুত্ব করিতে পারেন, তাঁহারাই ঈশ্বর বা ভেজীয়ান; তাঁহাদের পাপ পুণ্য নাই। আবার দেহে ঘাঁহাদের আত্মা-ভিমান নাই, তাঁহাদের যে পাপপুণ্য নাই, তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়; কেননা বাহার কর্ম্ম, তাহারই ফল; দেহ যদি “আমি” না হইলাম, তবে বদৃচ্ছাক্রমে দেহকৃত কর্ম্মের ফলও

আমার হইবে না ইহা স্থির । এ পর্য্যন্ত আমরা গোপীদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিহার যে ভাবে দেখিয়া আসিলাম, তাহাতে ব্রজা ইন্দ্র, চন্দ্র ও বৃহস্পতির দৃষ্টান্ত চলেই না । বরং বিশ্বনাথ চক্রবর্তী যে রুদ্রের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহাই খুব সঙ্গত ; পরবর্তী শ্লোকে শুকদেব নিজেই সে কথা বলিবেন ।

দুর্ব্বোধ্য বিষয় অপরকে বুঝাইতে হইলে শাস্ত্র ও যুক্তি দ্বারা বুঝাইতে হয় ; তৎপরে অনুরূপ উদাহরণ দেখাইলে শ্রোতার বা পাঠকের সুখবোধ্য হইয়া থাকে । সেই জন্ত গোতমোক্ত শ্যাম শাস্ত্রে পরার্থানুমানেন যে পঞ্চাবয়ব নিরূপিত হইয়াছে, তন্মধ্যে উদাহরণও একটি অবয়ব । যদি গ্রন্থকার নিজেই উদাহরণ প্রদর্শন করেন, তবে টীকাকার বা ভাষ্যকারদিগের, তদতিরিক্ত অর্থ উদাহরণ দেখাইবার প্রয়োজন হয় না । পরশ্লোক গ্রন্থকার নিজেই রুদ্রের উদাহরণ দিয়া এ বিষয় বুঝাইয়াছেন এবং সেই উদাহরণই সুসঙ্গত । টীকাকারদিগের প্রদত্ত উদাহরণে আমাদের হিতে বিপরীত হইল । অবশ্য আমাদেরই বুদ্ধির দোষ ।

আমাদের বুদ্ধি অতি স্থূল ; মহানুভব টীকাকারদিগের সুগভীর অভিপ্রায়ের ভিতর প্রবেশ করিতে পারি নাই বলিয়াই সরলভাবে নিজাভিপ্রায় প্রকাশ করিলাম । অপক্ষপাতী পাঠক-বর্গের ভাবনায় অবশ্যই পরীক্ষিত হইবে ॥ ২৯

নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হনীশ্বরঃ ।

বিনশ্চত্যাচরন্ মৌঢ়াদৃষথাহরুদ্রোহক্কিঞ্জং বিষম ॥ ৩০

অনুবাদঃ—অনীশ্বরঃ (অজিতেন্দ্রিয়ঃ দেহাভিমানী) হি (নিশ্চিতং) মনসাপি (কল্পমসাপি) জাতু (কদাচিৎ) এতৎ (পরদারাভিমর্ষণং) ন সমাচরেৎ (ন কুৰ্য্যাৎ) ; মৌঢ়াৎ (ছর্কু ক্কাঃ) আচরন্ (তথা কুর্কন্) বিনশ্চতি (বিনষ্টো ভবতি) যথা অরুদ্রঃ (রুদ্রবাতরিক্তঃ অন্তঃ জনঃ) অক্কিঞ্জং (অক্কেঃ সমুদ্রাৎ জায়তে ইতি তথা সমুদ্রোৎথং) বিষং (গরলং) [পিবন্ বিনশ্চতি তদ্ বৎ] ॥ ৩০

টীকা ।—তহি যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠ ইতি ন্যারেনান্যোহপি কুৰ্যাদিত্যা-
শঙ্ক্যাহ নৈতাদিতি । অনীশ্বরো দেহাদিপরতন্ত্রঃ । যথা রুদ্রবাতরিক্তো
বিষমাচরন্ ভক্ষয়ন্ ॥ ৩০

অনুবাদ ।—দেহাভিমানী অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি মনে মনে
ঐক্য আচরণের সংকল্পও করিবে না । যেমন মহাদেব ভিন্ন
অন্য কেহ সাগর-সমুদ্র গরল পান করিলে বিনষ্ট হইবেই,
সেইরূপ দেহাভিমানী অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি মৃত্যুবশতঃ ঐক্য
আচরণ করিলে বিনষ্ট অর্থাৎ পাপস্পৃষ্ট হইবেই ॥ ৩০

তাৎপৰ্য্য ।—মহাপুরুষেরা যেরূপ আচরণ করিবেন,
তাহাই দেখিয়া সাধারণ লোকে আপন আপন কার্য্যাকার্য্য শিক্ষা
করিবে, ইহাই শাস্ত্রানুমোদিত নিয়ম । অতএব জিতেন্দ্রিয় পুরুষগণ
যদি পরদার-স্পর্শ করেন, তবে সাধারণ লোকেও তাঁহাদের
দৃষ্টান্তে ঐক্য করিতে পারে ; তাহা হইলেই ধর্ম্ম-বিপ্লব

উপস্থিত হইল । এই আশঙ্কায় শুকদেব বলিতেছেন,—তাহা নহে ।
জ্ঞানরূপী মহাদেব সাগরসমুদ্র গরল পান করিয়া মৃত্যুঞ্জয় হইয়া
ছিলেন, কিন্তু অমৃত এক ব্যক্তি বিষপান করিলে নিশ্চয়ই বিনষ্ট
হইবে ; সেইরূপ যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র হইয়া মহাজ্ঞানদিগের
অসদাচরণের অনুকরণ করিবে, সে নিশ্চয়ই অধঃপাতে যাইবে ।
অভিনিবিকট-চিত্তে চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, মহাদেব
যে বিষ পান করিয়া জীর্ণ করিয়াছিলেন, এখানেও পরনারীর ছলে
সেই বিষেরই কথা হইতেছে । মহাদেব ক্রমদ্বারা জ্ঞান নেত্রের
সুদীপ্ত শিখায় ভুবনবিজয়ী কামকে ভস্মীভূত করিয়া, ভবসাগর-
সমুদ্র বিষয়-বিষ পান করিয়া জীর্ণ করিয়াছিলেন অর্থাৎ
অতুলৈশ্বর্যশালিনী অলোক-সুন্দরী মহামায়ার সংসর্গে থাকিয়াও
সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন । যে ব্যক্তি মহাদেবের মতায় মদনকে
ভস্ম করিয়া উদাসীন-ভাবে-অনাসক্ত হইয়া-অসদাচরণও করিবে,
তাহার পাপ হইবে না । অতথা সে অধঃপাতে যাইবেই যাইবে—
মরিবেই মরিবে ? এখন আমরা ইহা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি ;
কত মুণ্ডিতমস্তক কোঁপীনধারী বৈরাগী, এবং কত গৈরিক-
বসনধারী সন্ন্যাসী মহাপুরুষের অনুকরণ করিয়া অধঃপাতে
যাইতেছেন এবং কত কোমল-মতি নরনারীকে অধঃপাতে
যাওয়াইতেছেন । অতএব হে সরল-স্বভাব সংসারী নরনারীগণ !
মুণ্ডিত-মস্তক ও সুদীর্ঘ শিখাকে ভস্ম করিও,—অত্যধিক তিলক-
মালাকে ভস্ম করিও,—কোঁপীন বহির্বাসকে ভস্ম করিও,—সুবৃহৎ
রি নামের স্ত্রীলিকে ভস্ম করিও এবং গৈরিকবসন, জটা ভস্মকও

ভয় করিও । পৃথিবীতে ঐরূপ সর্ববিশেষ বৈষ্ণব এবং ঐরূপ সর্ববিশেষ সন্ন্যাসীর আবির্ভাব না হয়, তাহাই এই শ্লোকের তাৎপর্য ।

অবশ্য শাস্ত্রে বিশেষ বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের পরিচায়ক বিশেষ বিশেষ চিহ্ন-ধারণের ব্যবস্থা আছে ; সুতরাং সেই সেই চিহ্নধারণ যে আবশ্যক, তাহাতে সন্দেহ নাই । কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তির ইহা বিবেচনা করা উচিত যে, ইন্দ্রিয় দমনের অণুমাত্র চেষ্টা না করিয়া এবং বিষয়-বাসনার ক্রীতদাস হইয়া, কেবল মাথা মুড়াই-লেই, মাটি বা ছাই মাখিলেই, কোঁপীন ও কণ্ঠী ধারণ করিলেই, ইন্দ্রিয়াগোচর আনন্দস্বরূপ ভগবানকে পাওয়া যায় ; ভগবান্ এত শস্তা নহেন । পরপ্রতারণার অভিলাষে যাঁহারা ঐরূপ করেন, তাঁহারাও আমাদের নমস্যা ; কিন্তু শাস্ত্রের অভিপ্রায় ব্যাখ্যা করিতে বসিয়া সত্যের অপলাপ করিতে পারিব না,—করা উচিতও নয় । এ কথা আমরা নিজেই বলিতেছি এমন নহে ; ভগবৎপ্রেমো একমাত্র প্রদর্শক শ্রীমদ্ভৈরব মহাপ্রভুও ঐরূপ বাহ্য বৈরাগ্যবৎ বানরের বৈরাগ্য বলিয়াছেন এবং ঐরূপ বৈরাগ্যবান্ ব্যক্তির মুখাবলোকন করিতেও অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন । যাঁহারা কৃষ্ণদাস-বিরচিত চৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের ইহা অবদিত নাই । আমরা তাঁহাদেরই সারগর্ভ উপদেশের অব দি করিলাম মাত্র । অতএব ভরসা করি, সারদর্শী সুধী সাধক ও পাঠকগণ ইহাতে রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইবেন না ॥ ৩০

ঈশ্বরীণাং বচঃ সত্যং তথৈবাচরিতং কচিৎ ।

তেষাং যৎ স্ববচোযুক্তং বুদ্ধিমাংস্তত্তদাচরেৎ ॥ ৩১

অনুবাদঃ ।—ঈশ্বরীণাং (তেজীয়সাং মহাপুরুষাণাং) বচঃ (আদেশ
এব) সত্যং (সত্যত্বেন পালয়িতব্যম্) ; কচিৎ (কচিৎ কচিৎ) আচরিতং
(আচরণং) তথৈব [পালয়িতব্যং অনুকর্তব্যং] ; তেষাং (মহাপুরুষাণাং)
যৎ (আচরিতং) স্ববচোযুক্তং (স্ববচনানুরূপং) বুদ্ধিমান্ [জনঃ] তত্তৎ
আচরিতম্) আচরেৎ (অনুকর্য্যাত্) ॥ ৩১

টীকা ।—কথং তর্হি সদাচারস্য প্রামাণ্যমত আহ ঈশ্বরীণামিতি ।
তেষাং বচঃ সত্যম্ অতস্তত্ত্বজ্ঞানাত্মকম্, আচরিতম্ কচিৎ সত্যম্, অতঃ
স্ববচোযুক্তং তেষাং বচসা যদ্যদুক্তম্ অবিকল্পং তত্তদেবাচরেৎ ॥ ৩১

অনুবাদ ।—মহাপুরুষদিগের বাক্যই সত্য অর্থাৎ তাঁহারা
যাহা করিতে বলিবেন, সাধারণ লোকে তাহাই করিবে এবং
কোন কোন স্থলে তাঁহাদের দ্বারা আচরণও করিবে । তাঁহাদের
যে কার্য্য তাঁহাদের উপদেশের অনুরূপ হইবে, বুদ্ধিমান ব্যক্তি
তাহাও করিবে ॥ ৩১

তাৎপর্য্য ।—শাস্ত্রে আছে,—“যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠ স্তম্ভ-
মেবেতরো জনঃ” অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ যাহা যাহা আচরণ
করিবেন, সাধারণ লোকের তাহা তাহাই কর্তব্য । এই শাস্ত্রানু-
সারে পাছে অজিতেন্দ্রিয়, সাধারণ লোকেও অনাসক্ত বিরাগী
পুরুষদিগের লৌকিক নিন্দিত কার্য্যের অনুকরণ করিতে যায়,
সেই আশঙ্কায় আবার এই শ্লোক বলিতেছেন ॥ ৩১

কুশলাচরিতৈরেবামিহ চার্ণো ন বিদ্যতে ।

বিপর্যয়েণ বানর্থো নিরহঙ্কারিণাং প্রভো ॥ ৩২

কিমুতাখিলসত্ত্বানাং তিৰ্য্যঙ্ মৰ্ত্ত্যাদিবৌকসাম্ ।

ঈশিত্বশ্চেশিতব্যানাং কুশলাকুশলাশ্রয়ঃ ॥ ৩৩

অস্বপ্নঃ ।—প্রভো (হে রাজন) ইহ (এখানে) এষাং নিরহঙ্কা-
রিণাং (তেজীয়সাং) কুশলাচরিতৈঃ (সবাচরণৈঃ) অর্থঃ (পুণ্যং) ন
বিদ্যতে (নাহি) ; বিপর্যয়েণ বা (অসদাচরণেন বা) অনর্থঃ (পাপং) ন
[বিদ্যতে] ॥ ৩২

ঈশিতব্যানাং (নিরম্যানাং) তিৰ্য্যাক্ত্যাদিবৌকসাং (তিৰ্য্যাক্ষণ মৰ্ত্ত্যাস্থ
দিবৌকসস্ত তেষাং পশু-পক্ষি-নর-দেবানাং) অখিলসত্ত্বানাম্ (নিখিল-
জীবানাম্) ঈশিতুঃ (নিয়ন্তুঃ পরমেশস্ত) কুশলাকুশলাশ্রয়ঃ (কুশলং পুণ্যম্
অকুশলং পাপং তাভ্যাম্ অশ্রয়ঃ সম্বন্ধঃ) কিমুত (নাস্তীতি কিমুক্তব্যম্) ॥ ৩৩

টীকা ।—নহু তহি তেহপি কিমেবং সাহসমাচরন্তি তজ্জাহ কুশলোতি ।
প্রারব্ধকৰ্ম্মক্ষপণমাত্রমেব তেষাং কৃত্যং নান্তদিত্যর্থঃ ॥ ৩২

প্রস্তুতমাহ কিমুতেতি । কুশলাকুশলাশ্রয়ো ন বিদ্যত ইতি কিং পুন-
ব'ক্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ৩৩

অনুবাদ ।—হে মহারাজ । নিরহঙ্কার পুরুষদিগের সদা-
চরণে পুণ্য নাই এবং অসদাচরণে পাপ নাই ॥ ৩২

পরমেশ্বর নিয়ন্তা ; আর পশু পক্ষী, মানব ও দেবতা
প্রভৃতি সমস্ত জীব তাঁহারই নিয়মের অধীন । অতএব যিনি
সর্বনিয়ন্তা, তাঁহার যে পাপ পুণ্য নাই, এ কথা আর কি বলিব ।

শ্রীকৃষ্ণ-রাসলীলা ।

তাৎপর্য্য ।—শুকদেব স্পষ্টই বলিলেন,—যাঁহারা নিরহঙ্কার তাঁহাদের পাপপুণ্য নাই ; অতএব পূর্বে যে, বলিয়াছেন, তেজস্বী-দিগের ধর্ম্ম ব্যতিক্রমে দোষ হয় না, সেই ‘তেজস্বী’ শব্দের অর্থ নিরহঙ্কার । যাঁহাদের দেহে অহং বুদ্ধি নাই এবং আমি কর্ত্তা বলিয়া অভিমান নাই, তাঁহাদের পাপ পুণ্যও নাই ; ইহা সহজে বুঝিতে পারা যায় । যাহা দেহ ও আত্মার অনিষ্টকর, তাহাই পাপ এবং যাহা লোক-সমাজে নিন্দাকর তাহাও পাপ । লোকতত্ত্ব-বিশারদ শাস্ত্রকারগণ পরীক্ষা করিয়াই পাপ-পুণ্যের বিভাগ করিয়াছেন । অতএব যাঁহাদের দেহের সঙ্গে সম্বন্ধ নাই, যাঁহাদের সমাজের সঙ্গে সম্বন্ধ নাই,—তাঁহাদের ইচ্ছানিষ্টও নাই ; সুতরাং তাঁহাদিগের পাপ নাই ।

যে অসৎ কর্ম্ম করে, সে আপনা আপনিই জানে, অসৎ কর্ম্ম করিতেছি । চোর, লম্পট, মিথ্যাবাদী প্রভৃতি অসদাচারীও আপনার দোষ বুঝিতে পারে ; সেই জন্ত আপন অসৎকর্ম্ম গোপন করিতে চেষ্টা করে এবং তজ্জন্য সর্ব্বদা সশঙ্ক থাকে । যাহারা বৈধ বা অবৈধ রূপে অশ্বের প্রাণ হিংসা করে, তাহারাও জানে, অশ্বায় কর্ম্ম করিতেছি । যদিও পশুহিংসার সময়ে মোহান্ব হইয়া বুঝিতে পারেনা, তথাপি আশ্ব হিংসার সময়ে বুঝিতে পারে অর্থাৎ যদি অপর কেহ তাহার কিংবা তাহার পুত্রাদি কোন আত্মীয়ের মস্তকে ঞড়গাঘাত করিতে উদ্যত হয়, তখন সে তাহাকে পাপাচারী বা অনিষ্টকারী বলিবেই বলিবে । অতএব স্বভাবতঃ পশুঘাতীও জানে, হিংসা পাপ ; কেবল নিজের

হীন স্বার্থে অন্ধ হইয়া ভুলিয়া যায় । যে ব্যক্তি পর-পত্নীর উপর অনায়াসে অত্যাচার করে, সেও নিজের পত্নীর উপর অন্তরে অত্যাচার সহ্য করিতে পারেনা । অতএব সে জানে পরদার-স্পর্শ পাপ, কেবল হীন স্বার্থে অন্ধ হইয়া ভুলিয়া যায় । যে চোর, সে অনায়াসে অন্যের ধন অপহরণ করে, কিন্তু তাহার নিজের ধন অশ্রু অপহরণ করিলে, তাহাকে চোর বা পাপী বলিতে কুণ্ঠিত হয়না । অতএব চুরী করা যে মন্দ কর্ম, তাহা সে জানে, কেবল স্বার্থে অন্ধ হইয়া ভুলিয়া যায় । সর্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়, একজন মিথ্যাবাদী অপর এক মিথ্যাবাদীকে ‘মিথ্যাবাদী’ বলিয়া নিন্দা করে ।

উক্তবিধ ব্যক্তিগণের কাহারও শাস্তি নাই ; উহাদিগকে অন্তরে অন্তরে সর্বদাই ভয় ও লজ্জার যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় । তাহাই পাপ বা পাপের ফল । কিন্তু ষাঁহাদের ‘আমি’ নাই, ‘আমার’ নাই,—সুতরাং ‘পর’ নাই, ‘পরের’ নাই,—তাঁহাদের নিজের ইচ্ছানিষ্ঠে ও পরের ইচ্ছানিষ্ঠে দৃষ্টিই নাই । তাঁহারা জানেন, আমি কিছু করি না এবং অশ্রু কেহও কিছু করে না ; এক জন্ম সর্বনিয়ন্তা জীবদেহরূপ যন্ত্রদ্বারা সকল কার্য্যই করিতেছেন ; এবং তিনি ষাঁহা কিছু করিতেছেন, তাহাই উত্তম । এইরূপ মনুষ্যের বদৃচ্ছাকৃত সদাচারে পুণ্য বা বদৃচ্ছাকৃত অসদাচারে পাপ নাই, ইহা সত্যই । অতএব আমরা এখন ইহাতে বুঝিতে পারি যে, ঈশ্বরের সৃষ্টিতে পাপ বা পুণ্য নামে বাস্তবিক কিছুই নাই ; জীব অজ্ঞানবশতঃ আত্মাভিমানে মত্ত হইয়া,

আপন মনে পাপ বা পুণ্যের কল্পনা করিয়া, উর্ণনাভের (মাকড়সা) জায় আপন সূত্রে আপনিই বদ্ধ হইতেছে ।

শাস্ত্রের অভিপ্রায়ে “মনঃ কৃতং কৃতং কৰ্ম্ম শরীর-কৃতমকৃতম্ ।” অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষায় মানসিক সঙ্কল্প করিয়া কৰ্ম্ম করিলেই তাহা কৰ্ম্ম অর্থাৎ তাহাই পাপ-পুণ্যের জনক, স্মৃতিরঃ বন্ধনের কারণ ; কোনও ফলের অভিসন্ধি না রাখিয়া যদৃচ্ছাক্রমে অথবা কেবল কর্তব্যবোধে যে কেবল কায়িক কৰ্ম্ম করা হয়, তাহা পাপ-পুণ্যের জনক নহে ; স্মৃতিরঃ তাহাতে বন্ধনও হয় না । রাসলীলার মূল ভিত্তিই বস্ত্রহরণ । আমরা বস্ত্রহরণ লীলায় দেখিয়াছি, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগকে আত্মলাভে অযোগ্য দেখিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন এবং তাহার পর বংশীর গানে তাঁহাদিগকে আকর্ষণ করিয়াও আত্মাভিমান দর্শনে আবার অদৃশ্য হইলেন । অতএব ইহাতে যে তাঁহার নিজের কিছুই অভিলাষ নাই, তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় । তাহা হইলে, শাস্ত্রানুসারে শ্রীকৃষ্ণের পরদার জঘ্ন পাপস্পর্শ হইতেই পারে না ।

আরও কথা এই যে, একজন সর্বনিয়ন্তার অমোঘ নিয়মেই নিখিল জীব পাপ পুণ্যের ফল ভোগ করিতেছে । যে ব্যক্তি অহঙ্কারপূর্বক “আমি কর্তা” বলিয়া মনে করিবে, সেই পাপ-পুণ্যের ফল ভোগ করিবে, ইহাই তাঁহার নিয়ম বা মায়াক্রান্তি । অতএব তাঁহার নিয়মে বা মায়াক্রান্তির প্রভাবে জীব পাপপুণ্যে আবদ্ধ হয়, তাঁহার নিজের পাপপুণ্যের সম্বন্ধ যে ঘটিতে পারে না, এ কথা বলাই বাহুল্য ॥ ৩৩

যৎপাদপঙ্কজ-পরাগ-নিষেব-তৃপ্তা

যোগ-প্রভাববিধুতাখিলকর্ষবন্ধাঃ ।

স্বৈরং চরন্তি মুনয়োহপি ন নহমানা-

স্তশ্চেচ্ছয়াত্তবপুষঃ কুত এব বন্ধঃ ॥ ৩৪

অর্থঃ ।—যোগ-প্রভাব-বিধুতাখিল কর্ষবন্ধাঃ (যোগপ্রভাবেন
ভক্তিযোগবলেন বিধুতাঃ ছিন্নাঃ অখিলবন্ধাঃ যেবাং তে) মুনয়োহপি
যৎপাদ-পঙ্কজ-পরাগ-নিষেব-তৃপ্তাঃ (যচ্চরণরজঃসেবন-নির্কৃতাঃ) ন নহমানাঃ
(অপ্রাপ্তবন্ধনাঃ) স্বৈরং (স্বেচ্ছয়া) চরন্তি (অবিচারেণ কর্ষ কুরুন্তি)
স্বেচ্ছয়া (নিজেচ্ছয়া) আত্তবপুষঃ (আত্তং বপুঃ যেন তত্ত গৃহীত-লীলা-
বিগ্রহস্ত) তত্ত (শ্রীকৃষ্ণস্ত) বন্ধনং (কর্ষলেপঃ) কুত এব (কুত্রবা) ॥ ৩৪

টীকা ।—এতদেব স্মৃটাকরোতি যন্ত পাদপঙ্কজপরাগস্ত নিষেবেণ
তৃপ্তাঃ । যদ্বা যন্ত পাদপঙ্কজপরাগাণাং নিষেবা যেবাং তে তথা তেচ
তৃপ্তাশ্চেতি ভক্তা ইত্যর্থঃ জ্ঞানিনশ্চ ন নহমানা বন্ধনমপ্রাপ্তবন্তঃ ॥ ৩৪

অনুবাদ ।—মুনিগণও যাঁহার পদরজঃ আশ্বাদনে পরি-
তৃপ্ত হইয়া যোগবলে সমস্ত বন্ধন ছেদন পূর্বক স্বেচ্ছাচার
করিয়াও বন্ধ হয়েন না, স্বেচ্ছায় লীলাবিগ্রহধারী সেই
শ্রীকৃষ্ণের আবার বন্ধন কোথায় ॥ ৩৪

তাৎপর্য্য ।—জীবমাত্রেরই স্ব স্ব পূর্বকৃত কর্মের অধীন
হইয়া জন্মগ্রহণ করে । যে যেরূপ কর্ম করিবে, তাহাকে সেই
রূপ জন্ম, সেইরূপ কর্ম এবং সেইরূপ স্বভাব পাইতেই হইবে ;
সুতরাং জীবমাত্রেরই কর্মবন্ধ । ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জন্ম সেক্ষণ

নহে; তিনি আপন ইচ্ছানুসারে জন্ম গ্রহণ করেন এবং আপন ইচ্ছানুসারেই স্বাধীনভাবে কৰ্ম্ম করিয়া থাকেন। ইচ্ছা দুই প্রকার; আপন অভাব-পূরণের নিমিত্ত কামাধীন ইচ্ছা এবং অভাব না থাকিলেও অহৈতুক স্বাধীন ইচ্ছা। জীবের ইচ্ছা কামের অধীন এবং ভগবানের ইচ্ছা তাঁহার নিজের অধীন। যাহারা কামাধীন ইচ্ছায় কার্য্য করে, তাহারাই বদ্ধ; কেননা তাহাদিগকে অশ্বের অধীন হইয়া কাজ করিতে হয়, এবং কামের তীব্র তাড়নায় অস্থির হইতে হয়। অতএব স্পর্শই বুদ্ধিতে পারা যায়, তাহারও কৰ্ম্মফল-ভোগী।

যেমন চিকিৎসক হইতে হইলে কোন স্ননিপুণ চিকিৎসকের আশ্রয় লইতে হয়, ব্যবসায়ী হইতে হইলে, কোন সূচতুর ব্যবসায়ীর আশ্রয় লইতে হয় এবং সাধু হইতে হইলে একজন অকপট সাধুর আশ্রয় লইতে হয়, সেইরূপ কৰ্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তি পাইতে হইলে, একজন স্বেচ্ছাবিহারী নিত্যমুক্তের আশ্রয় লওয়া ভিন্ন উপায় নাই। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিত্যমুক্ত, বিশুদ্ধ ও নিত্য-বুদ্ধ-স্বরূপ; তিনি কৰ্ম্মাধীন হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন না এবং কামাধীন হইয়া কোন কার্য্যই করেন না। তাঁহার জন্ম-বৃত্তাও এবং গোপীদিগের সহিত তাঁহার বিহার-বৃত্তান্ত আলোচনা করিলেই তাহা বুদ্ধিতে পারা যায়। অতএব যাহারা সৰ্ব্বাস্তঃকরণে শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হইয়েন, তাঁহারা অনাসক্তভাবে স্বেচ্ছায় কার্য্য করিতে পারেন; সূতরাং তাঁহাদের কৰ্ম্মবন্ধনও হয় না। যাহার আশ্রয় লইলে, বদ্ধ জীবেরও কৰ্ম্মবন্ধন থাকে না, তাঁহার

নিজের আবার কৰ্ম্মবন্ধন কোথায় ? অতএব আপাত-দৃষ্টিতে গোপীদিগকে ভগবানের পরদার বলিয়া স্বীকার করিলেও বস্তুতঃ তাঁহাতে দোষের আশঙ্কা নাই। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ লীলাবিগ্রহে যে যে কৰ্ম্ম করিয়া ছিলেন, অভিনিবেশের সহিত সে সকল আলোচনা করিলে, ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। পরব্রহ্ম হইতেই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে, অথচ আমাদের দৃষ্টিতে ব্রহ্মাণ্ডে ভালও আছে, মন্দও আছে ; সেই ভাল মন্দের জন্ত পরব্রহ্ম কি বদ্ধ হইবেন ? এক বাক্যে সকলেই বলিবেন,— না। সেই পরব্রহ্মই নরাকারে অভিনয় করিয়া তাহাই দেখাইতেছেন। তাই ভগবান্ বলিয়াছেন,—“ন মাং কৰ্ম্মাণি লিম্পস্তু ন মে কৰ্ম্মফলে স্পৃহা” কৰ্ম্মসকল আমায় লিপ্ত করিতে পারেনা ; কৰ্ম্মফলে আমার ইচ্ছা নাই ; সুতরাং আমার কৰ্ম্মবন্ধনও নাই।

বেদ, বেদান্ত ও পুরাণাদির অভিপ্রেত ঈশ্বর-তত্ত্ব বুঝাইবার নিমিত্ত কত ভাষা, কত টীকা ও কত টিপ্পনীর সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু যে মতভেদ, সেই মতভেদই রহিয়াছে। কল কথা, ঈশ্বরতত্ত্ব বুঝিতে হইলে সর্বমূলে একটু বিশ্বাসের প্রয়োজন। নতুবা সায়ণই বলুন, শঙ্করই বলুন, রামানুজই বলুন অথবা শ্রীধর স্বামীই বলুন ; বিশ্বাস না থাকিলে কেহই কিছুই করিতে পারিবেন না। পক্ষান্তরে বিশ্বাস থাকিলেই সব সহজ। শাস্ত্রানুসারে শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া বিশ্বাস করিলে সকল কথারই মীমাংসা হইয়া যায় ; তাঁহাতে বিশ্বাস না থাকিলে, কেহই কাহাকেও বুঝাইতে পারিবে না ॥ ৩৪

গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ সৰ্বেষাংৈব দেহিনাম্ ।

যৌহস্তশ্চরতি সৌহৃদ্যঞ্চ এষ ক্রৌড়নদেহভাক্ ॥ ৩৫

অম্বস্তঃ ।—যঃ (পুরুষঃ) অধ্যক্ষঃ (অক্ষানি ইঞ্জিয়ানি অধিকৃত্য বর্ততে ইত্যধ্যক্ষঃ অন্তর্যামী) [সন্] গোপীনাং তৎপতীনাং সৰ্বেষাং দেহিনাং জীবানাং চ অন্তঃ (হৃদি) চরতি (বর্ততে) স এষ ক্রৌড়নদেহভাক্ (লীলাবিগ্রহধারী) ॥ ৩৫

টীকা ।—পরদারত্বং গোপীনামঙ্গীকৃত্য পরিহৃতম্ । ইদানীং ভগবতঃ সৰ্ব্বাস্তর্যামিণঃ পরদারসেবা নাম ন কাচিদিতিহ গোপীনামিতি । যৌহস্তশ্চরতি অধ্যক্ষো বুদ্ধাদিসাক্ষী স এষ ক্রৌড়নেন দেহভাক্ নত্মদাদিতুল্যঃ যেন দোষঃ স্যাদিতি ভাবঃ ॥ ৩৫

অনুবাদ ।—যিনি গোপীদিগের, গোপীপতিদিগের এবং দেহধারী জীবমাত্রের অন্তরে অন্তর্যামী হইয়া রহিয়াছেন, তিনিই লীলা-বিগ্রহধারী এই শ্রীকৃষ্ণ ॥ ৩৫ ॥

তাৎপর্য ।—শুকদেব প্রথমে পরীক্ষিতের কথামুসারে শ্রীকৃষ্ণের পরদার-সঙ্গ অঙ্গীকার করিয়াই তাঁহার পবিত্রতা প্রতিপাদন করিয়াছেন । যদিও আমরা ঐরূপ সিদ্ধান্তকে “ফাকা আওয়াজ” বলিয়াছি, তথাপি উহা নিতান্ত নিরর্থক সিদ্ধান্তও নহে ; মানুষের সঙ্গে দৃষ্টান্ত দিয়া অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ পদার্থের দোষোপনয়ন করাতেই আমরা ঐ কথা বলিয়াছি । শुकদেব নিজেও ঐরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া পরিতৃপ্ত হয়েন নাই ; তাই এখন প্রকৃত তাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত করিতেছেন ।

শ্রুতি বলিয়াছেন,—“যে দেব অগ্নিতে, যিনি জলেতে, যিনি ওষধিতে, যিনি বনস্পতিতে এবং যিনি নিখিলভুবনে অনুসূত হইয়া রহিয়াছেন. সেই দেবকে নমো নমঃ।” ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অৰ্জুনকে বলিয়াছেন,—“ক্ষেত্রজ্ঞাংগাপি মাং বিদ্ধি সৰ্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত” অর্থাৎ অৰ্জুন! তুমি আমাকে সকল শরীরের অন্তর্যামী পরমাত্মা বলিয়া জানিও। এই শ্রীমদ্ভাগবতেই শুকদেব পরীক্ষিতকে বলিয়াছেন,—“কৃষ্ণমেনমবেহিষ্মাত্মান-মখিলাত্মনাম্” অর্থাৎ এই শ্রীকৃষ্ণকে সমস্ত জীবের আত্মা বলিয়া জানিও। শ্রুতি যাহা বলিয়াছেন, গীতা যাহা বলিয়াছেন এবং শ্রীমদ্ভাগবত যাহা বলিয়াছেন, তদনুসারে শ্রীকৃষ্ণই পরমাত্ম-স্বরূপে নিখিল জীবের দেহরূপ আধারে অবস্থান করিয়া, আপনাই আপনার সহিত জৌড়া করিতেছেন; তাঁহার কেহ পর নাই; স্তুতরাং পরদারও নাই। বহির্দৃষ্টিতে দেখিলে গোপীর সহিত কৃষ্ণের বিহার; কিন্তু অন্তর্দৃষ্টিতে দেখিলে “কৃষ্ণেরই সহিত কৃষ্ণের বিহার।” এই বিহার সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া অন্তরে অন্তরে প্রতিনিয়তই হইতেছে এবং ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরেও অনাদিকাল হইতে চলিতেছে। ভাবুক পাঠক স্মৃগভীর ভাবনা-বলে বুঝিতে পারিবেন, প্রেম ও আনন্দের জৌড়াতেই জগৎ বাঁধা রহিয়াছে। সেই সুনির্মল সুশাস্ত প্রেমানন্দের জৌড়াই ত্রিগুণ-সংযোগে লয়-বিক্ষেপযুক্ত ও নানা প্রকার হইয়াছে। এই সুদৃঢ় প্রেমানন্দের নিত্যলীলা বুঝিতে পারিলেই জীবের নিবৃত্তি। তখন অবয়ব সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে দোষারোপ

করা দূরে থাকুক, সাধারণ মানবগণের নানা প্রকার আচরণ দেখিয়া দোষ বা গুণের সমালোচনপূর্ব্বক রুষ্ট বা তুষ্ট হইয়া নিন্দা বা স্তুখ্যাতি করিবে না এবং এক আনন্দ-স্বরূপ ভগবানকেই সর্ব্বদৃষ্টে অবস্থিত দেখিয়া শাস্তিলাভ করিবে। এই নিমিত্তই শ্রীধর স্বামী রাসলীলার প্রথমেই বলিয়াছেন,—“শৃঙ্গারকথা-পদেশেন বিশেষতো নিরুত্তিপরেয়ং পঞ্চাধ্যায়ী, অর্থাৎ ভগবানের রাসলীলায় শৃঙ্গার-কথা কেবল ছলমাত্র ; বাস্তবিক ইহা মুক্তির দ্বারস্বরূপ। শুকদেবও পরে এ কথা বলিবেন।

সর্ব্বময় পরমেশ্বরের কেহই পর নাই ; স্তভরাং তাঁহার পরদারও নাই ; তিনি আপন জীবরূপা প্রকৃতির সহিত বা আপনারই সহিত আপনিই ক্রীড়া করিয়াছেন ; শুকদেব সন্দ্বিহান পরীক্ষিতকে ইহা বুঝাইলেন ; আমরাও বুঝিলাম। কিন্তু এখনও কিছু বুঝিবার কথা রহিয়াছে। ভগবান যদি স্বীয় প্রকৃতির সহিতই ক্রীড়া করিলেন, তবে গোপীদিগকে পরিণাতা পত্নী করিয়া ক্রীড়া করিলেই ত চলিত ; তাঁহাদিগকে পরপত্নী করিয়া লোক-লোচনে কলঙ্কের ভাগী হইলেন কেন ?

এরূপ প্রশ্ন উঠিতেই পারে। সাধন-মার্গানুসারে ইহার প্রথম উত্তর এই যে, সর্ব্বভাগ না করিলে কৃষ্ণ পাওয়া যায় না, ইহা ? পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে। গোপীগণ সর্ব্বভাগ করিয়াছিলেন, এমন কি স্ত্রীজাতির অত্যাচার পতি পর্য্যন্তও ত্যাগ করিয়া ছিলেন, তাই ভগবানকে পাইলেন। যদি ভগবান গোপীদিগকে আপন পত্নী করিয়া বিহার করিতেন, তাহা হইলে সাধারণ

মানবকে ভগবানের জন্ম সর্বভ্যাগ শিক্ষা দেওয়া হইত না ; কারণ অত্যাচার্য পতিভ্যাগ বাকি রহিয়া যাইত ।

দ্বিতীয়তঃ তৎস্বকথা এই যে, বাস্তবিকই ভগবান্ পরকীয় প্রিয় ; তিনি পরকীয়ার সহিত ক্রীড়া করিতেই ভালবাসেন । এদিকে তাঁহার কেহ পর নাই, অথচ পর লইয়া তাঁহাকে খেলিতেই হইবে । সেই জন্ম আপনিই বহু হইয়া, আপনিই আপনাকে পর করিয়া আত্মস্বরূপ জীবগণকে অবিছায় ভুলাইয়া পর করিয়া দিলেন । জীব অবিছার কুহকে তাঁহারই রচিত জগৎ সংসার দেখিয়া তাঁহাকে ভুলিয়া গেল । এই খেলাই তিনি অনাদিকাল হইতে খেলিতেছেন । আমরাও তাঁহার পর নহি ; আমরা তাঁহারই অংশ প্রকৃতি, অবিছায় অভিভূত হইয়া তাঁহাকে পর ভাবিয়া সংসারের সহিত সম্বন্ধ পাতাইয়াছি । কিন্তু ক্রীড়াপ্রিয় জ্ঞানানন্দরূপী ভগবান্ কাঙ্ক্ষাকেও ভুলেন নাই । তিনি সমস্ত মানবকে পর করিয়াও আবার বেদ-পুরাণাদি শব্দময় শাস্ত্ররূপ বংশীর গানে সকলকে আহ্বান করিতে লাগিলেন । বলিতে লাগিলেন—“আইস, আমার কাছে আইস, আমিই তোমাদের একমাত্র বন্ধু,—সকল ছাড়িয়া আমার কাছে আইস ।” সৌভাগ্যক্রমে যে ব্যক্তি সে গান,—সে আহ্বান শুনিতে পাইল ও বুঝিতে পারিল, সে অবিছা-রচিত গৃহ দেহাদির সঙ্গে আন্তরিক সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া, অন্তরে অন্তরে সেই পরমাত্মীয় পরমানন্দের সহিত বিহার করিতে লাগিল ; তৎপরে যথাসময়ে দেহাবসান হইলে, আবার নিত্যধামে গিয়া নিত্যবন্ধুর সহিত সম্মিলিত

হইল । মায়া-মুগ্ধ মনুষ্য যখন শাস্ত্র পাঠে এই প্রকৃত পরকীয় রস বুঝিতে পারিল না, তখন পরম কৃপাময় শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া, শ্রীরাধা-প্রভৃতি স্বকীয়া হলাদিনী শক্তিদিগকে পরকীয়া করিয়া অভিনয়ন পূর্বক পরকীয় রসের পরম রহস্য প্রত্যক্ষ দেখাইলেন । সংসারে মানবের ক্রীড়াতেও ইহা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় । দুই, তিন বা ততোধিক বন্ধুগণে মিলিত হইয়া ক্রীড়া করিতে হইলে পরস্পর বিরোধী, প্রতিদ্বন্দ্বী বা প্রতিপক্ষ না হইলে, ক্রীড়ায় আনন্দ হয় না ।

অজ্ঞানই জ্ঞানানন্দময় ভগবানের বিরোধী, ইহা বুদ্ধিমান মাত্রেই বুঝিতে পারেন । আমার-লীলাপ্রিয় ভগবানের পরমাত্মীয় হইয়াও তাঁহারই ইচ্ছায় অজ্ঞানের সঙ্গে আত্মীয়তা করিয়া তাঁহার পরকীয় হইয়াছি এবং তাঁহাকে পর ভাবিয়াছি । আবার যখন কোনও অচিন্ত্য সৌভাগ্যের ফলে তাঁহার বাঁশীর গান শ্রুতিতে পাইব, অমনি ব্রজগোপীর মত সকল ফেলিয়া তাঁহারই কাছে যাইব এবং তাঁহার স্বকীয় হইয়া থাকিব । নিখিল ব্রহ্মাণ্ড লইয়া এই খেলাই তিনি প্রতিনিয়ত খেলিতেছেন ; ইহা ভিষ্ম আর তাঁহার কার্য্যই নাই ।

নব্য ভক্তিশাস্ত্রে আছে, পরকীয় রসেই শ্রীকৃষ্ণের অধিকতর আনন্দ হইয়া থাকে । বন্ধুগণের ক্রীড়া এবং ভগবানের জগৎ-লীলা আলোচনা করিলেই ইহার তাৎপর্য্য সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় । বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, এই অতি পবিত্র পরকীয় রসও অতি কদর্য্য হইয়াছে । সকলই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা ॥ ৩১

অমুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাপ্তিতঃ ।

ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রদ্ধা তৎপরো ভবেৎ ॥৩৬

অম্বস্বঃ ।—ভক্তানাং (উপাসকানাং) অমুগ্রহায় (কৃপারৈ)
মানুষং (মানুষাকারং) দেহম্ (ত্রীবিগ্রহম্) আপ্তিতঃ (ধৃষা) তাদৃশীঃ
(নরলীলাসদৃশীঃ) ক্রীড়াঃ (লীলাঃ) ভজতে (প্রকটীকরোতি) যাঃ
ক্রীড়াঃ (ক্রীড়াকথাঃ) শ্রদ্ধা (আকর্ষণ্য) তৎপরঃ (ত্রীকুণ্ডৈকশরণঃ)
ভবেৎ (জ্ঞাৎ) ॥ ৩৬

টীকা ।—নহু এবঞ্চেৎ আপ্তকামস্ত নিম্নিতে কুতঃ প্রবৃত্তিরিত্যত আহ
অমুগ্রহায়েতি । শৃঙ্গাররসাকৃষ্টচেতসো বহিমুখানপি স্বপন্নান্ কর্তুমিতি
ভাবঃ ॥৩৬

অনুবাদ ।—স্বয়ং ভগবান্ ভক্তগণকে অমুগ্রহ করিবার
নিমিত্ত নরাকার দেহ ধারণ পূর্বক ঐরূপ লীলা করিয়া থাকেন,
যাহা শুনিয়া একজনও বহিমুখ লোক কৃষ্ণ পরায়ণ হয় ॥৩৬

তাৎপর্য ।—এই শ্লোকটির যে রূপ রচনা, তাহা হইতে
প্রকৃত অর্থ বাহির করা বড়ই কঠিন । শুকদেব বলিলেন,—
“অমুগ্রহায় ভক্তানাং” অর্থাৎ ভক্তদিগকে অমুগ্রহ করিবার
নিমিত্ত ঐরূপ লীলা করেন । শ্লোকের শেষার্ধ্বে সেই অমুগ্রহই
দেখাইতেছেন, “যাঃ শ্রদ্ধা তৎপরো ভবেৎ” অর্থাৎ যাহা শুনিয়া
তৎপর হইবে । ইহাতে মনে হয়, ভক্তকেই তৎপর করিবার
নিমিত্ত ঐরূপ লীলা করেন । কিন্তু শ্লোকের প্রথমার্ধ্বে
“অমুগ্রহায় ভক্তানাং ।” এখানে “ভক্ত” শব্দে বহুবচনের

বিভক্তি ; দ্বিতীয়ার্কে আছে “তৎপরো ভবেৎ,, এখানে এক বচনের বিভক্তি, অথচ ভক্ত কি অভক্ত তাহার নির্দেশ নাই । যদি ভক্তদিগকেই অনুগ্রহ করা শ্লোকের অভিপ্রেত হয়, তবে প্রথমার্কস্থ “ভক্তানাং” এর সহিত সঙ্গতি রাখিয়া, শেষার্কে “তৎপরো ভবেয়ুঃ” এইরূপ হইত । যখন তাহা নাই, তখন মনে হয়, ভক্ত ভিন্ন অগ্ন একজন তৎপর হইবে । আবার ‘ভক্ত ভিন্ন অগ্ন একজন তৎপর হইবে’ এরূপ অর্থও শ্লোক দেখিয়া সঙ্গত বোধ হয় না । কেননা, এরূপ অর্থ করিলে, ভক্ত ও অভক্ত উভয়কেই অনুগ্রহ করা হইল ; কিন্তু প্রথমার্কে রহিয়াছে, কেবল ভক্তদিগকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত । এইরূপ বিসংবাদ দেখিয়া আমাদের ম্যায় মন্দবুদ্ধির ত কথাই নাই, সুপণ্ডিত টীকাকার মহাশয়েরাও সঙ্কটে পড়িয়াছিলেন । শ্রীধর স্বামী গোলযোগ দেখিয়া “তৎপরো ভবেৎ”এর ভাবার্থ দিলেন ‘শৃঙ্গার-রসাক্ষুণ্ণচেতসোহন্যাপি বহিমুখান্ স্বপয়ান্ কন্তু’মিতি ভাবঃ অর্থাৎ শৃঙ্গার রসপ্রিয় অন্যান্য বহিমুখদিগকেও আত্মরত করিবার নিমিত্ত এরূপ লীলা করিয়া থাকেন ।’

সনাতন গোস্বামী লিখিলেন—‘যাঃ সাধারণীরপি শ্রদ্ধা ভক্ত্য-ভ্যোহন্যোহপি তৎপরো ভবেৎ কিমুত রাসলীলারূপামিমাং শ্রদ্ধা-ভ্যর্থঃ’ অর্থাৎ ভগবানের অন্যান্য যে সকল সাধারণ লীলা তাহাই শুনিয়া ভক্ত ভিন্ন অন্যেও তৎপর হইবে ; রাসলীলা শুনিয়া তৎপর হইবে, ইহা আর বলিবার কথা কি ? ইনি “যাঃ শ্রদ্ধা” এই “বদ্” শব্দে দ্বিতীয়ার বহুবচন দেখিয়া এরূপ অর্থ করিলেন ।

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী দূরায় স্বীকার করিয়া ঘেরূপ অর্থ করিয়াছেন, তাহা আমাদের মনেই লাগে না। ফলতঃ তিন জনেই দুই শ্রেণীর শ্রোতা স্বীকার করিয়াছেন; এক শ্রেণী ভক্ত ও অপর শ্রেণী অভক্ত। গ্রন্থকারের অভিপ্রায় যে কিরূপ, তাহা মূল শ্লোক ও শ্লোকের পাঠান্তর দেখিয়া ঠিক বুঝিতে পারা যায় না। আমরা দেখিয়াছি কোন কোন হস্ত-লিখিত পুস্তকে “অনুগ্রহায় ভক্তানাং” এর স্থলে “অনুগ্রহায় জীবানাং” এইরূপ পাঠ আছে। কোন্ পাঠ গ্রন্থকারের রচিত, তাহা স্থির করা বড়ই দুর্কর। আমাদের বোধ হয়, “ভক্তানাং” এর অর্থ “জীবানাং” করিলে উভয় পাঠেরই সম্মান থাকে এবং অর্থসঙ্গতিও বেশ হয়। তবে, “ভক্ত” শব্দের অর্থ সাধারণ জীব কেমন করিয়া হয়, ইহাই আলোচনার বিষয়। আমরা তাহাই আলোচনা করিয়া দেখিব।

যে ভজনা করে, সেই ভক্ত এবং মনুষ্যমাত্রেরই কোন না কোন দেবতাকে ভজনা করেই। কেহ সাক্ষাৎ ভগবানের ভজনা করে, কেহ ইন্দ্রাদি দেবতার ভজনা করে; কেহ বা কালী, দুর্গা, লক্ষ্মী সরস্বতী প্রভৃতি স্বাভিলষিত দেবতার ভজনা করিয়া থাকে। আবার যাহারা শ্রমজীবী কৃষক, শূপতি ও বণিক, তাহারাও দেবতা বোধে নিজ নিজ কার্য-সাধন যন্ত্রের অর্চনা করিয়া থাকে। ইহারা সকলেই ভক্ত এবং সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অথবা দেবতার ভক্ত হইলেও পরম্পরায় ভগবানেরই ভক্ত। ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন,—“যেংগ্যন্তদেবতা ভক্তা বজন্তে

অক্সাধিতাঃ । তেহপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্ ।”
 অর্থাৎ যাহারা অশ্রু দেবতার উপাসনা করে, তাহারাও অবিধি-
 পূর্ব্বক আমারই উপাসনা করিয়া থাকে । অতএব অশ্রু দেবতার
 উপাসকেরাও ভগবানেরই অতঃপর গোণভক্ত । কারণ, ভগবান্
 ভিন্ন দেবতা নাই ; প্রত্যেক দেবতাই পূর্ণ স্বরূপ পরমেশ্বরের
 ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ বা শক্তি মাত্র । যাহারা ক্ষুদ্র ফলের অভিলাষ
 করে, তাহারা ভগবানেরই ক্ষুদ্রাংশের উপাসনা করিয়া থাকে ।
 যেমন সকলেই প্রকারান্তরে ভগবানেরই উপাসনা করিয়া থাকে,
 সেইরূপ যে যাহা চাহে, প্রকারান্তরে ভগবানকেই চাহে ।
 কারণ, যে যাহাই চাহে, সকলেরই মূলে সেই একই আনন্দ-
 লিপ্সা বলবতী । ভগবান্‌ই আনন্দময় ; সুতরাং আনন্দলিপ্সা
 ও ভগবল্লিপ্সা একই কথা । কিন্তু মনুষ্য ভ্রান্তিবশতঃ আনন্দস্থলে
 ভৌতিক নশ্বর পদার্থেই আনন্দের অনুসন্ধান করে সুতরাং কৃত-
 কার্য্য হইতে পারে না । সেই জন্য ভগবান্ প্রাকৃত মানবের
 শ্রায় লীলা করিয়াছিলেন । কারণ, প্রাকৃত বোধেও তাঁহার লীলা
 আলোচনা করিলে জীব ক্রমে ক্রমে ভগবান্‌কে চিনিবে এবং
 পরমানন্দ পাইবে । শ্রীকৃষ্ণচরিত আলোচনা করিলে বুঝিতে
 পারা যায়, ভগবান্ সকল রসেরই লীলা করিয়াছিলেন । তাহার
 কারণ এই যে, যে ব্যক্তি প্রাকৃত যে রসে অনুরক্ত, সে সেই
 প্রাকৃত রসের লোভেও ভগবৎকথা শুনিলে পরিণামে ভগবৎ-
 পরায়ণ হইবে । যাহারা শৃঙ্গার রসেই অনুরক্ত, তাহাদের নিমিত্তই
 প্রাকৃত আকরণে আবৃত এই রাসলীলা ।

সকলেই আনন্দ চাহে ; কিন্তু যাঁহারা আনন্দ বুঝিয়াছেন, তাঁহারা আনন্দ-স্বরূপ ভগবানেই তৎপর । তাঁহারা প্রাকৃতের স্থায় প্রতীয়মান রাসলীলা শ্রবণ ও কীর্তন করিয়া ভগবানের স্বরূপানন্দ আশ্বাদন করেন । আর যাঁহারা শৃঙ্গার রসেই পরমানন্দ মনে করেন, তাঁহারা শৃঙ্গার রসের লোভেও রাসলীলা শ্রবণ করিলে ক্রমে ক্রমে পরম রসের আশ্বাদন পাইয়া ভগবানেই তৎপর হইবে । অথবা ভাবিয়া ভগবৎকথা শুনিলে বা কীর্তন করিলেও যে সিক্তি লাভ হয়, পুরাণাদি ভক্তি শাস্ত্রে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায় । বেদান্তেও প্রমাণের অভাব নাই । পঞ্চদশীকার বলিয়াছেন,—দীপপ্রভা মণিভ্রাস্তির্বিসংবাদি ভ্রমঃ স্মৃতঃ । মণিপ্রভা মণিভ্রাস্তিঃ সংবাদিভ্রম উচ্যতে ॥ ন লভ্যতে মণিদীপ-প্রভাং প্রত্যভিধাবতা । প্রভায়াং ধাবতাবশ্যং লভোতৈব মণিমণেঃ ॥ অর্থাৎ ভ্রম দুই প্রকার, বিসংবাদী ভ্রম ও সংবাদী ভ্রম । দূর হইতে প্রদীপের প্রভা দেখিয়া তাহাতেই মণি জ্ঞান হইলে, তাহাকে বিসংবাদী ভ্রম বলে এবং দূর হইতে মণি প্রভা দেখিয়া তাহাতেই মণি জ্ঞান হইলে তাহাকে সংবাদী ভ্রম বলা যায় । যে ব্যক্তি মণি জ্ঞানে দীপপ্রভার দিকে ধাবমান হইবে, সে মণিপাইবে না, কিন্তু যে ব্যক্তি মণিপ্রভায় মণি জ্ঞান করিয়া মণি লাভার্থে ধাবমান হইবে, সে মণি পাইবেই । উভয়েরই ভ্রম ; কিন্তু একজনের বিসংবাদী ভ্রম এবং অপরের সংবাদী ভ্রম । বিসংবাদী ভ্রমে বস্তু লাভ হয় না, সংবাদী ভ্রমে বস্তুলাভ হইয়া থাকে ।

দেখিতে পাওয়া যায়, অগতের সমস্ত মনুষ্যই হিরানন্দ লাভের

নিমিত্ত ধাবমান হইতেছে ; কিন্তু কেহই তাহা লাভ করিতে পারিতেছে না । ইহার কারণ, প্রায় সকলেই বিসংবাদী ভ্রমে পড়িয়া আনন্দের আপাত-মধুর শব্দাদির অনুসন্ধানে প্রাকৃত বিষয়ে আনন্দের অনুসন্ধান করিতেছে ; সুতরাং কৃতকার্য হইতে পারিতেছে না । প্রত্যেক বিষয়ের নিকট হইতে ফিরিয়া বিষয়াস্তুর অবলম্বন করিতেছে । তাহাদের জীবন এইরূপেই অতিবাহিত হয় । কিন্তু যাঁহারা পরমানন্দের লোভে পরমানন্দেরই নরোচিত লীলায় আনন্দের অনুসন্ধান করেন, তাঁহাদেরও ভ্রম বটে ; কিন্তু মণি-প্রভায় মণিভ্রাস্তির আয় সংবাদী ভ্রম ; সুতরাং তাঁহারা প্রাকৃত লীলার আয় মনে করিয়া কৃষ্ণ-লীলার আলোচনা করিয়াও গুরু-কৃপায় ক্রমে ক্রমে পরম তত্ত্বে উপনীত হইয়া অপ্রাকৃত পরমানন্দ আন্বাদনে সমর্থ হইবেন । ভগবন্মামের অচিন্ত্য মহিমায আমাদের প্রকৃত বিশ্বাস থাকুক আর নাইই থাকুক, আমরা তাহা স্বীকার করি ; কিন্তু এক্ষণে জড়-বিজ্ঞানের যেরূপ গৌরব, তাহাতে সে কথা কেবল উপহাসের বিষয় হইবে ; সুতরাং পুরাণোক্ত নাম-মাহাত্ম্যের বিবরণে ক্ষান্ত রহিলাম । অদ্বৈতবাদী পঞ্চদশীকারও অকুণ্ঠচিত্তে নাম-মাহাত্ম্য স্বীকার করিয়াছেন ;—তিনি বলিয়াছেন, —“জ্বরেণাপ্তঃ সন্নিপাতং ভ্রাস্ত্যা নারায়ণং বদন্ । মৃতঃ স্বর্গম্বাপ্নোতি সসংবাদী ভ্রমো মতঃ ॥” অর্থাৎ মনুষ্য সাম্নিপাতিক জ্বরে আক্রান্ত হইয়া প্রলাপেও নারায়ণ-নাম উচ্চারণ করিলে, দেহান্তে স্বর্গলাভ করে ; কারণ তাহার ঐ প্রলাপ সংবাদী প্রলাপ । কলতঃ আসন্ন মৃত্যুর সময়ে প্রলাপে নারায়ণ

নাম উচ্চারণ করাও পূর্বসংকীর্ণ ভূরি ভূরি স্মৃতির ফল । যে সকল মন্দাধিকারী ভক্ত প্রাকৃত শৃঙ্গার রস মনে করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা শ্রবণ করিবেন, তাঁহাদেরও সংবাদী ভ্রম ; অতএব তাঁহারাও সময়ান্তরে পরমানন্দ স্বরূপ আশ্বাদনে চরিতার্থ হইতে পারিবেন ।

শুকদেব বলিলেন, “যাঃ শ্রদ্ধা তৎপরো ভবেৎ” অর্থাৎ যে সকল লীলা শ্রবণ করিয়া তৎপর হইবে । ইহাতেই বুঝিতে পারা যায় যে, নিজে নিজে ভগবন্তীলাঙ্কিত গ্রন্থ পাঠ করিলে, প্রকৃত রসের আশ্বাদন পাইবে না ; সদগুরু মুখে শ্রবণ করিলে সুগূঢ় পরম রসের অলৌকিক আশ্বাদন পাইবে । কারণ, গুরু মুখে তত্ত্বকথা শ্রবণ করাই যে প্রথমধিকারীর প্রথম সাধন, ইহা অতিসম্মত । কেবল রাসলীলা নয় ; ভগবানের সমস্ত লীলাই কাষ্ঠপুটাস্তগত হীরকখণ্ডের ন্যায় ছলনাবৃত । সদগুরু ভিন্ন ঐ ছলनावরণ উন্মোচন করা কাহারো সাধ্য নহে ।

আমরা বালক কালে বয়োবৃদ্ধদের মুখে শুনিয়াছিলাম এবং এখনও অনেকের মুখে শুনিতে পাই যে, পরমেশ্বর জল, বায়ু, অগ্নি ও সময়োচিত্ত নানাবিধ ভক্ষ্য ভোজ্যের সৃষ্টি করিয়া, আমাদিগকে পরম অনুগ্রহ করিয়াছেন । কিন্তু শुकদেব বলিলেন,—তিনি নরাকারে ঐ সকল লীলা করিয়াই জীবকে অনুগ্রহ করিয়াছেন । যে যাহা ভালবাসে সে তাহাই পাইলে দাতাকে দয়ালু বলিয়া মনে করে । যে ব্যক্তি দুই ছিলাম গাঁজা দান করে, গাঁজাখোরের কাছে সেই দয়ালু ; পরমেশ্বর ভক্ষ্য

ভোজ্যাদি জীবিকা নির্বাহের উপযুক্ত দ্রব্য সামগ্রী অর্পণ করেন বলিয়া, সংসার-খোরদিগের কাছে তিনি দয়ালু। কিন্তু ভক্তের কাছে তিনি সে জ্ঞান দয়ালু নহেন; তিনি স্বয়ং সচ্চিদানন্দ স্বরূপ হইয়াও ধরাধামে নরাকার অঙ্গীকার পূর্বক নরোচিত লীলা করিয়া কৌশলে নিজ স্বরূপ প্রদর্শন করেন বলিয়াই নিবৃত্তিলিপ্সু তত্ত্বগণ তাঁহাকে দয়ালু বলিয়া থাকেন। আমরাও তাহাই বলি।

পরমেশ্বর যে, আমাদের জীবনোপযোগী ভক্ষ্য ভোজ্যের সৃষ্টি করিয়াছেন ইহা তাঁহার দয়া নহে; ইহা তাঁহার নিজেরই প্রয়োজন। তিনি যে সম্ভ্রান জন্মিবার পূর্বে মাতৃ স্তনে দুগ্ধ প্রেরণ করেন ইহাও তাঁহার দয়া নহে, ইহাও তাঁহার নিজেরই প্রয়োজন। পৃথিবীস্থ রাজা যখন দেশান্তরে সৈন্য প্রেরণ করেন তখন অগ্রে সৈন্যদিগের বাসোপযোগী পটবাস, আহারোপযোগী ভক্ষ্য ভোজ্য, আরোগ্যোপযোগী ঔষধ প্রেরণ করিয়া থাকেন; ইহা তাঁহার নিজেরই প্রয়োজন, সৈন্যদিগের প্রতি দয়া নহে। কারণ অনাহারে সৈন্য মরিয়া গেলে তাঁহারই ক্ষতি অধিক। রাজা কারাক্ষক ব্যক্তিদিগকেও গ্রাসাচ্ছাদন দিয়া থাকেন, সে কি তাঁহার দয়া? কেবল মাত্র গ্রাসাচ্ছাদন দিয়া ঐ সকল বন্দিদ্বারা কঠোর শ্রম-সাধ্য কার্য করাইয়া লয়েন; অতএব তাঁহার নিজের প্রয়োজনেই তাহাদের ভরণপোষণ করেন। একজন বিলাসী বাবু আমোদের নিমিত্ত পশু পক্ষী রক্ষা করিয়া থাকেন এবং তাহাদের জীবিকা নির্বাহের সুব্যবস্থাও করেন, সে

কি তাঁহার দয়া ? কখনই নয় ; সে তাঁহার নিজেরই আশ্রয়-প্রিয় চিন্তের তৃপ্তি সাধন মাত্র । বেদান্ত সূত্র বলিয়াছে, “লোকবন্তু লীলা কৈবল্যম্” পরমেশ্বর যে, জীবের সৃষ্টি ও পালন করিয়া থাকেন, ইহা তাঁহার লৌকিক ক্রীড়ার স্থায় ক্রীড়া মাত্র ।” অতএব আমরা শাস্ত্রানুসারেও দেখিতে পাই ; তিনি আপন ক্রীড়ার জন্ত জীবগণের রক্ষা বিধান করিয়া থাকেন, দয়া করিয়া নহে ।

পার্শ্বিক রাজা যখন মাসিক বৃত্তি দানের অঙ্গীকারে এক প্রাচীন সৈন্যকে কার্য্যবন্ধন হইতে নিষ্কৃতি দেন তখনই তাঁহার দয়ার পরিচয় পাওয়া যায় ; এবং যখন একজন চিরক্লান্ত বন্দীকে কারামুক্ত করেন তখনই তাঁহার দয়ার পরিচয় পাওয়া যায় । বিলাসী বাবু যখন পিঞ্জর-বন্ধ পশু বা পক্ষীকে পিঞ্জর মুক্ত করিয়া যথেষ্ট-বিহারের জন্ত পরিত্যাগ করেন তখনই তাঁহার দয়া বুঝিতে পারা যায় । ভগবানও মানবগণকে সংসার কারা হইতে উদ্ধার করিবার জন্ত আত্মবোধক বেদ পুরাণাদি প্রেরণ করিয়া দয়ার পরিচয় দিয়াছেন, আবার দুঃস্থ বেদার্থ বুঝাইবার জন্ত সময়ে সময়ে সদ-গুরু রূপে অবতীর্ণ হইয়া ততোধিক দয়া প্রকাশ করিয়াছেন ; আবার সর্বোপরি, প্রকৃতির অতীত অনন্ত অতীন্দ্রিয় সচ্চিদানন্দ স্বরূপ হইয়াও মানবাকারে পরিচ্ছন্ন বিগ্রহে মন্ত্যালোকে আবিভূত হইয়া মানবোচিত লীলায় আত্মস্বরূপের ইঙ্গিত করিয়া কাল-কলুষিত মানবগণের প্রতি অনু-গ্রহের পরাকার্তা দেখাইয়াছেন । সেই জন্তই সারদর্শী শুকদেব

ভক্ষ্য ভোজ্যাদি দানের উল্লেখ না করিয়া বলিলেন, “অনুগ্রহায়
ভক্তানাং মানুষং দেহমাত্মিতঃ । ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ
শ্রদ্ধা তৎপরো ভবেৎ ॥” অগ্রে যাহাই বলুন, আমরা শুকদেবের
সিদ্ধাস্তানুসারে বলিব,—অসকোচে বলিব, যদি ভগবানের অসীম
দয়ার পরিচয় কোথাও পাইয়া থাকি তবে শ্রীকৃষ্ণের লীলায়
এবং সর্বোপরি শ্রীকৃষ্ণের রাস লীলায় ।

শ্রুতি বলিয়াছেন তাঁহাকে না জানিলে মুক্তির উপায় নাই
অথচ আবার বলিলেন তিনি অমস্ত-ইন্দ্রিয়ের ও মনের অগোচর ;
তবে জীব কিরূপে তাঁহাকে জানিবে এবং কিরূপেই বা মুক্তি
পাইবে ; তাই পরম দয়াময় অতীন্দ্রিয় হইয়াও ইন্দ্রিয় গোচর
হইলেন, অপ্রাকৃত হইয়াও প্রপঞ্চে প্রকাশ পাইলেন, অপরিচ্ছিন্ন
হইয়াও পরিমিত মূর্তি ধারণ করিলেন এবং স্বানন্দ পূর্ণ হইয়াও
গোপীদিগের সহিত বিহার করিয়া অনন্ত অসীম অপ্রাকৃত
আনন্দময়ী নিত্যলীলার দিক প্রদর্শন করিলেন । ইহাই তাঁহার
অনুগ্রহ । তিনি নিগুণ, তিনি অনন্ত, তিনি ভূমা, তাহা শাস্ত্রে
পাঠ করিয়াছি কিন্তু যখন নিগুণ, অনন্ত ও ভূমা ভাবিতে যাই ;
আর থাই পাই না, হাঁপাইয়া পড়ি । অতএব আমরা কৃত-
জলিপুটে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করি ; দয়াময় ! আমরা
তোমার ভূমা স্বরূপ বুঝিতে পারি না, ভূমা হইতেও চাহি না,
তুমি যদি সত্যসত্যই দয়াময় হও, তবে আমাদের ক্ষুদ্র হৃদয়ের
আত্ম ক্ষুদ্র হইয়া দেখা দাও, নতুবা আমাদের উপায় নাই ।
“ভূমা” শুনিলে আমাদের ভয় হয়, অতএব বাঁহারা সাহসী

তঁাহাদের কাছে তুমি 'ভূম্য' হইয়া থাক । আমরা তোমার ভূম্য মিশিতে চাহি না ; আমরা আমাদের হৃদয় পরিমিত তোমার আনন্দ ঘন মূর্ত্তি হৃদয়ে ধরিয়া আলিঙ্গন করিতে চাই ; নতুবা আমাদের তৃপ্তি হয় না । দয়াময় দীন হীনের এইরূপ কাতরতা দেখিয়া যখন তঁাহাদের অভিলষিত আনন্দ বিগ্রহে অবতীর্ণ হন তখনই তঁাহার দয়া প্রকাশিত হয়, তখনই তঁাহার অনুগ্রহ ফুটিয়া উঠে ॥

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যঁাহারা সুমন্দ-মলয়ানিল, সুশীতল পানীয় সলিল, সময়োচিত সুমিষ্ট ফলমূলাদি এবং অগ্ন্যাগ্ন্য নানাবিধ জীবনোপযোগী ভোগ্য বস্তুকেই ঈশ্বরের দয়া বলিয়া থাকেন, তঁাহারাই আবার সময়ে সময়ে সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তি প্রার্থনা করেন । এই সকল সুখসেব্য সাংসারিক পদার্থ যদি তঁাহার দয়াই হইল, তবে এমন সুখকরী দয়া পরিত্যাগ করিয়া মুক্তির কামনা কেন ? তঁাহাদের ঐরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ দুই প্রকার কথাই হস্ত সন্মরণ করা যায় না । তবে আমরা অবশ্য স্বীকার করি যে, অতঃপর কামলমতি বালকদিগকে আপাততঃ ঐরূপেই ঈশ্বরোন্মুখ করিতে হয় । তাহারা ঈশ্বর কাহাকে বলে তাহা জানে না এবং ঈশ্বরভক্তির কারণ কি তাহাও জানে না সুতরাং আম কাঁঠালের দয়া দেখাইয়া তাহাদিগকে ঈশ্বরভক্তি শিখাইতে হয় । কিন্তু সারস্ত্র সুখী কখনই বলিবেন না যে, তক্ষ্য ভোজ্য দানই ঈশ্বরের দয়া । অস্ত্র লোকে ঐ সকল বস্তুকেই ঈশ্বরের দয়া মনে করিয়া মুগ্ধ হয়, প্রকৃত দয়া বুঝিতে পারে না, তাই সারদর্শী শুকদেব ভগবানের প্রকৃত দয়া দেখাইয়া দিলেন । ৩৬

নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায় মোহিতাস্তস্ম মায়ায়া ।

মন্থমানাঃ স্বপার্বস্থান্ স্বান্ স্বান্ দারান্ ব্রজৌকসঃ ॥৩৭

অর্থঃ ।—ব্রজৌকসঃ (ব্রজবাসিনঃ গোপীগতয়ঃ) খলু (নিশ্চিতং)
তস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) মায়ায়া (অচিন্ত্যশক্ত্যা) মোহিতাঃ (সন্তঃ) স্বান্
স্বান্ দারান্ (পত্নীঃ) স্বপার্বস্থান্ (স্বপার্বস্থিতান্) মন্যমানাঃ
(নিশ্চিন্তাঃ) কৃষ্ণায় ন অসূয়ন্ (দোষারোপেণ ন দদন্তঃ) ॥৩৭

টীকা ।—নম্রত্নেহপি ভিন্নাচারাঃ স্বচেষ্টিতমেবেতি বদন্তি তত্রাহ
নাসূয়মিতি । এবম্ভূতৈশ্বৰ্যাভাবে তথা কুরুন্তঃ পাপা জ্ঞেয়া ইতি ভাবঃ ॥৩৭

অনুবাদ ।—ব্রজবাসিগণ অর্থাৎ ঐ সকল গোপীদিগের
পতিগণ শ্রীকৃষ্ণের মায়ায় মোহিত হইয়া আপন আপন পত্নীকে
আপন আপন পার্শ্বেই শয়ান দেখিয়াছিলেন, স্ততরাং তাঁহার
উপর দোষারোপ করেন নাই ॥৩৭

তাৎপর্য্য ।—শাস্ত্র মানিতে হইলে ইহাও অবশ্য মানিতে
হইবে । যদি মানিতেই হয় তবে সব চুকিয়া গেল । ভগবানের
অচিন্ত্য শক্তি প্রকাশ হইয়া পড়িল । তর্ক করিলে তর্কের শেষ
হয় না, কিন্তু বুঝিবার চেষ্টা করিলে আর শ্রীকৃষ্ণ দোষারোপ
করিবার পন্থা নাই । যে সকল গোপীকে লইয়া তিনি রাসলীলা
করিলেন, তাঁহাদের পতিগণ শ্রীকৃষ্ণ দোষারোপ করিবার ছিদ্র
পাইলেন না ; দোষারোপ করিলেনও না । বাহিরের লোকের
বড় মাথা ব্যথা ইহাই আশ্চর্য্য ।

সকল চুকিয়া গেল বটে, কিন্তু এক কথা এখনও চুকে নাই ।
যদি গোপগণ নিজ নিজ পত্নীকে আপন আপন পার্শ্বেই দেখিলেন,

তবে রাসে বাইবার সময় তত ধরাধরি হইল কেন ? ইহার কারণ, গোপীদিগের অপ্রতিবার্য্য কৃষ্ণানুরাগপ্রদর্শন করিবার নিমিত্তই গোপগণ কর্তৃক পত্নীদিগের নিবারণ এবং গোপী কর্তৃক নিবারণ-লঙ্ঘন । গোপগণ মায়া গোপীদিগকেই নিবারণ করিয়াছিলেন আবার পরিশেষে তাঁহাদিগকে স্বগৃহে অবস্থিত দেখিয়া পরিভ্রুত হইলেন । তখন গোপগণ পত্নীদিগের রাসে যাওয়া পরিহাস মনে করিলেন । এখন রাসলীলার সাধারণ ভক্তগত আধ্যাত্মিক রহস্য উজ্জ্বলিত হইল । আমরা পূর্বে একবার বলিয়াছি গোপী দুই প্রকার, মায়া গোপী ও চিদেগোপী । যাহারা মায়া গোপী তাহারা আপন আপন পতির শয্যায় শয়ান ছিলেন, চিদেগোপীগণ রাস মণ্ডলে চিদানন্দ বিগ্রহের সহিত ক্রীড়া করিয়াছিলেন । সাংসারিক ব্যবহারেও আমরা দেখিতে পাই, যখন কলিকাতায় থাকিয়া শ্রীবৃন্দাবনের বা কোনও সুদৃশ্য স্থান্যকর স্থানের চিন্তায় অভি-নিবিষ্ট থাকি তখন অস্থি-মাংসময় মায়াদেহ কলিকাতাতেই থাকে এবং আত্মীয় স্বজন সকলেই আমাকে নিজ গৃহস্থিত বলিয়াই দেখে কিন্তু আমার আত্মা অর্থাৎ চিন্ময় “আমি” শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দ দর্শন করিতেছি অথবা কোনও নয়নরঞ্জন বিলাসিতা-ময় স্থানে বিলাস-বন্ধু-দিগের সহিত ক্রীড়া কর্তৃক করিতেছি । সুচতুর ভক্ত-সাধকেরও ঠিক ঐরূপ হইয়া থাকে । তাঁহার অস্থি মাংসময় মায়াদেহ প্রাকৃত সংসারে প্রাকৃত আত্মীয় স্বজনের নিকটেই থাকে কিন্তু তাঁহার আত্মা অর্থাৎ অপ্রাকৃত চৈতন্যময় দেহ আপন নিত্যধামে নিত্য সম্বন্ধীয় স্বজনগণের সহিত সজ্জিমা-

নন্দময় নিত্যবন্ধুর সহিত নিত্য ক্রীড়ায় নিরত থাকে । অচিন্ত্য শক্তি ও অপার করুণাসিদ্ধি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া, এক ভাগ গৃহে ও অপর ভাগ আত্মসমীপে রাখিয়া ভক্ত সাধকের চরম অবস্থা দেখাইলেন । ইহার পর ভজন-সাধন-সম্বন্ধীয় উচ্চ উপদেশ আর কি হইতে পারে । ইহাতেও যদি রাসলীলা অলীল হয় তবে আমাদের নিতান্তই কপাল মন্দ ।

শ্রীধর স্বামী এই শ্লোকের ভাবার্থ লিখিলেন, “এবমুতৈশ্বৰ্য্যন্য-ভাবে তথা কুর্ব্বন্তঃ পাপা স্তেয়া ইতি ভাবঃ ।” অর্থাৎ যাহাদের এরূপ ক্ষমতা নাই, তাহারা এরূপ কার্য্য করিলে পাপী হইবে । একটু অভিনিবেশ করিলে স্বামীর কথা ঠিক বলিয়াই বুঝিতে পারা যায় । যিনি অত্যাচার করেন এবং যাহার উপর অত্যাচার করেন, এই উভয়ের মনের ভাব লইয়াই পাপের বিচার । যিনি অত্যাচার করিলেন তাঁহার মনে যদি সম্পূর্ণ ধারণা থাকে যে, আমি কাহারও অনিষ্ট করি নাই এবং যাঁহার অনিষ্ট করা হয় তিনি যদি মনে করেন, কেহ আমার অনিষ্ট করে নাই তবে আর পাপ কোথা হইতে হইবে । বাহিরের লোকে মনে করিতেছে, শ্রীকৃষ্ণ অস্ত্রের নারী লইয়া ক্রীড়া করিলেন, কিন্তু যাহাদের নারী তাহারা বলিতেছে, শ্রীকৃষ্ণ আমাদের পত্নী লইয়া ক্রীড়া করেন নাই, আমাদের পত্নীগণ আমাদের কাছেই রহিয়াছে, এমন স্থলে পাপের আশঙ্কা কোথায় ? অতএব সারস্বত শ্রীধর স্বামী ঠিকই বলিয়াছেন, “যাহাদের এরূপ ক্ষমতা নাই তাহারা এরূপ আচরণ করিলে পাপী হইবে ; অখিল-শ্রম্ভা শ্রীকৃষ্ণে পাপাশঙ্কা নাই ॥৩৭

ব্রহ্মরাত্র উপারুতে বাহুদেবানুমোদিতাঃ ।

অনিচ্ছন্ত্য। যযুর্গোপ্যঃ স্বগৃহান্ ভগবৎপ্রিয়াঃ ॥ ৩৮

অন্বয়ঃ ।—ব্রহ্মরাত্র (ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে) উপারুতে (উপস্থিতে সতি) ভগবৎপ্রিয়াঃ (ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য প্রিয়াঃ) গোপ্যঃ (রাসবিলাসিনাঃ ব্রজালনাঃ) বাহুদেবানুমোদিতাঃ (বাহুদেবেন শ্রীকৃষ্ণেন অনুমোদিতাঃ আদিষ্টাঃ অতএব) অনিচ্ছন্ত্যঃ (অনভিলষন্ত্যঃ অপি) স্বগৃহান্ (স্বস্বভবনানি) যযুঃ (জগুঃ) ॥ ৩৮

টীকা ।—ব্রহ্মরাত্র ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে উপারুতে প্রাপ্তে ॥ ৩৮

অনুবাদ—ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত উপস্থিত হইলে কৃষ্ণপ্রিয় গোপীগণ তাঁহারই আদেশে অনিচ্ছাপূর্ব্বক নিজ নিজ গৃহে প্রস্থান করিলেন ॥ ৩৮

তাৎপর্য্য । এ শ্লোকের বিশেষ তাৎপর্য্য কিছুই নাই ; কেবল রাসলীলার সমাপ্তিমাত্র বর্ণিত হইয়াছে । অপ্রাকৃত নিত্য রাসের আরম্ভও নাই সমাপ্তিও নাই । শ্রীবৃন্দাবনের প্রকট রাসেই আরম্ভ ও সমাপ্তি । এখানেও প্রাকৃত নট নটীর স্থায় উপরিভাগে যাহা দেখাইলেন, তাহারই আরম্ভ ও সমাপ্তি । বহিদৃষ্টি মানবের দৃষ্টিতে গোপীগণ গৃহে গমন করিলেন ; অন্তদৃষ্টি ভক্তগণ বুঝিলেন, প্রকৃত রাসলীলা অন্তর্হিত হইয়া ভক্তভূমির অন্তরে অন্তরে রহিয়া গেল । আসল প্রেমময়ী গোপী আনন্দময় কৃষ্ণকে ছাড়িয়া কোথাও যাইতে পারেন না । শ্লোকে বাহুদেবের অনুমতি এবং তদনুসারে গোপীদের গৃহে গমন কেবল উপরি-ভাগের আবরণ মাত্র ॥ ৩৮

বিক্রীড়িতং ব্রজবধুভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ

শ্রদ্ধাষিতোহনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ ।

ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং

হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ ॥ ৩৯

ইতি শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলায়াং পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

॥ * ॥ ইতি শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলা-সমাপ্তা ॥ * ॥

অনুবাদঃ ।—যঃ (নরবিশেষঃ) শ্রদ্ধাষিতঃ (শ্রদ্ধা অষিতঃ যুক্তঃ সন্) ব্রজবধুভিঃ (ব্রজাঙ্গনাভিঃ সহ) বিষ্ণোঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য ভগবতঃ) ইদং বিক্রীড়িতং (রাসলীলারূপং) শৃণুয়াৎ (কর্ণপথং নয়ৎ) অথ বর্ণয়েৎ (অথবা স্বয়ং কীর্তয়েৎ) অচিরেণ (অত্যল্পকালেন) ধীরঃ (জিতেন্দ্রিয়ঃ সন্) ভগবতি (কৃষ্ণাথ্য-পরব্রহ্মণি) পরাং (প্রেমলক্ষণাং) ভক্তিং (অমুখ্যাং) প্রতিলভ্য (সংপ্রাপ্য) আশু (তৎক্ষণাৎ) কামং (তন্মানানং) হৃদ্রোগং (মনঃ পীড়াং অপহিনোতি (দোষবুদ্ধ্যা পরিত্যজতি) ॥ ৩৯

ইতি শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলায়ণ্ডে পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

টীকা ।—ভগবতঃ কামবিজয়রূপরাসক্রীড়াশ্রবণাদেঃ কামবিজয়মেব ফলমাহ বিক্রীড়িতমিতি । অচিরেণ ধীরঃ সন্ হৃদ্রোগং কামং আশু অপহিনোতি পরিত্যজতি ॥

সেয়ং শ্রীপরমানন্দসেবিশ্রীধরনির্মিতা ।

শ্রীভাগবতভাবার্থদীপিকা দশমাস্কণ্ডে চ ॥ ৩৯

ইতি শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলা টীকায়াং পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

অনুবাদ ।—যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাশীল হইয়া ব্রজগোপীদিগের সহিত ভগবান্ বিষ্ণুর এই রাসলীলা শ্রবণ করেন অথবা স্বয়ং

কীর্তন করেন, তিনি অবিলম্বেই ইন্দ্রিয়-দমনপূর্বক ভগবানের প্রতি পরাভক্তি লাভ করিয়া সত্বরেই কাম-নামক উৎকট মনো-ব্যাধি পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইলেন । ৩৯

ইতি শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলানুবাদে পঞ্চম অধ্যায় ।

তাৎপর্য্য।—এই শ্লোকে শুকদেব রাসলীলা শ্রবণ ও কীর্তনের ফল নির্দেশ করিতেছেন । তিনি বলিলেন,—যে ধীর ব্যক্তি শ্রদ্ধার সহিত ভগবান্ বিষ্ণুর রাসলীলা শ্রবণ বা কীর্তন করেন, তিনি অচিরে ভগবানের প্রতি পরাভক্তি লাভ করিয়া কাম-নামক উৎকট হৃদরোগ হইতে পরিত্রাণ পান । মুনিবর শ্রোতা ও বক্তার বিশেষণ দিলেন “ধীর” এবং শ্রবণ ও কীর্তনের বিশেষণ দিলেন “শ্রদ্ধার সহিত” । শ্রীকৃষ্ণ-রাসলীলার উপরি-ভাগে প্রাকৃত শৃঙ্গার-রসের আবরণ রহিয়াছে । অতএব চঞ্চল-চিত্তে শ্রবণ বা কীর্তন করিতে গেলে, প্রথমেই আবরণের উপর দৃষ্টি পড়িলে, অশ্লীলবোধে আর শুনিতে বা পড়িতে ইচ্ছা হইবে না । এই জন্তই বর্তমান কালে রাসলীলার উপর অনেকের অশ্রদ্ধা দেখিতে পাওয়া যায় । প্রথমে দেখিতে হইবে, রাসলীলার প্রণেতা কে ? বক্তা কে ? শ্রোতা কে ? এবং প্রণেতা, বক্তা ও শ্রোতার অভিপ্রায় কি ? তাহা হইলেই আমরা দেখিতে পাইব, যিনি বেদের বিভাগকর্তা, মহাভারত ও অষ্টাদশ পুরাণের রচয়িতা এবং বেদান্ত-সূত্রের প্রণেতা সেই পুরাণ মহর্ষি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বেদব্যাস রাসলীলার রচয়িতা; আজন্ম-বিরাগী, ব্রহ্মানন্দ-

নিমগ্ন, ভক্তভোগী বেদব্যাস-নন্দন শুকদেব ইহার বস্ত্র এবং
 বিপ্রাভিশপ্ত অতএব-নিতান্ত অশুভপ্ত, স্তূতরাং মুক্তিকামনায়
 প্রায়োপবিষ্ট মহারাজ পরীক্ষিৎ ইহার শ্রোতা । এই সকল বিষয়
 চিন্তা করিলে, শ্রদ্ধা আপনা আপনিই আসিবে ; তখন মনে হইবে,
 লোক-নিস্তারের জন্য অবতীর্ণ নারায়ণাবতার কখনই লোক-
 বিগর্হিত অশ্লীল বিষয় লিখিবেন না এবং সর্বলোক হিতৈষী
 শুকদেবও মুক্তি কামনায় রোক্তমান শরণাগত পরীক্ষিৎকে
 প্রতারণা করিয়া বিলাসি-মানবোচিত শৃঙ্গার-রসের কথা
 শুনাইবেন না । অতএব ভগবানের রাসলীলায় আপাত-প্রতীয়মান
 শৃঙ্গার রসের অভ্যস্তরে পরমহিতকর অমানুষিক তত্ত্ব-বিষয়
 আছেই আছে । তুয়াবরণ দেখিয়া ধাত্ত পরিভাগ করিলে, আত্ম-
 বঞ্চিত হইতে হয় । বাহাদের প্রকৃতি চঞ্চল, তাহারা রাস-
 লীলার উপরিভাগস্থ অশ্লীলতার আবরণ দেখিয়াই চটিয়া যায় ;
 ধৈর্য্য রাখিতে পারে না । যাঁহারা স্বভাবতঃ ধীর এবং ঋষিবাক্যে
 প্রক্কাবান, তাঁহারা ধৈর্য্য অবলম্বন-পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ শ্রবণ,
 চীর্জন ও মনন করিতে করিতে রাস-লীলার অন্তর্নিহিত অমূল্য
 রত্ন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়া থাকেন । শ্রদ্ধা উৎপাদন
 করিবার নিমিত্তই ভাগবতের প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে
 ‘মহামুনি-কৃতে’ বলিয়া গ্রন্থের বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে ।
 অতএব ধৈর্য্য অবলম্বন-পূর্ব্বক শ্রদ্ধার সহিত রাসলীলা শ্রবণ
 করিলে, সংসার-মোচন হইবেই, ইহা শুকদেবের অভিপ্রায় ।

প্রথম হইতে রাসলীলা যে ভাবে আলোচিত হইয়াছে, তাহাতে

শুকদেব-কথিত কল-কৌর্টন অতীব সংগত । যেমন উত্তাপময়
 তপনের বহিঃস্থিত তাপনী শক্তি পৃথিবীস্থ সমস্ত পদার্থকেই উত্তপ্ত
 করে, ঐ সকল পদার্থগত উত্তাপের বৃদ্ধি হয়, হ্রাস হয়, ধ্বংসও
 হয় ; কিন্তু সূর্য্যের স্বরূপস্থ তাপের বৃদ্ধি নাই, হ্রাস নাই, ধ্বংসও
 নাই ; সেইরূপ ভগবানের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কারিণী বহিরঙ্গ
 শক্তি বাহ্য জগতের কার্য্য করিয়া থাকেন । ঐ শক্তিতে কার্য্যাস্তর
 আছে, রূপাস্তর আছে, ভাবাস্তর আছে এবং বৃদ্ধি আছে, হ্রাস
 আছে, ধ্বংসও আছে ; সূতরাং সেখানে অতর্পণীয় কন্দর্পের
 চাপল্যও আছে । কিন্তু আনন্দময় ভগবানের হ্লাদিনী-নানী
 স্বগত স্বরূপ-শক্তি অনাদি কাল হইতে একরূপে ও এক ভাবে
 তাঁহার সহিত আলিঙ্গিতই আছে ; বাহ্য সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের
 সঙ্গে তাঁহার কোনও সংশ্রব নাই । উহাতে ভগবদানন্দ
 আশ্বাদন ভিন্ন কার্য্যাস্তর নাই,—অপ্রাকৃত প্রেমের প্রতিষ্ঠা ভিন্ন
 গুণাভিব্যঞ্জক রূপাস্তর নাই এবং অপ্রতিহত প্রফুল্লতা ভিন্ন
 ভাবাস্তর নাই ; সূতরাং দুর্দর্প কন্দর্পের দৌরাভ্যাও নাই ।
 পরানন্দ-পরিতৃপ্তা ভগবৎ-স্বরূপ-শক্তির নিকট কন্দর্প বিস্মৃত,
 মোহিত ও স্তম্ভিত । সেখানে কাম আপনার আগন্তুক চাকলা
 পরিত্যাগ করিয়া, স্বরূপ-রূপে অর্থাৎ প্রেমরূপেই পরিণত হয় ।
 সেখানে কাম সলজ্জভাবে, কল্লিত নাম ও কল্লিত রূপ পরিত্যাগ
 পূর্ব্বক প্রেম হইয়া হ্লাদিনী শক্তির সহিত ভগবদানন্দেই নিরত ;
 অপরকে উৎপীড়ন কারিবার তাহার ইচ্ছা নাই,—শক্তি নাই,
 —অবসরও নাই ।

আমরা পূর্বের বলিয়াছি, কাম নামে কোনও মূল মনোভাব নাই। যেমন অমিশ্রিত সৎ, চিত্ত ও আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মাই ত্রিগুণ-সংযোগে ব্রহ্মাণ্ডরূপে পরিণত হন, সেইরূপ ঐ সচ্চিদানন্দ-নিষ্ঠ নিত্য নির্মাল প্রেমও গুণময় পদার্থ-নিষ্ঠ হইলেই চঞ্চল-স্বভাব কাম হইয়া দাঁড়ায়। যে যাহা চাহে, সে তাহা না পাইলেই অস্থির হইয়া থাকে, ইহা সকলেই বুঝেন। কামও সেই আনন্দস্বরূপ ভগবানকেই চাহে; পায় না বলিয়াই চঞ্চল হইয়া উঠে। কাম যে দিন পূর্ণানন্দ স্বরূপ ভগবানকে পাইবে, সেই দিনই তাঁহাতে নিমগ্ন হইয়া যাইবে। জীবদেহ-ব্যতিরেকে কামের ত পৃথক্ অস্তিত্ব নাই; অতএব কামাসক্ত মানবই কাম। সেই মুক্তিমান্ কামস্বরূপ জীব যে দিন নিজাভিলষিত পরমানন্দ পাইবে, সেই দিন ক্ষুদ্র পার্শ্বব আনন্দে অবজ্ঞা করিয়া তাহাতেই নিমগ্ন হইবে; স্তুতরাং চিরশান্তি লাভ করিবে; আর তাহার প্রাপ্তব্য কিছুই থাকিবে না। সেই পরমানন্দের মুক্তিই শ্রীকৃষ্ণ; অতএব শ্রীকৃষ্ণের সহিত জীবের মিলন বা আলিঙ্গনই চিরশান্তি বা পরমানন্দ আশ্বাদনের হেতু; এবং তাহারই নাম শ্রীকৃষ্ণ-রাসলীলা। অতএব শুকদেব যথার্থই বলিয়াছেন, ধীর ব্যক্তি শ্রদ্ধার সহিত বিষ্ণুর রাসলীলা শ্রবণ বা কীর্তন করিয়া ভগবানে পরা ভক্তি লাভ করিয়া অচিরে কামরোগ হইতে পরিত্রাণ পায় অর্থাৎ ভববন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করে।

মুক্তি সম্বন্ধে নানা মূনির নানা সিদ্ধান্ত আছে। কেহ বলেন, অনন্ত ব্রহ্মসত্তায় মিলিত হওয়াই মুক্তি; কেহ বলেন,

মুক্তাবস্থায় সকল জীবই চৈতন্য স্বরূপে পৃথক্ পৃথক্ থাকে, কিন্তু সে অবস্থায় আনন্দের আন্বাদন নাই, তাহাতে কেবল আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ দুঃখের নিবৃত্তি মাত্র ; কেঁহ বলেন, চিৎশরীরে ব্রহ্ম হইতে ভিন্নাভিন্ন ভাবে থাকিয়া অনন্ত কাল অবিচ্ছিন্ন অপ্রাকৃত ব্রহ্মানন্দ আন্বাদন করাই মুক্তি । আমরা শেখোস্তু মতেরই পক্ষপাতী । আমাদের মনে হয়, জীব স্বভাবতই যাহা চাহে, তাহা পাইলেই মুক্ত । আমি চিরকাল বাঁচিয়া থাকি, আমার সকল দুঃখ দূর হউক এবং আমি সুখী হই ; জীব মাত্রেরই এই তিনটি অভিলাষ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ; অতএব উহাই মুক্তির অবস্থা । যদি মুক্তির প্রকার ভেদ থাকে, তবে ঐ তৃতীয় প্রকারের মুক্তিকেই আমরা শ্রেষ্ঠ বলি । শ্রুত্যান্ত রস-স্বরূপ পরব্রহ্মের প্রেম-প্রধান পরা প্রকৃতির সহিত নিত্য মিলন, নিত্যালিঙ্গন, নিত্যানন্দান্বাদনই প্রকৃত রাস, এ কথা আমরা রাসপ্রসঙ্গে আলোচনা করিয়াছি । সচ্চিদানন্দঘন ভগবানের সহিত আলিঙ্গিত হইলে, জীবের বিরূপ আনন্দ হয়, তাহা ভাষায় প্রকাশ করিবার নহে । প্রাকৃত শব্দাদি বিষয় ভোগ করিয়া একজনের যেরূপ আনন্দ হয় তাহা অপরকে অবিকল বুঝাইবার ভাষা নাই ; অথচ তাহা ব্রহ্মানন্দের আভাস মাত্র । যদি ব্রহ্মানন্দের আভাসও বুঝাইবার উপায় না থাকে, তবে সাক্ষাৎ ব্রহ্মানন্দ বুঝাইবার যে ভাষা নাই, এ কথা বলাই বাহুল্য । তাই অরূপতী-প্রদর্শনের দ্বায় প্রাকৃত শৃঙ্গারানন্দের নির্দেশে ভগবদানন্দের দিক প্রদর্শন করা হইয়াছে ; কারণ প্রাকৃত সকল

প্রকার আনন্দ অপেক্ষা স্ত্রীপুরুষের রমণানন্দই প্রধান। সেই জন্যই ঋগ্বেদস্থ জ্যোতিষশাস্ত্রে বলিয়াছেন,—“যেমন প্রিয়তমা পত্নী কর্তৃক আলিঙ্গিত হইলে, মনুষ্যের অন্তর বাহির কিছুই স্মরণ থাকে না, সেইরূপ আত্মা কর্তৃক আলিঙ্গিত হইলে জীব অন্তর বাহির সকলই ভুলিয়া যায়।” গোপীগণ সেই মূর্তিমান আনন্দকে আলিঙ্গন করিয়া সমস্ত সংসার ভুলিয়া গেলেন। অতএব শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা জীবন্তকালের আলিঙ্গনের অভিনয়। প্রাকৃত সংসার ভুলিতে পারিলেই কাম বিদূরিত হইল,—জীব পরম নির্বৃত্তি প্রাপ্ত হইল। অতএব শুকোক্ত রাসলীলার ফলশ্রুতি খুব সংগত, তাহাতে সন্দেহ নাই।

নির্ব্যাঘ মুক্তি লাভের উপায় জ্ঞান, পরমাত্মসাক্ষাৎকারের উপায় যোগ এবং আনন্দ-বিগ্রহে আলিঙ্গিত হইবার উপায় প্রেম। সেই প্রেমের প্রধান লক্ষণ প্রিয়জনের অপ্রাপ্তিতে উৎকট উৎকণ্ঠা ; প্রিয়-বিরহিণী ব্যভিচারিণী কামিনীই সেই উৎকণ্ঠার একমাত্র দৃষ্টান্ত স্থল। এই নিমিত্ত গোপীদিগকে ব্যভিচারিণী পরনারী সাজাইয়া ভগবদর্শনে ভক্তের উৎকণ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। ঐরূপ উৎকণ্ঠা হইলেই জীব ভগবানকে পাইবে। ইহাই শ্রীকৃষ্ণ-রাসলীলার চরম শিক্ষা। ইহা ধৈর্য্যাবলম্বন-পূর্বক শ্রবণ ও কীর্তন করিয়া পুনঃ পুনঃ ঐ সারতত্ত্ব মনন করিলে, পরম নির্বৃত্তি বা পরমানন্দ লাভে সংশয় নাই।

শুকদেব “কৃষ্ণের ক্রীড়া” না বলিয়া “বিষ্ণুর ক্রীড়া” বলিলেন। “বিষ্ণু” শব্দের অর্থ বিশ্ববাপী পুরুষ। যিনি

নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের অন্তস্থলে এবং ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে প্রতি নিয়তই আপন স্বরূপ-শক্তির সহিত ক্রীড়া করিতেছেন, তিনিই বিষ্ণু এবং সেই বিষ্ণুই কৃষ্ণ হইয়া আপন-প্রাপ্তির উপায় আপনিই দেখাইয়া দিলেন। আনন্দ প্রধান বিষ্ণুই কৃষ্ণ। সেই আনন্দময় কৃষ্ণরূপী বিষ্ণুর পরম পদ পাইতে হইলে এবং তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইতে হইলে, সর্ববাসনা-বিহীন একনিষ্ঠ অকপট প্রেমের প্রয়োজন; সেই প্রেমের প্রধান লক্ষণ, ভগবদ্দর্শনজন্ম উৎকট উৎকর্ষা; সেই উৎকর্ষা ব্যভিচারিণী বিরহিণী কামিনীর দৃষ্টান্তেই বুঝিতে হইবে। যখন জীব প্রিয়জনের অদর্শনে পরপুরুষানুরক্তা রমণীর হৃদয় সমস্ত পরিত্যাগ পূর্বক হা কৃষ্ণ! কোথায় কৃষ্ণ! বলিয়া রোদন করিবে, তখনই ভাবগ্রাহী ভক্তবৎসল ভগবান্ আপনিই আপন ভক্তকে আপন সুপবিত্র শাস্তিময় বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া আলিঙ্গন করিবেন; ভক্ত চিরদিনের জন্ম আনন্দ-সাগরে সম্ভরণ করিবে,—কৃতার্থ হইয়া যাইবে। ইহাই সমগ্র শ্রীকৃষ্ণ-রাসলীলার তাৎপর্য।

এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলা সম্বন্ধে কেহ বলেন বড় অশ্লীল, স্নতরাং পাঠের বা শ্রবণের যোগ্য নহে; কেহ বা রূপক করিয়া লীলা উড়াইয়া দিতে চাহেন, আবার কেহ বা শ্রীমদ্ভাগবতে রাসলীলা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া আপন পুরুষত্ব প্রদর্শন করেন। কিন্তু ভক্তযোগী তত্ত্বসার-দর্শী শুকদেব বলিলেন, “শ্রদ্ধার সহিত বিষ্ণুর এই রাসলীলা শ্রবণ বা কীর্তন করিলে ভগবানে পরাতত্ত্ব জন্মে এবং কামরূপ হৃজোগ একবারে নিবৃত্তি পায়। আমরা সর্বদর্শী

শুকদেবের অনুসরণ করিয়া সাহস পূর্বক বলিব “শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলা শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ বা পাঠ করিলে জীবের চির শাস্তি ও স্থির নিবৃত্তি । আমরা এ পর্য্যন্ত “শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলা, বেরূপ আলোচনা করিলাম তাহাতে “শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলায়, কেবল ভক্তের চরম সাধন ও ভগবানের পরম কৃপাই দেখিতে পাইলাম । ভগবানের বস্ত্রহরণ লীলায় রাসলীলার সূত্রপাত । সেই বস্ত্র হরণে ভক্তিরূপিণী গোপীদিগের শ্রুত্যানুসৃত্ত অদ্বয় জ্ঞানের পরীক্ষা । মৎ প্রণীত “শ্রীকৃষ্ণ লীলামৃত, নামক পুস্তকে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে ; জিজ্ঞাসু সাধক ও পাঠকগণ ইচ্ছা করিলে দেখিতে পারেন । সে পরীক্ষায় গোপী উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই । সেই জন্ম অখিলান্তুর্ধ্যামী শ্রীকৃষ্ণ অযোগ্য বোধে তাঁহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করেন । ইহা কি সাধন মার্গের কথা নয় ? তাহার পরে রাস পঞ্চাধ্যায়ের প্রথমোধ্যায় দেখিলাম, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মুরলীর গানে গোপীদিগকে স্বসমীপে আকর্ষণ করিয়াও তাঁহাদিগকে লোকভয় ও প্রাণভয় দেখাইলেন ; তাঁহারা কিন্তু কিছুতেই প্রতি নিবৃত্ত হইলেন না । ইহা কি ভগবানের প্রতি ভক্তের ঐকান্তিক অনুরাগ নয় ? হয়ত কেহ বলিবেন, কামোন্মত্ত ব্যাভিচারিণী কামিনীদের পরপুরুষের প্রতিও ঐরূপ অনুরাগ হইয়া থাকে । আচ্ছা, স্বীকার করিলাম হইয়া থাকে । কিন্তু একজন পুরুষের উপর শতশত কামিনীর অনুরাগ জন্মিলে, সকলেই ঐকমত্য অবলম্বন পূর্বক দল বাঁধিয়া অভীষ্ট পুরুষের নিকটে অভিসার করে ; প্রকৃত নরনারীর অনুরাগে এরূপ

কোথাও হইয়াছে কি ? অথবা হওয়া সম্ভব কি ? কখনই নয় ।
 অতএব ইহা সমচিন্ত্ত ঐকান্তিক ভক্ত বৃন্দের ভগবদাশ্রয় ভিন্ন
 আর কিছুই বলা যাইতে পারে না । তাহার পর ঐ প্রথমা-
 ধ্যায়েই দেখি, গোপীদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা আরম্ভ
 হইল ; পরক্ষণেই তাঁহাদের দেহাভিনিবেশ জন্ম গর্ব্ব হওয়ায়
 ভগবান্ অন্তর্হিত হইলেন । ইহা কি শ্রুত্যান্ত দ্বিতীয়াভিনিবেশে
 ব্রহ্ম বিস্মৃতি নহে ? শ্রুতি বলিয়াছেন, দ্বিতীয়াভিনিবেশ হইলেই
 জীবের ভয় অর্থাৎ প্রাকৃত গৃহদেহাদিতে মনোনিবেশ করাতেই
 জীব সর্ব্বময় সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পরব্রহ্মের আবাদন না পাইয়া
 ক্লেশ ভোগ করে । গোপীদের তাহাই হইয়াছিল । দ্বিতীয়
 অধ্যায়ে সকলে মিলিয়া উন্মত্তের ন্যায় তরুলতাদিগকে কৃষ্ণবাস্তা
 জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন তৎপরে তন্ময় হইয়া গেলেন ।
 ইহাও আকৃষ্ট ভক্তের ভগবদর্শন জন্ম উন্মত্ততা এবং অমুক্তগণ
 ভগবদ্ব্যানের ফল স্বরূপ সমাধি ভিন্ন আর কিছুই নহে । শত
 শত ব্যভিচারিণী কামিনী একত্র মিলিত হইয়া একজন পর
 পুরুষের অমুসন্ধান করিতেছে ; এরূপ কে কোথায় দেখিয়াছেন ?
 তৃতীয়াধ্যায়ে দেখি সমস্ত গোপী ষমুনা পুলিনে উপবেশন
 পূর্ব্বক ঈশ্বর বাচক শব্দে সম্বোধন করিয়া কেবল কৃষ্ণের জন্ম
 কাদিতেছেন । কে বলিতে পারে, ইহা ব্যভিচারিণী নারীদের
 জার-বিচ্ছেদের রোদন ? চতুর্থীধ্যায়ে গোপীদের ঐকান্তিক
 কাতরতা দেখিয়া ভগবান্ সেই স্থানে আবির্ভূত হইলেন । ঐ
 সময়ে উভয় পক্ষে ভক্তিতত্ত্ব সূচক যে সকল কথোপকথন হইল ;

তাহা শুনিলেও মানুষ মানুষ হইয়া যায়, মানুষ দেবতা হইয়া যায়, মানুষ ব্রহ্মনয় হইয়া যায় । পঞ্চমাধ্যায়ে, বাহা জীবের একমাত্র লক্ষ্য, বাহা ভগবন্নিষ্ঠ ঐকান্তিক ভক্তের আকাঙ্ক্ষিত, বাহা পাইলেই জীব চিরশান্তি লাভ করিয়া স্থিরানন্দ আন্বাদন করে তাহাই দেখিলাম । প্রেমরূপা গোপী সংসার সমুদ্রে জীবকে চরম শিক্ষা প্রদান করিয়া পরমানন্দ বিগ্রহে সমালিঙ্গিত হইলেন, ইহাই শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলা ।

ভক্ত জ্ঞানীর শ্রায় নির্বাণ মুক্তি চাহেন না । ভক্ত কেন, অভিনিবেশের সহিত আত্ম সাদৃশ্যে জীবের হৃদয় আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়, কেহই নির্বাণের আকাঙ্ক্ষা করে না । নির্বাণের আকাঙ্ক্ষা কাহারও স্বাভাবিক নহে । যেমন কেহই মরিতে চাহে না ; কিন্তু অত্যধিক শারীরিক বা মানসিক যন্ত্রণায় অধীর হইয়া কেহ কেহ কদাচিৎ উদ্বেগ্নাদি দ্বারা আত্মঘাতী হইয়া থাকে ; সেইরূপ স্বভাবতঃ কাহারো নির্বাণাকাঙ্ক্ষা নাই ; কেবল সংসার যন্ত্রণায় অধীর হইয়া কেহ কেহ কদাচিৎ নির্বাণ প্রার্থনা করে । নির্বাণের জন্ম কাহারও স্বাভাবিক ইচ্ছা নাই ; পক্ষান্তরে, চিরকাল জীবিত থাকিয়া চিরানন্দ আন্বাদন করি, ইহাই পিপীলিকা হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত সকলেরই স্বাভাবিক ইচ্ছা, ইহা অস্বীকার করিলে সত্যের অপলাপ হয় । যে ব্যক্তি স্বভাবতই বাহা চাহে তাহা পাইলেই কৃতার্থ হইল । ভগবানের শ্রীমুখের বাক্য ;—“যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তুত্বৈব ভজাম্যহম্” । অতএব ঐকান্তিক প্রেমের ফলে, ভগবৎ কৃপায়

অকাল-স্পৃশ্য অভোত দেহে অনন্ত স্থিরানন্দ আশ্বাদন করিতে পাইলেই, জীব প্রাপ্তব্য পাইল, রসস্বরূপ পরমানন্দে আলিঙ্গিত হইল,—কৃতার্থ হইয়া গেল। ইহাই “শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলা”।

তদ্বদর্শী শুকদেব শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলাকে বিষ্ণুর লীলা বলিলেন, কিন্তু এখনকার অভিনব বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াও এবং আপনাদিগকে বৈষ্ণব অর্থাৎ বিষ্ণুপাসক বলিয়া পরিচয় দিয়াও শ্রীকৃষ্ণকে বিষ্ণু বলিতে চাহেন না বরং বিষ্ণুকে শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা ছোট করিতে চাহেন। সেই জন্তই অনেকের নিকট শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলা অলীল হইয়া পড়িয়াছে। ঐশ্বর্য্যাক্ত “ব্রহ্ম” শব্দের অপর পর্য্যায় “বিষ্ণু”। সেই সচ্চিদানন্দ স্বরূপ বিষ্ণুর লীলা বলিয়াই রাসলীলা মুক্তিদায়িনী। বিষ্ণু ভিন্ন অণ্ডের লীলা হইলেই অলীল হইবেই। তাই মহামুনি বেদব্যাস দশম স্কন্ধের প্রথমেই পরীক্ষিতের মুখ দ্বারা বলাইলেন “তত্রাংশেনা বতীর্ণস্য বিষ্ণোর্বীর্ঘ্যানি শংস নঃ” অর্থাৎ যতুবংশে অংশে অবতীর্ণ বিষ্ণুর লীলা আমাকে বলুন। ভগবানের জন্ম কালে দেবকীর মুখ দ্বারা বলাইলেন “সত্ত্বং সাক্ষাদ্ বিষ্ণুরধ্যাত্মদীপঃ”। দেবকী ভগবান্কে বলিতেছেন, “সেই ঐশ্বর্য্যাক্ত অধ্যাত্ম দীপ-স্বরূপ স্রয়ং বিষ্ণুই তুমি ; আবার এখন শুকদেবের মুখ দ্বারা বলাইলেন “বিজ্ঞীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ”। মানবগণ ভগবানের নরলীলা শ্রবণ করিয়া পাছে তাহাতেই অভিনিবিষ্ট হইয়া কদর্য্য, কুৎসিৎ বা অলীল মনে করে, সেই জন্তই মহর্ষি পুনঃ পুনঃ স্মরণ করাইয়া দিতেছেন,—সেই ঐশ্বর্য্যাক্ত বিষ্ণুই

শ্রীকৃষ্ণ । তাই শুকদেব বলিলেন, ভ্রজবধূদিগের সহিত বিষ্ণুর ক্রীড়া । ভগবান্ বিষ্ণুই নিজমায়ায় স্ব স্বরূপ জীবকে মুগ্ধ করিয়া পরকীয় করেন ; ইহা তাঁহার জগৎলীলা ; আবার যে, শ্রীকৃষ্ণ-রূপে বেদ-সার বংশীর গানে আহ্বান পূর্বক আত্মসাৎ করেন, ইহাই শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলা ।

আমরা মহাভারতে দেখিতে পাই, “ইতিহাস পুরাণাভ্যাং বেদার্থ মুপবংহয়েৎ” অর্থাৎ ইতিহাস এবং পুরাণের সাহায্যে বেদার্থ বিশদরূপে বুঝিবে । তাহা হইলেই আমরা বুঝিলাম, বেদেরই বিস্তৃত ব্যাখ্যা পুরাণ । এই শ্রীমদ্ভাগবতেই মহর্ষি বেদব্যাস সূত মুখে ভাগবতকে “অখিল শ্রুতি সারং” বলিয়াছেন । তবেই আমরা বুঝিলাম, পুরাণ পঞ্চম বেদ এবং সমস্ত পুরাণের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতই শ্রেষ্ঠ । সেই ভাগবতের মধ্যে কৃষ্ণলীলাঙ্কিত দশমস্কন্ধই প্রধান, সেই দশমস্কন্ধের মধ্যে ভগবানের শ্রীবৃন্দাবন লীলাই সার এবং শ্রীবৃন্দাবন লীলার মধ্যে নির্ব্বাণ-ন্যকুরী নিত্যানন্দ দায়িনী “শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলাই সারাদপি সার ।

মহর্ষি বেদব্যাস এই শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলা রচনা করিয়া ধন্য হইয়াছেন, শুকদেব কীর্ত্তন করিয়া ধন্য হইয়াছেন, পরীক্ষিত শ্রবণ করিয়া ধন্য হইয়াছেন ; আর আমরাও তাঁহাদেরই কৃপায় আলোচনা করিয়া ধন্য হইলাম ।

ইতি শ্রীকৃষ্ণ-রাসলীলা তাৎপর্য্যে পঞ্চম অধ্যায় ।

শ্রীকৃষ্ণ-রাসলীলা সমাপ্ত ।

শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু ।

শেষ নিবেদন।

—:—

আমার কৃষ্ণভক্তি নাই, আমি পণ্ডিত নহি এবং আমার ভাষা জ্ঞানও নাই; এ কথা আমি স্বীকার করিয়াছি। কেবল শিষ্টাচারের অনুরোধে মৌখিক দৈন্ত দেখাইবার জন্ত স্বীকার করিয়াছি, তাহা নহে; প্রকৃতই আমি শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলার সমাধানে সর্বাংশেই অযোগ্য। তবে, যে কোন কারণে অত্যল্প কাল কৃষ্ণ কথার আলোচনা করিলেও জীবন পবিত্র হয়, ইহা আমার বিশ্বাস। এই বিশ্বাসকে এখনকার মতে যদি কেহ অন্ধ বিশ্বাস বলিতে চাহেন, বলুন, আমি তাহা আশীর্ব্বাদ বলিয়া মনে করিব। কেন না আমার বিশ্বাস, যে দিন ঘাঁহার ভগবানে প্রকৃত অন্ধ বিশ্বাস হইবে সেইদিন তিনি কৃতার্থ হইয়া যাইবেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণে আমার প্রকৃত অন্ধ বিশ্বাসও নাই; অন্ধ বিশ্বাসের গন্ধ থাকিলেও থাকিতে পারে। সেই বিশ্বাস-গন্ধের প্ররোচনায় আমি কৃষ্ণ ভালবাসি, কৃষ্ণনাম ভালবাসি এবং কৃষ্ণলীলা ভালবাসি। যে যাহাকে ভাল বাসে সে তাহার গুণ গাহিতেই চাহে; ইহা মানবের আজন্মসিদ্ধ স্বভাব। সে স্বভাব আপন মনেই প্রিয়জনের গুণ গাহিয়া যায়, কাহারও মুখের দিকে তাকায় না। আমি,—ভুক্তিহীন আমি,—জ্ঞানহীন আমি,—শব্দসম্পত্তিহীন আমি সেই মানবোচিত স্বভাবের বশী-

ভূত হইয়া, কেবল অভীষ্ট কৃষ্ণনাম আলেচেনায় কিঞ্চিৎ
আনন্দলাভের লোভে “শ্রীকৃষ্ণরাসলীলা” নামক পরম রসের
লীলা আলোচনা করিলাম।

বিজ্ঞাপনে আমি পাঠক ও সাধকবর্গের নিকট শিষ্টোচ্চি-
ত্ৰুটিমার্জ্জনায় জ্ঞান প্রার্থনা করি নাই, তাহার দুটি কারণ আছে ;
লোকে কথায় বলে, “সর্বদাশে যা ওষুধ দেবো কোথা” আমার
সকলই ত্ৰুটি ; কোনটির জ্ঞান মার্জ্জনা প্রার্থনা করিব ? দ্বিতীয়
কারণ এই যে, মন্দমতি আমি ভাবগ্রাহী জনদ্বিনের কথাই
আলোচনা করিয়াছি এবং পুস্তকের শেষে “শ্রীকৃষ্ণার্ণবমন্ত্ৰ”
বলিয়া তাঁহাকেই অর্পণ করিয়াছি, অতএব ভক্তিতে “বিষ্ণায়
নমঃ” বলিলেও যিনি তুষ্ট হইবেন ; তিনি আমার সহস্র
অশুভিতেও এবং সংস্র অপরিস্রবস্তেও সন্তুষ্ট হইবেন, ইহা
আমার বিশ্বাস। তাহা হইলেই আমি কৃতার্থ। তন্নিম্ন,
শাস্ত্রানুসারে ভগবান ও জীব অভিন্ন স্তুতরাং সর্বময় ভগবান
যাহার প্রতি সন্তুষ্ট ভগবদংশ মানব মাত্রেরই তাহার প্রতি সন্তুষ্ট
হইবেনই, ইহাও আমার বিশ্বাস। বিশেষতঃ “শ্রীকৃষ্ণরাসলীলা”
কৃষ্ণভক্তের জ্ঞানই লেখা হইয়াছে ; এবং ভক্ত মাত্রেরই দয়াময় ;
স্তুতরাং তাঁহার আমাকে দীন বলিসা দয়া করিবেনই। যদিও
আমি বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছি, “মানব মুখে নিন্দা বা ষণের আশা
অতি অল্পই রাখি” তথাপি ভক্তের দয়া আমার একান্ত
বাঞ্ছনীয় ও অবশ্য প্রার্থনীয় কারণ, আমি জানি ভগবদ্যয়
ভক্তের দয়া হইলেই ভক্তাধীন ভগবানের দয়া অবশ্যস্তাবিনী ?

লীলাময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে কার্য সাধনের জন্ত আমাকে এই মর্ত্যলোকে পাঠাইয়াছিলেন, বোধ হয় তাহা সমাপ্ত হইয়া আসিল, কারণ আমার কার্যোপযোগি যে যে উপকরণ দিয়াছিলেন তাহা ক্রমে ক্রমে লইতেছেন। শরীরের সামর্থ্য ও মনের বল লইয়াছেন। শরীরের সঙ্গে প্রতিভা মেধা ও স্মরণ শক্তির হ্রাস হইয়া আসিয়াছে। অতএব অচিন্ত্যস্বরূপ চিন্তা-মগ্নির মনে কি আছে জানি না, আমার বোধ হয় কাগজ কলম হাতে করিয়া সাধক ও পাঠক বর্গের সহিত আমার এই শেষ দেখা।

শ্রীনীল কাণ্ড দেব শর্মা
স্বঃ বৈষ্ণী।

ভাগবতাচার্য্য-

মহাপ্রভুপাদ শ্রীযুক্ত নীলকান্ত দেব-গোস্বামি-

মহাশয়ের বিরচিত গ্রন্থাবলী

শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত,—গ্রন্থকার-বিরচিত সয়ল সংস্কৃত ও তাহার বঙ্গানুবাদ। ইহা পাঠ করিলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবন্দাবন লীলায় আর কাহারও কোনও সংশয় থাকিবে না। মহাপ্রভুপাদ দেখাইয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবন্দাবন লীলা জ্ঞানীর অনুসন্ধানের প্রত্যক্ষ ব্রহ্মতত্ত্বেরই ভক্তা দ্বারা সুমধুর লীলাময় অভিনয়। ইহাতে ১৪টি লীলার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে,—গোসোক-লীলা, অবতার-লীলা, জন্মলীলা, অমুর-সংহার, চৌর্য্য, যুদ্ধক্ষণ, দামোদর, ব্রহ্ম-মোহন, কালিন্দ্যদমন, বজ্রহরণ, অম্মভিক্ষা, গিরি-ধারণ, নন্দোদ্ধার ও রাস। অতি উত্তম কাগজে মুদ্রিত, ৪২১ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ১৪।২।১ নং বাহির মূলাপুর রোড, গড়পার, কলিকাতা শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ ঘোষালের নিকট, শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়েব দোকানে, বরেন্দ্র লাইব্রেরীতে ও সংস্কৃত ডিপজিটারীতে পাওয়া যায়। মূল্য ১।।০ দেড় টাকা।

এই পুস্তক সকল সংবাদ পত্রেরই একবাক্যে প্রশংসিত। সংবাদ পত্রের মন্তব্য সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

হিতবাদী—“শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত” একখানি উপদেশের গ্রন্থ। এমন মধুর সয়ল ও বিস্তৃত সংস্কৃত রচনা আধুনিক লোকে যে, করিতে পারেন এ-বিবাস আমাদের ছিল না। শ্লোকগুলি পাঠ করিতে করিতে ঋষি-বিরচিত বলিয়া মনে হয়। আমরা গ্রন্থকারের বিচার-পদ্ধতি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। কৃষ্ণ লীলার অসীমতার লেশমাত্রও নাই, সাধারণের মনে এই

তাব বন্ধুল করিবার চেষ্টা করিয়া ভাগবতাচাৰ্য্য মহাশয় দেশের পরম উপকার করিয়াছেন।

ভ্রাম্মবিদ্যা—গোবিন্দী মহাশয় সমুদয় জীবন ধরিয়া রাহা প্রচার করিয়াছেন, তাহারই কিয়দংশ এই গ্রন্থে লীলা বর্ণনা করিয়া অগতঃ প্রহ্লাদে উপহার দিয়াছেন। প্রাচীন লীলাবাদের দার্শনিক তত্ত্ব বাহারা শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে আলোচনা করিতে চাহেন, এই গ্রন্থের দ্বারা তাঁহারা বিশেষ সাহায্য পাইবেন; আর বাহারা ভক্ত, তাঁহারা এই গ্রন্থ আনন্দান করিয়া পরমানন্দ লাভ করিবেন। আমরা এই গ্রন্থখানি ভক্তির সহিত সকলকে আলোচনা করিতে অনুরোধ করি।

HINDOO PATRIOT SAYS

Such sonorous Sanskrit verse, so chaste, so elegant, so fragrant in thought, so fascinating, such expressive Bengali translation too, and yet with all their beauty, they are most serious contribution to the literature on the subject. It is impossible to put the book until every page has been perused. The book is priced at Re. 1-8.

স্ব্যাম্বর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন, আপনার সংস্কৃত রচনা সম্বন্ধে মতান্তর প্রকাশ করা আমার পক্ষে দৃষ্টতা। তথাপি তাহা পাঠ করিয়া অত্যন্ত আনন্দ হওয়ার এইটুকু না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না যে, এত বিশদ ও সুমধুর সংস্কৃত রচনা করিতে পারেন, এমন বাঙ্গালী এখনও আছেন ইহা বাঙ্গালীর অল্প গৌরবের বিষয় নহে। আপনার বাঙ্গালা রচনাও তেমনই সরল ও সুসিষ্ট, এবং তাহা হইবে না কেন? একে ত মধুর শ্রীকৃষ্ণ-লীলা বর্ণন তাহাতে আবার আপনার জ্ঞান জ্ঞানী ও ভক্তের লেখা।

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে ভারতবর্ষ বলেন—এই পরম পরিচয়
 এই থানিতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের রম্যাবন লীলা ব্যাখ্যা করাই পুজ্যনাথ
 প্রভুপাদের উদ্দেশ্য ছিল; কিন্তু পারম্পর্য্য রক্ষার জন্ত ইহাতে গোলোক
 লীলাও বর্ণিত হইয়াছে। এখানি প্রথম খণ্ড; ইহাতে রাসলীলা পর্য্যন্তই
 বিবৃত হইয়াছে। পূজ্যপাদ গোস্বামী মহাশয় এই গ্রন্থে প্রধানতঃ শ্রীধর
 স্বামীর টীকাই গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার পর যে ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন
 তাহা যেমন সুন্দর তেমনই মধুর আবার তেমনই ভাবপূর্ণ; প্রকৃত সাধক
 ও লীলা রসজ্ঞ মহাত্মা ব্যতীত আর কাহারও লেখনী মুখে এরূপ সুমধুর
 বাণী নিঃসৃত হইতে পারে না। প্রভুপাদরচিত সংস্কৃত শ্লোকগুলি এমনই
 সুন্দর যে, আজ কালকার পণ্ডিতগণের লিখিত বলিয়া মনেই হয় না;
 মনে হয়, যেন কোন মহাকবির রচিত শ্লোক পাঠ করিতেছি। তাহার
 পর ব্যাখ্যার কথা। অতি সহজ ও সুললিত গদ্যে ব্যাখ্যা লিখিত;
 কোথাও পাণ্ডিত্য প্রকাশের অমুমাত্র চিহ্ন নাই; অথচ ভাবৈবশ্যে
 পরিপূর্ণ। এই লীলায়ুত পাঠে সকলেই পরিতৃপ্ত হইবেন। লেখক
 ভগবদ্গুণানুকীৰ্ত্তন করিয়াই কৃতার্থ হইয়াছেন, তাঁহার শ্রম, সকল
 হইয়াছে।

ভক্তি মাসিক পত্রিকায় বলেন—এ ব্যাখ্যা যেমন
 সুন্দর ও সরল তেমনই মধুরতর ভাবপূর্ণ। পাঠ করিলে মনে হয় লেখক
 প্রকৃতই লীলারসে ডুবিয়া রহিয়াছেন। তারপর সংস্কৃত শ্লোকগুলি
 এমন সরল অথচ মধুর ভাবে রচিত যে পাঠ করিতে বা বুঝিতে কোন
 কষ্টই হয় না অধিকন্তু পাঠ করিতে করিতে মনে হয় এ যেন প্রাচীন
 কোনও মহাকবির রচিত শ্লোকই পাঠ করিতেছি। আত্মবিন
 যাস-লীলা আলোচনা করিয়া প্রভু যে অমূল্য রস প্রকাশ করিয়াছেন,
 তাহা বুঝি, সকলেই সে রস সাধনে গ্রহণ করিয়া বৃত্ত হইবেন।

মধুর গ্রন্থের সমালোচনা হয় না, এ গ্রন্থ নিত্য অহরহ আশ্বাদনের যিনিষ ।
প্রভু ভাগবতের অসাধারণ পণ্ডিত এবং অপূর্ব ব্যাখ্যাতা । আমরা
তাহার শ্রীমুখে ব্যাখ্যা শুনিয়াছি, তারপর আবার এই গ্রন্থ পাইয়া প্রকৃত
পক্ষেই বিশেষরূপে আপনাকে ধন্ত মনে করিতেছি ।

পঞ্চরত্ন ।

পঞ্চরত্ন সর্বলোক সমাদৃত গ্রন্থ । ইহাতে মাতা, গুরু, ধর্ম, বিবেক
ও হরিনামেব মতিমা বর্ণিত হইয়াছে । প্রত্যেক বিষয় অতি সরল ও
সুমিষ্ট সংস্কৃত শ্লোকে বর্ণিত । অনেকে নিত্য সন্ধ্যা বন্দনার সময় পাঠ
করিয়া থাকেন । ইহাব সঙ্গে শত শ্লোকাত্মক শ্রীগৌবশতক সঙ্গিবদ্ধ
আছে । গৌব শতকের সরল পদ্যানুবাদও দেওয়া হইয়াছে ।

মূল্য ৯০ আনা মাত্র ।

কেবল শ্রীগৌবশতক - মূল্য ১০ আনা মাত্র ।

শ্রীশ্রীবংশীবিকাশ ।

সরল সংস্কৃত ও তাহার পদ্যানুবাদ । ইহাতে শ্রীশ্রীগৌরাজ মহা-
প্রভুর একাত্মরূপ বংশী-অবতার শ্রীশ্রীবংশীবদনানন্দ মহাপ্রভুর আবি-
র্ভাবের বিষয় বিবৃত হইয়াছে । মূল্য ১০ আনা মাত্র ।

কঙ্কি পুরান বঙ্গানুবাদ - মূল্য ১২ টাকা মাত্র ।

পতিব্রতা । সংস্কৃত শ্লোক ও পদ্যানুবাদ - মূল্য ১০ আনা ।

পিতৃস্তোত্র - সংস্কৃত শ্লোক ও পদ্যানুবাদ । মূল্য ১০ আনা মাত্র ।

সত্যের জয় - সংস্কৃত শ্লোক ও পদ্যানুবাদ । মূল্য ১০ মাত্র ।

আবার গৌর - বাঙ্গালাপদ্য । মূল্য ১০ আনা মাত্র ।

মহাপ্রভুপাদের সমস্ত গ্রন্থ ১৮ নং অষ্টৈতচরণ মল্লিকের লেন,
রামবাগান শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সাধুর নিকট পাওয়া যায় ।

294.51/NIL/B



23081

